অক্ষয়মথুর বাবুর

চ্যবনপ্রাশ ৩৲ সের। মকরধ্বজ ৪৲ তোলা।

ঢাকাশক্তিঔষধালয়

কারখানা স্বামীবাগ রোড ঢাকা।

হেড আফিস পটুয়াটুলি ঢাকা

১৩০৮ সনে স্থাপিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ জগতে নবযুগ আনিয়াছে

ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

রাজা, মহারাজা, ছোটলাট, বড়লাট প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট ও প্রশংসিত। প্রোপ্রাইটার শ্রীমথুরামোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী বি-এ (রিসিভার) হিন্দু কেমিষ্ট ও ফিজিসিয়ান। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ব্রাঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে এবং চিকিৎসক মহোদয়গণের জন্য কমিশনের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। অনুসন্ধান করুন, ৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে বিনামূল্যে ক্যাটলগ প্রেরণ করা হয়। "সারিবাদ্যরিষ্ট"—যাবতীয় রক্তদুষ্টি, পার্শ্বি, গেঁটেবাত, ঝিঝিবাত, প্রমেহ, প্রস্রাবের সহিত সুগার পড়া, স্বপ্নদোষ প্রভৃতির অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ৮০ শিশি। "দশনসংস্কার চূর্ণ"—বিদেশী মাজনের তুলনায় ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সুগন্ধি দাঁতের মাজন, দাঁতের সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণা, মুখের সর্ব্বপ্রকার ম্লান, রক্তপড়া, পোকা পড়া, সান্নিক প্রভৃতির অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য—৵০ আনা কৌটা।

মাসিক ১৫৲ বেতনে প্রতি গ্রামে লোক আবশ্যক।
আহমদ সাহেবের গাছ গাছড়া ও জারিত ঔষধে প্রস্তুত।

জ্বরারি বটিকা

ম্যালেরিয়া, অবিরাম, পালা, কালা, প্লীহা, যকৃত সংযুক্ত ইত্যাদি সব রকম জ্বর ১ দিনে ছাড়ে সপ্তাহে প্লীহা, লিভার আরোগ্য হইয়া নূতন রক্তে শরীর হঠাৎ শক্তিশালী হয়ে উঠে। লক্ষ লক্ষ ডাক্তার কবিরাজ ও রোগীর প্রশংসিত। ২১ বটী কৌটা ৸৶০ আনা, ৩ কৌটা ২৷০ আনা, ৬ কৌটা ৪৷০ আনা, ডজন ৮৲ টাকা।

জ্বরারি বটিকা অফিস, পোঃ ফেণী, নোয়াখালী।

ROY BROTHERS,

TAILORS & OUT-FITTERS

18 & 19 Chandney Chawk, Calcutta.

রায় ব্রাদার্স —প্রসিদ্ধ পোষাক বিক্রেতা,

১৮।১৯ চাঁদনীচক (বাজার) কলিকাতা।

ই-মা-র-ত

জাতীয় স্থাপত্য-শিল্প (architecture) ও কলা কৃতির মর্য্যাদা রক্ষা কল্পে মোসলমান ভ্রাতৃগণের প্রতি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, কলিকাতায় ও মফঃস্বলে গৃহনির্ম্মাণ, পার্টিশন মেরামতি, ও জরীপ কার্য্য ইত্যাদির জন্য অন্যের দ্বারস্থ হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা গৃহনির্ম্মাণ আইন অভিজ্ঞ একমাত্র মোসলমান (architect) আর্চিটেক্ট ও কণ্ট্রাক্টার মিঃ এস হোসেন আলীর নিকট পরামর্শ করুন—

আফিস—

৪২।৩, চাঁদনীচক ষ্ট্রীট, দোতালা—কলিকাতা

ফোন নং ক্যালকাটা ২৮২৭।

বাতের তেল

গেঁটে বাত, কটিবাত, অবসন্নতা, পক্ষাঘাত, সন্ধিস্থলে বেদনা, আঘাত জনিত বেদনা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বাতরোগের অব্যর্থ মালিশ। হাতে হাতে ফল পাইবেন। ইহার সহস্রাধিক প্রশংসাপত্র মজুত আছে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা চারি আনা।

আরোগ্য না হইলে **হজমী চূর্ণ** মূল্য ফেরত

এই প্রাচীন আবিষ্কৃত মহৌষধ কেবলমাত্র নানাবিধ উদ্ভিজ্জ পদার্থের সারাংশ এবং হেকিমী প্রক্রিয়ায় সংশোধিত সর্ব্বশাস্ত্রবৈধ অন্যান্য কতিপয় বিশুদ্ধ দ্রব্য হইতে প্রস্তুত। অদ্যাবধি যত প্রকার চূর্ণ বা পেটেণ্ট সল্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় হজমী চূর্ণের সঙ্গে তুলনার অযোগ্য। ইহা এক পক্ষে যেমন অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অম্লোদ্গার, বুক জ্বালা, ভেদ, বমী, প্রভৃতি উদর সংক্রান্ত যাবতীয় পীড়ার, এমন কি উৎকট গ্রহণী, অম্লপিত্ত ও শূল প্রভৃতির অব্যর্থ প্রতিকারক, অন্যপক্ষে তেমনি কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে, ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি সহ শরীরে বিশুদ্ধ শোণিত সঞ্চার করিতে, এবং প্লীহা ও যকৃত দোষ দূরীকরণতঃ রক্তকণিকা সৃষ্টি, বল, বীর্য্য উৎপাদন ও কান্তির শ্রীবৃদ্ধি করিতে অপ্রতিহত ক্ষমতাবান। এতদ্ব্যতীত ইহা বিংশতি প্রকার প্রমেহ ও বহুমূত্রাদি মূত্রাশয়ের বিভিন্ন প্রকার পীড়া, কোষবৃদ্ধি, মৃগী, কাশ, ক্ষয়কাশ, হম্পা প্রভৃতি কফজ ব্যাধির আশু এবং স্থায়ী নিবারণে অদ্বিতীয়। শুধু এই নয়! হজমী চূর্ণ গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভজনিত যাবতীয় উপদ্রব উপশমনে, সূতিকা ও শ্বেতপ্রদর দমনে, ও স্বাভাবিক পুষ্টি সাধনে এবং দুর্ব্বল শিশুদের পরিপুষ্টি ও শক্তি বর্দ্ধনে আশ্চর্য্য ক্ষমতাশালী। সবল ও সুস্থকায় ব্যক্তিগণ ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার রোগের কবল হইতে রক্ষা পাইবে। ফল কথা, একাধারে মন্ত্রশক্তিসম এতগুলি গুণের সমাবেশ অন্য কোন ঔষধে নাই। তাই হজমী চূর্ণ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী প্রতিপত্তি লাভ করিয়া এই প্রকার ঔষধ শ্রেণীতে শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে। মূল্য অর্দ্ধ আউন্স শিশি ।৵০ আনা। ডজন ৩৷০ টাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র! ৩ শিশির কমে পার্শেল করা হয় না।

ইউনানী দাওয়াখানা

৮০ নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাহির হইল! বাহির হইল!

ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান মতিওর রহমানের আবিষ্কৃত পিতলের সেমাই প্রস্তুতের হাণ্ড মেসিন

পুন অভিনববেশে

বাহির হইল!

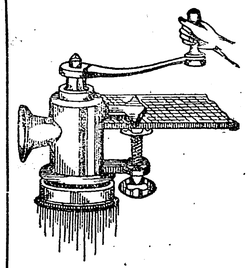

পবিত্র ঈদের সময় যাহারা অর্ডার দিয়া মেসিন পান নাই তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল। এই নূতন মেসিন দ্বারায় ঘণ্টায় /৪.৫ সের ইচ্ছামত মিহি রুমালী মাঝারি ও মোটা ৩ প্রকার সেমাই একটী ছোট বালিকাও অতি সহজে তৈয়ার করিতে পারে। আর সেমাই দেওয়ার জন্য মেয়েদের বিশেষ কষ্ট করিতে হইবে না। ইহা সম্পূর্ণ পিতলের তৈরী, মজবুত, দীর্ঘস্থায়ী, ভাঙ্গিবার ও মরিচা ধরিয়া নষ্ট হইবার ভয় নাই। পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ধরণের অভিনব আবিষ্কার দেখিতে সোনার বর্ণ একটী মেসিন পুরুষানুক্রমে কার্য্যকারী, ঈদ আগত প্রায়, বহুল প্রচারার্থে মূল্য ৫৲ টাকা রাখা হইল। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

গোশতের কিমা প্রস্তুত করিবার মেসিন মূল্য ৫৲ টাকা। মাঃ স্বতন্ত্র এজেণ্ট ও পাইকারগণকে বিশেষ কমিশন দেওয়া হয়, ৬টী মেসিন এক সঙ্গে না লইলে কমিশন দেওয়া হয় না।

ব্রাঞ্চ:—

আবেদালী কোম্পানী

ব্যাঙ্গর বিল্ডিং

১৬১নং হ্যারিসন রোড,—সিন্দুরিয়া পটির মোড়, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—

মতিওর রহমান এণ্ড সন্স,

সেমাই মেসিন ফ্যাক্টরী, পোঃ সিউরী বাজার,

বীরভূম

রেজিষ্টার্ড নং ১৪৭০

হাজি আহম্মদ আলী সাহেবের

শূল সুধা

পিত্তশূল, অম্লশূল, কলিজা … ও কোষ্ঠবদ্ধতা জনিত পেটের বেদনার মহৌষধ। সপ্তাহ সেবনে বেদনা আরোগ্য হয়, পক্ষ কাল সেবনে শরীরে নব শক্তি ও স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে, আর পুনরাক্রমণ করে না। মূল্য বড় কৌটা ১।৵০ আনা, ছোট কৌটা ৸০ আনা। ডাক মাশুল পৃথক।

ডাক্তার জে, আহম্মদ সাহেবের

জীবন সুধা

সেবনে দেহমনে শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দের উৎস প্রবাহিত হয়।

যাঁহারা অত্যাধিক কায়িক ও মানসিক অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যৌবনোচিত স্বাস্থ্য ও শক্তি হারাইয়া যাঁহারা হতাশায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছেন। খুজলী, পাঁচড়া, রক্তদুষ্টি ও কুৎসিত রোগে ভুগিয়া যাহারা জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা অবিলম্বে জীবনসুধা সেবন করিতে আরম্ভ করুন। প্রমেহ, স্বপ্নদোষ, দৌর্ব্বল্য অচিরে দূর হইয়া শরীরে নব রক্তকণার আধিক্যে গণ্ডদেশ লাল আভা ধারণ করিবে। খুজলী পাঁচড়া ও অন্যান্য কুৎসিৎ ব্যাধি নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হইয়া শরীর সুঠাম, সুন্দর ও উজ্জ্বল যৌবন-লাবণ্যে অপূর্ব্ব বিকাশ লাভ করিবে।

ফলতঃ ইহা অমোঘ শক্তিশালী টনিক ও

সর্ব্বোত্তম সালসা।

মূল্য বড় ১ বোতল ২॥০,—ছোট বোতল ২৷০, মাশুল পৃথক।

নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিন—

ডাক্তার—জে, আহ্মদ এস, এ, এস

প্রোপ্রাইটার—শূল-সুধা ঔষধালয়, ফুলবাড়িয়া রোড, নাজির বাজার, … ঢাকা

কলিকাতা ব্রাঞ্চ

৫৭, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

ফোন নং ৩২২৮ কলিকাতা

অভাবনীয় সুযোগ

বিনামূল্যে ক্যাটলগ পাইবেন।

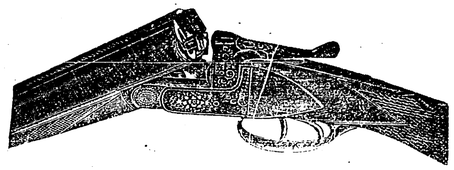

পোষ্টবক্স নং ৭৯ কলিকাতা

স্থাপিত ১৮৪০ এ, ডি,

টেলিগ্রাম „ফায়ার আর্মস“ কলিকাতা

ডি, এন্ বিশ্বাস এণ্ড কোং

প্রসিদ্ধ বন্দুক বিক্রেতা

১০নং ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

একনলী গাদা বন্দুক ৩০৲ হইতে ১১০৲
দুইনলী গাদা „ ৪০৲ হইতে ১৭৫৲
একনলী টোটা বন্দুক ৪৫৲ হইতে ৩৫০৲
দুইনলী „ „ ৬০৲ হইতে ২৫০০৲

অর্ডারের সহিত এই বিজ্ঞাপন কাটিয়া পাঠাইলে বন্দুকের বা এক্‌ই নম্বরের ৫০০শত টোটার প্যাকিং বা রেল মাশুল আমরা বহন করিব।

দি ক্রডিহিং টী কোং লিঃ

অভিজ্ঞ ডিরেক্টর দ্বারা কোম্পানী পরিচালিত,
জমির পরিমান এক হাজার একর, উর্ব্বরা শক্তি অতি উত্তম।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ নিকট পত্র লিখুন।

মেসার্স বানার্জ্জি চৌধুরী এণ্ড কোং
৩নং রয়েল এক্সেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

মৌলভী সা'দত আলি আখন্দ, বি-এ প্রণীত

✤ তরুণ-মুস্‌লিম ✤

প্রিন্সিপাল মৌলভী ইব্রাহিম খাঁ এম-এ, বি-এল সাহেব বলেন—"আপনার লেখা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়িয়া থাকি। আমার মনে হয় বইখানিতে আপনি যে চিন্তাশক্তি, যে মনোবল ও যে বাক্-সংযমের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আধুনিক মুস্‌লিম-বঙ্গে দুর্ল্লভ। আপনার লেখনী পরিচালনা জয়যুক্ত হউক"—

ভাষার লালিত্যে রচনার পারিপাট্যে চিন্তা সম্পদের অপূর্ব্ব সংযোজনায় আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে 'তরুণ-মুস্‌লিম' এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ফেদার ওয়েট কাগজে পরিষ্কার ছাপা।

মূল্য বার আনা ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্।
২০৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মখদুমী লাইব্রেরী। ১৫নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।
প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী। ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা।
ইউনিভার্সেল লাইব্রেরী।
৮৪নং ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১০৬৭ নং রেজেষ্ট্রীকৃত জারমানী

মিঠা-বড়ি

সেবন করুন।

ইহার আশ্চর্য্যতা এই যে খাইতে সুস্বাদু। রোগীর ইচ্ছামত ঔষধের পথ্য। সর্ব্বপ্রকার জ্বর ১ দিনে ছাড়ে, প্লীহা, যকৃৎ ৩ দিনে কমে, জ্বরে বিজ্বরে সেবন চলে। জ্বরের এরূপ আশ্চর্য্য ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই ইহা আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে মুগ্ধ করিতে চাহি না। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য অতি সুলভ প্রতি ট্যাবলেট ১০ পয়সা।

১৬ ট্যাবলেট প্যাকেট ৷০ আনা।

ডজন ৪৲ টাকা। গ্রোস ৪০৲ টাকা।

সর্ব্বত্র এজেন্ট চাই।

ভারতের সোল এজেন্ট—

ডাঃ এ, এণ্ড ব্রাদার্স।

মিঠা-বড়ি অফিস—পোঃ নড়াইল, যশোহর

বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ মুস্‌লিম মহিলা কবি

সুফিয়া এন, হোসেন সাহেবার

সাঁঝের মায়া

ছাপা হইতেছে

পল্লী-কবি জসীম উদ্‌দীনের

নতুন কাব্য গ্রন্থ

"বালুচর"

বাহির হইয়াছে

"রাখালী"

"নক্সী-কাঁথার মাঠ"

মূল্য প্রত্যেক খানা এক টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

BUILT BY THE SAME FACTORY THAT BUILT THE WORLD-FAMOUS

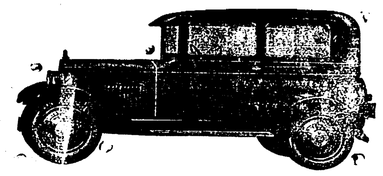

ROCKET CAR

9-20 H.P. SEDAN (German) CAR

A fine roomy car of the highest quality, finest material and strongest construction in every respect. The OPEL motors with which all models are equipped are, in our judgment, unequalled in horse-power output by any stock motors ever used by any car built of comparable size. The OPEL Factory is the largest Factory in Germany.

9-20 H.P.—It consumes petrol only 1 gallon in 38 miles
20-40 H.P.— „ „ „ „ „ in 22 miles
16-40 H.P.— „ „ „ „ „ in 25 miles

DISTRIBUTORS :

THE BENGAL MOTOR CAR CO.,
173/1, DHURRUMTOLLAH STREET, CALCUTTA.
'Gram :—"SIPHONAUTO" 'Phone :—2740 Cal.

(অর্দ্ধ শতাব্দি-যাবৎ প্রতিষ্ঠিত)

সতীশ চন্দ্র মুখার্জ্জী

এণ্ড সন্স (স)

৮৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গিনি সোণার ও জড়োয়া গহণা
এবং চাঁদিরূপার বাসনাদি নির্ম্মাতা

আমাদের প্রস্তুত গহনা ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট বিক্রয় করিলে, বানমরা বাদ না দিয়া সম্পূর্ণ গিনি শোণার মূল্য ফেরৎ দিই। সমস্ত গহণাতেই আমাদিগের নাম মোহর করা থাকে; মফঃস্বলে ঠিক সময়ে ভিপিতে জিনিষ পাঠান হয়, ও অপছন্দ হইলে বদলাইয়া দেওয়া হয়।

৴০ আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে সুবৃহৎ ক্যাটালগ পাঠান হয়।

মুস্‌লিম ব্যাঙ্কিং এন্‌ড ট্রেডিং

করপোরেশন লিমিটেড।

হেড আফিস—ঘোড়াশাল, ঢাকা।

মুসলমান জন সাধারণকে ঋণদায় হইতে মুক্ত ও সঞ্চয়ী করা, বিবিধ লাভজনক ব্যবসা দ্বারা আর্থিক উন্নতি সাধন, নরনারীদের হিতকল্পে সময়োপযোগী নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গঠন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ইহা গঠিত হইয়াছে। অংশ ১০৲ টাকা। তন্মধ্যে প্রতি অংশে ৬৲ টাকা ও প্রবেশ ফি ১৲ টাকা দেয়।

অংশ বিক্রয়ের জন্য কর্ম্মঠ ও বিশ্বস্ত এজেন্ট আবশ্যক।

ভাল কাজ দেখাইতে পারিলে স্থায়ী চাকরী দেওয়া হইবে।

এ, এম, সৈদুল্লা এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস।

এ, এইচ, খানের

বাদসাহী জর্দ্দা

রেজিষ্টারী নং ১২৪৬।

বাদসাহী জর্দ্দা মুখে দেওয়া মাত্র মুখ কস্তুরী বা মৃগনাভীর মন মাতান স্নিগ্ধ সুগন্ধে ভরপুর হইয়া যায়। বীর্য্যবর্দ্ধক ও দন্তরোগনাশক বহু মূল্যবান হেকিমী ঔষধ সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত। পূর্ব্বকালে বাদসাহ, নবাব, রাজা এবং আমির ওমরাহগণ এই জর্দ্দা পানের সহিত ব্যবহার করিয়া কিরূপ আনন্দ উপভোগ করিয়া গিয়াছেন তাহা আজও লোকে কত গল্প করিয়া থাকেন। গত ১৫ বৎসর যাবত আমরা বাদশাহী জর্দ্দা দ্বারা বহু লোকের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছি। বাজারে ইহার অত্যন্ত কাটতী দেখিয়া কতিপয় … প্রকৃতির প্রতারক ইহার নকল বাহির করিয়া বহু লোককে ঠকাইতেছে। বাদসাহী জর্দ্দা খরিদ করিবার সময় লেবেলে আবিষ্কারক মিষ্টার এ, এইচ, খানের ছবিটী দেখিয়া খরিদ করিবেন। মূল্য সবুজ লেবেল ১ শিশি ৵১০, ডজন ১৷০, নীলা লেবেল ১ শিশি ৵০, ডজন ১৵০, লাল লেবেল ১ শিশি /১০, ডজন ৸০ আনা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। নিকটস্থ দোকানে অনুসন্ধান করুন। না পাইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন। ভিঃ পিঃ যোগে মাল পাইবেন।

নিবেদক—

এ, এইচ, খান ব্রাদার্স,
৫৪নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জার্ম্মাণীতে প্রস্তুত
হেডেন্‌সা

অর্শের
মহৌষধ।
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

Empire of India Life Assurnce Co. Ld.

ভবিষ্যতের দিকে দেখিতেছেন?

ভবিষ্যতের জন্ম কিছু সংস্থান করা প্রত্যেক সাংসারিক ব্যক্তিরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এমন এক দিন আসিতে পারে, যখন দৈব-দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া যে কোন লোক উপার্জ্জনে অক্ষম হইতে পারে—সে সময় কেবলমাত্র একটী জীবন-বীমার পলিসীই বিপদগ্রস্ত পরিবারকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারে।

আপনার জীবন বীমা করিবার স্থান

এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ্ এসিওরেন্‌স কোং লিঃ

হেড্ অফিস—বোম্বাই—স্থাপিত ১৮৯৭ খৃঃ
বীমা তহবিল—৩,৫০,০০,০০০৲ টাকা।
বীমার আবেদন ফরম, নিয়মাবলী বা এজেন্সীর জন্য নিম্নের ঠিকানায় আবেদন করুন।
মেসার্স ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স্
চিফ্ এজেণ্টস্ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম
২৮ নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

THE CENTRAL BANK OF INDIA LD.

থিয়েটারে যাইব না——মদ্যপান করিব না
—বদ-মেজাজী হইব না—
এই সব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে আপনি পারেন
—কিন্তু—
যদি আপনি জ্ঞানী হন, তবে
হোম সেভিং একাউণ্ট-এ
প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু সঞ্চয় করিবার প্রতিজ্ঞা কিছুতেই ভঙ্গ করিবেন না।
এবং এরূপভাবেই
দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃএর
তিন বৎসরের ম্যাদী ক্যাস সার্টিফিকেটে প্রতি বৎসর যথেষ্ট টাকা সঞ্চয় করিতে পারিবেন।
নিম্নোক্ত ঠিকানায় আবেদন করিলে বিস্তৃত বিবরণ জানান হয়ঃ—

কলিকাতা আফিস—	নিউ মার্কেট ব্রাঞ্চ—	বড়বাজার আফিস—
১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	১০নং লিণ্ড্‌সে ষ্ট্রীট।	৭১নং ক্রস ষ্ট্রীট, বড়বাজার।

…নী-আলেখ্যার সুপটু চিত্রকব
মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ বি-এর
আমীর আলী

বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ দৈনিক পত্র 'বঙ্গ-বাণী' বলেন—"'…-জাতির ইতিহাস' প্রভৃতি ইংরাজী গ্রন্থ-প্রণেতা প্রিভি-কাউন্সিলের (প্রথম ভারতীয়) সদস্য, (মহামনিষী, জষ্টিস্) আমীর আলী সাহেবের জীবনী। লেখক তাঁহার সহজ সুন্দর ভাষায় এই মহাপুরুষের জীবন-কথা কিশোর মুসলিম সমাজের উপযুক্ত করিয়া রচনা করিয়াছেন। ভাষা ও লেখন-ভঙ্গী পুস্তকখানির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সরস করিয়া রাখিয়াছে ছাত্রদিগকে উপহার দিবার যোগ্য বই।" দাম—আট আনা।

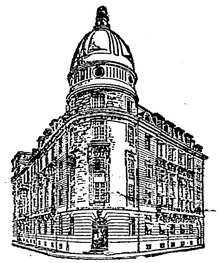

"বুক শেল্‌ফ্"
খানবাহাদুর ভবন, তামাকুমুণ্ডি, চট্টগ্রাম।

বঙ্গের অমৃতভাষী লেখক
মোঃ এয়াকুব আলী চৌধুরী
প্রণীত
হজরত মোহাম্মদের শিশুপাঠ্য জীবন-চরিত
নূর-নবী

শোভন সুন্দর মনোহর বেশে তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

রহমতুল্লিল আ'লামিন হজরত রসুলে করীমের জীবন-কথা, গল্পের মত সরস, মধুর। ভাষা সহজ, সরল, সুন্দর; সামান্য লেখা-পড়া-জানা লোকেও পড়িয়া বুঝিতে পারিবে।

সুন্দর বর্ডারসহ রঙীন কালিতে ছাপা। কয়েকখানি ছবি। ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে বাঁধাই। মূল্য ১৷৹ টাকা।

শান্তিধারা—৶৹। ধর্ম্মের কাহিনী—।৹।

প্রকাশক ও বিক্রেতা—
মোহাম্মদ আওলাদ আলী চৌধুরী
১০২, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।
অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়েও পাওয়া যায়

সচিত্র
সাপ্তাহিক সওগাত

৪র্থ বর্ষ } ৭ই আষাঢ় ১৩৩৮, ২৯শে জুন ১৯৩১। সোমবার ১২ই শফর ১৩৫০। { ৫ম সংখ্যা

গোলটেবিল ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী নিমন্ত্রিত হইলে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আগামী গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন। মহাত্মা এ-সম্বন্ধে তাঁহার "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে লিখিয়াছেন যে, তিনি সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হইলে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা মহাত্মার অনিচ্ছাকে অগ্রাহ্য করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হোক বা না হোক, মহাত্মা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন। মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন, তিনি গণতান্ত্রিকতার বশবর্ত্তী হইয়া ওয়ার্কিং কমিটীর এই নির্দ্দেশ মানিয়া লইয়াছেন, যদিও তাঁহার বিশ্বাস যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান ব্যতীত স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর নয়।

মহাত্মার এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। তিনি যদি বুঝিয়া থাকেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান ব্যতীত এদেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর নয়, তাহা হইলে ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু তিনি দুর্ব্বলভাবে কমিটীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত কাজ হইয়াছে কি না, বিশেষ সন্দেহের বিষয়। মহাত্মার ন্যায় অন্যান্য দেশনেতারাও বুঝিতে পারেন যে, ভারতের যাহা দাবী, তাহার পশ্চাতে হিন্দু, মুসলিম প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের সম্মিলিত স্বীকৃতি, সম্মতি ও আকাঙ্ক্ষার অজেয় শক্তি সক্রিয় না থাকিলে শাসক সম্প্রদায়ের শির তাহার সম্মুখে কোন কালে অবনত হইতে পারে না। এই সরল সত্যটী মহাত্মা গান্ধী উপেক্ষা করিয়া বোধ হয় ভালো করেন নাই। তিনি নিজেও "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে লিখিয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক মিলনের দুর্ব্বার শক্তির প্রতিষ্ঠা না ঘটিলে আমাদের হাতে আমাদের দেশের শাসন-শক্তি আসিতে পারে না। তথাপি তিনি লণ্ডনে যাইতেছেন ইহা শুনিলেই মনটী যেন স্বতঃই অসন্তুষ্ট হইয়া ওঠে।

তবে, মহাত্মার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষেও কিছু বলিবার আছে। গান্ধী-আরউইন সন্ধির পর গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান না-করা কংগ্রেসের পক্ষে অশোভন। অবশ্য গবর্ণমেণ্ট্ পক্ষ সন্ধি-শর্ত্তগুলি পালন না করিলে কংগ্রেস কৃত সন্ধি অস্বীকার করিতে পারেন; কিন্তু আমরা যাহাই মনে করি কিম্বা অন্য কেহ যাহাই মনে করুন, মহাত্মা গান্ধীর বিশ্বাস যে, গবর্ণমেণ্ট্ পক্ষ হইতে এমন গুরুতর কোনো কাজ করা হয় নাই অথবা কোনো কাজ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করা হয় নাই, যে-জন্য গান্ধী-আরউইন সন্ধির অবমাননা করা কংগ্রেসের কর্ত্তব্য বিবেচিত হইতে পারে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সম্পাদিত উক্ত পত্রে এ কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষের আর একটী যুক্তি তিনি উল্লেখ করেন নাই: গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিদের মধ্যে অতি ঘোর সাম্প্রদায়িকতাবাদী লোকদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। তাঁহারা ভারতের স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার প্রশ্নকে খুব বড় করিয়া দেখিতে কখনো রাজী ছিলেন না এবং এখনো রাজী নন। এই সব "জোহুকুম"-শ্রেণীর প্রতিনিধিরা কংগ্রেসের সহিত গবর্ণমেণ্ট্ সন্ধি করিতে প্রস্তুত হওয়ায় বিরক্ত বা ত্রস্ত হইয়াছেন। কংগ্রেসকে বাদ দিয়া এদেশে কোনোরূপ শাসন-পদ্ধতি চালানো সম্ভবপর নয়—গবর্ণমেণ্ট এই সত্য উপলব্ধি করায় তাঁহাদের আশঙ্কা জন্মিয়াছে যে, কংগ্রেসীরা গোলটেবিলে আসিলে তাঁহাদের নিজেদের শক্তি ও গুরুত্ব অনেকটা কমিয়া যাইবে। কাজেই তাঁহারা মনে মনে মোটেই চান না যে, কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করুক। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়াছিল যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হইলে মহাত্মা গান্ধী গোলটেবিলে যোগদান করিবেন না। সাম্প্রদায়িকতাবাদী দেশশত্রুরা এই সংবাদ শুনিয়া ভাবিয়াছিলেন, এইবার তাঁহাদের সম্মুখে সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত। তাই তাঁহারা—সাম্প্রদায়িক সমস্যা যাহাতে মীমাংসা না হয় এবং, এমন-কি, একই সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে যাহাতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে, সেই চেষ্টাই করিয়া আসিতেছেন। এখনও সাম্প্রদায়িক নেতাদের যেরূপ মতি-গতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ হয়, এই চেষ্টা তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত চালাইবেন। এরূপ অবস্থায় মহাত্মা গান্ধী যদি জিদ ধরিয়া বসিতেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হইলে তিনি কিছুতেই গোলটেবিল বৈঠকে যাইবেন না, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক নেতাদের দুরভিসন্ধির সহায়তাই হইত। তাহাতে কি তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইত?

যাহাহোক, তথাপি এ কথা সত্য যে, সাম্প্রদায়িক নেতাদের অনিষ্টকর প্রভাব ও ক্ষমতা মহাত্মার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইবে না। ভারতে যদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতারা একমত না হইতে পারেন, তাহা হইলে লণ্ডনে গিয়া আবার একমত হওয়ার চেষ্টা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাদের এবারকার চেষ্টা পূর্ব্বেকার চেষ্টা অপেক্ষা অধিকতর সফল হইবার সম্ভাবনা কোথায়? তাই মনে হয়, ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরা যে-উদ্দেশ্যে অতি-ঘোর সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাদের বাছিয়া বাছিয়া লণ্ডনে লইয়া গিয়াছেন, তাহা হয়তো সফল হইবে; দুর্ভাগ্য ভারতের হস্তপদ আগের মতোই দৃঢ় শৃঙ্খল-বাঁধনে বাঁধা থাকিবে। মহাত্মা গান্ধীও তাহা খুলিতে পারিবেন না।

তেলে-জলে।—

তেলে জলে মিশিবার আশা করা বৃথা। তথাপি আমাদের মধ্যে একদল লোক আশা করিয়াছিলেন যে, জাতীয় দলভুক্ত ও সম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানেরা আলাপ-আলোচনার দ্বারা একমত হইতে পারিবেন। গত মঙ্গলবার সিমলা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, তাঁহাদের এই আশা ব্যর্থ হইয়াছে, মওলানা শওকত আলীর দল ও ডাক্তার আনসারীর দলের মধ্যে আপোষের কথাবার্ত্তা ভাঙিয়া গিয়াছে।

এ-সংবাদে আমরা একটুও বিস্মিত হই নাই ; ইহার বিপরীত সংবাদ আসিলেই বরং আমাদের বিস্ময়ের কারণ ঘটিত। মওলানা শওকত আলীর দল যে-সকল প্রস্তাব জাতীয়তাবাদী মুসলমানদিগের বিবেচনার্থ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার একটীও গ্রহণ যোগ্য নয়। সাম্প্রদায়িক নেতারা বলিতেছিলেন যে, আপাততঃ দশ অথবা পাঁচ বৎসরের জন্য পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা বজায় থাকুক, তারপর মুসলমান জনসাধারণের অথবা কাউন্সিলের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের শতকরা ৬০ জনের অনুকূল মত লইয়া উহা তুলিয়া দেওয়া হইবে। জাতীয়তাবাদী নেতারা এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। মওলানা শওকত আলীর দল যদি এরূপ প্রস্তাব করিতেন যে, আপাততঃ ১০ অথবা ৫ বৎসরের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথা বজায় থাকুক, তারপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিশ্র নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে, কিম্বা যদি বলিতেন আপাততঃ ১০ অথবা ৫ বৎসরের জন্য মিশ্র-নির্ব্বাচন প্রথা একটা পরীক্ষা হিসাবে চালানো হোক, তারপর যদি কাউন্সিলের নির্ব্বাচিত সদস্যের শতকরা ৬০ জনের মতে উহা অবাঞ্ছনীয় বিবেচিত হয়, তবে পুনরায় স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথা চলিবে, তাহা হইলে বরং জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা সে-কথা মানিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু মওলানা শওকত আলী প্রভৃতি এখন স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান এবং পরেও আবার এমন ব্যবস্থা করিতে চান যাহার ফলে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথাই চলিতে থাকে। স্বতন্ত্র প্রথায় নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-প্রথার বিরুদ্ধে মত দিবে, এমন কথা নির্ব্বোধেরা বিশ্বাস করিতে পারে। দুঃখের অথবা সুখের বিষয়, জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের নির্ব্বোধ বলা চলে না ; কাজেই মওলানার দলের প্রস্তাবে তাঁহারা সম্মত হইতে পারেন নাই। ইহাতে মওলানার দল ক্রুদ্ধ হইয়া জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সহিত কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

•

দোষ কার ?—

সিমলার মিলন বৈঠক এই ভাবে ব্যর্থ হইবার পর অনেকেই জিজ্ঞাসা করিবেন—দোষ কোন্ পক্ষের। "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রের সিমলাস্থ সংবাদ দাতা অত্যন্ত সন্দেহজনকভাবে মওলানা শওকত আলীর দলের দোষস্খালন করিয়া যত কিছু অপরাধ ডাক্তার আনসারীর দলের উপর আরোপ করিয়াছেন। "ষ্টেটস্‌ম্যানের" সম্পাদকীয় স্তম্ভেও ডাক্তার আনসারীকে জাহান্নামে পাঠাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদটীও প্রচারিত হইয়াছে যে, ভারতগবর্ণমেণ্ট মওলানা শওকত আলীর দলের মতামতই মুসলমানদের মতামত বলিয়া ধরিয়া লইবেন। আবার "ষ্টেটস্‌ম্যানের" সংবাদদাতা ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট এ-বিষয়ে একেবারে নিরপেক্ষ ছিলেন ও আছেন, তবে মওলানার দলের মতামতেরই সমর্থন তাঁহারা করিবেন। এই সব দেখিয়া-শুনিয়া আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছি না। ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রের সংবাদদাতা ও সম্পাদকেরা কি মনে করেন যে, এদেশের লোকগুলি নিতান্তই ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করে? ডাক্তার আনসারী তাঁহার বর্ণনাপত্রে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছেন যে, সিমলায় গিয়া তাঁহারা দেখিতে পান যে, সেখানকার আবহাওয়া মিলনের পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল। সেখানে নানা জনে নানাভাবে এমন কুপ্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন যে, মওলানা শওকত আলীর দলের সহিত জাতীয়তাবাদীদের আপোষের সম্ভাবনা আদৌ ছিল না। মওলানার দল উক্ত কুপ্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া এমন, সব প্রস্তাব ডাক্তার আনসারীর দলের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছিলেন, যাহা কোনো মতেই জাতীয়তাবাদীদের গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে না। ডাক্তার সাহেবের এই উক্তি ও "ষ্টেটস্‌ম্যানের" সংবাদদাতার মন্তব্য মিলাইয়া পড়িলে মনে হয় মওলানা শওকত আলীর দল যেন প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিলেন যে, জাতীয়তাবাদীদের সহিত তাঁহাদের আপোষ না ঘটিলে গবর্ণমেণ্টের সমর্থন তাঁহারাই পাইবেন। তাহা না হইলে উভয় দলে কথাবার্ত্তা ভাঙিয়া যাইবার পর মুহূর্ত্তেই—চতুর্দ্দিককার অবস্থা আদৌ বিবেচনা না করিয়াই—গবর্ণমেণ্ট কিরূপে স্থির করিলেন যে, মওলানার সমর্থন করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। গ্রীষ্ম কালে ভারত গবর্ণমেণ্টের আড্ডা সিমলাতেই ; কাজেই স্যার ফজলি হোসেন প্রমুখ ধুরন্ধরেরা সেখানে আছেন। তাঁহাদের সহিত মওলানা শওকত আলীর দেখা শুনা হওয়া আদৌ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল না। আর একটী সন্দেহজনক ব্যাপার এই যে, মওলানা শওকত আলী ও তাঁহার দল নির্ব্বাচন সমস্যার মীমাংসার জন্য ভারতের অন্য সমস্ত স্থান ত্যাগ করিয়া সিমলা শৈল-শিখরে আরোহণের জন্য এতটা লালায়িত হইয়াছিলেন কেন? এইসকল কথা বিবেচনা করিলে মুসলমান নেতাদের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা কার দোষে হইল না, সে সম্বন্ধে হয়তো একটা ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

•

বাঙ্গালী মুসলমানদের স্বার্থ।—

যাহাহোক, "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রের সংবাদদাতা ভারত গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে-সংবাদ দিয়াছেন, তাহা সত্য না হইতে পারে। যদি না হয়, তাহা হইলে আমরা আহ্লাদিত হইব, কারণ মুসলমানদের বিভিন্ন দলের নেতাদের মধ্যে মতানৈক্যের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষতা অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি "ষ্টেটস্‌ম্যানের" সংবাদদাতা ভুল সংবাদ না দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভারত গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করিতে আমরা ন্যায়তঃ বাধ্য। অন্য প্রদেশের মুসলমানদের কথা আমরা কিছুই বলিতে চাহি না ; কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানদের পক্ষ হইতে আমরা এ কথা বলিবই যে মওলানা শওকত আলীর দল আমাদের প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকারী নহেন। মিঃ শাহীদ সুহরাওয়ার্দ্দী অথবা মিঃ এ, এইচ, গজনবী অথবা ঢাকার নবাব মওলানা শওকত আলীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে যতই আগ্রহ প্রকাশ করুন, বাঙ্গালী মুসলমানদের মতামত কখনই তাঁহাদের অনুসারী নয়। আমরা, বাঙ্গালী মুসলমানেরা এই জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন চাই না যে, তাহার ফলে বাঙলা দেশে মুসলমান জনসংখ্যার সংখ্যাধিক্য একেবারেই ব্যর্থ হইবে ; এই জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন চাই না যে তাহার ফলে দেশের প্রাণস্বরূপ দরিদ্র মুসলমান কৃষক ও শ্রমজীবীদের স্বার্থ ঢাকার নবাব, মিঃ গজনবী প্রভৃতি জমিদার ও বড়লোকদের হস্তে চিরদিন পদদলিত হইবে। মওলানা শওকত আলী, স্যার মোহাম্মদ শফীর নেতৃত্ব আমরা অস্বীকার করি। আমরা জমিদার ও বড়লোকদের স্বার্থের সম্মুখে দরিদ্র মুসলিম জনসাধারণের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে পারিব না ; সংখ্যাগুরু হইয়াও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথার খাতিরে সংখ্যালঘুর হীনতা ও অক্ষমতা কিছুতেই মানিয়া লইব না। মওলানা শওকত আলী প্রভৃতি অন্য প্রদেশের মুসলমানদের স্বার্থ লইয়া ছিনিমিনি খেলুন ; বাঙ্গালী মুসলমানদের সম্বন্ধে তাঁহারা মাথা ঘামাইবেন না, এই অনুরোধ। আমরা অবাঙ্গালী মুসলমানদের স্বার্থের জন্য নিজেদের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত নই। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই কথাটী স্মরণ রাখিলে আমরা বিশেষ বাধিত হইবে।

•

সাম্প্রদায়িক 'কাল্‌চার'।—

কিছুদিন পূর্ব্বে হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনে এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয় যে. হিন্দীকেই ভারতের রাষ্ট্রভাষা নির্দ্ধারিত করা হোক এবং তাহা দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হইবার ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করা হোক। আমাদের বাঙলা দেশের দুইজন শ্রেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা মিঃ সুভাষ চন্দ্র বসু ও মিঃ যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, উভয়েই নাকি এই সম্মিলনে উপস্থিত থাকিয়া প্রস্তাবটী সমর্থন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে আমাদের এক সহযোগী আধুনিকতাবাদী মুসলিম তরুণদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, যে, মিঃ বসু ও মিঃ সেনগুপ্তের মধ্যে অন্য বিষয়ে যতই বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতে থাকুক, হিন্দু কাল্‌চারের (কৃষ্টির) অঙ্গ হিসাবে হিন্দী ভাষা ও নাগরী অক্ষরের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে তাঁহারা দু'জনেই ব্যস্ত! ইহা হইতে মুসলিম তরুণদের শিক্ষা-লাভ করা উচিত, ইত্যাদি। সহযোগীর এই উক্তির প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। তবে দুইটী কথা আমরা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিব। প্রথমতঃ, সহযোগী কি চান যে, হিন্দুরা যেরূপ হিন্দু 'কাল্‌চার', হিন্দু 'কাল্‌চার' বলিয়া চেঁচাইতেছে, মুসলমানরাও তাহার পাল্‌টা জবাবস্বরূপ মুসলিম 'কালচার', মুসলিম 'কাল্‌চার' বলিয়া চেঁচাইতে থাকুক? দ্বিতীয়তঃ, তিনি কি মনে করেন যে, এইভাবে হিন্দু ও মুসলমান নিজের নিজের 'বৈশিষ্ট্য'জ্ঞাপক "কাল্‌চারের" জয়-প্রতিষ্ঠার জন্য জিদ্ করিলে এদেশে কখনো এক জাতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠার যাহা যাহা উপকরণ তাহা জন্ম লাভ করিবে? একদেশে এক জাতি-গঠন সম্ভবপর অসাম্প্রদায়িক সভ্যতা ও 'কাল্‌চারের' ভিত্তির উপর। এদেশে তাহা নূতন করিয়া গড়িয়া তোলাই সত্যিকার অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী নেতার কাজ। মিঃ সুভাষ বসু ও মিঃ সেনগুপ্ত যদি তাহা না করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদের কপালে শুধু কংগ্রেসের ছাপ দেখিয়াই তাঁহাদিগকে সত্যিকার জাতীয়তাবাদী মনে করা নিশ্চয়ই ভুল।

•

ফরিদপুর কন্‌ফারেন্স।—

ফরিদপুরে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের কন্‌ফারেন্স বসিতেছে। আমরাও জাতীয় দলভুক্ত ; এজন্য এই কন্‌ফারেন্সের প্রতি আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। কিন্তু আমরা একটা কথা বুঝিতে পারিতেছি না। বাঙ্গালী মুসলমানদের একটী সভায় নেতৃত্ব করিবার জন্য একজন অবাঙ্গালী নেতাকে আহ্বান করা হইল কেন? আমরা ডাক্তার মোখ্‌তার আহ্‌মদ আনসারীকে শ্রদ্ধা করি ; তাঁহার রাজনৈতিক মতামতের সহিত আমাদের মতের বহুলাংশে ঐক্য আছে ; তাঁহার কর্ম্মশক্তি ও আন্তরিকতায় আমরা বিশ্বাসবান। কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানদের সভায় তিনি কর্ত্তৃত্ব করিবেন, ইহা আমরা আমাদের পক্ষে অপমানকর বলিয়া মনে করি। ইহা অবশ্য আমাদের মত নয় যে, এক প্রদেশের নেতার পক্ষে অন্য প্রদেশের কোনো সভাসমিতিতে নেতৃত্ব করা আদৌ অন্যায় ; কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ হওয়া উচিত নয়। বাঙ্গালী মুসলমানদের কর্ত্তব্য ও দাবী সম্বন্ধে আমাদের নিজেদেরই চিন্তা করা দরকার ; তাহাতে অন্যের সহায়তা না চাওয়াই আমাদের উচিত ; কারণ তাহাতে আমাদের নিজেদের ক্ষুদ্রতাই প্রমাণিত হয়। বাঙ্গলার সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ডাঃ শাফায়াত আহমদ খান, মওলানা শওকত আলী প্রভৃতির মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন ; জাতীয়বাদীরা ডাঃ আনসারী, মওলানা কেফায়েতুল্লাহ প্রভৃতির নেতৃত্ব-ভিখারী! তাহা হইলে বাঙ্গালী মুসলমানেরা কি একেবারেই অন্তঃসারশূন্য? বাঙ্গালী মুসলিম নেতারা সকলেই কি শুধু চর-অনুচর হইবার যোগ্য? হায়রে বাঙ্গলার মুসলমান!

•

সরকারী পাল্‌টা আন্দোলন।—

পার্লামেণ্টে রক্ষণশীল সদস্য মিঃ ক্লিফটন ব্রাউন বলেন, ভারতে কংগ্রেসের প্রচার-কার্য্যের ফলে গ্রামবাসীরা এইরূপ মনে করিতেছে যে, বর্ত্তমানে কার্য্যতঃ কংগ্রেসই বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষদিগকে পরিচালিত করিতেছেন, ইহার পাল্‌টা আন্দোলন চালানো উচিত। মিঃ ওয়েজউড বেন উত্তরে বলেন যে, এ-বিষয়ে তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। তিনি জানেন, এজন্য ভারতে বহুবিস্তৃত প্রতিষ্ঠান (organisation) আছে; ঐ প্রতিষ্ঠান কিরূপে কাজে লাগানো যায় সে সম্বন্ধে তিনি বিবেচনা করিতেছেন ইত্যাদি। গবর্ণমেণ্টের প্রচার-কার্য্য সম্বন্ধে এখানে আমরা কিছু বলিতে চাই না। শুধু এইটুকু লক্ষ্য করিতেছি যে, কংগ্রেসের পাল্‌টা আন্দোলন চালাইবার জন্য ভারতে সরকারী আয়োজন যথেষ্ট পরিমাণে আছে, ইহা ভারত-সচিব স্পষ্টই স্বীকার করিতেছেন। মিঃ বেনের এই স্বীকারোক্তি হইতে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, কংগ্রেস পক্ষ হইতে কোনো আন্দোলন উপস্থিত করা হইলে সরকার পক্ষ হইতে তাহার পাল্‌টা আন্দোলন চালাইবার বিহিত ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। বিনা খরচে আন্দোলন চলিতে পারে, এ-কথা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই না। তাহা হইলে ব্যাপার এই দাঁড়াইতেছে যে, কংগ্রেসী আন্দোলন ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে পয়সা ব্যয় করিয়া পাল্‌টা আন্দোলন চালানো হইয়া থাকে। সরকার পক্ষের এই পয়সা কোন্ কাগজওয়ালা অথবা কোন্ সভা বা কন্‌ফারেন্সওয়ালারা খাইয়া থাকেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যাঁহারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন, বিদেশী-বয়কট-আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া দেশ-শত্রুতা করেন, সাম্প্রদায়িক ঐক্যস্থাপনের পথ রুদ্ধ করিয়া দেশকল্যাণের আয়োজন ব্যর্থ করিতে চান, তাঁহারা সরকারী পয়সাখোরদের দলভুক্ত না হইয়া যান না। অবশ্য তাঁহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে আমরা এ-কথা বলিতেছি না ; কিন্তু ইহা বলিবই যে তাঁহাদের দলের লোকেরাই সরকারী পয়সাখোর দলের অন্তর্ভুক্ত। এই জন্যই তাঁহাদের দলের অধিকাংশ লোক কথায় কথায় বলিয়া থাকেন যে, দেশহিতৈষী জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা "কংগ্রেসের কেনা গোলাম।" যাহারা নিজেরাই অন্যের "কেনা গোলাম", তাহারাই অপরের সম্বন্ধে ঐ অবস্থা অনুমান করে ; স্বাধীনচিত্ত লোকের চিন্তা কখনো ঐরূপ হইতে পারে না।

•

পরের চোখে

বেকার সমস্যা বোম্বাইয়েও নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে। কর্ম্মহীন হইয়া উদরান্ন সংগ্রহ এবং আত্মসম্মান রক্ষায় অক্ষম গোলাম হোসেন বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। একই কারণে রামরাও নামে একটি যুবক সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া

আমেরিকায় বিশ্বহিতৈষণা।—

আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের সভাপতি মিঃ হুভার ঘোষণা করিয়াছেন যে, বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের নিকট যুদ্ধঋণ বাবত তাঁহাদের যত টাকা পাওনা আছে, তাহার আদায় তিনি এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিতে প্রস্তুত আছেন, এই শর্ত্তে যে, বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিও পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধঋণের দেনা-পাওনা ঐ সময়ের জন্য স্থগিত রাখিবেন। বর্ত্তমান বৎসরে ইউরোপের গবর্ণমেণ্টগুলির—বিশেষতঃ জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের অবস্থা ভীষণ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এ-অবস্থায় যদি ঋণ আদায়ের জন্য জবরদস্তি হইতে থাকে, তাহা হইতে বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টর, বিশেষতঃ জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব একান্তই বিপন্ন হইয়া পড়িবে। এই অবস্থা হইতে ইউরোপকে, বরং জগৎকে—(কারণ এ-যুগে এক মহাদেশে দারুণ অর্থকষ্ট হইলে অন্য মহাদেশেও তাহার প্রভাব বিস্তৃত হওয়া অবশ্যম্ভাবী)—রক্ষা করিবার জন্য সভাপতি হুভার এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন। এজন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। দুঃখের বিষয়, জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের বৃহত্তম পাওনাদার ফ্রান্স মিঃ হুভারের ঘোষণাকে হৃষ্ট চিত্তে মানিয়া লইতে ইতস্ততঃ করিতেছে। ফ্রান্সের অনেক রাজনীতিকের নাকি বিশ্বাস যে, জার্ম্মাণীর আর্থিক মৃত্যু ঘটিলে আমেরিকার প্রাপ্য বহু কোটী টাকা আদায় হইবে না ; এই জন্যই মিঃ হুভার স্বর্ণডিম্বপ্রসূ জার্ম্মাণীকে রক্ষা করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন, জগতের মঙ্গল সাধন তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ফ্রান্সেরও বুঝা উচিত যে, জার্ম্মাণীর মৃত্যু হইলে ক্ষতি তাঁহারও কম নয়। ফ্রান্স হয়তো কোনো ছুতায় জার্ম্মাণীর অধিকারভুক্ত ভূমি দখল করিতে ব্যগ্র ; কিন্তু অন্যান্য শক্তিদের উপেক্ষা করিয়া তিনি কি তাহা করিতে পারিবেন? যাহাহোক, ফ্রান্সের জিদের ফলে যদি মিঃ হুভারের প্রস্তাব ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাতে ইউরোপের ঘোর অকল্যাণ হইবে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। অবশ্য আমরা একথা মনে করি না যে, এক বৎসরের মধ্যেই ইউরোপ বা জার্ম্মাণী নিজেকে সামলাইয়া লইতে পারিবে ; সেজন্য হয়তো ৪।৫ বৎসর ঋণের আদান-প্রদান স্থগিত রাখা দরকার। কিন্তু যুদ্ধঋণ এক বৎসর স্থগিত রাখিবার প্রস্তাবেই যদি ফ্রান্স নারাজ হন, তাহা হইলেই ৪।৫ বৎসরের কথা আসিবে কিরূপে?

পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে! বেকার সমস্যার প্রতিকারে অক্ষম ভারতের কর্মঠ যুবকগণ একের পর আর আত্মহত্যা করিতেছে! এই শ্রেণীর ঘটনা উল্লেখ করিয়া আমরা একাধিকবার এ-বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। এ সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা করা খুব সহজ নহে জানি, তথাপি প্রতিকার সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট কোন উপায় অবলম্বন করিবেন কি না, তাহা সাধারণের অবগতির জন্য প্রচার করা কর্ত্তব্য। এই দায়িত্ব অস্বীকার করা কোন সভ্য গবর্ণমেণ্টের উচিত নহে। —আনন্দ বাজার

সিমলায় উভয় পক্ষীয় মুসলমান জননায়কগণ একমত হইতে না পারায় আপাততঃ বৈঠক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের পক্ষ হইতে ডাঃ আনসারী প্রায় সকল ব্যাপারেই একমত হইয়াছিলেন, কিন্তু পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা অব্যাহত রাখিবার জিদ কিছুতেই স্যার সফী, স্যর ফজলী হোসেনের দল পরিত্যাগ করিতে রাজী হইলেন না।

স্যর সফী ও স্যর ফজলী হোসেন কোথা হইতে কি প্রেরণা পাইয়া এই অসঙ্গত জিদ লইয়া বাড়াবাড়ী করিতেছেন, তাহা কাহারও অজানা নাই। জাতীয়তাবাদী তথা আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমান রাজনীতিকগণও তাহা জানেন এবং জানেন বলিয়াই ঐ দলের সহিত আপোষ আপাততঃ অসম্ভব বলিয়াই সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা জানি, দিল্লী চুক্তির অব্যবহিত পরে, গোলটেবিল প্রত্যাগত সাম্প্রদায়িকতা ধ্বজাধারীরা কংগ্রেসের সহিত —মহাত্মাজীর সহিত আপোষ নিস্পত্তিতে লালায়িত হইয়াছিলেন,—কিন্তু সহসা স্যর ফজলী হোসেন পশ্চাৎ হইতে এমন ভেল্কী লাগাইলেন এবং মওলানা শওকত আলী আসিয়া এমন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন যে, সব বানচাল হইয়া গেল! নিখিল ভারত মোস্‌লেম বৈঠকের নামে, পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িকতা বাদীরা আসিয়া উদ্ভট ও উৎকট বক্তৃতা করিয়া সকলকে তাক্ লাগাইয়া দিলেন!......

স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, স্যর সফীর দল, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে একান্ত অনিচ্ছুক। ইঁহাদের ধারণা যে, ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অগ্রগতিকে ইঁহারা 'কর্ত্তার' অনুগ্রহে বাধা দিবেনই। উৎসাহ দিবার জন্য 'ষ্টেটস্ম্যান' বলিয়াছেন,—ভারত-গবর্ণমেণ্ট সফীর দলের মতকেই মুসলমান-মত বলিয়া মানিয়া লইবেন! বলা-বাহুল্য, এ কার্য্য করিলে ভারত-গবর্ণমেণ্ট বিষম ভ্রম করিবেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমান জনমতকে যত সহজে অগ্রাহ্য করা যায় বলিয়া তাঁহাদের ধারণা, বস্তুতঃ আজ তাহা তত সহজ নহে। —আনন্দ বাজার

সোভিয়েট নীতি

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত পত্রের একাংশ)

['প্রবাসী হইতে উদ্ধৃত']

রাশিয়ায় পা বাড়িয়েই প্রথমেই চোখে পড়ল সেখানকার যে চাষী ও শ্রমিক সম্প্রদায় আজ আট বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় জনসাধারণেরই মত নিঃসহায় নিরন্ন নির্য্যাতিত নিরক্ষর ছিল, অনেক বিষয়ে যাদের দুঃখভার আমাদের চেয়ে বেশী বই কম ছিল না, অন্ততঃ তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এ অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই যে-উন্নতি লাভ করেচে দেড়শো বছরেও আমাদের দেশে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও তা হয়নি। আমাদের দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ স্বদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যে দুরাশার ছবি মরীচিকার পটে আঁকতেও সাহস পায়নি এখানে তার প্রত্যক্ষ রূপ দেখলুম দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তৃত।

নিজেকে এ প্রশ্ন বার-বার জিজ্ঞাসা করেছি—এত বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্ভবপর হ'ল কি করে? মনের মধ্যে এই উত্তর পেয়েছি যে লোভের বাধা কোনোখানে নেই। শিক্ষার দ্বারা সব মানুষই যথোচিত সক্ষম হয়ে উঠবে একথা মনে করতে কোথাও খট্‌কা লাগচে না। দূর এশিয়ার তুর্ক-মেনীস্তানবাসী প্রজাদের পুরোপুরি শিক্ষা দিতে এদের মনে একটুও ভয় নেই, প্রত্যুত প্রবল আগ্রহ আছে। তুর্কমেনিস্তানের প্রথাগত মূঢ়তার মধ্যেই সেখানকার লোকের সমস্ত দুঃখের কারণ এই কথাটা রিপোর্টে নির্দ্দেশ ক'রে উদাসীন হয়ে বসে নেই।

কোচিন-চায়নায় শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে শুনেচি কোনো ফরাসী পাণ্ডিত্যব্যবসায়ী বলেচেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজরাজ দেশী লোককে শিক্ষা দিতে গিয়ে যে ভুল করেচেন ফ্রান্স যেন সে ভুল না করেন। একথা মানতে হবে যে, ইংরাজের চরিত্রে এমন একটা মহত্ত্ব আছে যেজন্য বিদেশী শাসন-নীতিতে তাঁরা কিছু কিছু ভুল ক'রে বসেন, শাসনের ঠাস-বুনানীতে কিছু কিছু ফেঁই হারায়, নইলে আমাদের মুখ ফুটতে হয়ত আরও এক আধ শতাব্দী দেরি হ'ত। একথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, শিক্ষার অভাবে অশক্তি অটল হয়ে থাকে, অতএব অশিক্ষা পুলিসের ডাণ্ডার চেয়ে কম বলবান নয়, বোধ হয় যেন লর্ড কার্জ্জন যে কথাটা কিছু কিছু অনুভব করেছিলেন। শিক্ষাদান সম্বন্ধে ফরাসী পাণ্ডিত্যব্যবসায়ী স্বদেশের প্রয়োজনকে যে-আদর্শে বিচার করে থাকেন, শাসিত দেশের প্রয়োজনকে সে-আদর্শে করেন না। তার একমাত্র কারণ লোভ। লোভের বাহন যারা, তাদের মনুষ্যত্বের বাস্তবতা লুব্ধের পক্ষে অস্পষ্ট, তাদের দাবীকে আমরা স্বভাবতই খর্ব্ব ক'রে থাকি। যাদের সঙ্গে ভারতের শাসনের সম্বন্ধ তাদের কাছে ভারতবর্ষ আজ দেড়শো বৎসর খর্ব্ব হয়ে আছে। এই জন্যেই তার মর্ম্মগত প্রয়োজনের 'পরে উপরওয়ালার ঔদাসীন্য ঘুচল না। আমরা যে কি অন্ন খাই, কি জলে আমাদের পিপাসা মিটাতে হয়, কি সুগভীর অশিক্ষায় আমাদের চিত্ত তমসাবৃত তা আজ পর্য্যন্ত ভাল ক'রে তাঁদের চোখে পড়ল না। কেন না, আমরাই তাদের প্রয়োজনের, এইটেই বড় কথা, আমাদেরও যে প্রাণগত প্রয়োজন আচে, একথাটা জরুরি নয়। তা ছাড়া আমরা এত অকিঞ্চিৎকর হয়ে আছি যে, আমাদের প্রয়োজনকে সম্মান করাই সম্ভব হয় না।

ভারতের যে কঠিন সমস্যা, যাতে ক'রে আমরা এত কাল ধরে ধনে প্রাণে মনে মরেচি এ সমস্যাটা পাশ্চাত্যে কোথাও নেই। সে সমস্যাটি এই যে ভারতের সমস্ত স্বত্ব দ্বিধাকৃত ও সেই সর্ব্বনেশে বিভাগের মূলে আছে লোভ। এই কারণে রাশিয়ায় এসে যখন সেই লোভকে তিরস্কৃত দেখলুম তখন সেটা আমাকে যত বড় আনন্দ দিলে এতটা হয়ত স্বভাবত অন্যকে না দিতে পারে। তবুও মূল কথাটা মনে থেকে তাড়াতে পারিনে সে হচ্ছে এই যে, আজ কেবল ভারতে নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই যে-কোনো বড় বিপদের জাল-বিস্তার দেখা যাচ্ছে তার প্রেরণা হচ্ছে লোভ, সেই লোভের সঙ্গেই যত ভয়, যত সংশয়, সেই লোভের পিছনেই যত অস্ত্রসজ্জা, যত মিথ্যুক ও নিষ্ঠুর রাষ্ট্রনীতি।

আর একটা তর্কের বিষয় হচ্ছে ডিক্‌টেটরশিপ্ অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যাপারে নায়কতন্ত্র নিয়ে। কোনো বিষয়েই নায়কিয়ানা আমি নিজে পছন্দ করিনে। ক্ষতি বা শাস্তির ভয়কে অগ্রবর্ত্তী ক'রে অথবা ভাষায় ভঙ্গীতে বা ব্যবহারে জিদ্ প্রকাশের দ্বারা নিজের মত প্রচারের রাস্তাটাকে সম্পূর্ণ সমতল করবার লেশমাত্র চেষ্টা আমি কোনো দিন নিজের কর্ম্মক্ষেত্রে করতে পারিনে। সন্দেহ নেই যে এক-নায়কতার বিপদ আছে বিস্তর; তার ক্রিয়ার একতানতা ও নিত্যতা অনিশ্চিত, যে চালক ও যারা চালিত তাদের মধ্যে ইচ্ছার অসম্পূর্ণ যোগ-সাধন হওয়াতে বিপ্লবের কারণ সর্ব্বদাই ঘটে, তা ছাড়া সবলে চালিত হওয়ার অভ্যাস চিত্তের ও চরিত্রের বলহানিকর; এর সফলতা যখন বাইরের দিকে দুইচার ফসলে হঠাৎ আজলা ভরে তোলে, ভিতরের শিকড়কে দেয় মেরে। জনগণের ভাগ্য যদি তাদের সম্মিলিত ইচ্ছার দ্বারাই সৃষ্ট ও পালিত না হয় তবে সেটা হয় খাঁচা, দানাপানি সেখানে ভাল মিলতেও পারে, কিন্তু তাকে নীড় বলা চলে না, সেখানে থাকতে থাকতে পাখা যায় আড়ষ্ট হয়ে। এই নায়কতা শাস্ত্রের মধ্যেই থাক, গুরুর মধ্যেই থাক, আর রাষ্ট্রনেতার মধ্যেই থাক, মনুষ্যত্বহানির পক্ষে এমন উপদ্রব কিছুই নেই। আমাদের সমাজে এই ক্লীবত্ব সৃষ্টি বহুযুগ থেকে ঘটে আস্‌চে এবং এর ফল প্রতিদিন দেখে আসচি। মহাত্মাজী যখন বিদেশী কাপড়কে অশুচি বলেছিলেন আমি তার প্রতিবাদ করেছিলাম, আমি বলেছিলাম ওটা আর্থিক ক্ষতিকর হ'তে পারে, অশুচি হ'তেই পারে না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রচালিত অন্ধ চিত্ত ভোলাতে হবে নইলে কাজ পাব না, মনুষ্যত্বের এমনতর চিরস্থায়ী অবমাননা আর কি হ'তে পারে? নায়কচালিত দেশ এমনি ভাবেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে,—এক জাদুকর যখন বিদায় গ্রহণ করে, তখন আর এক জাদুকর আর এক মন্ত্র সৃষ্টি করে। (ক্রমশঃ)

শিক্ষা-স্বাস্থ্য

কলেরার প্রতিকার

[ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার গোস্বামী]

আমাদের দেশে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক এই ভীষণ ব্যাধিতে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বাঙ্গলার পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ আশ্বিন কার্ত্তিক ও ফাল্গুন চৈত্র মাসই কলেরার প্রবল আক্রমণের কাল। কলেরার উৎপত্তির কারণ আজ পর্য্যন্তও নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যায় নাই, তবে দূষিত খাদ্য ও পানীয় জলই যে ইহার উৎপাদক তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

খাদ্য ও পানীয়।

বিশুদ্ধ খাদ্য ও পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলি পালন করিলেই কলেরার হাত হইতে একরূপ মুক্ত থাকা যায়। বর্ষাকাল ব্যতীত বাঙ্গলার পল্লীগ্রামে জলের অত্যন্ত অভাব। সাধারণতঃ একটি পুকুর বা ডোবার জলেই মানুষ, গরু, ছাগল প্রভৃতির স্নান, শৌচ কার্য্যাদি কাপড় কাচা এবং সেই জলই পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। কলেরা রোগীর মলে যেসব রোগ বীজাণু থাকে, উহা জল ও খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া কোনও প্রকারে উদরস্থ হইলেই রোগ দেখা দেয়। যে সকল পল্লীতে একাধিক পুকুর থাকে সেখানে শুধু পানীয় জলের জন্য একটি পুকুর স্বতন্ত্র ভাবে রাখা কর্ত্তব্য। কলেরার সময় নদী বা পুকুরের জল অপেক্ষা কূপের জল নিরাপদ। যেকোনও জল অগ্নিতাপে ফুটাইয়া উত্তমরূপে ছাঁকিয়া পান করিলে পানীয় জল হইতে রোগাক্রমণের কোনও আশঙ্কা থাকে না। এই সময় অতিরিক্ত তৈল মশলা সংযুক্ত খাদ্য, বাসী বা ঠাণ্ডা খাদ্য, এমন কি মধ্যাহ্নে রান্না করা খাদ্য বৈকালে খাওয়াও অনুচিত। যাহাতে কোনও খাদ্য বা পানীয়ে মাছি বসিতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

রোগের প্রতিকার।

বাড়ীতে কাহারও কলেরা হইলে শুশ্রূষাকারীও অন্যান্যের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। মল মূত্রাদি শীঘ্র সরাইয়া ফেলিবে। উহাতে ফিনাইল বা টাট্‌কা চুণ মিশাইয়া একটি গর্ত্তে পুঁতিয়া ফেলিবে। শুশ্রূষাকারীর মাঝে মাঝে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করা এবং সাবান, ফিনাইল বা চুণ দ্বারা হস্তপদাদি ধুইয়া ফেলা উচিত। রোগী আরোগ্য পথে না আসা পর্য্যন্ত একমাত্র পানীয় জল ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার পথ্যাদি দিবে না। রোগী যখনই জল চাহিবে তখনই অল্প পরিমাণে পরিস্কৃত শীতল জল দিতে অবহেলা করিবে না।

প্রতিষেধক চিকিৎসা।

কলেরার সময়ে খালি পেটে কখনও গৃহের বাহির হইবে না অথবা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না। বাড়ীর নিকটে একটি ধুনী করিয়া সর্ব্বদা কাঠাদি জ্বালাইবে এবং উহাতে গন্ধক চূর্ণ, কর্পূর, ধুনী, গুগ্‌গুল প্রভৃতি পোড়াইবে। ইহাতে দূষিত বায়ু পরিষ্কার হয়। একটি তামার পয়সা ছিদ্র করিয়া ঘুনসী বা রেশমী সূতাদ্বারা কোমরে অথবা গলায় ঝুলাইয়া রাখিলে কলেরায় আক্রমণ করিতে পারে না; ইহা পরীক্ষিত সত্য। জুতা কিম্বা মোজার ভিতরে খানিকটা গন্ধকচূর্ণ চালিয়া দিয়া ব্যবহার করিলেও প্রতিষেধকের কার্য্য করে।

হোমিওপ্যাথিতে কলেরা চিকিৎসার জন্য অনেক প্রকারের ঔষধ আবশ্যক হইলেও সাধারণতঃ কয়েকটি ঔষধ দ্বারাই মোটামুটি চিকিৎসা করা যায়। অন্ততঃ পল্লীগ্রামবাসী সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে বহু ঔষধের মধ্যে দিশেহারা না হইয়া অল্প কয়েকটি ঔষধ লইয়া কাজ করাই ভাল।

কলেরা রোগে ক্রিমি একটি প্রধান উপসর্গ। অনেক সময়ে ক্রিমি-দোষের জন্য প্রকৃত ঔষধ দিয়াও ফল পাওয়া যায় না, তজ্জন্য ২-১ মাত্রা সিনা ২০০ দেওয়া উচিত। রোগী আরোগ্যলাভ করিলে দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য প্রত্যহ ২-১ মাত্রা চায়না ৩ বা ৬ দেওয়া যায়। রোগীর শরীর ঠাণ্ডা হইতে আরম্ভ করিলে সত্বর ফ্ল্যানেল বা পশমী বস্ত্র গরম করিয়া অনবরত সেক দিবে। অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে শটীর পালো বা এরোরুট শরীরে মাখিবে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কলেরার মত ভীষণ ব্যাধির বিস্তারিত চিকিৎসার বিষয়ে বলা সম্ভবপর নহে, তবে যেখানে চিকিৎসক আদৌ নাই সেখানে উপরোক্ত ঔষধ যথোপযুক্তরূপে প্রয়োগ করিতে পারিলে বহু রোগী যে মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যায়।

—বঙ্গবাণী

কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য

প্রাচীন ভারতের নৌ-শিল্প

কলিকাতায় জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা ব্যতীত বাঙ্গালাদেশে ঢাকা, শ্রীহট্ট এবং চট্টগ্রামেও জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও বঙ্গবাসী এই সমস্ত পোত-নির্ম্মাণ শিল্পের কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ১৮০১ সাল হইতে ১৮২১ সাল পর্য্যন্ত হুগলী নদীতে ২৩৭ খানি জাহাজ নির্ম্মিত হয়, ইহার ব্যয় প্রায় দুই কোটী টাকা। ইহার অধিকাংশ অর্থই নানা প্রকারে তখন দেশীয় লোকদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহা ব্যতীত তখন উপকূলে বাঙ্গলা দেশের "বোলী" নৌকা চলাফেরা করিত। মাদ্রাজ হইতে লবণ আমদানি করিয়া ইহারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিত।

বোম্বাই অঞ্চলে নির্ম্মিত পোত সমূহও তখনকার দিনে বিলাতী জাহাজ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত। শিবাজীই সর্ব্বপ্রথমে মহারাষ্ট্র নৌ-শিল্পকে উৎসাহ দান করিয়া ইহার উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। পরবর্ত্তী সময়ে ইহাদের নির্ম্মিত পোত সমূহ সাধারণের বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছিল। বিজয়দুর্গ কোলবা, সিন্ধুবর্গ, রত্নগিরি প্রভৃতি বন্দরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সমরপোত নির্ম্মাণের ড'ক ছিল। মহারাষ্ট্র সেনাপতি অঙ্গ্রের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত এক একখানি জাহাজ চারিশত টন মাল বোঝাই লইতে পারিত। বাণিজ্য জাহাজ ব্যতীত রণপোত সমূহও মহারাষ্ট্রে নির্ম্মিত হইত। আনন্দ রাও ধুলপের তত্ত্বাবধানে ৫০ খানি বৃহৎ রণপোত ছিল। তাহাতে তিনশত কামান সজ্জিত থাকিত। প্রত্যেক জাহাজে তিন চারি শত সৈনিক সর্ব্বদা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকিত। সেকালে ইংরাজ ও পর্ত্তুগীজদের রণতরী সমূহও উল্লিখিত রণপোত সমূহের তুলনায় নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী

১৮৪০ সাল হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ-দেশে জাহাজ প্রস্তুত এক প্রকার বন্ধ করিয়া দিলেন, তাহার কারণ পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। তখনও এই শিল্প একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু ভারত সাম্রাজ্য পার্লামেণ্টের হাতে যাইবার ৫ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৬৩ সালে ভারত বন্দরে জাহাজ নির্ম্মাণ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। এই সময়ে কেন ভারতীয় লস্করকুলের জীবিকা হরণের ব্যবস্থা করা হইল—তাহাও বিশদরূপে জানা দরকার। লর্ড টেন মাউথ (সার জন শোর) বহুদিন হইতে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষদের স্পষ্টাক্ষরে জ্ঞাপন করিতেছিলেন যে, অধিক সংখ্যায় ইউরোপীয়দের প্রতিনিধি ও ভারতবাসীদের সহিত পরিচিত হইতে দিলে ভারতীয় সমাজের চরিত্রবল, ও পাশ্চাত্যদিগের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মনে এই ভয় প্রবল হয়। তখন বহু ভারতীয় অর্ণবপোত, ভারতীয় লস্করকুল দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিলাতে গমনাগমন করিত। সেই সমস্ত লস্করকুলের সহিত বিলাতের জনসাধারণের প্রত্যক্ষ পরিচয় হইত। কিন্তু তখনকার দিনে কর্ত্তৃপক্ষ বিলাতী সভ্যতার মোহময় ও উজ্জ্বল আদর্শ এ দেশের লোকের সম্মুখে স্থাপন করিয়া দেশীয় লোকদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়া নববিজিত ভারত সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। সুতরাং যখন তাহাদের পরস্পরের সহিত পরিচয় তাহাদের সে চেষ্টা বিফল হইবার উপক্রম করিল তখন তাঁহারা বিশেষ

পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে ! বেকার সমস্যার প্রতিকারে অক্ষম ভারতের কর্ম্মঠ যুবকগণ একের পর আর আত্মহত্যা করিতেছে ! এই শ্রেণীর ঘটনা উল্লেখ করিয়া আমরা একাধিকবার এ-বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। এ সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা করা খুব সহজ নহে জানি, তথাপি প্রতিকার সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট কোন উপায় অবলম্বন করিবেন কি না, তাহা সাধারণের অবগতির জন্য প্রচার করা কর্ত্তব্য। এই দায়িত্ব অস্বীকার করা কোন সভ্য গবর্ণমেণ্টের উচিত নহে। —আনন্দ বাজার

সিমলায় উভয় পক্ষীয় মুসলমান জননায়কগণ একমত হইতে না পারায় আপাততঃ বৈঠক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের পক্ষ হইতে ডাঃ আনসারী প্রায় সকল ব্যাপারেই একমত হইয়াছিলেন, কিন্তু পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা অব্যাহত রাখিবার জিদ কিছুতেই স্যার সফী, স্যর ফজলী হোসেনের দল পরিত্যাগ করিতে রাজী হইলেন না।

স্যর সফী ও স্যর ফজলী হোসেন কোথা হইতে কি প্রেরণা পাইয়া এই অসঙ্গত জিদ লইয়া বাড়াবাড়ী করিতেছেন, তাহা কাহারও অজানা নাই। জাতীয়তাবাদী তথা আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমান রাজনীতিকগণও তাহা জানেন এবং জানেন বলিয়াই ঐ দলের সহিত আপোষ আপাততঃ অসম্ভব বলিয়াই সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা জানি, দিল্লী চুক্তির অব্যবহিত পরে, গোলটেবিল প্রত্যাগত সাম্প্রদায়িকতা ধ্বজাধারীরা কংগ্রেসের সহিত —মহাত্মাজীর সহিত আপোষ নিস্পত্তিতে লালায়িত হইয়াছিলেন,—কিন্তু সহসা স্যর ফজলী হোসেন পশ্চাৎ হইতে এমন ভেল্কী লাগাইলেন এবং মওলানা শওকত আলী আসিয়া এমন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন যে, সব বানচাল হইয়া গেল ! নিখিল ভারত মোস্‌লেম বৈঠকের নামে, পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িকতা বাদীরা আসিয়া উদ্ভট ও উৎকট বক্তৃতা করিয়া সকলকে তাক্ লাগাইয়া দিলেন !······

স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, স্যর সফীর দল, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে একান্ত অনিচ্ছুক। ইঁহাদের ধারণা যে, ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অগ্রগতিকে ইঁহারা 'কর্ত্তার' অনুগ্রহে বাধা দিবেনই। উৎসাহ দিবার জন্য 'ষ্টেটস্‌ম্যান' বলিয়াছেন,—ভারত-গবর্ণমেণ্ট সফীর দলের মতকেই, মুসলমান-মত বলিয়া মানিয়া লইবেন ! বলাবাহুল্য, এ কার্য্য করিলে ভারত-গবর্ণমেণ্ট বিষম ভ্রম করিবেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমান জনমতকে যত সহজে অগ্রাহ্য করা যায় বলিয়া তাঁহাদের ধারণা, বস্তুতঃ আজ তাহা তত সহজ নহে। —আনন্দ বাজার

সোভিয়েট নীতি

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত পত্রের একাংশ)

['প্রবাসী হইতে উদ্ধৃত']

রাশিয়ায় পা বাড়িয়েই প্রথমেই চোখে পড়ল সেখানকার যে চাষী ও শ্রমিক সম্প্রদায় আজ আট বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় জনসাধারণেরই মত নিঃসহায় নিরন্ন নির্য্যাতিত নিরক্ষর ছিল, অনেক বিষয়ে যাদের দুঃখভার আমাদের চেয়ে বেশী বই কম ছিল না, অন্ততঃ তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এ অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই যে-উন্নতি লাভ করেচে দেড়শো বছরেও আমাদের দেশে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও তা হয়নি। আমাদের দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ স্বদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যে দুরাশার ছবি মরীচিকার পটে আঁকতেও সাহস পায়নি এখানে তার প্রত্যক্ষ রূপ দেখলুম দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তৃত।

নিজেকে এ প্রশ্ন বার-বার জিজ্ঞাসা করেছি—এত বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্ভবপর হ'ল কি করে ? মনের মধ্যে এই উত্তর পেয়েছি যে লোভের বাধা কোনোখানে নেই। শিক্ষার দ্বারা সব মানুষই যথোচিত সক্ষম হয়ে উঠবে একথা মনে করতে কোথাও খট্‌কা লাগচে না। দূর এশিয়ার তুর্কমেনীস্তানবাসী প্রজাদের পূরোপূরি শিক্ষা দিতে এদের মনে একটুও ভয় নেই, প্রত্যুত প্রবল আগ্রহ আছে। তুর্কমেনিস্তানের প্রথাগত মূঢ়তার মধ্যেই সেখানকার লোকের সমস্ত দুঃখের কারণ এই কথাটা রিপোর্টে নির্দ্দেশ ক'রে উদাসীন হয়ে বসে নেই।

কোচিন-চায়নায় শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে শুনেচি কোনো ফরাসী পাণ্ডিত্যব্যবসায়ী বলেচেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজরাজ দেশী লোককে শিক্ষা দিতে গিয়ে যে ভুল করেচেন ফ্রান্স যেন সে ভুল না করেন। একথা মানতে হবে যে, ইংরাজের চরিত্রে এমন একটা মহত্ত্ব আছে যেজন্য বিদেশী শাসন-নীতিতে তাঁরা কিছু কিছু ভুল ক'রে বসেন, শাসনের ঠাস-বুনানীতে কিছু কিছু খেই হারায়, নইলে আমাদের মুখ ফুটতে হয়ত আরও এক আধ শতাব্দী দেরি হ'ত। একথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, শিক্ষার অভাবে অশক্তি অটল হয়ে থাকে, অতএব অশিক্ষা পুলিসের ডাণ্ডার চেয়ে কম বলবান নয়, বোধ হয় যেন লর্ড কার্জ্জন যে কথাটা কিছু কিছু অনুভব করেছিলেন। শিক্ষাদান সম্বন্ধে ফরাসী পাণ্ডিত্যব্যবসায়ী স্বদেশের প্রয়োজনকে যে-আদর্শে বিচার করে থাকেন, শাসিত দেশের প্রয়োজনকে সে আদর্শে করেন না। তার একমাত্র কারণ লোভ। লোভের বাহন যারা, তাদের মনুষ্যত্বের বাস্তবতা লুব্ধের পক্ষে অস্পষ্ট, তাদের দাবীকে আমরা স্বভাবতই খর্ব্ব ক'রে থাকি। যাদের সঙ্গে ভারতের শাসনের সম্বন্ধ তাদের কাছে ভারতবর্ষ আজ দেড়শো বৎসর খর্ব্ব হয়ে আছে। এই জন্যেই তার মর্ম্মগত প্রয়োজনের 'পরে উপরওয়ালার ঔদাসীন্য ঘুচল না। আমরা যে কি অন্ন খাই, কি জলে আমাদের পিপাসা মিটাতে হয়, কি সুগভীর অশিক্ষায় আমাদের চিত্ত তমসাবৃত তা আজ পর্য্যন্ত ভাল ক'রে তাঁদের চোখে পড়ল না। কেন না, আমরাই তাদের প্রয়োজনের, এইটেই বড় কথা, আমাদেরও যে প্রাণগত প্রয়োজন আচে, একথাটা জরুরি নয়। তা ছাড়া আমরা এত অকিঞ্চিৎকর হয়ে আছি যে, আমাদের প্রয়োজনকে সম্মান করাই সম্ভব হয় না।

ভারতের যে কঠিন সমস্যা, যাতে ক'রে আমরা এত কাল ধরে ধনে প্রাণে মনে মরেচি এ সমস্যাটা পাশ্চাত্যে কোথাও নেই। সে সমস্যাটি এই যে ভারতের সমস্ত স্বত্ব দ্বিধাকৃত ও সেই সর্ব্বনেশে বিভাগের মূলে আছে লোভ। এই কারণে রাশিয়ায় এসে যখন সেই লোভকে তিরস্কৃত দেখলুম তখন সেটা আমাকে যত বড় আনন্দ দিলে এতটা হয়ত স্বভাবত অন্যকে না দিতে পারে। তবুও মূল কথাটা মনে থেকে তাড়াতে পারিনে সে হচ্ছে এই যে, আজ কেবল ভারতে নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই যে-কোনো বড় বিপদের জাল-বিস্তার দেখা যাচ্ছে তার প্রেরণা হচ্ছে লোভ, সেই লোভের সঙ্গেই যত ভয়, যত সংশয়, সেই লোভের পিছনেই যত অস্ত্রসজ্জা, যত মিথ্যুক ও নিষ্ঠুর রাষ্ট্রনীতি।

আর একটা তর্কের বিষয় হচ্ছে ডিক্‌টেটরশিপ্ অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যাপারে নায়কতন্ত্র নিয়ে। কোনো বিষয়েই নায়কিয়ানা আমি নিজে পছন্দ করিনে। ক্ষতি বা শাস্তির ভয়কে অগ্রবর্ত্তী ক'রে অথবা ভাষায় ভঙ্গীতে বা ব্যবহারে জিদ্ প্রকাশের দ্বারা নিজের মত প্রচারের রাস্তাটাকে সম্পূর্ণ সমতল করবার লেশমাত্র চেষ্টা আমি কোনো দিন নিজের কর্ম্মক্ষেত্রে করতে পারিনে। সন্দেহ নেই যে একনায়কতার বিপদ আছে বিস্তর : তার ক্রিয়ার একতানতা ও নিত্যতা অনিশ্চিত, যে চালক ও যারা চালিত তাদের মধ্যে ইচ্ছার অসম্পূর্ণ যোগসাধন হওয়াতে বিপ্লবের কারণ সর্ব্বদাই ঘটে, তা ছাড়া সবলে চালিত হওয়ার অভ্যাস চিত্তের ও চরিত্রের বলহানিকর ; এর সফলতা যখন বাইরের দিকে দুইচার ফসলে হঠাৎ আজলা ভরে তোলে, ভিতরের শিকড়কে দেয় মেরে। জনগণের ভাগ্য যদি তাদের সম্মিলিত ইচ্ছার দ্বারাই সৃষ্ট ও পালিত না হয় তবে সেটা হয় খাঁচা, দানাপানি সেখানে ভাল মিলতেও পারে, কিন্তু তাকে নীড় বলা চলে না, সেখানে থাকতে থাকতে পাখা যায় আড়ষ্ট হয়ে। এই নায়কতা শাস্ত্রের মধ্যেই থাক, গুরুর মধ্যেই থাক, আর রাষ্ট্রনেতার মধ্যেই থাক, মনুষ্যত্বহানির পক্ষে এমন উপদ্রব কিছুই নেই। আমাদের সমাজে এই ক্লীবত্ব সৃষ্টি বহুযুগ থেকে ঘটে আসচে এবং এর ফল প্রতিদিন দেখে আসচি। মহাত্মাজী যখন বিদেশী কাপড়কে অশুচি বলেছিলেন আমি তার প্রতিবাদ করেছিলাম, আমি বলেছিলাম ওটা আর্থিক ক্ষতিকর হ'তে পারে, অশুচি হ'তেই পারে না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রচালিত অন্ধ চিত্ত ভোলাতে হবে নইলে কাজ পাব না, মনুষ্যত্বের এমনতর চিরস্থায়ী অবমাননা আর কি হ'তে পারে ? নায়কচালিত দেশ এমনি ভাবেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে,—এক জাদুকর যখন বিদায় গ্রহণ করে, তখন আর এক জাদুকর আর এক মন্ত্র সৃষ্টি করে। (ক্রমশঃ)

শিক্ষা-স্বাস্থ্য

কলেরার প্রতিকার

[ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার গোস্বামী]

আমাদের দেশে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক এই ভীষণ ব্যাধিতে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বাঙ্গলার পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ আশ্বিন কার্ত্তিক ও ফাল্গুন চৈত্র মাসই কলেরার প্রবল আক্রমণের কাল। কলেরার উৎপত্তির কারণ আজ পর্য্যন্তও নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যায় নাই, তবে দূষিত খাদ্য ও পানীয় জলই যে ইহার উৎপাদক তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

খাদ্য ও পানীয়।

বিশুদ্ধ খাদ্য ও পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলি পালন করিলেই কলেরার হাত হইতে একরূপ মুক্ত থাকা যায়। বর্ষাকাল ব্যতীত বাঙ্গলার পল্লীগ্রামে জলের অত্যন্ত অভাব। সাধারণতঃ একটি পুকুর বা ডোবার জলেই মানুষ, গরু, ছাগল প্রভৃতির স্নান, শৌচ কার্য্যাদি কাপড় কাচা এবং সেই জলই পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। কলেরা রোগীর মলে যেসব রোগ বীজাণু থাকে, উহা জল ও খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া কোনও প্রকারে উদরস্থ হইলেই রোগ দেখা দেয়। যে সকল পল্লীতে একাধিক পুকুর থাকে সেখানে শুধু পানীয় জলের জন্য একটি পুকুর স্বতন্ত্র ভাবে রাখা কর্ত্তব্য। কলেরার সময় নদী বা পুকুরের জল অপেক্ষা কূপের জল নিরাপদ। যেকোনও জল অগ্নিতাপে ফুটাইয়া উত্তমরূপে ছাঁকিয়া পান করিলে পানীয় জল হইতে রোগাক্রমণের কোনও আশঙ্কা থাকে না। এই সময় অতিরিক্ত তৈল মশলা সংযুক্ত খাদ্য, বাসী বা ঠাণ্ডা খাদ্য, এমন কি মধ্যাহ্নে রান্না করা খাদ্য বৈকালে খাওয়াও অনুচিত। যাহাতে কোনও খাদ্য বা পানীয়ে মাছি বসিতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

রোগের প্রতিকার।

বাড়ীতে কাহারও কলেরা হইলে শুশ্রূষাকারীও অন্যান্যের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। মল মূত্রাদি শীঘ্র সরাইয়া ফেলিবে। উহাতে ফিনাইল বা টাট্‌কা চূণ মিশাইয়া একটি গর্ত্তে পুঁতিয়া ফেলিবে। শুশ্রূষাকারীর মাঝে মাঝে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করা এবং সাবান, ফিনাইল বা চূণ দ্বারা হস্তপদাদি ধুইয়া ফেলা উচিত। রোগী আরোগ্য পথে না আসা পর্য্যন্ত একমাত্র পানীয় জল ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার পথ্যাদি দিবে না। রোগী যখনই জল চাহিবে তখনই অল্প পরিমাণে পরিস্কৃত শীতল জল দিতে অবহেলা করিবে না।

প্রতিষেধক চিকিৎসা।

কলেরার সময়ে খালি পেটে কখনও গৃহের বাহির হইবে না অথবা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না। বাড়ীর নিকটে একটি ধুণী করিয়া সর্ব্বদা কাঠাদি জ্বালাইবে এবং উহাতে গন্ধক চূর্ণ, কর্পূর, ধুণী, গুগ্‌গুল প্রভৃতি পোড়াইবে। ইহাতে দূষিত বায়ু পরিস্কার হয়। একটি তামার পয়সা ছিদ্র করিয়া ঘুনসী বা রেশমী সূতাদ্বারা কোমরে অথবা গলায় ঝুলাইয়া রাখিলে কলেরায় আক্রমণ করিতে পারে না ; ইহা পরীক্ষিত সত্য। জুতা কিম্বা মোজার ভিতরে খানিকটা গন্ধকচূর্ণ ঢালিয়া দিয়া ব্যবহার করিলেও প্রতিষেধকের কার্য্য করে।

হোমিওপ্যাথিতে কলেরা চিকিৎসার জন্য অনেক প্রকারের ঔষধ আবশ্যক হইলেও সাধারণতঃ কয়েকটি ঔষধ দ্বারাই মোটামুটী চিকিৎসা করা যায়। অন্ততঃ পল্লীগ্রামবাসী সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে বহু ঔষধের মধ্যে দিশেহারা না হইয়া অল্প কয়েকটি ঔষধ লইয়া কাজ করাই ভাল।

কলেরা রোগে ক্রিমি একটি প্রধান উপসর্গ। অনেক সময়ে ক্রিমি-দোষের জন্য প্রকৃত ঔষধ দিয়াও ফল পাওয়া যায় না, তজ্জন্য ২-১ মাত্রা সিনা ২০০ দেওয়া উচিত। রোগী আরোগ্যলাভ করিলে দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য প্রত্যহ ২-১ মাত্রা চায়না ৩ বা ৬ দেওয়া যায়। রোগীর শরীর ঠাণ্ডা হইতে আরম্ভ করিলে সত্বর ফ্ল্যানেল বা পশমী বস্ত্র গরম করিয়া অনবরত সেক দিবে। অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে শটীর পালো বা এরোরুট শরীরে মাখিবে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কলেরার মত ভীষণ ব্যাধির বিস্তারিত চিকিৎসার বিষয়ে বলা সম্ভবপর নহে, তবে যেখানে চিকিৎসক আদৌ নাই সেখানে উপরোক্ত ঔষধ যথোপযুক্তরূপে প্রয়োগ করিতে পারিলে বহু রোগী যে মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যায়।

—বঙ্গবাণী

কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য

প্রাচীন ভারতের নৌ-শিল্প

কলিকাতায় জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা ব্যতীত বাঙ্গালাদেশে ঢাকা, শ্রীহট্ট এবং চট্টগ্রামেও জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও বঙ্গবাসী এই সমস্ত পোত-নির্ম্মাণ শিল্পের কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ১৮০১ সাল হইতে ১৮২১ সাল পর্য্যন্ত হুগলী নদীতে ২৩৭ খানি জাহাজ নির্ম্মিত হয়, ইহার ব্যয় প্রায় দুই কোটী টাকা। ইহার অধিকাংশ অর্থই নানা প্রকারে তখন দেশীয় লোকদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহা ব্যতীত তখন উপকূলে বাঙ্গলা দেশের "ঢোলী" নৌকা চলাফেরা করিত। মাদ্রাজ হইতে লবণ আনয়ন করিয়া ইহারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিত।

বোম্বাই অঞ্চলে নির্ম্মিত পোত সমূহও তখনকার দিনে বিলাতী জাহাজ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত। শিবাজীই সর্ব্বপ্রথমে মহারাষ্ট্র নৌ-শিল্পকে উৎসাহ দান করিয়া ইহার উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। পরবর্ত্তী সময়ে ইহাদের নির্ম্মিত পোত সমূহ সাধারণের বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছিল। বিজয়দুর্গ কোলবা, সিন্ধুবর্গ, রত্নগিরি প্রভৃতি বন্দরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সমরপোত নির্ম্মাণের ড'ক ছিল। মহারাষ্ট্র সেনাপতি অঙ্গ্রের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত এক একখানি জাহাজ চারিশত টন মাল বোঝাই লইতে পারিত। বাণিজ্য জাহাজ ব্যতীত রণপোত সমূহও মহারাষ্ট্রে নির্ম্মিত হইত। আনন্দ রাও ধুলপের তত্ত্বাবধানে ৫০ খানি বৃহৎ রণপোত ছিল। তাহাতে তিনশত কামান সজ্জিত থাকিত। প্রত্যেক জাহাজে তিন চারি শত সৈনিক সর্ব্বদা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকিত। সেকালে ইংরাজ ও পর্ত্তুগীজদের রণতরী সমূহও উল্লিখিত রণপোত সমূহের তুলনায় নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী

১৮৪০ সাল হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ-দেশে জাহাজ প্রস্তুত এক প্রকার বন্ধ করিয়া দিলেন, তাহার কারণ পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। তখনও এই শিল্প একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু ভারত সাম্রাজ্য পার্লামেণ্টের হাতে যাইবার ৫ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৬৩ সালে ভারত বন্দরে জাহাজ নির্ম্মাণ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। এই সময়ে কেন ভারতীয় লস্করকুলের জীবিকা হরণের ব্যবস্থা করা হইল—তাহাও বিশদরূপে জানা দরকার। লর্ড টেন মাউথ (সার জন শোর) বহুদিন হইতে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষদের স্পষ্টাক্ষরে জ্ঞাপন করিতেছিলেন যে, অধিক সংখ্যায় ইউরোপীয়দের গতিবিধি ও ভারতবাসীদের সহিত পরিচিত হইতে দিলে ভারতীয় সমাজের চরিত্রবল, ও পাশ্চাত্যদিগের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মনে এই ভয় প্রবল হয়। তখন বহু ভারতীয় অর্ণবপোত, ভারতীয় লস্করকুল দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিলাতে গমনাগমন করিত। সেই সমস্ত লস্করকুলের সহিত বিলাতের জনসাধারণের প্রত্যক্ষ পরিচয় হইত। কিন্তু তখনকার দিনে কর্ত্তৃপক্ষ বিলাতী সভ্যতার মোহময় ও উজ্জ্বল আদর্শ এ দেশের লোকের সম্মুখে স্থাপন করিয়া দেশীয় লোকদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়া নববিজিত ভারত সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। সুতরাং যখন তাহাদের পরস্পরের সহিত পরিচয় তাহাদের সে চেষ্টা বিফল হইবার উপক্রম করিল তখন তাঁহারা বিশেষ

উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। ইহার প্রতিকারের জন্য—ইংরাজ চরিত্রের সুনাম রক্ষার জন্য অবশেষে ভারতীয় লস্করকুলদের বিলাত গমন নিষিদ্ধ হইতে হইল। কোম্পানী যে ভয়ে এদেশীয় লস্করদের বিলাত গমন নিষিদ্ধ করিলেন, তাঁহাদের সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। ইংরাজদিগের সুনাম রক্ষার জন্য দরিদ্র ভারতীয় লস্করদের জীবিকা হরণ করা হইল বটে কিন্তু তাঁহাদের উপকার হইল না। লর্ড টেন মাউথের উপদেশ রক্ষিত না হওয়ায় দলে দলে ইংরাজ এদেশে আসিতে লাগিল। ইংরাজ চরিত্রের যে গোপন অংশ দেশীয় লোকদের চক্ষুরা অন্তরালে রাখিবার জন্য কর্তৃপক্ষ দেশীয় লস্করদিগের অয়ে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিতে দ্বিধা করিলেন ন, এই ঘটনায় তাহার সে অংশ ভারতবর্ষে আসিয়া নীলকরের অত্যাচাররূপে আত্ম প্রকাশ করিল।

নৌ-শিল্প ধ্বংসে ক্ষতি

আশাকরি নৌ-শিল্প ধ্বংসের সমস্ত কারণই এখন আমাদের কাছে পরিস্ফূট হইবে। এইবারে এই শিল্প লুপ্ত লওয়ায় আমাদের আর্থিক ক্ষতি কি প্রকার হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা জানা দরকার। ও' কোনার সাহেবের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে ১৮৫৭ সালে ৩৪২৮৬টি দেশীয় অর্ণবপোত পণ্যবহন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, ১৯০১ সালে তাহা ১০৪৯টিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর আজ তাহার কি অবস্থা হইয়াছে ?

১৮৭১ সালে সর্ব্বপ্রথম এদেশ হইতে খাদ্য শস্যের রপ্তানী হয়। তখন হইতে প্রতি বৎসরই রপ্তানীর পরিমাণ ও মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার জন্য বিদেশী কোম্পানীকে আমরা প্রায় প্রতি বৎসর ত্রিশ কোটী টাকা দিয়া থাকি।

ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, মার্কিন, জাপানী প্রভৃতি সকল দেশের জাহাজ ভারতের বন্দর হইতে যায়—যায় না শুধু ভারতের জাহাজ ভারতের বন্দর হইতে। ইহার অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে ? পৃথিবীর সমস্ত জাতির সহিত আমাদের বানিজ্য সম্বন্ধ। একদিকে ইউরোপ, আফ্রিকা, অপর দিকে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ; তবুও আজ ভারতবাসী অন্নাভাবে পথের ভিক্ষুক হইয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশে অবাধ বাণিজ্য-নীতি প্রসারের ফলে শতকরা ৮৫ ভাগ বাণিজ্য বিদেশী জাহাজে চলে। এমন কি, ভারতের নদী সমূহে যে সমস্ত জাহাজ কোম্পানী আছে তাহাও বিদেশী মূলধনে চলিতেছে, তাহাদের আয় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। ভারত হইতে প্রতি বৎসর ২০।২৫ হাজার মুসলমান মক্কাতে "হজ" করিতে যায়, ইহাদের জাহাজ ভাড়া বিদেশীই পায়। ভারতে যে সমস্ত সৈন্য থাকে তাহাদের যাতায়াতের দরুণ ৫৫ লক্ষ টাকা জাহাজ ভাড়া হিসাবে বিদেশীর হস্তে চলিয়া যায়। ভারতের ডাক বিদেশী জাহাজ কোম্পানী বহন করিয়া বৎসরে প্রায় ৮।১০ লক্ষ টাকা পায়। এই শিল্প লুপ্ত হওয়ায় আমাদের কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা বলিবার নয়। বিদেশী কোম্পানী পূর্ণমাত্রায় এই সুযোগ উপভোগ করিতেছে। তাহারা এখন যেরূপ মাশুল বৃদ্ধি করে, আমাদের তাহাই মানিয়া লইতে হয়। আমাদের দেশের তৈয়ারী জিনিষের উপর এত বেশী মাশুল চাপানো আছে যে, তাহা দিয়া বিদেশে মাল বিক্রী করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমাদের বাঁচিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে এই শিল্পের উদ্ধার সাধন করা দরকার। আমাদের দেশের ধনী সম্প্রদায় কবে এই লুপ্ত শিল্পের উদ্ধারে যত্নবান হইবেন, ভারত কেবল ব্যাকুল নয়নে সেই আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছে।

জানানা জাহান

পরাধীন ভারতে নারীর কর্ত্তব্য

গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ জলাবাড়ীতে পিরোজপুর মহকুমা সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্তা লীলা মিত্র সম্মিলনীর সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বাল্য-বিবাহ, পর্দ্দা-প্রথা সামাজিক কুপ্রথার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করিয়া রাজনীতিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলেন—

শ্রদ্ধেয় প্রতিনিধিগণ, এই সকল সামাজিক কর্ত্তব্যে বর্ত্তমান যুগে নারীর কতকগুলি অর্থ নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য রহিয়াছে। আপনারা জানেন, বাঙ্গলা তথা ভারত আজ দারিদ্র্যের চরমসীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে কিন্তু একদিন ভারতের ঐশ্বর্য্যের কথা সারা দুনিয়ায় প্রবাদের মত প্রচলিত ছিল। ভারতের স্বর্ণপ্রসূ কুটীর-শিল্পই ছিল এই অতুল ঐশ্বর্য্যের উৎস এবং মহিলাদের শ্রমশীলতা ও নৈপুণ্য ছিল এই কুটীর-শিল্পের প্রাণ। বিদেশী বণিকের অন্যায় প্রতিযোগীতা ও অমানুষিক অত্যাচারে ভারতের শিল্পবাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে, উহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে না পারিলে নির্ব্বাসিতা লক্ষ্মীকে বাঙ্গলায় ফিরাইয়া আনা যাইবে না; এই কার্য্যে গৃহলক্ষ্মীগণের সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন।

মহিলাদের রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য গুরুতর ও দায়িত্বপূর্ণ। পরাধীন ভারতে প্রত্যেক নরনারীর পরম পবিত্র কর্ত্তব্য হইতেছে দেশমাতৃকার বেদিকামূলে আত্মোৎসর্জ্জন। দেশ-জননীর শৃঙ্খলভার মোচন করিতে প্রত্যেক নারী যথাসর্ব্বস্ব পণ করিবেন, ইহাই মনুষ্যত্বের দাবী। স্বাধীনতা কেহ কাহাকেও দান করিতে পারে না—অত্যাচারীর বজ্রমুষ্টি হইতে স্বাধীনতা কাড়িয়া আনিতে হয়।' সংগ্রামে উদ্যত শত্রুকে পরাস্ত করিয়া জয়মাল্য স্বরূপ রাষ্ট্রীয় মুক্তি অর্জ্জন করিতে হয়। এই সংগ্রামে মুক্তি-সেনার পুরোভাগে মাতৃজাতির স্থান'। দেবাসুর সংগ্রামে যে শক্তি বার বার বিজয়িনী হইয়াছেন, নারীতেই তাহার পরিকল্পনা। মহাশক্তির পরিস্ফূর্তি নারীতেই সম্ভব। সন্তান কোথা হইতে শক্তি পাইবে ? তাহাকে শক্তি দিবেন জননী। তাহার মুক্তিপণকে মৃত্যুস্পর্শী করিয়া তুলিবেন জননী। মা সন্তানের কর্ণে অভয়মন্ত্র প্রদান করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে আশীর্ব্বাদের রক্ষাকবচ পরাইয়া স্মিতহাস্যে সমরাঙ্গনে পাঠাইবেন। তবেই ত সন্তান বীরের মত যুদ্ধ করিবে, বীরের মত মরিবে। সন্তান উন্নত মস্তকে স্ফীত বক্ষে অকুতোভয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হইবে—জননী পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বলিবেন "মাভৈঃ'—বলিবেন,—"হয় বিজয়, নয় মরণ।—"বলিবেন—"ন মৃত্যু ন শঙ্কা"—আজি চাই এহেন জননী। যাঁহার স্তন্য ধারার সঙ্গে সঙ্গে দেশাত্মবোধের বৈদ্যুতিক প্রেরণা সন্তানের শিরা উপশিরায় স্বাধীন জীবনের উদ্দামতার সৃষ্টি করিবে—যিনি পুত্রের কাণে কাণে কন্যার কাণে কাণে দিন রাত্ত বলিবেন—'এ দেশ তোমার—তোমারই এ দেশ—আর কাহারও নহে। দাসত্বের নাগপাশ হইতে এই দেশকে মুক্ত করা তোমার জীবনের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য'। আজ চাই ভারতের হিমাঙ্গে জীবনী শক্তির বিস্ফোরণের জন্য একদল "অগ্নিময়ী মা"। দানবদলনী সিংহ-বাহিনীর আদর্শ আজ মাতৃজাতির বুকে ভাস্বর হইয়া উঠুক। আজ চাই গ্যারিবল্ডি-পত্নী আনিটা ও লেনিন-পত্নী নদেজদার মত সহধর্ম্মিনী, যাঁহারা মুক্তি সময়ে স্বামীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। ভগিনীগণ, বড়ই আশার কথা, গত বৎসর যে স্বাধীনতা সংগ্রামে সমগ্র ভারত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, নারীগণ তাহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিয়াছিলেন। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাহারা কারাযন্ত্রনা, লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন হাসিমুখে সহ্য করিয়াছেন। বোম্বাই নগরে, বোরনাদে ও মেদিনীপুরে নারীগণ যে অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে। কে জানে আবার কবে রণভেরী বাজিয়া উঠিবে ! আশা করি, আগামী যুদ্ধে নারীগণ তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। বিশেষ কোন অসুবিধার জন্য সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারিবেন না, তাঁহারা চরকা প্রচার ও অন্যান্য কুটীর শিল্পের পুনরুদ্ধার, মাদকতা নিবারণ, বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন প্রভৃতি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন।

জননীগণ, আপনারা কেবল নিজ নিজ সন্তানের জননী নহেন ; আপনারা সমাজের জননী—দেশের জননী। বিশাল ভারত আপনাদের গৃহ। আসুন আপনারা হৃদয়ের হিরন্ময় ভৃঙ্গারে পূত শান্তিবারি লইয়া আবর্জ্জনাসঙ্কুল ব্যাধিগ্রস্ত সমাজকে নিরাময় করুন ;—বিদ্রোহ নয়, মা সকল, করুণাধারায় সমাজকে বিমল ও বিধৌত করিয়া তুলুন। আপনাদের শিল্পকলার নিপুণস্পর্শে ঘরে ঘরে কমলার পদ্মাসন গড়িয়া উঠুক—জাতি সমৃদ্ধ হউক, মহাশক্তিরূপে আপনারা পরাধীন ভারতের দাসত্ব পাশ মুক্ত করিতে বদ্ধপরিকর হউন। স্মরণ করুন, সাবিত্রীর যমজয়ী সাধনা, সুভদ্রার শৌর্য্য, দ্রৌপদীর বেণীবান্ধা পণ, মৈত্রেয়ীর মনীষা, গার্গীর প্রতিভা। বাঙ্গলার নারীশক্তি সাধনায় ও শুচিতায়, ত্যাগে ও তেজস্বিতায়, শৌর্য্য ও মনীষায় অলঙ্কৃত হইয়া বিশ্বমানবের দরবারে গৌরবের আসন লাভ করিয়া ধন্য হউক। ভগবান বাঙ্গলার—তথা ভারতের নারীসমাজের উপর তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

সভা-সমিতি

বর্দ্ধমান যুব সম্মেলন।—

সম্প্রতি শ্রীযুত বঙ্কিম মুখার্জ্জীর সভাপতিত্বে যে বর্দ্ধমান যুব-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হইয়াছে :—

এই সম্মেলনের এইরূপ অভিমত যে, এই জিলা যুব-সমিতির কোনও সভ্য যেন সাম্প্রদায়িক কার্য্যের সংশ্রবে না থাকেন। নারীগণ যেন পুরুষের ন্যায় রাজনীতিক, সামাজিক ও অর্থনীতিক বিষয়ে সমান অধিকার প্রাপ্তা হয়েন। যেহেতু পৌরহিত্য কার্য্য মনুষ্যত্ব বিকাশের সম্পূর্ণ বিরোধী, অতএব এই সম্মেলন সকল সমাজ হইতেই এই পৌরহিত্যকে তুলিয়া দিতে চাহে। এই সম্মেলন মনে করিতেছে যে, বর্ত্তমান বর্ষে জিলা সমিতির প্রধান কার্য্য হইবে—গ্রামে গ্রামে যুব সমিতি স্থাপন। এই সম্মেলন ঘোষণা করিতেছে যে, সাধারণ সম্পত্তিতে সকলেরই সমান অধিকার থাকিবে, কাহারও কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া কিছুই থাকিবে না। যেহেতু মিলিত নির্ব্বাচন দেশে একতা স্থাপন করিতে পারে, সেজন্য এই সম্মেলন মিলিত নির্ব্বাচনেরই পক্ষপাতী।

বগুড়া জেলা যুব সম্মেলন।—

আগামী ২৭।২৮ জুন বগুড়া জেলা যুব সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন আক্কেলপুরে হইবে বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এই জেলার বিভিন্ন সমিতিতে জানান হইয়াছে। কিন্তু এই সম্মিলনীর সভাপতি ফরিদপুরের পীর সাহেব বাদশা মিঞা ফরিদপুরে বঙ্গীয় মুসলিম সম্মিলনীর এবং জেলা ছাত্র সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে এজন্য নির্দ্ধারিত দিনে আসিতে পারিবেন না জানাইয়াছেন সেজন্য এই সম্মিলনীর অধিবেশন আগামী জুলাই মাসের মধ্য ভাগে হইবে, নির্দ্ধারিত তারিখ পরে জানান হইবে। এই জেলার বিভিন্ন সমিতি বা প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহাদের প্রতিনিধি তালিকা ও প্রতিনিধি ফি আগামী জুলাই মাসের ৫ই তারিখের মধ্যে পাঠাইতে পারিবেন। এম, আফজল হোসেন সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি।

শালিখায় সাহিত্য সম্মেলন।—

আগামী ৩০শে জুন, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৭টায় "নাট্য-পীঠে" গোবর্দ্ধন-সাহিত্য ও সঙ্গীত-সমাজের চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে একটী সাহিত্য-সম্মেলনের অনুষ্ঠান করা হইবে। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী সভানেত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন। রায় শ্রীযুত জলধর সেন বাহাদুর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিত্ব করিবেন। বাংলা-ভাষা-ভাষী হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতৃগণের আগমনে এই সাহিত্য-পূজা-মন্দির পবিত্র ভ্রাতৃ-তীর্থে পরিণত হইবার জন্য সমাজের সহ-সভাপতি হাওড়ার বিশিষ্ট কবি ও ঔপন্যাসিক শ্রীযুত ব্রজমোহন দাশ মুসলমান লেখকগণকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। সাহিত্য-সেবী মোসলেম ভ্রাতৃগণের যোগদান বাঞ্ছনীয়।

কলিকাতায় অত্যধিক বাড়ীভাড়া।—

কলিকাতায় অত্যধিক বাড়ী ভাড়া ও দোকান ভাড়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য গত ১৫ই জুন তারাসুন্দরী পার্কে বড়বাজার অঞ্চলের বাড়ীর ভাড়াটিয়াদের এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে বাড়ীভাড়া শতকরা অন্ততঃ ৫০ টাকা কমাইবার জন্য বাড়ীওয়ালাদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

উক্ত সভায় জনৈক বাড়ীর মালিক বলেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশের ট্যাক্স বাড়িয়াই চলিয়াছে—এক্ষেত্রে বাড়ীভাড়া কমান সম্ভব নয় ; কর্পোরেশন এখন জাতীয়দলের হাতে থাকা সত্ত্বেও করাচী কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী কর্পোরেশনের ব্যয় কমে না বা ট্যাক্স-ও কমে না।

বাড়ী ভাড়া সংক্রান্ত আইন করিবার জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়াও একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

মুসলিম জাহান

নবান পারস্য

—মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ।

পারস্যদেশ গত পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া প্রতীচ্যের ধরণে নিজকে গড়িয়া তুলিতেছে। দূরদেশান্তরে গমনা গমনের জন্য অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইউরোপে যে বিজ্ঞান সম্মত পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা এতকাল পারস্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু অধুনা জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য পোষাক প্রবর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে পরিচ্ছন্নতার পথে আগাইয়া লওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী বিভিন্ন রকমের পোষাকে সজ্জিত হইত বলিয়া তাহাদের মধ্যে যে শ্রেণী বিভাগ ছিল, ইউরোপীয় পোষাক প্রবর্ত্তিত হওয়ায় তাহা উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যে সিরাজী, ইস্পাহানী, কিরমানী প্রভৃতি সম্প্রদায় ছিল তাহা আর খুজিয়া পাওয়া যায় না. পারস্যের অধিবাসী মাত্র আজ "পারসী" নামেই পরিচিত।

শিক্ষা বিভাগ ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার অনুকরণে গড়িয়া তোলা হইতেছে। ইস্পাহানে ও তেহরাণে অনেক স্কুল কলেজ প্রবর্ত্তন করিয়া বিদ্যার্থীদের শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নারীগণ এতদিনে অবরোধের বাঁধন ছিঁড়িতেন কিন্তু আফগানিস্তানের বিবাদের জন্য তাঁহারা এখনও সে বিষয়ের সফলকাম হন নাই। কিন্তু বড় বড় রাজকর্ম্মচারীদিগের সহধর্ম্মিনীগণ অবরোধ প্র উচ্ছেদ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, এবং মনে হয় আধুনিক পারসী নারীরা শীঘ্রই অবরোধের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিবেন।

পারস্যের সৈন্য সংখ্যা ৩৫,০০০ হইতে এখন ৬০,০০০ হাজারে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে, ফলে যে সকল দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য জাতি শক্তিশালী হইয়া মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত তাহারা আর মাথা তুলিতে পারিতেছে না। পূর্ব্বে সৈন্য বিভাগের শিক্ষাদান উপলক্ষে বৈদেশিক সামরিক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইত। আধুনিক পারস্য আর বিদেশী উপদেষ্টা চায় না। এখন তাহারা নিজেরাই যে শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহা প্রতীচ্যের যে কোন সেনা বিভাগ হইতে হীন নহে। শাহ রেজা খান পাহলবী পারস্যের এই নবযুগের প্রবর্ত্তক। ইনি প্রথমে কসাক সৈন্যদলের একজন সামান্য সেনানী ছিলেন এবং নিজের প্রতিভা বলে যুদ্ধ মন্ত্রীর পদে উন্নীত হইতে পারিয়াছিলেন। ১৯২৩ সালে তিনি তেহরাণের যথেচ্ছাচার মূলক রাজশক্তির বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করেন এবং নিজকে সমস্ত পারস্যের ডিরেক্টর বলিয়া ঘোষণা করেন। পারস্য সে সময় যে দুরবস্থার মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল তাহাতে একজন ক্ষমতাশালী শাসন কর্ত্তার প্রয়োজন ও হইয়াছিল। পারস্যের প্রজাসাধারণ রেজা খানের মধ্যে সুশাসকের সকল গুণ দেখিয়া তাঁহাকে রাজা বলিয়া মানিয়া লইল। তিনিও একে একে দেশের সমস্ত অশান্তি নিবারণ করিয়া আবার শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিলেন।

শাহের বর্ত্তমান বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। তিনি সমস্ত জীবনই স্বদেশের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছেন। এখনও রাজ্যের সমস্ত ব্যাপারই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজে আলোচনা করেন। প্রতিদিন তাঁহার প্রাসাদের আফিস ঘরে স্তূপাকারে চিঠি পত্র টেলিগ্রাম প্রভৃতি জমা হইতে থাকে, কিন্তু ইহাতে তিনি কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করেন না।

রেজা খান একজন উন্নতকায় শক্তিশালী পুরুষ। তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে ও প্রসস্ত ললাটে মহিমার রেখা বিদ্যমান। তাঁহার কথা অতি কোমল এবং মনে হয় তিনি প্রত্যেক কথাটী ওজন করিয়া বলেন। অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি সদাই খড়্গ হস্ত। তিনি যখন বুঝিলেন মোহাম্মেরার শেখ ধর্ম্মের নামে দেশের [illegible]

অনিষ্ট করিতেছেন তখন শত শত প্রজার অনুনয় উপেক্ষা করিয়া তিনি শেখকে তেহরানের বাহিরে একটা কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। শেখ সেইখানেই এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। সাধারণে শেখকে জার্ম্মানীতে পাঠাইয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন কিন্তু শাহ্ তাহাতে কাণ দিলেন না। অবশেষে শেখ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কিন্তু যদিও সম্রাট বিজিত শত্রুকে প্রাচ্যরীতি অনুসারে শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু পারস্যের উন্নতি কল্পে তিনি সর্ব্বদাই প্রতীচ্যের অনুকরণ করেন।

রেজাখান বলেন, বিদেশীয়দিগের সাহায্য না লইয়া পার্শীরা নিজেই নিজ নিজ কাজ চালাইবে। এবং পাঁচ ছয় বৎসর পরে বোধ হয় আর কোন ক্ষেত্রেই বিদেশী শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে না। এরূপ হইলে ইউরোপীয়রা আর পারস্যের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিবে না। কোন প্রতিনিধি পারস্যে বলশেভিকের আক্রমণের ভয় আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় শাহ একটু উপেক্ষার হাসি হাসিয়াছিলেন।

কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য শাহ্ খুবই চেষ্টা করিতেছেন। তেহরানে একটা কৃষি-বিদ্যা[illegible] [illegible]ছে। এবং বৈজ্ঞানিক মতে সেখানে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। [illegible] বিদ্যালাভ করিয়া তরুণদল সুদূর পল্লী-গ্রামে গিয়া কৃষকদিগকে কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়া স্বদেশের প্রভূত উন্নতি সাধন করিবেন।

স্বদেশী শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্যও তিনি অত্যন্ত যত্নবান হইয়াছেন। শাহ্ নিজে ও তাঁহার মন্ত্রী সকল ইস্পাহানে প্রস্তুত এক রকম সুন্দর খাকি পাকড়ের পোষাক পরিধান করেন। পারস্যের মিলগুলি এত শীঘ্র এরূপভাবে প্রসারিত হইতেছে যে শাহ্ মনে করেন, কয়েক বৎসরের মধ্যে কেবল পারস্যের মিলগুলিই সমস্ত পারস্যের বস্ত্র সরবরাহ করিতে পারিবে।

পৃথিবীতে সকল দেশের সভ্যতা এক রকমের নহে এবং কেহই এক রীতি নীতিতে চালিত হয় না। ইটালির সভ্যতা, জার্ম্মাণ সভ্যতা ও ইংল্যাণ্ডের সভ্যতার ভিতর আকাশ পাতাল প্রভেদ। রেজাখান মনে করেন, যদি পার্সীরা ইউরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ করিতে যায় তাহা হইলে পারস্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট নষ্ট হইয়া যাইবে। তিনি পারস্যবাসীকে এক আদর্শ জাতি হিসাবে গড়িয়া তুলিবেন ইহাই তাঁহার চিন্তা।

এত শীঘ্র পারস্য যে এতটা উন্নতির পথে আগুয়ান হইল, এজন্য শাহের আকাঙ্খার যে কিছুমাত্র নিবৃত্তি হইয়াছে তাহা মনে হয় না। তিনি পারস্যকে আরও উন্নতভাবে দেখিতে চান। পারস্যের প্রধান মন্ত্রী বলেন,—শাহের আকাঙ্খাই পারস্যকে একটী বিশিষ্ট রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া তুলিবে। তাঁর এই আকাঙ্খার অনল যদি একবার মন্দীভূত হয় তাহা হইলে পারস্যের উন্নতি অনেকখানি পিছাইয়া যাইবে।"

বিচিত্রা

গান-বাজনার শব্দে মানুষের পায়ের স্নায়ু অপেক্ষাকৃত অধিক চঞ্চল হয়।

*

ইংরেজী ভাষায় প্রতি বৎসর গড়ে এক শতটী করিয়া নূতন শব্দ সংযোজিত হয়।

*

একটি পা তুলিয়া এক পদ অগ্রসর হইতে এক সঙ্গে ৪৪টি মাংস পেশীর সঞ্চালন হয়।

*

ইতর জীব-জন্তুর শিরার উপর, আবহাওয়া সর্ব্বপ্রথম বিশেষরূপে ক্রিয়া করে বলিয়া, উহারা মানুষের আগে তাহার অবস্থা বুঝিতে পারে।

*

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ১,৫৯,২৫,৯৫০ এবং আমেরিকায় ২,৯২,৭৩,০২২ রোম্যান ক্যাথলিক্ খৃষ্টান বাস করে। সমস্ত পৃথিবীর রোমান ক্যাথলিকের সংখ্যা প্রায় ৪, ৫০, ০০, ০০০ জন।

*

কৃত্রিম সিল্কের জন্য সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় ১০ দশ কোটি পাউণ্ড মুদ্রার অধিক নিয়োজিত [illegible]ছে, এবং ইহাতে প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার লোক জীবিকা [illegible] করিতেছে।

*

চীনারা আড়াই সের ওজনের ইষ্টকের ন্যায় শক্ত এক একটা চা'এর পিঠা তৈয়ারী করিয়া তিব্বত ও সাইবেরিয়ায় চালান দেয়। চায়ের পাতাচুর্ণ করিয়া উপযুক্ত জল মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়।

*

বিলাতের এক বিখ্যাত ব্যারিষ্টার হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, পাশ্চাত্য দেশ সমূহে বিবাহের প্রথম বৎসরে এবং পনেরো হইতে কুড়ি বৎসর বয়েসের মেয়েদেরই অপেক্ষাকৃত অধিক বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়।

*

লস্ এঞ্জেলে পুষ্পপূর্ণ স্থানগুলিতে আজকাল মোটর গাড়ী করিয়া অন্যান্য স্থান হইতে মৌমাছি চালান দেওয়া হইতেছে। কৃত্রিম মৌচাক তৈরী করিয়া ঐ সকল স্থান হইতে এখন প্রচুর পরিমাণে মধু সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে।

*

সলমন দ্বীপপুঞ্জের একটী ক্ষুদ্র নির্জ্জন দ্বীপে একটী ইংরাজ চাষী নারিকেলের চাষ করিতেছে। বিলাত হইতে এর চিঠি পৌছিতে দশ মাস সময় লাগে। ঐ দ্বীপে আর দ্বিতীয় কোন শ্বেতাঙ্গ এ পর্য্যন্ত পদার্পন করে নাই।

*

১০৯৩ সালের ১১ই জুন ১ ঘটীকা হইতে ১৩ই জুন ১১১০ সালের ১ ঘটীকা পর্য্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাত হয়। ঐ বৃষ্টিপাত ৫৮ ঘণ্টা কাল স্থায়ী হইয়াছিল।

*

Thallium acetate নামক এক প্রকার নূতন ঔষধ বাহির হইয়াছে, এই ঔষধ খাইলে তিন সপ্তাহ পরে মাথায় একটী চুল ও থাকে না। —একেবারে টাক্ মাথা হইয়া যায় এবং এক সপ্তাহ পরে পুনরায় চুল বাহির হইতে আরম্ভ হয়।

কল্পলোক

"—এই কি নিয়তি?"

শ্রীস্বরজিৎ কুমার মৌলিক বি, এ,

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শোক বিহ্বলতা কতক্ষণে কাটিয়াছিল, তার ঠিক নাই। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার মা কোথায়!' একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সে বলিল—

বসন্তের করাল স্পর্শে লুৎফা যে দিন ঘুমিয়ে পড়ল, কবর দিয়ে বাড়ী ফিরে এসে দেখি মা জ্ঞান হারিয়েছেন। দুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ উন্মাদিনী হয়ে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। তাঁকে ঘরে রাখবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হতে পারিনি। আর ভেবে দেখেছিলাম, উন্মুক্ত আকাশের তলায় যে শয্যা বিছাতে চায় তাকে বাধা দিয়ে লাভ কি। হয়তো দুদিন বাঁচবেন তার জন্য জীবনের একটা আক্ষেপ কেন? তিনি বাড়ী ছেড়ে বেশীদুর যেতেন না, আশে পাশেই ঘুরে বেড়াতেন, পথের লোককে লুৎফা ও রাবেয়ার কথা জিজ্ঞাসা করতেন। আহার তাঁকে আমায় জোগাতে হ'ত, কিন্তু তিনি কোনদিন হয়তো গ্রহণ করতেন, কোনোদিন আবার তা নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে আমাকে গালি দিতেন। এই ভাবে কিছুদিন চলবার পর একদিন বড় রাস্তার উপর পাট বোঝাই লরী চাপা পড়ে তাঁর ইহলীলা শেষ হয়ে যায়।

আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না, মুখ দিয়া যন্ত্রণাসূচক একটী অস্ফুট শব্দ বাহির হইয়া পড়িল। পাগলের মত কিছুক্ষণ হাঁসিয়া ইব্রাহিম বলিল, কিহে দুর্ব্বল কে?

একথায় আমার কোন উত্তর ছিল না। চুপ করিয়া রহিলাম। ইব্রাহিম তাহার পকেট হইতে বাঁ হাতখানি বাহির করিয়া বলিল,—'বন্ধু, এখনও আছে, দেখছ এই হাতখানা…এর কব্জিটা আজ ছ'মাস কাটিয়েছি'। সে তাহার হাতখানি দেখিবার জন্য আমার হাতের উপর তুলিয়া ধরিল।

আমি অবাক…মানুষ কেমন করিয়া এত সহ্য করে? ইব্রাহিমের কাটা হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়া বলিলাম, 'তুই এখনও বেঁচে আছিস?—হতভাগা তোর মরণই ভাল ছিল'।

সেই হাসি পাগলের মত সে হাসির কোন অর্থ নাই। দেখিলাম মুখখানি ধীরে ধীরে শুভ্র হইয়া যাইতেছে। ডান হাতখানি আমার সম্মুখে ধরিয়া বলিল, এবার এই হাতখানাও কাট্তে হবে। দেখ্ছিস না একটা ক্যাটা ঘা বিষাক্ত হয়ে কেমন নালী হয়ে গিয়েছে?

পরখ করিবার জন্য কাটা ঘাখানি সে খুলিয়া ফেলিল। ঘাখানি বিশেষ বড় না হইলেও অনেকদুর পর্য্যন্ত নালী হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে সময় থাকিতে যদি অস্ত্রোপচার করা না হয় তাহা হইলে দুইদিন পরে সমস্ত হাতখানাকেই কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তাহার এই জীবনের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখিয়া বলিলাম, 'নিজে না হয় মরবে, কিন্তু আর একজনকে পথে বসিয়ে লাভ কি?'

ভাবিয়াছিলাম ইব্রাহিম পরে বিবাহ করিয়াছে।

"আরে পাগল তাহ'লে কি এই হাতখানা কেটে ফেলবার উপক্রম হয়? কেউ যদি দরদী থাকৃতই তাহ'লে জীবনের ওপর দরদ দেখাতে হ'ত বৈ কি। কেউ নেই কাজেই কোন রকমে কাটিয়ে দিচ্ছি।"

আমি তাহাকে তাহার হাতের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল—"মার শোকে এখন সমস্ত কাজ কর্ম্ম ছেড়ে দিলাম তখন যা দু'পয়সা জমান ছিল তাই দিয়ে নিজেকে ভূলিয়ে রাখতে নেশার আশ্রয় গ্রহণ করি। এর ফলে সঙ্গ দোষে চুরি ডাকাতি জালিয়াতি কিছুই বাদ রাখিনি। এখন আমি ফেরারী আসামী। যে ধরিয়ে দেবে সরকার থেকে তাকে হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।—

সে আমার মুখের দিকে কৌতূহল দৃষ্টিতে চাহিল। ভাবিলাম সরকার এই অকর্ম্মণ্য দেহখানাকে লইয়া কি করিবেন? তাহার দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া বলিলাম, 'ভয় নেই, হাজার টাকা গেলে আস্‌বে, কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব আর ফিরে আসবে না।

সে বলিতে লাগিল—"একদিন দুপুর বেলা সঙ্গীরা ধরলে মদ খাওয়াতে হবে।—পয়সা নেই, কি করি, স্বীকার করলুম পয়সা নেই আর একদিন খাওয়াব। তারা কেউ আমাকে ঠাট্টা করলে, কেউ বা কুৎসিত ভাষায় আমার বংশাভিমানকে কলঙ্কিত করতে লাগল। বড় ঘৃণা হ'লো, এক ঘণ্টার মধ্যে তাদের মদ খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটা গলির ভিতর ঢুকে পড়লাম। যেতে যেতে দেখি একটা দরজায় একটা ছেলে দাঁড়িয়ে, তার গলার সুন্দর একছড়া সোণার হার। এদিক ওদিক দু' একবার চেয়ে তার গলায় হাত দিলাম। বোধহয় সেদিন যাত্রা ভাল ছিল না নৈলে কোন দিন তো এমন হয় নি, কোথা হতে একখানা ছোড়া এসে আমার বাঁ হাতে পড়ল। সেখানা তুল্‌তে তুল্‌তে আর একখানা এসে পড়ল ডানহাতে। যন্ত্রণায় হাতদুটো কাপড়ের ভিতর লুকিয়ে রাস্তায় লাফিয়ে পড়লাম, হার নেওয়া হল না। কিছুদুর গিয়ে পিছন ফিরে দেখি, সেই দরজায় অপরূপ সুন্দরী একটী মেয়ে ছেলেটীকে কোলে করে হাসছে। বোধ হয় সে ছেলেটীর মা হবে। কিন্তু মেয়েটী আমাকে ধরবার জন্য একটুও চীৎকার করল না বরং খুব হাসতে লাগল।

বাসায় ফিরে এসে জ্বর হ'ল। হাতের ঘা ক্রমেই বাড়তে লাগল। একদিন মেডিকেল কলেজে বাঁ হাতখানাকে দিয়ে এসেছি। আর একদিন ডান হাতখানা শীঘ্রই দিতে হবে।

ওখানে ছোরার আঘাত পাবার পর থেকে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ভেবে দেখলাম, আমি আজ অধঃপতনের কোথায় এসে পৌচেছি। মনে ওই মেয়েটীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার বাসনা জেগে উঠল। একদিন তাই জ্বর গায়ে বেরিয়ে পড়লাম, কিন্তু সেই বাড়ীর দরজায় গিয়ে দেখি বড় বড় অক্ষরে বাইরে লেখা আছে 'বাড়ী ভাড়া'।

* * *

তারপর অনেকদিন ক'লকাতার অনেক অলি গলি দিয়ে ঘুরেছি কিন্তু সেই মেয়েটার সন্ধান আর পাইনি। যদি একবার দেখা পাই তাহ'লে যে আমার অধঃপতন থেকে রক্ষা করেছে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে সুখে মরতে পারি।

বলাবাহুল্য, ইব্রাহিম যে ছেলের গলা হ'তে হার চুরি করিতে গিয়েছিল সে আমারই ছেলে এবং যিনি তাহাকে ছোরা মারিয়াছিলেন তিনি আমার পত্নী। পাছে এই পরিচয়ে ইব্রাহিম আমার সহিত যাইতে অস্বীকৃত হয় এই জন্য সমস্ত গোপন করিয়া তাহাকে আমার বাড়ীর ঠিকানা দিয়া বলিয়া দিলাম যে, কাল দুপুর বেলা এই ঠিকানায় গেলে সেই মেয়ের সাক্ষাৎ পাবে।

সে আমার দিকে অবাক হইয়া চাহিল। আমি বলিলাম—"এ ঘটনা আমরা পরে শুনেছি; আর সে মেয়ে আমার পরিচিতা, পাছে তোমরা কোন অত্যাচার কর এই ভয়ে তারা সে বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

* * *

পরদিন কাজ বন্ধ করিয়া ইব্রাহিমের জন্য ঘরের মধ্যে লুকাইয়া বসিয়া রহিলাম। ভাবিলাম অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে অবাক করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু বেলা ২টা বাজিয়া গেল ইব্রাহিমের সাক্ষাৎ নাই, ঘরের ভিতর ছট্ ফট্ করিতে লাগিলাম। একবার ঘর একবার বাহির করিতেছি, এমন সময় পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোক ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, 'সমীর বাবু, শীঘ্রই দেখবেন ছুটে আসুন, বড় রাস্তার উপর একটা লোক গাড়ী চাপা পড়েছে।' কেন জানি না বাঁ-চোখটা নাচিয়া উঠিল—তবে কি…আর ভাবিতে পারিলাম না সেই ভদ্রলোকটীর সহিত সেই বেশে রাস্তায় নামিয়া পড়িলাম!

যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইল। ইব্রাহিম গাড়ী চাপা পড়িয়াছে। দুই ধারে অসংখ্য লোক। ভীড় ঠেলিয়া ইব্রাহিমের কাছে আসিয়া দেখিলাম তখনও তাহার একটু জ্ঞান আছে। দুই হাতে বুকে জড়াইয়া ধরিতে ইব্রাহিম বোধ হয় আমাকে দেখিবার জন্য শেষ চক্ষু মেলিল, বোধ হয় আমাকে চিনিতে পারিয়াছিল, কিন্তু কথা বলিতে পারে নাই। অতি কষ্টে ডান হাত দিয়া কাগজে মোড়া একটী জিনিষ আমার হাতে তুলিয়া দিয়া আমার বুকের উপর ঢলিয়া পড়িল—আর উঠিল না।

বাসায় ফিরিয়া দেখি সন্ধ্যা আমাদের দুইজনের জন্য খাবার সাজাইয়া বসিয়া আছে। আমার চোখ মুখের অবস্থা দেখিয়া সে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কোন অসুখ করেনি তো?'

কাগজের মোড়ক খুলিয়া দেখিলাম, একগাছি সোণার হার—তাহার লকেটের উপর লেখা আছে 'আশীর্ব্বাদ'। আমি হারছড়াটী সন্ধ্যার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলাম, বন্ধু আসেনি, এই হারছড়া দিয়ে তোমার ছেলেকে শেষ আশীর্ব্বাদ করে জন্মের মত চলে গেছে!

রূপ ও ছবি

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন পূজারী শেষ করিয়াছেন। শীঘ্রই আর একখানি নূতন বইও ধরিতেছেন।

*

শ্রীপ্রফুল্ল রায়ের পরিচালিত Gentleman cheat বা ভদ্র-ঠক্ ছবি শেষ হইয়াছে। ইনি এখন শরৎচন্দ্রের **দত্তা**কে চিত্ররূপ দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

*

শ্রীকৃষ্ণ ফিল্ম কোং'র Glittering Sword এর গল্প লেখক শ্রীযুক্ত সি-ভি-উদেশী। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত গুজরাটী মাসিকপত্র "নবচেতনের সম্পাদক।

*

কৃষ্ণাটোনের নবতম সবাক চিত্র THE LOVE শীঘ্রই কলিকাতায় আসিতেছে।

*

অভিনেতৃ পরিচয়।—

শ্রীব্রজবল্লভ পাল—নবযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যশিক্ষক (থিয়েটারে অবশ্য)। স্বর্গীয় শিল্পী শ্রীযুক্ত মণিলাল গাঙ্গুলীর কাছে আলোক শিক্ষা পেয়েচেন। অভিনয়েও বহু ভূমিকায় প্রশংসালাভ করেচেন। বর্ত্তমানে মিনার্ভায় যোগদান করেচেন।

*

অনিষ্ট করিতেছেন তখন শত শত প্রজার অনুনয় উপেক্ষা করিয়া তিনি শেখকে তেহরানের বাহিরে একটা কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। শেখ সেইখানেই এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। সাধারণে শেখকে জার্ম্মানীতে পাঠাইয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন কিন্তু শাহ্ তাহাতে কাণ দিলেন না। অবশেষে শেখ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কিন্তু যদিও সম্রাট বিজিত শত্রুকে প্রাচ্যরীতি অনুসারে শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু পারস্যের উন্নতি কল্পে তিনি সর্ব্বদাই প্রতীচ্যের অনুকরণ করেন।

রেজাখান বলেন, - বিদেশীয়দিগের সাহায্য না লইয়া পার্শীরা নিজেই নিজ নিজ কাজ চালাইবে। এবং পাঁচ ছয় বৎসর পরে বোধ হয় আর কোন ক্ষেত্রেই বিদেশী শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে না। এরূপ হইলে ইউরোপীয়রা আর পারস্যের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিবে না। কোন প্রতিনিধি পারস্যে বলশেভিকের আক্রমণের ভয় আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় শাহ একটু উপেক্ষার হাসি হাসিয়াছিলেন।

কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য শাহ্ খুবই চেষ্টা করিতেছেন। তেহরানে একটা কৃষি-বিদ্যা[illegible]ছে। এবং বৈজ্ঞানিক মতে সেখানে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। [illegible] শিক্ষালাভ করিয়া তরুণদল সুদূর পল্লী-গ্রামে গিয়া কৃষকদিগকে কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়া স্বদেশের প্রভূত উন্নতি সাধন করিবেন।

স্বদেশী শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্যও তিনি অত্যন্ত যত্নবান হইয়াছেন। শাহ্ নিজে ও তাঁহার মন্ত্রী সকল ইস্পাহানে প্রস্তুত এক রকম সুন্দর খাকি কাপড়ের পোষাক পরিধান করেন। পারস্যের মিলগুলি এত শীঘ্র এরূপভাবে প্রসারিত হইতেছে যে শাহ্ মনে করেন, কয়েক বৎসরের মধ্যে কেবল পারস্যের মিলগুলিই সমস্ত পারস্যের বস্ত্র সরবরাহ করিতে পারিবে।

পৃথিবীতে সকল দেশের সভ্যতা এক রকমের নহে এবং কেহই এক রীতি নীতিতে চালিত হয় না। ইটালির সভ্যতা, জার্ম্মাণ সভ্যতা ও ইংল্যাণ্ডের সভ্যতার ভিতর আকাশ পাতাল প্রভেদ। রেজাখান মনে করেন, যদি পার্সীরা ইউরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ করিতে যায় তাহা হইলে পারস্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট নষ্ট হইয়া যাইবে। তিনি পারস্যবাসীকে এক আদর্শ জাতি হিসাবে গড়িয়া তুলিবেন ইহাই তাঁহার চিন্তা।

এত শীঘ্র পারস্য যে এতটা উন্নতির পথে আগুয়ান হইল, এজন্য শাহের আকাঙ্খার যে কিছুমাত্র নিবৃত্তি হইয়াছে তাহা মনে হয় না। তিনি পারস্যকে আরও উন্নতভাবে দেখিতে চান। পারস্যের প্রধান মন্ত্রী বলেন,—শাহের আকাঙ্খাই পারস্যকে একটী বিশিষ্ট রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া তুলিবে। তাঁর এই আকাঙ্খার অনল যদি একবার মন্দীভূত হয় তাহা হইলে পারস্যের উন্নতি অনেকখানি পিছাইয়া যাইবে।"

বিচিত্রা

গান-বাজনার শব্দে মানুষের পায়ের স্নায়ু অপেক্ষাকৃত অধিক চঞ্চল হয়।

*

ইংরেজী ভাষায় প্রতি বৎসর গড়ে এক শতটী করিয়া নূতন শব্দ সংযোজিত হয়।

*

একটি পা তুলিয়া এক পদ অগ্রসর হইতে এক সঙ্গে ৪৪টি মাংস পেশীর সঞ্চালন হয়।

*

ইতর জীব-জন্তুর শিরার উপর, আবহাওয়া সর্ব্বপ্রথম বিশেষরূপে ক্রিয়া করে বলিয়া, উহারা মানুষের আগে তাহার অবস্থা বুঝিতে পারে।

*

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ১,৫৯,২৫,৯৫০ এবং আমেরিকায় ২,৯২,৭৩,০২২ রোম্যান ক্যাথলিক্ খৃষ্টান বাস করে। সমস্ত পৃথিবীর রোমান ক্যাথলিকের সংখ্যা প্রায় ৪,৫০,০০,০০০ জন।

*

কৃত্রিম শিল্কের জন্য সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় ১০ দশ কোটি পাউণ্ড মুদ্রার অধিক নিয়োজিত [illegible] এবং ইহাতে প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার লোক জীবিকা [illegible] করিতেছে।

*

চীনারা আড়াই সের ওজনের ইষ্টকের ন্যায় শক্ত এক একটা চাএর পিঠা তৈয়ারী করিয়া তিব্বত ও সাইবেরিয়ায় চালান দেয়। চায়ের পাতাচুর্ণ করিয়া উপযুক্ত জল মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়।

*

বিলাতের এক বিখ্যাত ব্যারিষ্টার হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, পাশ্চাত্য দেশ সমূহে বিবাহের প্রথম বৎসরে এবং পনেরো হইতে কুড়ি বৎসর বয়েসের মেয়েদেরই অপেক্ষাকৃত অধিক বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়।

*

লস্ এঞ্জেলে পুষ্পপুর্ণ স্থানগুলিতে আজকাল মোটর গাড়ী করিয়া অন্যান্য স্থান হইতে মৌমাছি চালান দেওয়া হইতেছে। কৃত্রিম মৌচাক তৈরী করিয়া ঐ সকল স্থান হইতে এখন প্রচুর পরিমাণে মধু সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে।

*

সলমন দ্বীপপুঞ্জের একটী ক্ষুদ্র নির্জ্জন দ্বীপে একটী ইংরাজ চাষী নারিকেলের চাষ করিতেছে। বিলাত হইতে এর চিঠি পৌছিতে দশ মাস সময় লাগে। ঐ দ্বীপে আর দ্বিতীয় কোন শ্বেতাঙ্গ এ পর্য্যন্ত পদার্পন করে নাই।

*

১০৯৩ সালের ১১ই জুন ১ ঘটীকা হইতে ১৩ই জুন ১১১০ সালের ১ ঘটীকা পর্য্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাত হয়। ঐ বৃষ্টিপাত ৫৮ ঘণ্টা কাল স্থায়ী হইয়াছিল।

*

Thallium acetate নামক এক প্রকার নূতন ঔষধ বাহির হইয়াছে, এই ঔষধ খাইলে তিন সপ্তাহ পরে মাথায় একটী চুল ও থাকে না। —একেবারে টাক্ মাথা হইয়া যায় এবং এক সপ্তাহ পরে পুনরায় চুল বাহির হইতে আরম্ভ হয়।

কল্পলোক

"—এই কি নিয়তি ?"

শ্রীস্মরজিৎ কুমার মৌলিক বি, এ,

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শোক বিহ্বলতা কতক্ষণে কাটিয়াছিল, তার ঠিক নাই। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার মা কোথায়!' একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সে বলিল—

বসন্তের করাল স্পর্শে লুৎফা যে দিন ঘুমিয়ে পড়ল, কবর দিয়ে বাড়ী ফিরে এসে দেখি মা জ্ঞান হারিয়েছেন। দুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ উন্মাদিনী হয়ে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। তাঁকে ঘরে রাখবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হতে পারিনি। আর ভেবে দেখেছিলাম, উন্মুক্ত আকাশের তলায় যে শয্যা বিছাতে চায় তাকে বাধা দিয়ে লাভ কি। হয়তো দুদিন বাঁচবেন তার জন্য জীবনের একটা আক্ষেপ কেন? তিনি বাড়ী ছেড়ে বেশীদূর যেতেন না, আশে পাশেই ঘুরে বেড়াতেন, পথের লোককে লুৎফা ও রাবেয়ার কথা জিজ্ঞাসা করতেন। আহার তাঁকে আমায় জোগাতে হ'ত, কিন্তু তিনি কোনদিন হয়তো গ্রহণ করতেন, কোনোদিন আবার তা নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে আমাকে গালি দিতেন। এই ভাবে কিছুদিন চলবার পর একদিন বড় রাস্তার উপর পাট বোঝাই লরী চাপা পড়ে তাঁর ইহলীলা শেষ হয়ে যায়।

আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না, মুখ দিয়া যন্ত্রণাসূচক একটী অস্ফুট শব্দ বাহির হইয়া পড়িল। পাগলের মত কিছুক্ষণ হাঁসিয়া ইব্রাহিম বলিল, কিহে দুর্ব্বল কে?

একথায় আমার কোন উত্তর ছিল না। চুপ করিয়া রহিলাম। ইব্রাহিম তাহার পকেট হইতে বাঁ হাতখানি বাহির করিয়া বলিল,—'বন্ধু, এখনও আছে, দেখছ এই হাতখানা…এর কব্জিটা আজ ছ'মাস কাটিয়েছি'। সে তাহার হাতখানি দেখিবার জন্য আমার হাতের উপর তুলিয়া ধরিল।

আমি অবাক…মানুষ কেমন করিয়া এত সহ্য

করে? ইব্রাহিমের কাটা হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়া বলিলাম, 'তুই এখনও বেঁচে আছিস?—হতভাগা তোর মরণই ভাল ছিল'।

সেই হাসি পাগলের মত সে হাসির কোন অর্থ নাই। দেখিলাম মুখখানি ধীরে ধীরে শুভ্র হইয়া যাইতেছে। ডান হাতখানি আমার সম্মুখে ধরিয়া বলিল, এবার এই হাতখানাও কাটতে হবে। দেখ্‌ছিস না একটা ক্যাটা ঘা বিষাক্ত হয়ে কেমন নালী হয়ে গিয়েছে?

পরখ করিবার জন্য কাটা ঘাখানি সে খুলিয়া ফেলিল। ঘাখানি বিশেষ বড় না হইলেও অনেকদূর পর্য্যন্ত নালী হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে সময় থাকিতে যদি অস্ত্রোপচার করা না হয় তাহা হইলে দুইদিন পরে সমস্ত হাতখানাকেই কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তাহার এই জীবনের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখিয়া বলিলাম, 'নিজে না হয় মরবে, কিন্তু আর একজনকে পথে বসিয়ে লাভ কি?'

ভাবিয়াছিলাম ইব্রাহিম্ পরে বিবাহ করিয়াছে।

"আরে পাগল তাহ'লে কি এই হাতখানা কেটে ফেলবার উপক্রম হয়? কেউ যদি দরদী থাকৃতই তাহ'লে জীবনের ওপর দরদ দেখাতে হ'ত বৈ কি। কেউ নেই কাজেই কোন রকমে কাটিয়ে দিচ্ছি।"

আমি তাহাকে তাহার হাতের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল—"মার শোকে এখন সমস্ত কাজ কর্ম্ম ছেড়ে দিলাম তখন যা দু'পয়সা জমান ছিল তাই দিয়ে নিজেকে ভূলিয়ে রাখতে নেশার আশ্রয় গ্রহণ করি। এর ফলে সঙ্গ দোষে চুরি ডাকাতি জালিয়াতি কিছুই বাদ রাখিনি। এখন আমি ফেরারী আসামী। যে ধরিয়ে দেবে সরকার থেকে তাকে হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।—

সে আমার মুখের দিকে কৌতুহল দৃষ্টিতে চাহিল। ভাবিলাম সরকার এই অকর্ম্মণ্য দেহখানাকে লইয়া কি করিবেন? তাহার দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া বলিলাম, 'ভয় নেই, হাজার টাকা গেলে আস্‌বে, কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব আর ফিরে আসবে না।

সে বলিতে লাগিল—"একদিন দুপুর বেলা সঙ্গীরা ধরলে মদ খাওয়াতে হবে।—পয়সা নেই, কি করি, স্বীকার করলুম পয়সা নেই আর একদিন খাওয়াব। তারা কেউ আমাকে ঠাট্টা করলে, কেউ বা কুৎসিত ভাষায় আমার বংশাভিমানকে কলঙ্কিত করতে লাগল। বড় ঘৃণা হ'লো, এক ঘণ্টার মধ্যে তাদের মদ খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটা গলির ভিতর ঢুকে পড়লাম। যেতে যেতে দেখি একটা দরজায় একটা ছেলে দাঁড়িয়ে, তার গলায় সুন্দর একছড়া সোণার হার। এদিক ওদিক দু' একবার চেয়ে তার গলায় হাত দিলাম। বোধহয় সেদিন যাত্রা ভাল ছিল না নৈলে কোন দিন তো এমন হয় নি, কোথা হতে একখানা ছোড়া এসে আমার বাঁ হাতে পড়ল। সেখানা তুলতে তুলতে আর একখানা এসে পড়ল ডানহাতে। যন্ত্রণায় হাতদুটী কাপড়ের ভিতর লুকিয়ে রাস্তায় লাফিয়ে পড়লাম, হার নেওয়া হল না। কিছুদূর গিয়ে পিছন ফিরে দেখি, সেই দরজায় অপরূপ সুন্দরী একটী মেয়ে ছেলেটীকে কোলে করে হাসছে। বোধ হয় সে ছেলেটীর মা হবে। কিন্তু মেয়েটী আমাকে ধরবার জন্য একটুও চীৎকার করল না বরং খুব হাসতে লাগল।

বাসায় ফিরে এসে জ্বর হ'ল। হাতের ঘা ক্রমেই বাড়তে লাগল। একদিন মেডিকেল কলেজে বাঁ হাতখানাকে দিয়ে এসেছি। আর একদিন ডান হাতখানা শীঘ্রই দিতে হবে।

ওখানে ছোরার আঘাত খাবার পর থেকে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ভেবে দেখলাম, আমি আজ অধঃপতনের কোথায় এসে পৌছেছি। মনে ওই মেয়েটীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার বাসনা জেগে উঠল। একদিন তাই জ্বর গায়ে বেরিয়ে পড়লাম, কিন্তু সেই বাড়ীর দরজায় গিয়ে দেখি বড় বড় অক্ষরে বাইরে লেখা আছে 'বাড়ী ভাড়া'।

* * *

তারপর অনেকদিন ক'লকাতার অনেক অলি গলি দিয়ে ঘুরেছি কিন্তু সেই মেয়েটার সন্ধান আর পাইনি। যদি একবার দেখা পাই তাহ'লে যে আমার অধঃপতন থেকে রক্ষা করেছে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে সুখে মরতে পারি।

বলাবাহুল্য, ইব্রাহিম যে ছেলের গলা হ'তে হার চুরি করিতে গিয়েছিল সে আমারই ছেলে এবং যিনি তাহাকে ছোরা মারিয়াছিলেন তিনি আমার পত্নী। পাছে এই পরিচয়ে ইব্রাহিম আমার সহিত যাইতে অস্বীকৃত হয় এই জন্য সমস্ত গোপন করিয়া তাহাকে আমার বাড়ীর ঠিকানা দিয়া বলিয়া দিলাম যে, কাল দুপুর বেলা এই ঠিকানায় গেলে সেই মেয়ের সাক্ষাৎ পাবে।

সে আমার দিকে অবাক হইয়া চাহিল। আমি বলিলাম—"এ ঘটনা আমরা পরে শুনেছি; আর সে মেয়ে আমার পরিচিতা, পাছে তোমরা কোন অত্যাচার কর এই ভয়ে তারা সে বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

* * *

পরদিন কাজ বন্ধ করিয়া ইব্রাহিমের জন্য ঘরের মধ্যে লুকাইয়া বসিয়া রহিলাম। ভাবিলাম অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে অবাক করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু বেলা ২টা বাজিয়া গেল ইব্রাহিমের সাক্ষাৎ নাই, ঘরের ভিতর ছট্ ফট্ করিতে লাগিলাম। একবার ঘর একবার বাহির করিতেছি, এমন সময় পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোক ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, 'সমীর বাবু, শীঘ্রই দেখবেন ছুটে আসুন, বড় রাস্তার উপর একটা লোক গাড়ী চাপা পড়েছে।' কেন জানি না বাঁ-চোখটা নাচিয়া উঠিল—তবে কি…আর ভাবিতে পারিলাম না সেই ভদ্রলোকটীর সহিত সেই বেশে রাস্তায় নামিয়া পড়িলাম!

যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইল। ইব্রাহিম গাড়ী চাপা পড়িয়াছে। দুই ধারে অসংখ্য লোক। ভীড় ঠেলিয়া ইব্রাহিমের কাছে আসিয়া দেখিলাম তখনও তাহার একটু শ্বাস আছে। দুই হাতে বুকে জড়াইয়া ধরিতে ইব্রাহিম বোধ হয় আমাকে দেখিবার জন্য শেষ চক্ষু মেলিল, বোধ হয় আমাকে চিনিতে পারিয়াছিল, কিন্তু কথা বলিতে পারে নাই। অতি কষ্টে ডান হাত দিয়া কাগজে মোড়া একটী জিনিষ আমার হাতে তুলিয়া দিয়া আমার বুকের উপর ঢলিয়া পড়িল—আর উঠিল না।

বাসায় ফিরিয়া দেখি সন্ধ্যা আমাদের দুইজনের জন্য খাবার সাজাইয়া বসিয়া আছে। আমার চোখ মুখের অবস্থা দেখিয়া সে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কোন অসুখ করেনি তো?'

কাগজের মোড়ক খুলিয়া দেখিলাম, একগাছি সোণার হার—তাহার লকেটের উপর লেখা আছে 'আশীর্ব্বাদ'। আমি হারছড়াটী সন্ধ্যার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলাম, বন্ধু আসেনি, এই হারছড়া দিয়ে তোমার ছেলেকে শেষ আশীর্ব্বাদ করে জনমের মত চলে গেছে!

রূপ ও ছবি

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন পূজারী শেষ করিয়াছেন। শীঘ্রই আর একখানি নূতন বইও ধরিতেছেন।

*

শ্রীপ্রফুল্ল রায়ের পরিচালিত Gentleman cheat বা ভদ্র-ঠক্ ছবি শেষ হইয়াছে। ইনি এখন শরৎচন্দ্রের **দত্তাকে** চিত্ররূপ দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

*

শ্রীকৃষ্ণ ফিল্ম কোংর Glittering Sword এর গল্প লেখক শ্রীযুক্ত সি-ভি-উদেশী। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত গুজরাটী মাসিকপত্র "নবচেতনের সম্পাদক।

*

কৃষ্ণাটোনের নবতম সবাক চিত্র THE LOVE শীঘ্রই কলিকাতায় আসিতেছে।

*

অভিনেতৃ পরিচয়।—

শ্রীব্রজবল্লভ পাল—নবযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ট নৃত্যশিক্ষক (থিয়েটারে অবশ্য)। স্বর্গীয় শিল্পী শ্রীযুক্ত মণিলাল গাঙ্গুলীর কাছে আলোক শিক্ষা পেয়েচেন। অভিনয়েও বহু ভূমিকায় প্রশংসালাভ করেচেন। বর্ত্তমানে মিনার্ভায় যোগদান করেচেন।

*

শ্রীঅমিতাভ বসু—লুপ্ত নাট্যমন্দিরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিকায় অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। অভিনয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট ছিল। ষোড়শী, বিসর্জ্জন, আলমগীর, সীতা, জনা (গঙ্গা-রক্ষক) প্রভৃতিতে যশলাভ করেছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ রঙ্গালয় হ'তে অবসর গ্রহণ করেছেন।

*

শ্রীসন্তোষ কুমার দাস—সৌখিন সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও প্রজোযক। "রাজসিংহে" মোবারক, "মেঘনাদে"—জগা পাগলা ও সম্প্রতি "কারাগারে" বিদুরথের ভূমিকায় সু-অভিনয় করে প্রসিদ্ধ নটরূপে পারিগণিত হয়েছেন।

*

শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী—অমলেন্দু বাবু সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা নির্ম্মেলেন্দু বাবুর অগ্রজ ও বর্ত্তমানের একজন উদীয়মান নট। হাস্যরস ও Type charátorএ দক্ষতার পরিচয় দিয়েচেন। "সাজহান" "ষোড়শী" "দ্বিগ্বিজয়ী" "তপতী" "রমা" "শেষরক্ষা" প্রভৃতি নাটকে যশলাভ ক'রেচেন। বর্ত্তমানে শিশির বাবুর সঙ্গে আমেরিকা ঘুরে এসেচেন।

*

শ্রীপ্রভাত কুমার সিংহ—উদীয়মান অভিনেতা। আকৃতি ও কণ্ঠস্বর বিশেষ ভাল নয়। "যাজ্ঞসেনীতে" শকুনির ভূমিকায় নৈপুণ্য দেখিয়ে প্রসিদ্ধ হয়ে অড়েন। বর্ত্তমানে মিনার্ভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

*

নিউ ইয়র্ক এ "Roxy's, Cathedral" (of The Motion picture) এর দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবের পরে—কর্ত্তারা হিসাব ক'রে দেখেছেন দু'বছরের মধ্যে ওঁদের ওখানে ১৩০০০,০০০ লোকের পদার্পণ হয়েছিলো—আর বক্স অফিসে গিয়েছিলো ১১০০০,০০০ ডলার।

য়্যাসোসিয়েশন অফ্ মোশান পিক্‌চার য়্যাড-ভার্টাইসার্স্‌-এর রিপোর্টে-এ জানা যায়—আমেরিকান ছবির প্রোডিউসাররা বছরে ১৬০০০,০০০ পাউণ্ড বিজ্ঞাপনে খরচ করেন—শুধু আমেরিকাতে তার মধ্যে ৬০৯০,০০০ পাউণ্ড শুধু পোষ্টারেই খরচ করা করা হয়।

এডি ক্যান্টর, মেট্রো-গোল্ডউইন মেয়র ওখান থেকে পলি মোরান এবং মেরী ড্রেস্‌লার-এর "Cought Short" ছবির নামটা ঠিক্ ক'রে দেবার জন্ত ১০,০০০ ডলার পান।

তারকা অভিনেতাদের মধ্যে রড ল্যারক্ এবং মন্টি বুই সব চেয়ে বেশী লম্বা।

মেরী পিক্‌ফোর্ড "গচো"-য় দু'বার নেমেছিলেন—Divine vIsion রূপে।

—

বৈদেশিকী

গোল টেবিলে শ্রমিকগণ

গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। ভারতীয় ব্যবসায়ী ও কলকারখানার মালিকদিগের সংখ্যা বাড়িবে। এই সংবাদ পাইয়া ভারতীয় শ্রমিকগণের পক্ষ হইতেও প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য ভারত সচিবের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। পার্লামেণ্টের ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষের সদস্যগণ যাহাতে সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন। মিঃ ফেণার ব্রকওয়ে এই সম্পর্কে নাকি ভারত সচিবকে পত্র লিখিয়াছেন।

শ্রমিকদলের মুখপত্র 'ডেলি হেরাল্ড' এই বিষয় সম্পর্কে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। 'ডেলি হেরাল্ডের' বক্তব্য এই যে পূর্ব্বের গোল টেবিল বৈঠকে শ্রমিক অপেক্ষা বণিকের প্রতিনিধি সংখ্যা অধিক হইয়াছিল। অভিযোগ দুর করিবার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রমিক প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি করাই মিঃ বেনের পক্ষে সমিচীন।

হোলকারের বাটী বিক্রয়

ভূতপূর্ব্ব হোলকারা (ইন্দোরের মহারাণা) আমেরিকাবাসিনী মিস মিলারকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এখন তিনি ফ্রান্সের সেণ্ট জার্ম্মেন নামক স্থানে নববিবাহিতা পত্নীর সহিত বাস করিতেছেন। এই স্থানে তিনি একখানি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বাটীতে একটি প্রকাণ্ড থিয়েটার এবং স্নান করিবার জন্য পুষ্করিণী আছে। মহারাণী মিলার যে সমস্ত কক্ষে বাস করেন তাহা শীতল রাখিবার জন্য ছোট ছোট ঝরণা নির্ম্মিত হইয়াছে। বাটীখানি বিক্রয় করিবার কথা হইতেছে। মহারাণা স্থির করিয়াছেন মহারাণী মিলারকে লইয়া তিনি প্যারি সহরে বাস করিবেন।

গোল টেবিল ভাঙ্গিয়া যাইবে।

'ইণ্ডিয়ান নিউজ' পত্রের প্রতিনিধির নিকট শ্রীযুক্ত ভি, জে প্যাটেল বলিতেছেন,—"দিল্লী চুক্তির সর্ত্তে আমি সন্তুষ্ট হই নাই, মহাত্মাজী এই অসন্তোষের কারণ জানেন। তিনি যে কেন দিল্লী-চুক্তি পত্রে সাক্ষর করিলেন, তাহাও আমি বুঝিতে পারি না।

ভারতীয় আন্দোলনের গুরুত্ব ইংরেজ এখনও বুঝিতে পারে নাই। অবিলম্বে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠা না হইলে ইংরেজের যে মহা বিপদ ঘটিবে, তাহা তাহারা জানে না। ইংরেজ অবিলম্বে ভারতের সহিত আপোষ না করিলে তাহারা পরে আফশোষ করিবে।

তৎসত্ত্বেও আমি মহাত্মাকে লণ্ডনে আসিতে লিখিয়াছি। আমি মনে করি যে, ইংরেজ ভারতের দাবী পূরণে সম্মত হইবে না, তথাপি দিল্লী চুক্তি স্বাক্ষরের পরে মহাত্মার পক্ষে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সুতরাং তিনি এখানে আসিয়া ভারতে স্বাতন্ত্র-শাসন প্রতিষ্ঠার দাবী করিতে পারেন।

কংগ্রেসের দাবী সহজ ও সুস্পষ্ট, কিন্তু আমি জানি যে, ইংরেজ ঐ দাবী পুরণ করিবে না। ফলে বৈঠক ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে ইংরেজের উপর পড়িবে। আমরা স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছি যে, স্বরাজ্য লাভ ব্যতীত ভারতে শান্তি স্থাপিত হইবে না।

প্রেসিডেণ্ট হুভারের ঘোষণা

ওয়াশিংটনের ২১শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, প্রেসিডেণ্ট হুভার গবর্ণমেণ্টের সমস্ত ঋণদান এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিতে সমগ্র পৃথিবীর নিকট প্রস্তাব করিয়া এক ঘোষণা দিয়াছেন।

প্রেসিডেণ্ট হুভার বলিতেছেন যে তাঁহার প্রস্তাবিত কর্ম্মপদ্ধতির উদ্দেশ্য হইতেছে আগামী বৎসর যাহাতে সমগ্র পৃথিবী আর্থিক দুর্গতি হইতে মুক্তি পাইতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টা করা এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য যে সমস্ত প্রচেষ্টা চলিতেছে, সেগুলিকে বৈদেশিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ামূলক শক্তি হইতে মুক্তি দেওয়া।

মিঃ হুভার বলেন, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নিকট যাহাদের ঋণ আছে, সেই ঋণগুলি বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে—এরূপ কোন ইচ্ছা অবশ্যই আমার নাই। কারণ, ইহা দ্বারা আর্থিক জগতে কোন আশ্বাসের সৃষ্টি হইবে না। অবশ্য যে সমস্ত জাতি আমেরিকার নিকট ঋণগ্রস্ত তাঁহারাও এরূপ প্রস্তাব করেন নাই, কিন্তু ঋণ পরিশোধের এরূপ বন্দোবস্ত ছিল যে, সমস্ত ঋণ কেবল তখনই শোধ দেওয়া যাইতে পারে, যখন ঋণী জাতিসমূহের আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমানে পৃথিবীর আর্থিক অবস্থা অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং এই অবস্থার কথা আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখা একান্ত কর্ত্তব্য এবং ইহা দ্বারা আমেরিকার সৎনীতি ও পন্থার গৌরব বজায় থাকিবে।

প্রেসিডেণ্ট হুভারের ঋণ আদায় স্থগিতের প্রস্তাব কেবল ফ্রান্স ব্যতীত বিশ্বের সকল রাষ্ট্র কর্ত্তৃক সাগ্রহে সমর্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের মত এই যে, ইউরোপের অর্থনৈতিক ঐক্য এবং অস্ত্র-হ্রাস সম্মেলনের পক্ষে উক্ত প্রস্তাবের ফল সুদুরপ্রসারী এবং কল্যাণজনক হইবে।

আরউইনের গোপন কথা

রক্ষণশীল দলের ভারতীয় কমিটীর একটি সভায় লর্ড আরউইন বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শ্বেতাঙ্গদের যে মর্য্যাদার হানি ঘটিতেছে তাহার কারণ—জাপানের নিকট রুষের পরাজয়, বিগত মহাসমরে ভারতীয় ফৌজ গ্রহণ ও বায়স্কোপের প্রচার।

লর্ড আরউইন কানপুরের হাঙ্গামা সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ হইয়াছে তাহার নিন্দাবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে এতদ্বারা হিন্দু মুসলিম বিরোধ বৃদ্ধি পাইতে পারে। তবে তাঁহাকে বলা হয় যে কানপুর হাঙ্গামার তদন্ত রিপোর্ট হস্তগত হইলে বাদানুবাদ আরম্ভ হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

ঋণের পরিমাণ

আমেরিকার নিকট বর্ত্তমানে ইউরোপের কোন্ গবর্ণমেণ্টের কত টাকা ঋণ আছে, তাহা নিম্নে দেখান হইল :—

গবর্ণমেণ্টসমূহ	ঋণের পরিমাণ
গ্রেট ব্রিটেন	৪৪২৬০০০০০০০ ডলার
ফ্রান্স	৩৮৬৫০০০০০০ "
ইতালী	২০১৭০০০০০০ "
বেলজিয়াম	৪০৪৭৩০০০০ "
পোল্যাণ্ড	২০৯১৫৭৭২৬ "
রুষিয়া	৩০৩৬২৯১৯৮ "
জেকোস্লোভাকিয়া	১৭০০৭১০২৩ "
অষ্ট্রীয়া	২৪০৩৯৭৭৩ "
গ্রীস	৩১৯৭০০০০ "
রুমানিয়া	৬৪৫৬০৫৬০ "
যুগোস্লোভিয়া	৬১৮৫০০০০ "
আর্ম্মেনীয়া	১৮৪২১১৪১ "

অন্যান্য ক্ষুদ্র শক্তিসমূহের ঋণের পরিমান লইয়া আমেরিকার নিকট সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্বশুদ্ধ ১১৬৩৬৭৭৮৬৪০ ডলার ঋণ আছে। (এক ডলারের মুল্য বর্ত্তমানে প্রায় ৩৵০ আছে)।

'ডেলী টেলিগ্রাফ' বলিতেছেন যে, লর্ড আরউইন বর্জ্জন আন্দোলনের প্রসঙ্গে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে সাধারণ আইন দ্বারা 'বর্জ্জন' নিরোধ করা যাইবে না। তিনি বলেন যে, একমাত্র উপায় এই আছে যে জাপানের মোটা বস্ত্রের উপর আরও শুল্ক চাপাইতে হইবে এবং সূক্ষ্ম বস্ত্র বিষয়ে বৃটেনকে সুবিধা দিতে হইবে। মিঃ চার্চ্চিল, সার স্যামুয়েল হোর ও লর্ড লয়েড এই সভার আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

লর্ড লয়েড নাকি ঐ সভায় বলিয়াছিলেন যে এখনও গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে না কেন এবং তাঁহাকে আদালতে বিচারার্থ হাজির করা হইতেছেনা কেন ?

এখনও নিমন্ত্রণ করা হয় নাই

কমন্স সভায় মিঃ ডে জিজ্ঞাসা করায় মিঃ ওয়েজউড বেন বলেন যে, গোলটেবিল যোগদান করা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী কোন সুনিশ্চিত সংবাদ দেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও নিমন্ত্রণই করা হয় নাই এবং আরও বলেন যে, ২৯শে মে তারিখের ইস্তাহার মতই গোলটেবিল বৈঠকের তারিখ ঠিক আছে, কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই।

তিনি আরও বলেন যে, ব্রহ্মের সম্বন্ধে গোলটেবিল বৈঠকে যে প্রস্তাবাবলী করা হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করার সম্পর্কে তিনি কোন কিছু এখনও বলিতে পারেন না।

স্পেনের নির্ব্বাসিত রাজা

মাদ্রিদের কণ্টেনপ্লো হইতে প্রত্যাগত জনৈক রাজকর্ম্মচারী ভূতপূর্ব্ব রাজা আলফন্সো ও তৎপরিবারবর্গের বর্ত্তমান জীবনযাত্রা সম্পর্কে যে কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত কয়সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যচ্যুত নৃপতি একটু গম্ভীর ও শান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রাণীর স্বাভাবিক হাবভাবও অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার শরীর ক্রমশঃ কৃষ হইতেছে। প্রায়ই তিনি বলেন যে, মাদ্রিদ ত্যাগ করা উচিত হয় নাই। তাঁহারা কোনরূপ আমোদ-প্রমোদে যোগ দেন না, সম্রান্ত বংশীয় দুইতিন জন লোক—যাঁহারা নির্ব্বাসনে রাজ পরিবারের অনুগমন করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদের সহিতই রাজদম্পতি মেলা-মেশা করেন।

রাজকন্যাগণও অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছেন। স্পেনে বিলাস জীবনের কথা তাঁহারা প্রায়ই উল্লেখ করেন।

জ্যেষ্ঠ রাজকুমারীর স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপ হইয়া পড়িতেছে।

সাইপ্রাস দ্বীপের স্বায়ত্বশাসন

কমন্স সভায় কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে সহকারী উপনিবেশ সচিব ডাঃ ড্রামণ্ড শীলস্ বলেন যে, সাইপ্রাস দ্বীপে স্বায়ত্ব-শাসন প্রবর্ত্তনের জন্য বর্ত্তমানে কোন পথই অবলম্বিত হইবে না।

মিঃ হেন্‌রি ব্রকওয়ে বিশেষ জোর দিয়া বলেন, "শ্রমিক দলের ঘোষিত নীতি অনুসারে এবং সাইপ্রাসবাসীদের ইচ্ছানুসারে স্বায়ত্ত-শাসন তাহাদিগকে অর্পণ করা উচিত।"

ডাঃ ড্রামণ্ড-শীলস উত্তর দেন যে, তাঁহার অধিক বলিবার কিছুই নাই।

বলডুইনের হাহুতাশ

সম্প্রতি ম্যালডানলিঙ্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ বলডুইন বলিয়াছেন, আজ ভারতের সমস্যা আমাদের মস্তিষ্ককে অধিক আলোড়িত করিয়াছে যদি ভারতের সমস্যা সমাধান করিতে না পারি, তাহা হইলে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবে। প্রাচী আজ প্রতীচি অপেক্ষা দ্রুতগতিতে পরিবর্ত্তনের দিকে অগ্রসর হইতেছে এই পরিবর্ত্তনকে আর দাবাইয়া রাখা চলে না। তবে সেপ্টেম্বরের গোলটেবিল বৈঠকে অর্থনীতিক সুংরক্ষণ বৃটিশ বাণিজ্যের সংরক্ষণ, আইন ও শৃঙ্খলার সংরক্ষণ ও অল্প সংখ্যকদের সংরক্ষণ—এই চারি প্রকার সেফগার্ড রক্ষা করিতে হইবে। ভারতের সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতে এখন ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা মস্তিষ্ক বিশিষ্ট লোকদের প্রয়োজন।

দেশী খবর

মিলন বৈঠক ব্যর্থ হইল

ডাঃ আনসারীর বর্ণনা

সিমলায় ২২শে জুনের খবরে জানা গিয়াছে যে নির্ব্বাচন পদ্ধতির সমস্যা লইয়া মুসলমান নেতাদের মধ্যে যে সমস্ত আলাপ আলোচনা হইতেছিল তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আপাততঃ মিটমাটের আর কোন আশাই নাই।

"কংগ্রেসই ইংরাজকে চালাইতেছে"

পার্লামেণ্ট মহাসভায় প্রশ্নোত্তরের সময় ভারত-সচিব মিঃ ওয়েজউড় বলেন, বিদেশী বস্ত্র সম্বন্ধে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর সম্পর্কে তিনি ভারত সরকারের সহিত সংবাদের আদান প্রদান করিতেছেন। ভারত সরকার উক্ত প্রস্তাবের প্রকৃত অর্থ অর্থাৎ লক্ষ্য সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন। এই বিষয়ে ভারত সরকারের নিকট হইতে আরও সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি বলিতে পারিতেছেন না, কংগ্রেসের উক্ত প্রস্তাবে আরউইন-গন্ধী চুক্তি ভঙ্গ হইয়াছে কি না।

মিঃ ক্লিফটন ব্রাউন বলেন, কংগ্রেসের প্রচার কার্য্যের ফলে গ্রামবাসীরা এইরূপ মনে করিতেছে যে, বর্ত্তমানে কার্য্যতঃ কংগ্রেসই বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষদিগকে পরিচালিত করিতেছেন। ইহার পাল্টা আন্দোলন চালান উচিত।

মিঃ ওয়েজউড বেন উত্তরে বলেন, প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে তিনি ভারত সরকারের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। তিনি দেখিতেছেন, ঐ উদ্দেশ্যে ভারতের প্রতিষ্ঠান ভালই আছে। ঐ প্রতিষ্ঠানের সদ্ব্যবহার কিরূপে করা যায়, সে সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে।

স্বামী হন্ত্রী নারী।—

বুডাপেষ্টের ২ জন স্ত্রীলোকের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। ইহারা তাঁহাদের স্বামী ও প্রেমিকদিগকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়াছিল। অষ্ট্রীয়ার ইতিহাসে এইরূপ বীভৎস অপরাধ খুব কমই সাধিত হইয়াছে।

একজন ধাত্রী ঐ স্ত্রীলোক দুইটিকে পরামর্শ দেয় যে, খুব সহজেই তাহারা পুরুষের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে এবং স্ত্রীলোক দুইটি ঐ পরামর্শের ফলে এমন দ্রুতগতিতে স্বামী, প্রেমিক এবং পুত্রদিগকে ধরাধাম হইতে বিদায় দিতে থাকে যে, কর্ত্তৃপক্ষের মনে সন্দেহ হয় এবং ফলে গত ১৯৩০ সনের জানুয়ারী মাসে ৩১টি স্ত্রীলোক ধৃত হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হয়।

ইহাদের মধ্যে কয়েকজন খালাস পায় কয়েকজনের ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হয় এবং বর্ত্তমানে দুইজনের ফাঁসি হইল।

দিল্লী মোসলেম সম্মেলন দল এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা লক্ষ্ণৌ মোসলেম দলের সহিত আর মিটমাটের কথাবার্ত্তা চালাইবেন না। তাহার কারণ, তাঁহারা সংশোধিত আকারে পৃথক নির্ব্বাচন সম্পর্কিত যে প্রস্তাবটি আনিয়াছিলেন অপরপক্ষ তাহা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা (দিল্লীর দল) চাহিয়াছিলেন যে, আপাততঃ পাঁচ বৎসরের জন্য পৃথক নির্ব্বাচন প্রথাই প্রচলিত থাকুক, পাঁচ বৎসর পর বিষয়টি সম্বন্ধে সাধারণের মত লইয়া যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলন সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে।

দিল্লীর দলের এইরূপ সিদ্ধান্তের আরও কারণ এই যে, তাঁহারা অবিলম্বে যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তনের বিকল্পে অন্য কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে সক্ষম হন নাই।

বৈঠকের কর্ম্মকর্ত্তাদের পক্ষ হইতে প্রস্তাবের নকল পাওয়া যায় নাই।

জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ ডাঃ আনসারীর স্বাক্ষরিত এক বর্ণণাপত্র বাহির করিয়াছেন। এই বর্ণণাপত্রে গত মার্চ্চ মাস হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আলোচনার ইতিবৃত্ত প্রদান করেন।

ডাঃ আনসারীর বর্ণণা পত্র।

ডাঃ আনসারী ৫ই মার্চ্চ তারিখের ভূপাল কন্‌ফারেন্সের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন,—আমি যখন ভূপালে পৌছি তখন দেখি কন্‌ফারেন্সের নির্দ্দিষ্ট তারিখ স্যার মোহাম্মদ শফি ও স্যার মোহাম্মদ ইকবালের অসুবিধার জন্য বদলান হইয়াছে। অথচ ইঁহারাই ঐ তারিখ ঠিক করিয়াছিলেন। যাহা হউক আমার ভূপালে থাকা কালীন মওলানা শওকত আলী মওলানা শফী দাউদী সমভিব্যাহারে ভূপালে পৌছেন। তাঁহাদের সহিত অনেক কথা সাধারণ ভাবে আলোচনা করাও হয়।

তাঁহাদের মধ্যে আপোষে-কথা হইয়াছিল যে, উভয় দলের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সম্মুখে এই প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে যে, প্রথম পাঁচ বৎসর স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথা তারপর মওলানা মোহাম্মদ আলীর প্রস্তাব মত মিশ্র নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত হইবে। অবশ্য যে কোন কাউন্সিল বা ব্যবস্থাপক সভায় শতকরা ৬০ জন সদস্যের ভোটাধিক্যে ঐ প্রস্তাব পরিত্যজ্যও হইতে পারে।

আরও একটী প্রস্তাব তাঁরা করিবেন বলিয়া শুনা গিয়াছিল যে, প্রথম দশ বৎসর স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন চলিবে। তারপর মিশ্র নির্ব্বাচন। অবশ্য পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্য যদি মিশ্র নির্ব্বাচনের বিরোধী হন তাহা হইলে মিশ্র নির্ব্বাচন চলিবে না।

এই প্রস্তাব আমি আমার কমিটির সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছিলাম। উভয় দলের কার্য্যকরী সংসদ নানাবিধ প্রস্তাবের আলোচনার জন্য সিমলায় মিলিত হইয়াছিলেন। সিমলায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বোধ হয় কোন বিশেষ কারণে মওলানা শওকত আলীর দলের মধ্যে মিলনের প্রয়াস কমিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে সিমলা কন্‌ফারেন্স শূন্য-গর্ভ হইয়াছে।

আমরা জানিতে পারিলাম যে, মুসলিম কন্‌ফারেন্সের সদস্যদের কারও কারও মন যদিও শান্তির জন্য উন্মুখ হইয়াছিল, তথাপি ঐ দলের ওয়ার্কিং কমিটী কর্ত্তৃক মিলনের দাবী পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমরা মিলনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের বিরুদ্ধ মত যাঁরা ঘোষণা করেন তাঁদের সহিতও আমরা সহৃদয়তার সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিয়াছি। তবুও এই মিলন প্রয়াস যে ব্যর্থ হইল এজন্য আমরা দায়ী নহি। আমরা আন্তরিকতার সহিত মিলনের চেষ্টা করিয়াছি।

মিলন-বৈঠক ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু ভূপালের নবাব বাহাদুর মিলনের জন্য যে আন্তরিকতা দেখাইয়াছেন সেজন্য আমি ও আমার দল তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

এক গাভীর ছয় পা

কুইলনের এক সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব্ব উপকূলের একটী লোক কোন বাড়ীতে একটী ছয়পদ বিশিষ্ট গাভী, একটী ছয়পদ বিশিষ্ট ছাগ এবং একটি পাঁচপদ বিশিষ্ট ছাগ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গাভীটির তলপেট অস্বাভাবিক রূপ বড়; অতিরিক্ত পা দুইটী পিছনের দুই পায়ের শীর্ষ হইতে ঝুলিতেছে। ছয় পা ওয়ালা ছাগের পিছনের একটী পায়ের মধ্যে সিংহের থাবা জন্মিয়াছে; আর অপর ছাগের পঞ্চম পায়ের মধ্যে বাঘের নখরের ন্যায় চারিটী নখর হইয়াছে। তিনটী প্রাণীকেই মধ্য ত্রিবাঙ্কুরের ওচিরা নামক স্থানে লইয়া যাওয়া হইবে। সেখানে যে নিখিল ত্রিবাঙ্কুর প্রাণী প্রদর্শনী হইতেছে তাহাতে এই প্রাণী তিনটি প্রদর্শিত হইবে।

যুক্তপ্রদেশে কৃষাণ চাঞ্চল্য

লক্ষ্ণৌ বড়বাঁকী কৃষক সমস্যা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। গ্রেপ্তারের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রায় ১৫০ জন শ্রমিক ও কৃষাণ হাজতে আছে। জেলা-কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত লছমীচাঁদকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় কংগ্রেসের বিবাদ

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদক নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :—

বঙ্গের কংগ্রেস নির্ব্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগপুর্ণ তার ও চিঠিপত্র এখনও কংগ্রেসের সভাপতির নিকট প্রেরিত হইতেছে। বঙ্গের নির্ব্বাচন সংক্রান্ত বিবাদের সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার ভার ওয়ার্কীং কমিটী শ্রীযুত এম, এস, অ্যানের উপর অর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং বঙ্গের সমস্ত কংগ্রেস কমিটী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহদের কোন অভিযোগ থাকিলে তাহা যেন তাঁহারা একেবারেই শ্রীযুত অ্যানির নিকট প্রেরণ করেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির নিকট বা কমিটীর কার্য্যালয়ে সেইগুলি প্রেরণ করিলে কোন ফললাভ হইবে না।

সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণ

সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণের উদ্দেশ্যে শ্রীযুত উল্লাসকর দত্ত মেদিনীপুর গমন করেন। নদী বন্যার জলে স্ফীত হওয়ায় তিনি আন্দুল হইতে ট্রেনযোগে গত ১৫ই জুন বেলা ১২ ঘটিকায় মেদিনীপুরে উপনীত হন। বালেশ্বর, কটক ও মাদ্রাজ পরিদর্শন করিয়া তিনি সম্ভবতঃ কলম্বো যাত্রা করিবেন। গত ১৬ই জুন তিনি চন্দননগর ময়দানে দেশবন্ধু স্মৃতি সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। গত ২০শে জুন তিনি উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সহরবাসীরা তাঁহাকে একটি টাকার থলিয়া উপহার দিয়াছেন।

গ্রেট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স লিঃ

হেড আফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থায়ী-অক্ষমতা বিধি, স্বতঃ-সংরক্ষণ-নীতি, বর্দ্ধিত কালের জন্য জীবন-বীমা প্রভৃতি আধুনিকতম বিধি ব্যবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ।

মহিলাদিগেরও জীবন-বীমা করা হয়।

এজেন্সীর জন্য আবেদন করুন।

সান্যাল ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ, ম্যানেজিং এজেন্টস্।

শ্রীসুকুমার সেন, সেক্রেটারী।

বামে—সার সি, ভি, রমণ।
গত শুক্রবারে কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক ইঁহাকে অভিনন্দন প্রদত্ত হইয়াছে।

ডাইনে—মিঃ আবদুর রহমান।
মোপলা নেতা—কালিকটের "আল আমিন" পত্রের সম্পাদক ; সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন।

জাতীয় পতাকা উৎসব।
গত শুক্রবার হ্যালিডে পার্কে মিসেস নেলী সেনগুপ্ত

(জে, এম, সেনগুপ্তের পত্নী) পতাকা উত্তোলন করিয়াছেন। (মিসেস সেনগুপ্ত মধ্যস্থলে উপবিষ্টা।)

বামে—প্রেসিডেন্ট হুভার।
ইনি এক বৎসরের জন্য যুদ্ধঋণ আদায় স্থগিত রাখিয়া ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি-সাধনে সহায়তা করিয়াছেন।

ডাইনে—মিঃ ভি, জে, প্যাটেল।
গোলটেবিল বৈঠক ইংরেজদের দোষে ভাঙ্গিয়া যাইবে বলিয়া ইনি মত প্রকাশ করিয়াছেন।

দিল্লী মোসলেম সম্মেলন দল এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা লক্ষ্ণৌ মোসলেম দলের সহিত আর মিটমাটের কথাবার্ত্তা চালাইবেন না। তাহার কারণ, তাঁহারা সংশোধিত আকারে পৃথক নির্ব্বাচন সম্পর্কিত যে প্রস্তাবটি আনিয়াছিলেন অপরপক্ষ তাহা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা (দিল্লীর দল) চাহিয়াছিলেন যে, আপাততঃ পাঁচ বৎসরের জন্য পৃথক নির্ব্বাচন প্রথাই প্রচলিত থাকুক, পাঁচ বৎসর পর বিষয়টি সম্বন্ধে সাধারণের মত লইয়া যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলন সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে।

দিল্লীর দলের এইরূপ সিদ্ধান্তের আরও কারণ এই যে, তাঁহারা অবিলম্বে যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তনের বিকল্পে অন্য কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে সক্ষম হন নাই।

বৈঠকের কর্ম্মকর্ত্তাদের পক্ষ হইতে প্রস্তাবের নকল পাওয়া যায় নাই।

জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ ডাঃ আনসারীর স্বাক্ষরিত এক বর্ণণাপত্র বাহির করিয়াছেন। এই বর্ণণাপত্রে গত মার্চ্চ মাস হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আলোচনার ইতিবৃত্ত প্রদান করেন।

ডাঃ আনসারীর বর্ণণা পত্র।

ডাঃ আনসারী ৫ই মার্চ্চ তারিখের ভূপাল কনফারেন্সের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন,—আমি যখন ভূপালে পৌছি তখন দেখি কনফারেন্সের নির্দ্দিষ্ট তারিখ স্যার মোহাম্মদ শফি ও স্যার মোহাম্মদ ইকবালের অসুবিধার জন্য বদলান হইয়াছে। অথচ ইঁহারাই ঐ তারিখ ঠিক করিয়াছিলেন। যাহা হউক আমার ভূপালে থাকা কালীন মওলানা শওকত আলী মওলানা শফী দাউদী সমভিব্যাহারে ভূপালে পৌছেন। তাঁহাদের সহিত অনেক কথা সাধারণ ভাবে আলোচনা করাও হয়।

তাঁহাদের মধ্যে আপোষে কথা হইয়াছিল যে, উভয় দলের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সম্মুখে এই প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে যে, প্রথম পাঁচ বৎসর স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথা তারপর মওলানা মোহাম্মদ আলীর প্রস্তাব মত মিশ্র নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত হইবে। অবশ্য যে কোন কাউন্সিল বা ব্যবস্থাপক সভায় শতকরা ৬০ জন সদস্যের ভোটাধিক্যে ঐ প্রস্তাব পরিত্যক্তও হইতে পারে।

আরও একটী প্রস্তাব তাঁরা করিবেন বলিয়া শুনা গিয়াছিল যে, প্রথম দশ বৎসর স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন চলিবে। তারপর মিশ্র নির্ব্বাচন। অবশ্য পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্য যদি মিশ্র নির্ব্বাচনের বিরোধী হন তাহা হইলে মিশ্র নির্ব্বাচন চলিবে না।

এই প্রস্তাব আমি আমার কমিটির সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছিলাম।

উভয় দলের কার্য্যকরী সংসদ নানাবিধ প্রস্তাবের আলোচনার জন্য সিমলায় মিলিত হইয়াছিলেন। সিমলায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বোধ হয় কোন বিশেষ কারণে মওলানা শওকত আলীর দলের মধ্যে মিলনের প্রয়াস কমিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে সিমলা কনফারেন্স শূন্য-গর্ভ হইয়াছে।

আমরা জানিতে পারিলাম যে, মুসলিম কনফারেন্সের সদস্যদের কারও কারও মন যদিও শান্তির জন্য উন্মুখ হইয়াছিল, তথাপি ঐ দলের ওয়ার্কিং কমিটী কর্ত্তৃক মিলনের দাবী পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমরা মিলনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের বিরুদ্ধ মত যাঁরা ঘোষণা করেন তাঁদের সহিতও আমরা সহৃদয়তার সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিয়াছি। তবুও এই মিলন প্রয়াস যে ব্যর্থ হইল এজন্য আমরা দায়ী নাই। আমরা আন্তরিকতার সহিত মিলনের চেষ্টা করিয়াছি।

মিলন-বৈঠক ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু ভূপালের নবাব বাহাদুর মিলনের জন্য যে আন্তরিকতা দেখাইয়াছেন সেজন্য আমি ও আমার দল তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

এক গাভীর ছয় পা

কুইলনের এক সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব্ব উপকূলের একটী লোক কোন বাড়ীতে একটী ছয়পদ বিশিষ্ট গাভী, একটী ছয়পদ বিশিষ্ট ছাগ এবং একটি পাঁচপদ বিশিষ্ট ছাগ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গাভীটির তলপেট অস্বাভাবিক রূপ বড়; অতিরিক্ত পা দুইটী পিছনের দুই পায়ের শীর্ষ হইতে ঝুলিতেছে। ছয় পা ওয়ালা ছাগের পিছনের একটী পায়ের মধ্যে সিংহের থাবা জন্মিয়াছে; আর অপর ছাগের পঞ্চম পায়ের মধ্যে বাঘের নখরের ন্যায় চারিটী নখর হইয়াছে। তিনটী প্রাণীকেই মধ্য ত্রিবাঙ্কুরের ওচিরা নামক স্থানে লইয়া যাওয়া হইবে। সেখানে যে নিখিল ত্রিবাঙ্কুর প্রাণী প্রদর্শনী হইতেছে তাহাতে এই প্রাণী তিনটি প্রদর্শিত হইবে।

যুক্তপ্রদেশে কৃষাণ চাঞ্চল্য

লক্ষ্ণৌ বড়বাঁকী কৃষক সমস্যা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। গ্রেপ্তারের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রায় ১৫০ জন শ্রমিক ও কৃষাণ হাজতে আছে। জেলা-কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত লছমীচাঁদকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় কংগ্রেসের বিবাদ

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদক নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন ঃ—

বঙ্গের কংগ্রেস নির্ব্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগপূর্ণ তার ও চিঠিপত্র এখনও কংগ্রেসের সভাপতির নিকট প্রেরিত হইতেছে। বঙ্গের নির্ব্বাচন সংক্রান্ত বিবাদের সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার ভার ওয়ার্কীং কমিটী শ্রীযুত এম, এস, অ্যানের উপর অর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং বঙ্গের সমস্ত কংগ্রেস কর্ম্মী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহাদের কোন অভিযোগ থাকিলে তাহা যেন তাঁহারা একেবারেই শ্রীযুত অ্যানির নিকট প্রেরণ করেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির নিকট বা কমিটীর কার্য্যালয়ে সেইগুলি প্রেরণ করিলে কোন ফললাভ হইবে না।

সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণ

সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণের উদ্দেশ্যে শ্রীযুত উল্লাসকর দত্ত মেদিনীপুর গমন করেন। নদী বন্যার জলে স্ফীত হওয়ায় তিনি আন্দুল হইতে ট্রেনযোগে গত ১৫ই জুন বেলা ১২ ঘটিকায় মেদিনীপুরে উপনীত হন। বালেশ্বর, কটক ও মাদ্রাজ পরিদর্শন করিয়া তিনি সম্ভবতঃ কলম্বো যাত্রা করিবেন। গত ১৬ই জুন তিনি চন্দননগর ময়দানে দেশবন্ধু স্মৃতি সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। গত ২০শে জুন তিনি উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সহরবাসীরা তাঁহাকে একটি টাকার থলিয়া উপহার দিয়াছেন।

গ্রেট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স লিঃ

হেড আফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থায়ী-অক্ষমতা বিধি, স্বতঃ-সংরক্ষণ-নীতি, বর্দ্ধিত কালের জন্য জীবন-বীমা প্রভৃতি আধুনিকতম বিধি ব্যবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ।

মহিলাদিগেরও জীবন-বীমা করা হয়।

এজেন্সীর জন্য আবেদন করুন।

সান্যাল ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্।

শ্রীসুকুমার সেন,
সেক্রেটারী।

বামে—সার সি, ভি, রমণ।
গত শুক্রবারে কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক ইঁহাকে অভিনন্দন প্রদত্ত হইয়াছে।

ডাইনে—মিঃ আবদুর রহমান।
মোপলা নেতা—কালিকটের "আল আমিন" পত্রের সম্পাদক; সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন।

জাতীয় পতাকা উৎসব।
গত শুক্রবার হ্যালিডে পার্কে মিসেস নেলী সেনগুপ্ত

(জে, এম, সেনগুপ্তের পত্নী) পতাকা উত্তোলন করিয়াছেন। (মিসেস্ সেনগুপ্ত মধ্যস্থলে উপবিষ্ট।)

বামে—প্রেসিডেণ্ট হুভার।
ইনি এক বৎসরের জন্য যুদ্ধঋণ আদায় স্থগিত রাখিয়া ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি-সাধনে সহায়তা করিয়াছেন।

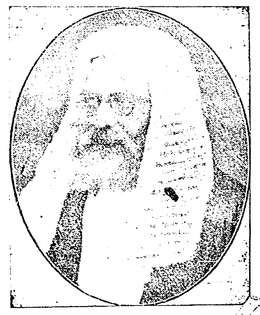

ডাইনে—মিঃ ভি, জে, প্যাটেল।
গোলটেবিল বৈঠক ইংরেজদের দোষে ভাঙ্গিয়া যাইবে বলিয়া ইনি মত প্রকাশ করিয়াছেন।

পেডী হত্যার আসামী

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডীকে হত্যা করার অভিযোগে পুলিশ, বিমলচন্দ্র দাসগুপ্ত নামক এক যুবককে খোঁজ করিতেছে। গত সোমবার দিন জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী শ্রীরামপুর মহকুমার অধীন ভদ্রেশ্বরে এক চায়ের দোকানে একটি যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাকে দেখিতে নাকি বিমলের মত, পুলিশ তাহাকে বিমল বলিয়া সন্দেহ করে। যুবক বলে যে, তাহার নাম হারাণচন্দ্র সাহা। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া শ্রীরামপুর জেলে রাখে এবং জেলে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করে। এদিকে পুলিশের বড় বড় কর্ত্তাদের নিকট তার করিয়া দেওয়া হয়। কতিপয় পুলিশকর্ম্মচারী শ্রীরামপুর জেলে তাহাকে দেখিয়া আসে। মঙ্গলবার দিন 'বিমল'কে সনাক্ত করার জন্য মেদিনীপুর হইতে একজন লোক আনা হয়। সে বলে যে, এ ব্যক্তি 'বিমল' নহে।

'হারাণ' বলে যে, তাহার বাড়ী ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণায়। দুই বৎসর যাবৎ মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সে বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছে। সে কিছুদিন পুর্ব্বেও আর একবার ভদ্রেশ্বর আসিয়াছিল। কাঁথিতে সে একবার গ্রেপ্তার হইয়াছিল। সে কিছুদিন যাবৎ অসুখে ভুগিতেছে। শ্রীরামপুরের জেল ডাক্তার তাহাকে দেখিতেছেন। তদন্তাধীনে তাহাকে জেল হাজতেই আটক রাখা হইয়াছে।

সারদা আইনের কবলে জমীদার

ঠাকুর হরিহর সিং ছাপরার মাসরাখ থানার অন্তর্গত 'রামপুর রুদ্রের' জমীদার পুরণ সিংহের নামে এক মামলা রুজু করিয়াছেন। উক্ত জমীদারের কন্যার বয়স ১১ বৎসর। উহার বিবাহের জন্যই এই মামলা। অপর ৮ জনও এই মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছেন। জিলা ম্যাজিষ্ট্রট মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে উক্ত বিষয়ের তল্লাসের জন্য আদেশ দিয়াছেন। এই জিলায় এই রকমের মোকদ্দমা এই প্রথম হইল।

সুনামগঞ্জের ব্যাপার

সুনামগঞ্জের নমঃশূদ্র এবং পাটনীরা মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভা ঐ স্থানে তাঁহাদের কয়েকজন প্রতিনিধিকে প্রেরণ করেন।

গত মঙ্গলবার তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিনিধিদের নিকট হইতে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাইয়াছেন :—

"সমস্যা কাটিয়াছে। সদাসর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। চিঠি যাইতেছে।"

প্রফেসর পত্নীর সম্পত্তি হরণ

মজঃফরপুরের ২১শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, রংপুর কলেজের একজন প্রফেসরের পত্নী তাঁহার পিতার সহিত একখানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আসিতেছিলেন, ছাপরায় কতিপয় লোক ঐ গাড়ীতে উঠে এবং পিতার ও কন্যার মুখ চাপিয়া ধরিয়া টাকা পয়সা গহনাপত্র উহাদের যাহা কিছু ছিল, সমস্ত কাড়িয়া লইয়া সরিয়া পড়ে, পরে আসামীগণ ধৃত হয়। মজঃফরপুরের সেসন জজের বিচারে চলন্ত ট্রেণে ডাকাতির অভিযোগে প্রত্যেক আসামী ৭ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

নূতন আইন সচিব

সিমলার এক খবরে প্রকাশ স্যার বি, এল, মিত্র বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে প্রতিনিধি নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার অনুপস্থিতকালে স্যার পি, সি, রামস্বামী আয়ার কে-সি-আই-ই বড়লাটের শাসন পরিষদের অস্থায়ী সদস্য থাকিবেন। স্যার বি, এল, মিত্র আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁহাকে কার্য্যভার অর্পণ করিবেন।

ডাকাতে পুলিসে লড়াই

নারায়ণগঞ্জ মহকুমার বৈদ্যেরবাজার থানার অন্তঃপাতী কোন গ্রামে ১ দল ডাকাতের সহিত পুলিসের সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। সংঘর্ষের ফলে একজন ডাকাতের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে এবং ২ জন কনষ্টেবল ও অপর ১ ব্যক্তি গুরুতররূপে জখম হইয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ, মধ্য রাত্রিতে ১ দল ডাকাত আসিয়া ঐ গ্রামের ১ জন ধনী অধিবাসীর বাড়ীতে পড়ে এবং দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে পুলিস পূর্ব্ব হইতে এই আক্রমণের আভাস পাইয়া ঐ অঞ্চলের সন্নিকটে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছিল। পুলিস ডাকাতদের দেখিবামাত্র তাহাদিগকে আক্রমণ করে। উভয় দলে হাতাহাতি সংগ্রাম বাধিয়া যায়। সংগ্রামের ফলে ২ জন কনষ্টেবল ও বাড়ীর মালিক আহত হয়েন। অতঃপর পুলিস গুলী করিতে আরম্ভ করে। তাহাতে ১ জন ডাকাত নিহত হয়। অবশিষ্ট ডাকাতরা পলায়ন করে। ২ জন ডাকাত অবশ্য পরে পুলিস কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে। আহত ব্যক্তিদের নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। পুলিস সুপারিণ্টেডেণ্ট ও নারায়ণগঞ্জ থানার ইনস্পেক্টর ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন।

ব্রহ্ম-বিদ্রোহ সংবাদ

একটি সরকারী বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, প্রোমে ৭০ জন বিদ্রোহীর সহিত ৩০ জন মিলিটারি পুলিসের একটি বিশেষ সংঘর্ষ বাধে। ফলে তাহাদের মধ্যে তাহাদের দলপতিকে লইয়া ১১ জনের মৃত্যু ঘটে এবং অবশেষে তাহারা বিতাড়িত হয়। সরকারী পক্ষে কেহ মারা যায় নাই।

চারিদিকে এখনও বহু ডাকাতি হইতেছে—বিশেষতঃ, থারাবাড়ি, হেনজাদা এবং খেট মিও জেলাসমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণ ফুঙ্গীদের সাহায্য লইতেছেন এবং আশা করেন যে তাহাতে ফল ভাল হইবে। ভারতীয়দের উপর আক্রমণ চলিয়াছে তবে তাহা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে এবং কোন নূতন জেলায় আর ব্যাপ্ত হয় নাই। দলপতি ভিন্ন অন্যান্য বিদ্রোহীদের ক্ষমা করিবেন বলিয়া সরকার একটি ঘোষণা পত্র জারি করিয়াছেন—তবে সর্ত্ত এই যে তাহারা তাহাদের নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া যাইবে এবং বিদ্রোহ সম্বন্ধে সংবাদ দিয়া সরকারকে সাহায্য করিবে।

গত ২৭শে মে হইতে ১০ই জুন পর্য্যন্ত সরকারী তরফের মৃত ও আহতের সংখ্যা :—

সৈন্য—মৃত ৫জন, আহত ৫জন সৈনিক পুলিস—মৃত ১২ জন আহত ৪১ জন। সাধারণ পুলিস—মৃত ৩২ জন, আহত ২৭ জন অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারী—মৃত ৫জন, আহত ৩ জন। গ্রামের মোড়ল মৃত ১৫ জন, আহত ৩ জন বিদ্রোহীদের তরফের মৃত্যুসংখ্যা এখনও সঠিক জানা যায় নাই। তবে একটী সঠিক সংখ্যা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

করটিয়া সাদত কলেজ

করটিয়া সাদত কলেজে ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু, সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, লজিক, গণিতশাস্ত্র, ইতিহাস ও সিভিক্স বিষয়ে আই-এ পড়াইবার এফিলিয়েশন আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় আগাগোড়া কলেজের খুব ভাল ফল হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ হার্লি ও ডাঃ এইচ, সি, মুখার্জ্জি কলেজ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন—"অধ্যাপকগণের হাতে যে সরঞ্জাম আছে তাহার কথা বিবেচনা করিলে এই কলেজে যে প্রকার উচ্চ হারে ছাত্র পাশ হয়, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমরা প্রশংসা না করিয়া পারি না।"

ছাত্র বেতন মাসে ৫৲ টাকা

হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের জন্য হোষ্টেল আছে।

[১] হোষ্টেলে কোন সিট রেণ্ট বা এষ্টাব্লিশমেণ্ট চার্জ্জ লাগে না।

[২] যে সব ছাত্র স্কলারশিপ পাইয়াছে তাহাদের বেতন লাগে না।

[৩] শতকরা ১২ জন ছাত্রকে ফ্রি দেওয়া হয়।

[৪] কলেজের দরিদ্র সাহায্য তহবিল হইতে ছাত্রগণকে সাহায্য করা হয়।

[৫] রেসিডেনশিয়াল কলেজের সমস্ত সুবিধা এই কলেজে আছে এবং খেলোয়ারগণকে অনেক সুবিধা দেওয়া হয়।

মেট্রিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার পর হইতে ভর্ত্তি আরম্ভ করা হইবে। প্রস্পেক্টাসের জন্য নিম্নঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে :—

প্রিন্সিপাল
সাদত কলেজ, পোঃ করটিয়া,
জেলা ময়মনসিংহ।

আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে দেরীতে বৃষ্টি হওয়ায় চাষের কাজও পিছাইয়া গেল। তবে এই বিলম্বে বৃষ্টি না বিদ্রোহ—আর্থিক অবস্থার জন্য কোনটি অধিক দায়ী তাহা বলা কঠিন।

রেঙ্গুনের একটী সংবাদে প্রকাশ, প্রোমের ডেপুটী কমিশনার তার করিয়া জানাইয়াছেন যে সরকারী ক্ষমা ঘোষণার সর্ত্ত অনুসারে ৮৩ জন বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং প্রত্যহ আরও অনেক আসিতেছে।

ছাত্রের দ্বীপান্তর

কুমিল্লা জেলা স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর আবদুল জব্বর নামক জনৈক ছাত্র উক্ত স্কুলেরই নবম শ্রেণীর অজিতকুমার গুহ নামক অপর এক ছাত্রকে খুন করায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩০২ ধারানুযায়ী অভিযুক্ত হয়। জেলা এবং দায়রা জজ মিঃ এন, এম, আয়ার আই, সি, এস, স্পেশাল জুরীর সাহায্যে উক্ত মামলার বিচার করিয়া রায় প্রদান করিয়াছেন। বিচারপতি অধিকাংশ জুরীদের সহিত একমত হইয়া আসামীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন। বিচার কার্য্যে ১০ দিবস সময় লাগে। কোর্টে অনুমতি পত্র দেখাইয়া প্রবেশ করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

মাদ্রাজে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড।—

মাদ্রাজে টীনেভেলী জেলার অন্তর্গত বাসুদেবানল্লুর গ্রামের ইন্দ্রকুল পল্লীতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় এক হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে এবং একজন দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। প্রায় পাঁচশত বাড়ী ভস্মে পরিণত হইয়াছে।—

কোর্ট অব ওয়ার্ডসে জমিদারী।—

ঢাকা এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের জমিদারগণ প্রকৃতপক্ষে ভূম্যাধিকারী বলিয়া নির্দ্ধারিত না হইলেও তাঁহাদের জমিদারীর শাসনভার কোর্ট অব ওয়ার্ডের নিকট অর্পণ করিবার জন্য এখানে একটা আন্দোলন চলিতেছে। ঢাকা নবাব ষ্টেট এবং ভাওয়াল রাজের জমিদারী অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই কোর্ট অব ওয়ার্ডেসকে দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া কোর্ট অব ওয়ার্ডস শ্রীনগরের জমিদার শ্রীযুত রাজেন্দ্র চন্দ্র বসু এবং কার্ত্তিকপুরের কাজে আলাউদ্দিন আহম্মদ খাঁ বাহাদুর ও চৌধুরী মেষাভাউদ্দিন আহাম্মদের জমীদারীর শাসন পরিচালনার ভার নিয়াছে। সম্প্রতি এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে মুড়াপাড়ার শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপধ্যায় কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি জমিদারগণও তাঁহাদের জমিদারীর শাসন ভার কোর্ট অব ওয়ার্ডের হাতে দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছেন। জমিদারগণের খাজনা আদায় সম্পর্কে যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে খুব সম্ভব তাহাই আন্দোলনের মুল তথ্য। খাজনা আদায়ের ব্যাপারে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের সার্টিফিকেট ইসু করার সুযোগ দেওয়ার জন্যই জমিদারগণ অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

রেল গার্ডের আত্মহত্যা।—

লাহোরের এক সংবাদে প্রকাশ, এন, এস ভুগোল নামে একজন পাঞ্জাবী রেল গার্ড চাকুরী হইতে বরখাস্ত হওয়ার ফলে গত ১৭ই জুন তারিখ গলায় ফাঁসী দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। কলোভেলী রেল লাইনের নিকটে একটা আমগাছের ডালের সহিত তাহাকে গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিতে দেখা যায়। ঐ চিঠি হইতে জানা যায় যে, আত্মহত্যার দুই দিন পূর্ব্বে সে চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইয়াছিল। ডুগাল মৃত্যুর মাত্র দুই মাস পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিল, সে তাহার পত্নীকে পুনরায় বিবাহ করিতে নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছে।

জয়পুরে সীমান্ত নেতা।—

গত ২২শে জুন তারিখে সীমান্ত নেতা খান আবদুল গফুর খান আহমদাবাদ হইতে পেশোয়ার যাইবার পথে জয়পুরে অবতরণ করেন। তিনি স্থানীয় খাদি ভাণ্ডারে আছেন। অপরাহ্ণ সময়ে তিনি যাদুঘর, রাম-নিবাস ও বাগান এবং অম্বরপ্রাসাদ পরিদর্শন করেন। তৎপরে খাদি ভাণ্ডারে সমবেত দর্শনোন্মুখ জনতার নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দেন। জয়পুর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে খান সাহেব জনসাধারণকে নিম্নলিখিত বাণী দিয়া যান :—"আজ আমি নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের জয়পুরস্থিত খাদি ভাণ্ডার পরিদর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। গত দশ বৎসরের মধ্যে খাদির যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত সুখের বিষয়। আমি জানিতে পারিলাম যে, জয়পুর খাদি ভাণ্ডারে প্রায় একলক্ষ টাকা মূল্যের খাদি সঞ্চিত আছে, সুতরাং খাদির কাজ আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। দেশবাসীর নিকট আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, তাঁহারা এই সঞ্চিত খাদি ক্রয় করিয়া যেন দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করেন।"

খান সাহেব রাত্রি দ্বিপ্রহরে মেলযোগে পেশোয়ার যাত্রা করেন।

THE UNITED INDIA LIFE ASSURANCE CO., LD.,

ক। তহবিল সম্পূর্ণ নিরাপদ কি ?
খ। লাভ কিরূপ হইতেছে এবং বোনাস কি হারে দেওয়া হইতেছে ?
গ। দাবীর টাকা দিতে কিরূপ তৎপরতা ?

? অনুসন্ধান করিয়াছেন কি ?

—সর্ব্ববিষয়ে—
ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ
এাঁসয়োরেন্স্ কোম্পানী লিমিটেড
আপনাকে সন্তুষ্ট করিবে।

৯ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, ঢাকা। অথবা ২, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

Bharat Insurance Company, Limited.

ভারত ইন্সিওরেন্স্ কোং লিঃ
স্থাপিত—১৮৯৬
ভারতের প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

সর্ব্বোচ্চ বোনাস
আজীবন-বীমা ২৫৲ মেয়াদী বীমা ২১৲
মহিলাদিগের বীমার জন্য সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও বন্দোবস্ত আছে।

হেড আফিস— লাহোর।
ম্যানেজার, কলিকাতা আফিস— ১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পেডী হত্যার আসামী

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডীকে হত্যা করার অভিযোগে পুলিশ, বিমলচন্দ্র দাসগুপ্ত নামক এক যুবককে খোঁজ করিতেছে। গত সোমবার দিন জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী শ্রীরামপুর মহকুমার অধীন ভদ্রেশ্বরে এক চায়ের দোকানে একটি যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাকে দেখিতে নাকি বিমলের মত, পুলিশ তাহাকে বিমল বলিয়া সন্দেহ করে। যুবক বলে যে, তাহার নাম হারাণচন্দ্র সাহা। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া শ্রীরামপুর জেলে রাখে এবং জেলে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করে। এদিকে পুলিশের বড় বড় কর্ত্তাদের নিকট তার করিয়া দেওয়া হয়। কতিপয় পুলিশকর্ম্মচারী শ্রীরামপুর জেলে তাহাকে দেখিয়া আসে। মঙ্গলবার দিন 'বিমল'কে সনাক্ত করার জন্য মেদিনীপুর হইতে একজন লোক আনা হয়। সে বলে যে, এ ব্যক্তি 'বিমল' নহে।

'হারাণ' বলে যে, তাহার বাড়ী ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণায়। দুই বৎসর যাবৎ মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সে বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছে। সে কিছুদিন পূর্ব্বেও আর একবার ভদ্রেশ্বর আসিয়াছিল। কাঁথিতে সে একবার গ্রেপ্তার হইয়াছিল। সে কিছুদিন যাবৎ অসুখে ভুগিতেছে। শ্রীরামপুরের জেল ডাক্তার তাহাকে দেখিতেছেন। তদন্তাধীনে তাহাকে জেল হাজতেই আটক রাখা হইয়াছে।

সারদা আইনের কবলে জমীদার

ঠাকুর হরিহর সিং ছাপরার মাসরাখ থানার অন্তর্গত 'রামপুর রুদ্রের' জমীদার পুরণ সিংহের নামে এক মামলা রুজু করিয়াছেন। উক্ত জমীদারের কন্যার বয়স ১১ বৎসর। উহার বিবাহের জন্যই এই মামলা। অপর ৮ জনও এই মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছেন। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে উক্ত বিষয়ের তল্লাসের জন্য আদেশ দিয়াছেন। এই জিলায় এই রকমের মোকদ্দমা এই প্রথম হইল।

সুনামগঞ্জের ব্যাপার

সুনামগঞ্জের নমঃশূদ্র এবং পাটনীরা মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভা ঐ স্থানে তাঁহাদের কয়েকজন প্রতিনিধিকে প্রেরণ করেন।

গত মঙ্গলবার তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিনিধিদের নিকট হইতে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাইয়াছেন :—

"সমস্যা কাটিয়াছে। সদাসর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। চিঠি যাইতেছে।"

প্রফেসর পত্নীর সম্পত্তি হরণ

মজঃফরপুরের ২১শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, রংপুর কলেজের একজন প্রফেসরের পত্নী তাঁহার পিতার সহিত একখানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আসিতেছিলেন, ছাপরায় কতিপয় লোক ঐ গাড়ীতে উঠে এবং পিতার ও কন্যার মুখ চাপিয়া ধরিয়া টাকা পয়সা গহনাপত্র উহাদের যাহা কিছু ছিল, সমস্ত কাড়িয়া লইয়া সরিয়া পড়ে, পরে আসামীগণ ধৃত হয়। মজঃফরপুরের সেসন জজের বিচারে চলন্ত ট্রেণে ডাকাতির অভিযোগে প্রত্যেক আসামী ৭ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

নূতন আইন সচিব

সিমলার এক খবরে প্রকাশ স্যার বি, এল, মিত্র বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে প্রতিনিধি নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার অনুপস্থিতকালে স্যার পি, সি, রামস্বামী আয়ার কে-সি-আই-ই বড়লাটের শাসন পরিষদের অস্থায়ী সদস্য থাকিবেন। স্যার বি, এল, মিত্র আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁহাকে কার্য্যভার অর্পণ করিবেন।

ডাকাতে পুলিসে লড়াই

নারায়ণগঞ্জ মহকুমার বৈদ্যেরবাজার থানার অন্তঃপাতী কোন গ্রামে ১ দল ডাকাতের সহিত পুলিসের সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। সংঘর্ষের ফলে একজন ডাকাতের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে এবং ২ জন কনষ্টেবল ও অপর ১ ব্যক্তি গুরুতররূপে জখম হইয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ, মধ্য রাত্রিতে ১ দল ডাকাত আসিয়া ঐ গ্রামের ১ জন ধনী অধিবাসীর বাড়ীতে পড়ে এবং দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে পুলিস পূর্ব্ব হইতে এই আক্রমণের আভাস পাইয়া ঐ অঞ্চলের সন্নিকটে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছিল। পুলিস ডাকাতদের দেখিবামাত্র তাহাদিগকে আক্রমণ করে। উভয় দলে হাতাহাতি সংগ্রাম বাধিয়া যায়। সংগ্রামের ফলে ২ জন কনষ্টেবল ও বাড়ীর মালিক আহত হয়েন। অতঃপর পুলিস গুলী করিতে আরম্ভ করে। তাহাতে ১ জন ডাকাত নিহত হয়। অবশিষ্ট ডাকাতরা পলায়ন করে। ২ জন ডাকাত অবশ্য পরে পুলিস কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে। আহত ব্যক্তিদের নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। পুলিস সুপারিণ্টেডেণ্ট ও নারায়ণগঞ্জ থানার ইনস্পেক্টর ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন।

ব্রহ্ম-বিদ্রোহ সংবাদ

একটি সরকারী বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, প্রোমে ৭০ জন বিদ্রোহীর সহিত ৩০ জন মিলিটারি পুলিসের একটি বিশেষ সংঘর্ষ বাধে। ফলে তাহাদের মধ্যে তাহাদের দলপতিকে লইয়া ১১ জনের মৃত্যু ঘটে এবং অবশেষে তাহারা বিতাড়িত হয়। সরকারী পক্ষে কেহ মারা যায় নাই।

চারিদিকে এখনও বহু ডাকাতি হইতেছে—বিশেষতঃ, থারাবাডি, হেনজাদা এবং থেট মিও জেলাসমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণ ফুঙ্গীদের সাহায্য লইতেছেন এবং আশা করেন যে তাহাতে ফল ভাল হইবে। ভারতীয়দের উপর আক্রমণ চলিয়াছে তবে তাহা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে এবং কোন নূতন জেলায় আর ব্যাপ্ত হয় নাই। দলপতি ভিন্ন অন্যান্য বিদ্রোহীদের ক্ষমা করিবেন বলিয়া সরকার একটি ঘোষণা পত্র জারি করিয়াছেন—তবে সর্ত্ত এই যে তাহারা তাহাদের নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া যাইবে এবং বিদ্রোহ সম্বন্ধে সংবাদ দিয়া সরকারকে সাহায্য করিবে।

গত ২৭শে মে হইতে ১০ই জুন পর্য্যন্ত সরকারী তরফের মৃত ও আহতের সংখ্যা :—

সৈন্য—মৃত ৫জন, আহত ৫জন সৈনিক পুলিস—মৃত ১২ জন আহত ৪১ জন। সাধারণ পুলিস—মৃত ৩২ জন, আহত ২৭ জন অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারী—মৃত ৫জন, আহত ৩ জন। গ্রামের মোড়ল মৃত ১৫ জন, আহত ৩ জন বিদ্রোহীদের তরফের মৃত্যুসংখ্যা এখনও সঠিক জানা যায় নাই। তবে একটী সঠিক সংখ্যা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

করটিয়া সাদত কলেজ

করটিয়া সাদত কলেজে ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু, সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, লজিক, গণিতশাস্ত্র, ইতিহাস ও সিভিক্স বিষয়ে আই-এ পড়াইবার এফিলিয়েশন আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় আগাগোড়া কলেজের খুব ভাল ফল হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ হার্লি ও ডাঃ এইচ, সি, মুখার্জ্জি কলেজ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন—"অধ্যাপকগণের হাতে যে সরঞ্জাম আছে তাহার কথা বিবেচনা করিলে এই কলেজে যে প্রকার উচ্চ হারে ছাত্র পাশ হয়, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমরা প্রশংসা না করিয়া পারি না।"

ছাত্র বেতন মাসে ৫৲ টাকা

হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের জন্য হোষ্টেল আছে।

[১] হোষ্টেলে কোন সিট রেণ্ট বা এষ্টাব্লিশমেণ্ট চার্জ্জ লাগে না।

[২] যে সব ছাত্র স্কলারশিপ পাইয়াছে তাহাদের বেতন লাগে না।

[৩] শতকরা ১২ জন ছাত্রকে ফ্রি দেওয়া হয়।

[৪] কলেজের দরিদ্র সাহায্য তহবিল হইতে ছাত্রগণকে সাহায্য করা হয়।

[৫] রেসিডেনশিয়াল কলেজের সমস্ত সুবিধা এই কলেজে আছে এবং খেলোয়ারগণকে অনেক সুবিধা দেওয়া হয়।

মেট্রিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার পর হইতে ভর্ত্তি আরম্ভ করা হইবে। প্রস্পেক্টাসের জন্য নিম্নঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে :—

প্রিন্সিপাল
সাদত কলেজ, পোঃ করটিয়া,
জেলা ময়মনসিংহ।

আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে বেশীতে বৃষ্টি হওয়ায় চাষের কাজও পিছাইয়া গেল। তবে এই বিলম্বে বৃষ্টি না বিদ্রোহ—আর্থিক অবস্থার জন্য কোনটি অধিক দায়ী তাহা বলা কঠিন।

রেঙ্গুনের একটী সংবাদে প্রকাশ, প্রোমের ডেপুটী কমিশনার তার করিয়া জানাইয়াছেন যে সরকারী ক্ষমা ঘোষণার সর্ত্ত অনুসারে ৮৩ জন বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং প্রত্যহ আরও অনেক আসিতেছে।

ছাত্রের দ্বীপান্তর

কুমিল্লা জেলা স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর আবদুল জব্বর নামক জনৈক ছাত্র উক্ত স্কুলেরই নবম শ্রেণীর অজিতকুমার গুহ নামক অপর এক ছাত্রকে খুন করায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩০২ ধারানুযায়ী অভিযুক্ত হয়। জেলা এবং দায়রা জজ মিঃ এন, এম, আয়ার আই, সি, এস, স্পেশাল জুরীর সাহায্যে উক্ত মামলার বিচার করিয়া রায় প্রদান করিয়াছেন। বিচারপতি অধিকাংশ জুরীদের সহিত একমত হইয়া আসামীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন। বিচার কার্য্যে ১০ দিবস সময় লাগে। কোর্টে অনুমতি পত্র দেখাইয়া প্রবেশ করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

মাদ্রাজে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড।—

মাদ্রাজে টীনেভেলী জেলার অন্তর্গত বাসুদেবানল্লুর গ্রামের ইন্দ্রকুল পল্লীতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় এক হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে এবং একজন দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। প্রায় পাঁচশত বাড়ী ভস্মে পরিণত হইয়াছে।—

কোর্ট অব ওয়ার্ডসে জমিদারী।—

ঢাকা এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের জমিদারগণ প্রকৃতপক্ষে ভূম্যাধিকারী বলিয়া নির্দ্ধারিত না হইলেও তাঁহাদের জমিদারীর শাসনভার কোর্ট অব ওয়ার্ডের নিকট অর্পণ করিবার জন্য এখানে একটা আন্দোলন চলিতেছে। ঢাকা নবাব ষ্টেট এবং ভাওয়াল রাজের জমিদারী অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই কোর্ট অব ওয়ার্ডসকে দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া কোর্ট অব ওয়ার্ডস শ্রীনগরের জমিদার শ্রীযুত রাজেন্দ্র চন্দ্র বসু এবং কার্ত্তিকপুরের কাজে আলাউদ্দিন আহম্মদ খাঁ বাহাদুর ও চৌধুরী মেষাভাউদ্দিন আহাম্মদের জমীদারীর শাসন পরিচালনার ভার নিয়াছে। সম্প্রতি এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে মুড়াপাড়ার শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি জমিদারগণও তাঁহাদের জমিদারীর শাসন ভার কোর্ট অব ওয়ার্ডের হাতে দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছেন। জমিদারগণের খাজনা আদায় সম্পর্কে যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে খুব সম্ভব তাহাই আন্দোলনের মূল তথ্য। খাজনা আদায়ের ব্যাপারে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের সার্টিফিকেট ইস্যু করার সুযোগ দেওয়ার জন্যই জমিদারগণ অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

রেল গার্ডের আত্মহত্যা।—

লাহোরের এক সংবাদে প্রকাশ, এন, এস ভুগোল নামে একজন পাঞ্জাবী রেল গার্ড চাকুরী হইতে বরখাস্ত হওয়ার ফলে গত ১৭ই জুন তারিখ গলায় ফাঁসী দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। কপোতেলী রেল লাইনের নিকটে একটা আমগাছের ডালের সহিত তাহাকে গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিতে দেখা যায়। ঐ চিঠি হইতে জানা যায় যে, আত্মহত্যার দুই দিন পূর্ব্বে সে চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইয়াছিল। ভুগাল মৃত্যুর মাত্র দুই মাস পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিল, সে তাহার পত্নীকে পুনরায় বিবাহ করিতে নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছে।

জয়পুরে সীমান্ত নেতা।—

গত ২২শে জুন তারিখে সীমান্ত নেতা খান আবদুল গফুর খান আহমদাবাদ হইতে পেশোয়ার যাইবার পথে জয়পুরে অবতরণ করেন। তিনি স্থানীয় খাদি ভাণ্ডারে আছেন। অপরাহ্ণ সময়ে তিনি যাদুঘর, রাম-নিবাস ও বাগান এবং অম্বরপ্রাসাদ পরিদর্শন করেন। তৎপরে খাদি ভাণ্ডারে সমবেত দর্শনোন্মুখ জনতার নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দেন। জয়পুর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে খান সাহেব জনসাধারণকে নিম্নলিখিত বাণী দিয়া যান :—"আজ আমি নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের জয়পুরস্থিত খাদি ভাণ্ডার পরিদর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। গত দশ বৎসরের মধ্যে খাদির যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত সুখের বিষয়। আমি জানিতে পারিলাম যে, জয়পুর খাদি ভাণ্ডারে প্রায় একলক্ষ টাকা মূল্যের খাদি সঞ্চিত আছে, সুতরাং খাদির কাজ আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। দেশবাসীর নিকট আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, তাঁহারা এই সঞ্চিত খাদি ক্রয় করিয়া যেন দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করেন।"

খান সাহেব রাত্রি দ্বিপ্রহরে মেলযোগে পেশোয়ার যাত্রা করেন।

THE UNITED INDIA LIFE ASSURANCE CO., LD.,

ক। তহবিল সম্পূর্ণ নিরাপদ কি?
খ। লাভ কিরূপ হইতেছে এবং বোনাস কি হারে দেওয়া হইতেছে?
গ। দাবীর টাকা দিতে কিরূপ তৎপরতা?

? অনুসন্ধান করিয়াছেন কি?

—সর্ব্ববিষয়ে—
ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ
এসিয়োরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
আপনাকে সন্তুষ্ট করিবে।

৯ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, ঢাকা। অথবা ২, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

Bharat Insurance Company, Limited.

ভারত ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
স্থাপিত—১৮৯৬
ভারতের প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

সর্ব্বোচ্চ বোনাস
আজীবন-বীমা ২৫৲ মেয়াদী বীমা ২১৲
মহিলাদিগের বীমার জন্য সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও বন্দোবস্ত আছে।

হেড আফিস— লাহোর।
ম্যানেজার, কলিকাতা আফিস— ১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গুপ্ত ঘাতকের হস্তে তহশীলদার খুন।—

বনফল থানার আটাসকাঠি নামক স্থান হইতে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর আসিয়াছে। প্রকাশ যে, চোদ্দরশির জমিদার মহেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর কাছারীর তহশীলদার ললিত কুমার ঘটক দুপুর বেলায় কাছারীর সংলগ্ন পুকুরে মুখ ধুইবার সময় কোন অজ্ঞাত লোক পশ্চাৎদিক হইতে আসিয়া একখানা ছোরাদ্বারা গলদেশে আঘাত করে। ফলে দেহ হইতে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আততায়ীর এখনও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

কাবুলে রাজকর্ম্মচারীগণ দণ্ডিত।—

বাচ্চাই সাকোর কর্ণেল রাজাদের ভ্রাতা আবুল আহম্মদ বে-আইনী কার্য্যের অভিযোগে ৯ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। পুলিশ হেড কোয়াটারের হেড একাউণ্টেণ্ট মীর্জ্জা আবদুল সামাদ ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে কার্য্যচ্যুত হইয়াছে ও এক মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

বোম্বাই সরকারের অর্থসঙ্কট —

পুণা, ২৬শে জুন। প্রকাশ, গবর্ণমেণ্টের অর্থ-সঙ্কটের দরুণ সেসুন হাসপাতালের সব বিভাগে শতকরা দশটী রোগী থাকিবার স্থান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সিভিল সার্জ্জন রোগীদিগকে এরূপ জানাইয়াছেন যে, একমাত্র নিরাশ্রয় রোগী ব্যতীত অপর সকলেই নিজেদের অন্ন-পথ্যের যোগাড় করিতে হইবে। হাসপাতালের ঔষধ, পথ্য ইত্যাদির ব্যয় সঙ্কুলানের নিমিত্ত অর্থসংগ্রহ করা হইতেছে।

বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের ভারতীয় প্রতিনিধি।—

বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের সেপ্টেম্বর অধিবেশনে ভারতবর্ষের নামে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

(১) স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, (২) খান বাহাদুর দেওয়ান আবদুল এবং (৩) স্যার ডেনিস ব্রে। স্যার জাহাঙ্গীর কুবারজী কয়াজী, রাও বাহাদুর স্যার আন্নেপু পাত্র এবং ডাঃ এন কে হায়দর প্রতিহস্তক নিযুক্ত হইয়াছে।

চট্টগ্রামে গ্রেফতার

চট্টগ্রামের ২২শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, ঐ দিন সকালবেলা গোয়েন্দা বিভাগের পুলিস কর্ম্মচারীবৃন্দ বহু বাড়ীতে খানাতল্লাস করে। প্রকাশ, ফণীভূষণ দত্ত নামক জনৈক আর্টিষ্টের বাড়ীতে পুলিস ৬টী ব্যবহৃত কার্ত্তুজ এবং অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার দুই জন আসামীর ফটো আবিষ্কার করে। তাহাকে পুলিস হেপাজতে রাখা হইয়াছে সন্দেহ করিয়া আরও ৪ জনকে কোতোয়ালীতে নেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, গতকল্য ফিরিঙ্গী বাজারে এক বাড়ীতে হানা দিয়া পুলিস বহু কার্ত্তুজ পায় এবং একজনকে গ্রেপ্তার করে।

গঙ্গাগর্ভে তিনজন ছাত্রী

গত ২১শে জুন মুঙ্গায় পাটনা ব্যা ক্ষ্টই মিশন গার্লস স্কুলের ৩জন ছাত্রী গঙ্গায় ডুবিয়া মারা গিয়াছে। ২ জনের দেহ পাওয়া গিয়াছে, আর একজনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

কতিপয় ছাত্রী তাহাদের লেডী প্রিন্সিপাল মিস্ রাইডারের সহিত 'চড়িভাতি' করিতে যাইয়া এই দুর্ঘটনা ঘটে। মিস্ রাইডার ইহাদের একজনের জীবন রক্ষা করিয়াছেন।

ভারতে মিলের বস্ত্র

বর্ত্তমান বর্ষের গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের মিলসমূহে ৭ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ও ৫ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। গত বৎসর ঐ মাসে ৪ কোটী ৭০ লক্ষ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। সূতা সম পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছিল।

গত ১৯৩০ অব্দের এপ্রিল হইতে বর্ত্তমান বর্ষের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এই ১১ মাসে মোট ৭৯ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ও ৫৪ কোটী পাউণ্ড বস্ত্র উৎপন্ন করিয়াছিল।

গত ১৯৩০ অব্দের এপ্রিল বর্ত্তমান বর্ষের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এই মাসে মোট ৭৯ কোটী ৩০ লক্ষ সূতা ও ৫৪ ক্রোটী পাউণ্ড বস্ত্র উৎপন্ন করিয়াছিল।

উক্ত ১১ মাসে ভারতীয় মিলে উৎপন্ন সূতা ২১০ লক্ষ পাউণ্ড রপ্তানী হইয়াছে। গত তৎপূর্ব্ব ১১ মাসে ২৩০ লক্ষ পাউণ্ড রপ্তানী হইয়াছিল।

প্রথমোক্ত মাসে ১২৫ নম্বরের মোটা বস্ত্র ৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। বিদেশ হইতে কথিত মাসে উক্ত নম্বরের বস্ত্র মাত্র ৪৬ হাজার পাউণ্ড আমদানী হইয়াছে। ২৬ ৪০ নম্বরের সূতার বস্ত্র ১ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে এবং সরু সূতার বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে ২৪ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড। বিদেশ হইতে ২৬-৪০ নম্বরের বস্ত্র ১১ লক্ষ ১৫ হাজার পাউণ্ড ও সরু সূতার বস্ত্র ২ লক্ষ ৮৫ হাজার পাউণ্ড আমদানী হইয়াছে।

ম্যাক লাগাম কলেজ পিকিটিং

লাহোরের ২৩ জুনের সংবাদে প্রকাশ, ম্যাকলাগান ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপটেন হুইটেকার বিগত মহররমের সময় পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করায় মুসলমান ছাত্রগণ কলেজ হইতে একযোগে বাহির হইয়া আসে। এই কলেজের ধর্ম্মঘট গুরুতর হইয়াছে।

সহরে ও মফস্বলে সভা করা হইতেছে ও শোভাযাত্রা বাহির করা হইতেছে এবং মুসলমান পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিও এ বিষয়ে খুব লেখালেখি করিতেছে। "মোসলেম আউটলুক" লিখিতেছেন যে বিগত ১৩ই তারিখে এই সম্পর্কে যে শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল পশ্চিম ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন কালে তেমন বৃহৎ শোভাযাত্রা আর কখনও বাহির হয় নাই।

সরকার পক্ষ হইতে তদন্ত কমিটি গঠিত হওয়া সত্ত্বেও আন্দোলন চলিতেছে এবং অধ্যক্ষের অপসারণ ও ম্যানিজং কমিটিতে আরও একজন মুসলমান মেম্বরের দাবী করা হইতেছে।

ঐদিন সহরের অধিকাংশ মুসলমানের দোকান বন্ধ ছিল এবং প্রায় ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক কলেজে পিকেটিং হইয়াছিল। তথায় অনেক ভীড় জমিয়াছিল। পুলিশ নিকটে দাঁড়াইয়া শুধু অবস্থা দেখিতেছে কোনরূপ হাঙ্গামা হয় নাই।

লেডি প্রিন্সিপালের কর্ম্মচ্যুতি

ঢাকা কমরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা সুজাতা রায়কে পদচ্যুত করায় সেখানে বিষম বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে এবং গত দুইদিন যাবৎ এজন্য উক্ত বিদ্যালয়ে পিকেটিং চলিতেছে।

প্রকাশ যে, আইন অমান্য আন্দোলনের সহিত শ্রীযুক্তা রায়ের সহানুভূতি ছিল বলিয়া সরকার পক্ষ হইতে দাবী করা হয় যে, শ্রীযুক্তা রায়কে কার্য্যচ্যুত করা হউক। উক্ত বিদ্যালয়টি সরকার হইতে সাহায্য পাইত, এজন্য ম্যানেজিং কমিটির এক সভায় শ্রীযুক্তা রায়কে কার্য্যচ্যুত করণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সহরের অধিবাসীদের অনেকে শ্রীযুক্তা রায়কে কার্য্যচ্যুত করায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন এবং করোনেশন পার্কে এক সভায় সমবেত হইয়া ম্যানেজিং কমিটির কার্য্যের তীব্র নিন্দা করেন এবং শ্রীযুক্তা রায়কে ঐ পদে পুনর্নিয়োগের দাবী জানান। প্রথমতঃ চিঠিদ্বারা ছাত্রীদিগকে ধর্ম্মঘট করিতে অনুরোধ করা হয়, পরে মহিলাগণ আসিয়া পিকেটিং আরম্ভ করিয়াছেন। অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রীই বিদ্যালয়ে গমন করিয়াছিল।

সিরাজগঞ্জে ভীষণ দুর্ভিক্ষ

সিরাজগঞ্জে দুর্ভিক্ষের অবস্থা অত্যন্ত নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে। ৪।৫টী থানার জনসাধারণের দুর্দ্দশা এমন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা অবর্ণনীয়। পঁচিশ ত্রিশ হাজার লোকের গৃহে অন্ন নাই। স্ত্রী-পুত্র পরিবার লইয়া সকলে অনশনে আছে। কোন কোন গ্রামে ইতিমধ্যেই লোক না খাইতে পাইয়া মারা গিয়াছে। মা ছেলেকে বিক্রয় করিতেছে—স্ত্রী স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে—কোথায় যাইবে তাহার ঠিকানা নাই। দুঃখ এমনি নিদারুণ যে স্বামীর দিক হইতে তাহার নিত্যসঙ্গিনীকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টাও আর দেখা যায় না।

সিরাজগঞ্জ এতদিন নিজেই এই দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। তাই সংবাদপত্রে ইহা লইয়া আমরা হৈ চৈ করি নাই। কিন্তু অবস্থা এখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, বাহিরের সাহায্য ছাড়া লোকের প্রাণ রক্ষা অসম্ভব। প্রতিদিন অবস্থা অধিকতর গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং ভিক্ষাপাত্র হাতে আমরা দেশের মহানুভব ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হইতেছি। সাধ্যানুসারে অন্ন, বস্ত্র, অর্থ দিয়া তাঁহারা এই ২৫।৩০ হাজার লোকের আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করুন।

এজন্য যে দুর্ভিক্ষ সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে, স্থানীয় বিখ্যাত উকীল ও কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ গুপ্ত তাহার সভাপতি হইয়াছেন, কোষাধ্যক্ষ হইয়াছেন শ্রীযুত ক্ষিতীশ চন্দ্র সরকার। সিরাজগঞ্জের ঠিকানায় ইঁহাদের যে কোনো এক জনের কাছে অর্থ পাঠাইলেই তাহা যথাস্থানে পৌঁছিবে।

এশিয়া মহাদেশে অভিযান

এশিয়া মহাদেশের দুস্তর গিরিসঙ্কুল প্রদেশ আবিষ্কার করিবার অভিপ্রায়ে ফরাসী সরকার ও ওয়াসিংটনের ভূবিদ্যা সমিতির উদ্যোগে মিঃ জি, এম, হারদাৎ প্রমুখ কয়েকজন পর্য্যটক এ-দেশে প্রেরণ করিয়াছেন। ইঁহারা কাবুল হইতে পেশোয়ারে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন।

মিঃ হারদাৎ এই অভিযানের নেতা। তিনি এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহারা ১৫ মাসের মধ্যে ২৫ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করিবেন। এই সম্প্রদায় গত ১৯২০-২২ অব্দে সাহারা মরু অতিক্রম করিয়াছিলেন। এশিয়া মহাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া ইঁহারা অভিযান শেষ করিবেন।

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ২৯ জন লোক আছে। ৬খানি ক্যাটার পিলার চক্রযুক্ত গাড়ী, ৩ খানি ছোট মোটর, ৬ খানি লরী ও যথোপযুক্ত পেট্রোল লইয়া গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে বাইরুট হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। তৎপরে সিরিয়ার মরু প্রদেশ, ইরাক, পারস্য ও আফগানিস্তান পরিভ্রমণ করিয়া ইঁহারা ভারতে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। পেশোয়ার হইতে এই সম্প্রদায় শ্রীনগর যাত্রা করিবেন। ঐ স্থান হইতে তাঁহারা গিলগিৎ পথে পামীর গিরিশ্রেণী অতিক্রম করিবেন। পিকিং সহর হইতে ইতঃপূর্ব্বে মোটর আসিয়া পামীরের অপর পারে অপেক্ষা করিয়া আছে। পামীর অতিক্রম করিলে ৬ জন চীনা বৈজ্ঞানিক তাঁহাদের দলে যোগদান করিবেন। ঐ স্থান হইতে তাঁহারা চীনের তুর্কীস্থান ও নোটী মরু অতিক্রম করিবেন। তৎপরে তাঁহারা অরতস প্রদেশে প্রবেশ করিবেন। পিকিং সহর হইতে এই সম্প্রদায় দক্ষিণ প্রোম ও চীনের অভ্যন্তর প্রদেশে গমন করিবেন। তৎপরে তাঁহারা শ্যামরাজ্য, ভারত, বেলুচিস্থান ও আরব হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

বাইরুট হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত আসিতে এই সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। তবে নদী অতিক্রম করিতে তাঁহাদের কিছু ক্লেশ হইয়াছিল সত্য। এই জন্য অবশ্য পথিমধ্যে বিলম্ব ঘটিয়াছে। কিন্তু সেই বিলম্ব লাভজনক হইয়াছে। কেন না এই দলের কেহ কেহ বায়স্কোপের জন্য সবাকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

সরকারী কলেজগুলিতে গবর্ণমেণ্ট

অনুকম্পার তারতম্য ও পক্ষপাতিত্ব

নিম্নে ১৯২৯-৩০ সালের শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক রিপোর্ট হইতে গবর্ণমেণ্টের কোন্ কলেজে ছাত্র-প্রতি কি পরিমাণ ব্যয় করিয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে গবর্ণমেণ্টের হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

কলেজ	মোট ছাত্র	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য	ছাত্র প্রতি মোট ব্যয় বাৎসরিক	ছাত্র প্রতি সরকারী ব্যয়
প্রেসিডেন্সি	৯৬১	৮২৪	১৩৩	৪	৫৮৪৲	৩৮৬৲
ঢাকা ইণ্টার মিডিয়েট	৩৩৮	২৩০	১০৮	—	৪৩০	৩৪২
হুগলী কলেজ	৩০২	২৮৩	১৯	—	৪০৫	৩১৫
সংস্কৃত "	১৮৭	(সকলেই হিন্দু টোল বিভাগে ৮৭ জন)			৬৭৫	৬২৯
কৃষ্ণনগর "	২৪৯	২৩২	১৬	১	৪৮৭	৩৮৯
চট্টগ্রাম "	৪৫৫	৩৩০	১০৪	২১	৩০৯	২২৩
রাজসাহী "	৭৫৯	৫৯৮	১৬১	—	২৮৮	১৯০
ইসলামিয়া"	৩৪৫	(সকলেই মুসলমান)			১৮১	৮৮

সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী বিভাগের ছাত্র সংখ্যা ১০০ জন, বেতন ৬ টাকা তন্মধ্যে ৬২ জনকে ২ টাকা করিয়া বেতন দিতে হয়।

প্রিয়জনের ফুল্ল মুখখানি দেখিতে ইচ্ছা কার না হয়?

"রেশমী"-চর্চ্চিত "মীরা তৈল" সুবাসিত আকুল কুন্তলদলের
নিম্নে কজ্জল-উজ্জ্বল নয়ন-পল্লব-ঘেরা,
"মীরা-স্নো" মণ্ডিত, "কুসমিন" সুরভিত "মানসী".
আপনার মানসীর মধুর মুখখানি দেখিতে সাধ হয় কি?
"মীরা"র প্রসাধন দ্রব্যগুলি সেই জন্যই দেখিতে বলি।
মীরাঃ কলিকাতা।

জাতীয়তাবাদী মুসলিম সম্মিলন

ফরিদপুরে অধিবেশন

গত ২৭শে জুন ফরিদপুর থিয়েটার হলে ডাঃ এম-এ আনসারীর সভাপতিত্বে নিখিলবঙ্গ জাতীয়তাবাদী মোসলেম সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ২৫০ জন প্রতিনিধি সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন: যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে পীরবাদশা মিঞা, মওলানা আকরম খাঁ, মৌলবী মুজীবর রহমান, মিঃ শামসুদ্দীন, জালালুদ্দীন হাসেমী, হাজী আব্দুর রশিদ, আশরফউদ্দীন আহমদ এবং ফরিদপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান খান বাহাদুর আলিমুজ্জমান চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। দর্শকদিগের আসন পূর্ণ ছিল। নির্ব্বাচিত সভাপতি ডাঃ আন্সারী সম্মিলনীর মণ্ডপে উপস্থিত হইলে পর বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয় এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁহাকে গার্ড-অব-অনার দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করে। আবদুল হালিম চৌধুরী কোরাণ হইতে একটী আবৃত্তি করিলে পর অভ্যর্থনা সমিতির

সভাপতি চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন (লাল মিঞা) সমাগত প্রতিনিধিবর্গকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া করিয়া বক্তৃতা ক্রমে মিশ্র নির্ব্বাচক মণ্ডলীর সমর্থন

উক্তপর সভাপতি ডাঃ আন্সারী বক্তৃতা প্রদান অত: ... করিতে উঠেন। (সভাপতির অভিভাষণ আগামী সপ্তাহে দেওয়া হইবে।

ডাঃ আন্সারীকে মানপত্র প্রদান

ফরিদপুর মেডিকেল এসোসিয়েসন, মিউনিসিপ্যালিটী, জিলা কংগ্রেস কমিটী, ছাত্র সমিতি ও মহিলা সমিতি ডাঃ আন্সারীকে মানপত্র প্রদান করিয়াছেন।

কলিকাতায় ডাঃ আনসারী

গত ২৭শে জুন শুক্রবার প্রাতে ডাঃ এম, এ, আনসারী ফরিদপুর যাইবার পথে কালকাতায় আসেন হাওড়া ষ্টেশনে তাঁহাকে বিশিষ্ট নেতৃবর্গ বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন। আগামী কল্য ৩০শে জুন তারিখে কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক তাঁহাকে এক মানপত্র প্রদত্ত হইবে।

স্যার রমণকে অভিনন্দন

গত শুক্রবারে কলিকাতা কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত সুসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার সি, ভি, রমণকে এক মানপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। এই অভিনন্দনে সার রমণের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার প্রশংসা করা হইয়াছে ও নোবেল প্রা[illegible] জন্য অভিনন্দিত করা হইয়াছে। রোগীদিগকে

পারিবারিক শত্রুতার ফল

মাদ্রাজের এক সংবাদে প্রকাশ, আডিয়ারে তিনটী হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। হত ব্যক্তিদের মধ্যে দুইজন ভ্রাতা ও অপরটী ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রকাশ যে, মিঃ কৃষ্ণস্বামী নাইডু নামে একজন গ্রাম্য মুন্সেফ এবং তাঁহার ভ্রাতা মোটরে করিয়া এডিয়ারের দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময় তাহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কুপুস্বামী ইঞ্জিনিরারিং কলেজের নিকট বন্দুক উঠাইয়া উহাদিগকে থামায় এবং দুইজনকেই গুলী করে। গ্রামবাসীরা কুপুস্বামীকে তাড়া করে। সে একটু দুরে গিয়া আত্মহত্যা করে। পুলিশ অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, পারিবারিক শত্রুতার ফলেই ইহা সংঘটিত হইয়াছে।

৭ জন যুবকের গ্রেফতার

বাঙ্গলার গোয়েন্দা পুলিশ গত ২২শে জুন কালনাতে ৭ জন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, ঐ সময়ে তাঁহারা বাগনাপাড়াতে একটি চাউলের কলে ডাকাতি করিতে যাইতেছিল।

২৩শে জুন তারিখে তাহাদিগকে কালনার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজীর করা হয়। তথায় তাহারা নাকি এই মর্ম্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করিয়াছে যে, তাহারা বর্দ্ধমান, বীরভূম এবং হুগলীতে কয়েকটি ডাকাতি করিয়াছে। তাহারা ইহাও বলিয়াছে বলিয়া প্রকাশ যে, ডাকাতির দ্বারা তাহারা ৭ হাজার টাকা সংগ্রহ করে ঐ টাকাতে তাহারা একটী মোটর গাড়ী ক্রয় করিয়াছিল এবং ডাকাতি করিবার জন্য ঐ মোটর গাড়ী ব্যবহার করিত।

যুবকদের মধ্যে ৪ জনকে হাজতে রাখা হইয়াছে। এই দলের সর্দ্দারের প্রধান আড্ডা নাকি চন্দননগরে। তথা হইতে সে কাজকর্ম্ম তদারক করে।

কলিকাতা গেজেট

(২৫শে জুন)

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের নামের পার্শ্বে লিখিত স্থানে ও পদে গেলেন।

খান সাহেব মৌলবী মোশারক-উদ-সালেহীন, রেজিষ্ট্রার, কলিকাতা। বাবু অমৃতলাল গুপ্ত, সাব-রেজিষ্ট্রার কলিকাতা। বাবু প্রভাসচন্দ্র বানার্জ্জি, বসিরহাট, ২৪ পরগণা। বাবু মোহিনীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, জয়নগর, ২৪ পরগণা। বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র গুপ্ত, বাদুড়িয়া, ২৪ পরগণা। নরেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি, মগরা হাট ২৪ পরগণা। যামিনীমোহন চক্রবর্ত্তী, আলীপুর, ২৪ পরগণা। মৌলবী আনোয়ার আলী, জঃ সাঃ রেঃ, গৌরনদী। মৌলবী খাজা মোহাম্মদ সলিম, বেতাগি, বাকরগঞ্জ।

মৌলবী আবদুল করিম (২ নং) সার্কেল অফিসার, পিঙ্গনা। বাবু নীহারচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সাঃ ডেঃ কাঃ, হাওড়া। মৌলবী আবুল সায়ের, সাঃ ডেঃ কঃ মাদারীপুর। বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বানার্জ্জি, সাঃ ডেঃ কঃ, নারায়ণগঞ্জ। প্রহ্লাদচন্দ্র গোপ, সাঃ ডেঃ কঃ, ঢাকা। মৌলবী শেখ আবদুল্লা, সার্কেল অফিসার, নিকলি, কিশোরগঞ্জ। বাবু শশাঙ্কশেখর মজুমদার, সাঃ ডেঃ কঃ নদীয়া। বাবু সুধাংশুবিমল দাসগুপ্ত, সাঃ ডেঃ কঃ, মুর্শিদাবাদ সদর। বাবু সত্যেন্দ্রনাথ রায়, সাঃ ডেঃ কঃ, রঙ্গপুর সদর।

টুকরো খবর

কালিকটের ২ জন সেনানী গুলী করিয়া কুমীর মারিতে যাইয়া লক্ষ্য হারাইয়া একজন বৃদ্ধ মোপলা ও তাহার পুত্রকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

গুণ্ডা আইন অনুসারে হীরালাল দাস নামক এক ব্যক্তিকে বিগত ১৭ই জুন হইতে ১৫ বৎসরের জন্য বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ঢাকা য়ুনিভার্সিটির নূতন ভাইস-চান্সেলার ডাঃ ডব্লিউ, এ, জেঙ্কিন্‌স আগামী ৬ই জুলাই তারিখে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে জনৈক ব্যক্তি হাজার টাকা দান করিয়াছেন। দাতা স্বীয় নাম প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় সরকারের সেবার জন্য মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কতিপয় সরকারী কর্ম্মচারী এবং বেসরকারী ব্যক্তিকে বকশিশ দানের জন্য মোট ৫৮০২৬৲ ব্যয় করিয়াছেন।

গত মঙ্গলবার রাত্রিতে চৌরঙ্গী রোডের উপর একটি ঠিকা গাড়ীর সহিত একটি মোটর-বাসের সংঘর্ষ ঘটে, ফলে ঘোড়াটি মারা যায় এবং ঠিকা গাড়ীর গাড়োয়ান জখম হয়। বাসচালককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মে মাসে ভারত গবর্ণমেণ্টের উদ্বৃত্ত নগদ টাকা নিম্নলিখিত রূপ ছিল:—জেলাসমূহের কোষাগারগুলিতে ২২২৬৬০০০৲ টাকা, এবং ইম্পিরীয়েল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়াতে ১৭৩১১৩০০০৲ টাকা। সর্ব্বশুদ্ধ ১৯৫৩৭৯০০০৲ টাকা।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, ১৯৩০ সালের জুলাই মাসে কিশোরগঞ্জে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সম্পর্কে যে সব লোক অভিযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করিবার কোন মতলব বাংলা সরকারের নাই।

বঙ্গদেশ ও আসামের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল প্রচার করিয়াছেন যে কলিকাতা জেনারেল পোষ্ট অফিসের পার্শ্বেল সর্টিং বিভাগ হইতে ৮ই জুনের যে ১৮০নং পার্শ্বেল ১১ই জুন তারিখে চুরি হইয়াছিল, সেই চুরি যাহারা করিয়াছিল তাহাদের সংবাদ প্রদান করিতে পারিলে তাহাকে দুই শত ৫০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

যাহার গুণ আছে তাহাই সুন্দর

সুতরাং

বঙ্গলক্ষ্মী সাবান সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর

কারণ—

ইহা গায়ে মাখিবার সাবান গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়

ইহার "অগুরু" যে কোন দেশী ও বিদেশী সাবানের সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম।

ইহার "প্রীতি" ব্যবহারে সকলেই প্রীত ও মুগ্ধ হন্।

ইহার কাপড় কাচিবার সাবান অত্যুৎকৃষ্ট।

বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস,

হেড অফিস—২৮নং পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২২শে জুন, ৩১ WEEKLY SAOGAT 22nd June, 31
24 Pages 8ই সংখ্যা

সাপ্তাহিক সওগাত

THE

NEW INDIA

ASSURANCE CO., LTD.

India's Largest Insurance Company

(Estd. 1919)

Transacting

All Classes of Life, Fire, Marine, Motor and Accident Insurances.

Capital Subscribed	Rs. 3,56,05,275
„ Paid up	Rs. 71,21,055
Total Premium Income in 1929-30 about	Rs. 77,00,000
Claims Paid up-to-date about ...	Rs. 5,00,00,000

LIFE DEPARTMENT.

New India Has Beaten All Previous Records of New Life Business in India by securing 1 Crore 55 Lacs, and completing about 1 Crore 10 Lacs worth of Life Business during the First two years.

Particulars from

Branch Manager, S. J. F. RIVERS. 100, Clive Street, CALCUTTA. 'Phone Calcutta 3100 (2 lines) Life Secretary, DR. S. C. ROY.

সম্পাদক

নাসির উদ্দীন

কার্য্যালয়
১১ নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ...
প্রতি সংখ্যা /০

কেবলমাত্র ভারতীয় কোম্পানীতে

জীবন-বীমা করিয়া দেশের কোটী কোটী টাকা বিদেশে যাওয়া বন্ধ করুন এবং নিজেও লা:বান হউন।

বীমা করিবার পূর্ব্বে বিভিন্ন কোম্পানীর নিয়মাবলী পাঠ করিয়া দেখিবেন উহাতে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চার হইবে। "সওগাতে বিজ্ঞাপন দেখিয়া লিখিতেছি" এই কথা কয়টী উল্লেখ করিয়া নিম্নলিখিত যে কোন কোম্পানীতে পত্র দিলে তাহারা যত্নের সহিত আপনাকে বীমা সংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ পাঠাইয়া দিবেন।

গ্রেট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স লিঃ,
১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড,
১০০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

... ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড,
৯ নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড,
১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দি ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ,
২নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স লিঃ,
২৮ নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

দি মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ,
২৮নং পলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী,
১০০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোঃ.লিঃ
হিন্দুস্থান বিল্ডিং, কলিকাতা।

ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড,
২, ৩ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

প্রদর, শ্বেতপ্রদর, অতিরি... স্রাব, বাধক, বন্ধ্যত্ব, বিবা... উদরে বেদনা ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সুবিখ্যাত মহৌষধ

'সি—কে—এস'

—অশোকা—

নিয়মিত সেবনে পুরাতন স্ত্রীরোগ অল্পকাল মধ্যে আরোগ্য হয়। জরায়ু সর্ব্বদোষ মুক্ত হইয়া রোগির দেহ সুস্থ, সবল এবং সুন্দর হয়। দুর্ব্বলদেহ রুগ্ন স্ত্রীলোকেরা ইহা বলদায়ক টনিকরূপে কিছুকাল নিয়মিত ব্যবহার করিলে অতিশয় ফললাভ করিবেন।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ
২৯, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক [প্রফেসার]

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত তোলা ৪৲ টাকা

•উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশ্মীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিক কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা ... সীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ। মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা ৬০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

কারখানা আশীর্ব্বাদ লোড ঢাকা

অক্ষয়চন্দ্র বাবুর

ঢাকাশক্তি ঔষধালয়

হেড অফিস পটুয়াটুলী ঢাকা

চ্যবনপ্রাশ ৩৲ সের। মকরধ্বজ ৪৲ তোলা

১৩০৮ সনে স্থাপিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ জগতে নবযুগ আনিয়াছে
ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

রাজা, মহারাজা, ছোটলাট, বড়লাট প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ কর্ত্তৃক পরিতুষ্ট ও প্রশংসিত। প্রোপ্রাইটার শ্রীমথুরামোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী বি-এ (রিসিভার) হিন্দু কেমিষ্ট ও ফিজিসিয়ান। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ব্রাঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে এবং চিকিৎসক মহোদয়গণের জন্য কমিশনের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। অনুসন্ধান করুন, /০ আনার টিকেট পাঠাইলে বিনামূল্যে ক্যাটলগ প্রেরণ করা হয়। "সারিবাদ্যরিষ্ট"—যাবতীয় রক্তদুষ্টি, গর্ম্মি, গেঁটেবাত, ঝিঁঝিবাত, প্রমেহ, প্রস্রাবের সহিত শুগার পড়া, স্বপ্নদোষ প্রভৃতির অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ৮০ শিশি। "দশনসংস্কার চূর্ণ"—বিদেশী মাজনের তুলনায় ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সুগন্ধি দাঁতের মাজন, দাঁতের সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণা, মুখের সর্ব্বপ্রকার ম্লান, রক্তপড়া, পোকা পড়া, সাম্নিক প্রভৃতির অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য—৶০ আনা কৌটা।

... ১৫, কেতনে প্রতি গ্রামে লোক আবশ্যক ... গাছ গাছড়া ও জারিত ঔষধ প্রস্তুত ...

জ্বরারি বটিকা

ম্যালেরিয়া, অবিরাম, পালা, কালা, প্লীহা, যকৃত সংযুক্ত ইত্যাদি সব রকম জ্বর ১ দিনে ছাড়ে সপ্তাহে প্লীহা, লিভার আরোগ্য হইয়া নূতন রক্তে শরীর হঠাৎ শক্তিশালী হয়ে উঠে। লক্ষ লক্ষ ডাক্তার কবিরাজ ও রোগীর প্রশংসিত। ২১ বটী কৌটা ৸৴৹ আনা, ৩ কৌটা ৸৹ আনা, ৬ কৌটা ৪৷৹ আনা, ডজন ৮৲ টাকা। জ্বরারি বটিকা অফিস, পোঃ ফেণী, নোয়াখালী।

বাতের তেল

গেঁটে বাত, কটিবাত, অবসন্ন, পক্ষাঘাত, সন্ধিস্থলে বেদনা, আঘাত জনিত বেদনা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বাতরোগের অব্যর্থ মালিশ। হাতে হাতে ফল পাইবেন। ইহার সহস্রাধিক প্রশংসাপত্র মজুত আছে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা চারি আনা।

ROY BROTHERS,

TAILORS & OUT-FITTERS
18 & 19 Chandney Chawk, Calcutta.

রায় ব্রাদার্স —প্রসিদ্ধ পোষাক বিক্রেতা
১৮।১৯ চাঁদনীচক (বাজার) কলিকাতা।

আরোগ্য না হইলে **হজমী চূর্ণ** মূল্য ফেরত

এই প্রাচীন আবিষ্কৃত মহৌষধ কেবলমাত্র নানাবিধ উদ্ভিজ্জ পদার্থের সারাংশ এবং হেকিমী প্রক্রিয়ায় সংশোধিত সর্ব্বশাস্ত্রবৈধ অন্যান্য কতিপয় বিশুদ্ধ দ্রব্য হইতে প্রস্তুত। অদ্যাবধি যত প্রকার চূর্ণ বা পেটেণ্ট সল্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় হজমী চূর্ণের সঙ্গে তুলনার অযোগ্য। ইহা এক পক্ষে যেমন অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অম্লোদ্গার, বুক জ্বালা, ভেদ, বমী, প্রভৃতি উদর সংক্রান্ত যাবতীয় পীড়ার, এমন কি উৎকট গ্রহণী, অম্লপিত্ত ও শূল প্রভৃতির অব্যর্থ প্রতিকারক, অন্যপক্ষে তেমনি কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে, ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি সহ শরীরে বিশুদ্ধ শোণিত সঞ্চার করিতে, এবং প্লীহা ও যকৃত দোষ দূরীকরতঃ রক্তকণিকা সৃষ্টি, বল, বীর্য্য উৎপাদন ও কান্তির শ্রীবৃদ্ধি করিতে অপ্রতিহত ক্ষমতাবান। এতদ্ব্যতীত ইহা বিংশতি প্রকার প্রমেহ, ও বহুমূত্রাদি মূত্রাশয়ের বিভিন্ন প্রকার পীড়া, কোষবৃদ্ধি, মৃগী, কাশ, ক্ষয়কাশ, যক্ষ্মা প্রভৃতি কফজ ব্যাধির আশু এবং স্থায়ী নিবারণে অদ্বিতীয়। শুধু এই নয়! হজমী চূর্ণ গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভজনিত যাবতীয় উপদ্রব উপশমনে, সূতিকা ও শ্বেতপ্রদর দমনে, ও স্বাভাবিক পুষ্টি সাধনে এবং দুর্ব্বল শিশুদের পরিপুষ্টি ও শক্তি বর্দ্ধনে আশ্চর্য্য ক্ষমতাশালী। সবল ও সুস্থকায় ব্যক্তিগণ ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার রোগের কবল হইতে রক্ষা পাইবে। ফল কথা, একাধারে মন্ত্রশক্তিসম এতগুলি গুণের সমাবেশ অন্য কোন ঔষধে নাই। তাই হজমী চূর্ণ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী প্রতিপত্তি লাভ করিয়া এই প্রকার ঔষধ শ্রেণীতে শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে। মূল্য অর্দ্ধ আউন্স শিশি ।৴০ আনা। ডজন ৩৷০ টাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র! ৩ শিশির কমে পার্শ্বেল করা হয় না।

ইউনানী দাওয়াখানা
৮০ নং ওয়েলেস্লী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ই-মা-র-ত

জাতীয় স্থাপত্য-শিল্প (architecture) ও কলা বিদ্যার মর্য্যাদা রক্ষা কল্পে মোসলমান ভ্রাতৃগণের প্রতি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, কলিকাতায় ও মফঃস্বলে গৃহনির্ম্মাণ, পার্টিশন মেরামতি, ও জরীপ কার্য্য ইত্যাদির জন্য অন্যের দ্বারস্থ হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা গৃহনির্ম্মাণ আইন অভিজ্ঞ একমাত্র মোসলমান (architect) আর্চিটেক্ট ও কণ্ট্রাক্টার মিঃ এস হোসেন আলীর নিকট পরামর্শ করুন—

আফিস—
৪২।৩, চাঁদনীচক ষ্ট্রীট, দোতালা—কলিকাতা
ফোন নং ক্যালকাটা ২৮২৭।

বাহির হইল! বাহির হইল!

ড্রাফ্‌ট্‌সম্যান মতিওর রহমানের আবিষ্কৃত পিতলের সেমাই প্রস্তুতের হাণ্ড মেসিন পুন অভিনববেশে

বাহির হইল।

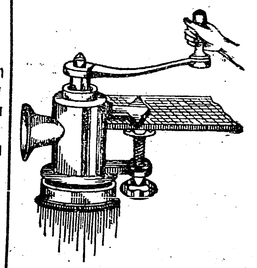

পবিত্র ঈদের সময় যাহারা অর্ডার দিয়া মেসিন পান নাই তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল। এই নূতন মেসিন দ্বারায় ঘণ্টায় /৪।৫ সের ইচ্ছামত মিহি রুমানী মাঝারি ও মোটা ৩ প্রকার সেমাই একটী ছোট বালিকাও অতি সহজে তৈয়ার করিতে পারে। আর সেমাই দেওয়ার জন্য মেয়েদের বিশেষ কষ্ট করিতে হইবে না। ইহা সম্পূর্ণ পিতলের তৈরী, মজবুত, দীর্ঘস্থায়ী, ভাঙ্গিবার ও মরিচা ধরিয়া নষ্ট হইবার ভয় নাই। পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ধরণের অভিনব আবিষ্কার দেখিতে সোনার বর্ণ একটী মেসিন পুরুষানুক্রমে কার্য্যকারী, ঈদ আগত প্রায়, বহুল প্রচারার্থে মূল্য ৫৲ টাকা রাখা হইল। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

গোশতের কিমা প্রস্তুত করিবার মেসিন মূল্য ৫৲ টাকা। মাঃ স্বতন্ত্র এজেণ্ট ও পাইকারগণকে বিশেষ কমিশন দেওয়া হয়, ৬টী মেসিন এক সঙ্গে না লইলে কমিশন দেওয়া হয় না।

ব্রাঞ্চ:—
আবেদালী কোম্পানী
ব্যাঙ্কর বিল্ডিং
১৬১নং ... রোড,—...

প্রাপ্তিস্থান—
মতিওর রহমান এণ্ড সন্স,
... মেসিন ফ্যাক্টরী, পোঃ সিউরী বাজার,
... বীরভূম।

রেজিষ্টার্ড নং ২৪৭০
হাজি আহম্মদ আলী সাহেবের
শূল-সুধা

পিত্তশূল, অম্লশূল, কলিজা দমদ ও কোষ্ঠবদ্ধতা জনিত পেটের বেদনার মহৌষধ। সপ্তাহ সেবনে বেদনা আরোগ্য হয়, পক্ষ কাল সেবনে শরীরে নব শক্তি ও স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে, আর পুনরাক্রমণ করে না। মূল্য বড় কৌটা ১।৵০ আনা, ছোট কৌটা ৸০ আনা। ডাক মাশুল পৃথক।

ডাক্তার জে, আহম্মদ সাহেবের
জীবন সুধা

সেবনে দেহমনে শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দের উৎস প্রবাহিত হয়।

যাঁহারা অত্যাধিক কায়িক ও মানসিক অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যৌবনোচিত স্বাস্থ্য ও শক্তি হারাইয়া যাঁহারা হতাশায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছেন। খুজলী, পাঁচড়া, রক্তদুষ্টি ও কুৎসিত রোগে ভুগিয়া যাহারা জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা অবিলম্বে জীবনসুধা সেবন করিতে আরম্ভ করুন। প্রমেহ, স্বপ্নদোষ, দৌর্ব্বল্য অচিরে দূর হইয়া শরীরে নব রক্তকণার আধিক্যে গণ্ড-দেশ লাল আভা ধারণ করিবে। খুজলী পাঁচড়া ও অন্যান্য কুৎসিৎ ব্যাধি নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হইয়া শরীর সুঠাম, সুন্দর ও উজ্জ্বল যৌবন-লাবণ্যে অপূর্ব্ব বিকাশ লাভ করিবে।

ফলতঃ ইহা অমোঘ শক্তিশালী টনিক ও
সর্ব্বোত্তম সালসা।

মূল্য বড় ১ বোতল ৫॥০,—ছোট বোতল ২৸০, মাশুল পৃথক।
নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিন—

ডাক্তার—জে, আহ্মদ এস, এ, এস
প্রোপাইটার—শূল-সুধা ঔষধালয়, ফুলবাড়িয়া রোড, নাজির বাজার, পোঃ রমনা, ঢাকা

কলিকাতা ব্রাঞ্চ
৫৭, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

ফোন নং ৩২২৮ কলিকাতা — পোষ্ট বক্স নং ৭৯ কলিকাতা

অভাবনীয় সুযোগ

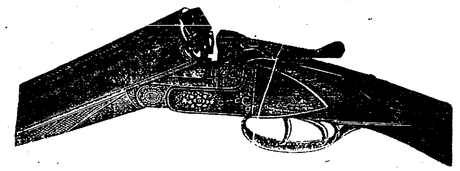

বিনামূল্যে ক্যাটলগ পাইবেন।

স্থাপিত ১৮৪০ এ, ডি,

টেলিগ্রাম "ফায়ার আর্মস" কালকাত

ডি, এন্ বিশ্বাস এণ্ড কোং

প্রসিদ্ধ বন্দুক বিক্রেতা
১০নং ডালহাউসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

একনলী গাদা বন্দুক ৩০৲ হইতে ১১০৲
দুইনলী গাদা „ ৪০৲ হইতে ১৭৫৲
একনলী টোটা বন্দুক ৪৫৲ হইতে ৩৫০৲
দুইনলী „ „ ৬০৲ হইতে ২৫০০৲

অর্ডারের সহিত এই বিজ্ঞাপন কাটিয়া পাঠাইলে বন্দুকের বা একই নম্বরের ৫০০শত টোটার প্যাকিং বা রেল মাশুল আমরা বহন করিব।

দি ক্রডিহিং টী কোং লিঃ

অভিজ্ঞ ডিরেক্টর দ্বারা কোম্পানী পরিচালিত,
জমির পরিমান এক হাজার একর, উর্ব্বরা শক্তি অতি উত্তম।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ নিকট পত্র লিখুন।
মেসার্স বানার্জ্জি চৌধুরী এণ্ড কোং
৩নং রয়েল এক্সেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

মৌলভী সা'দত আলি আখন্দ, বি-এ প্রণীত
✤ তরুণ-মুস্‌লিম ✤

প্রিন্সিপাল মৌলভী ইব্রাহিম খাঁ এম্-এ, বি-এল সাহেব বলেন—"আপনার লেখা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়িয়া থাকি। আমার মনে হয় বইখানিতে আপনি যে চিন্তশক্তি, যে মনোবল ও যে বাক্-সংযমের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আধুনিক মুস্‌লিম-বঙ্গে দুর্লভ। আপনার লেখনী পরিচালনা জয়যুক্ত হউক"—

ভাষার লালিত্যে রচনার পারিপাট্যে চিন্তা সম্পদের অপূর্ব্ব সংযোজনায় আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে 'তরুণ-মুস্‌লিম' এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ফেদার ওয়েট কাগজে পরিস্কার ছাপা।

মূল্য বার আনা ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্।
২০৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মখদুমী লাইব্রেরী। ১৫নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা
প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী। ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা।
ইউনিভার্সেল লাইব্রেরী।
৮৪নং ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১০৬৭ নং রেজেষ্ট্রীকৃত জারমানী
মিঠা-বড়ি

সেবন করুন।

ইহার আশ্চর্য্যতা এই যে খাইতে সুস্বাদু। রোগীর ইচ্ছামত ঔষধের পথ্য। সর্ব্বপ্রকার জ্বর ১ দিনে ছাড়ে, প্লীহা, যকৃৎ ৩ দিনে কমে, জ্বরে বিজ্বরে সেবন চলে। জ্বরের এরূপ আশ্চর্য্য ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই ইহা আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে মুগ্ধ করিতে চাহি না। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ও অতি সুলভ প্রতি ট্যাবলেট ১০ পয়সা।

১৬ ট্যাবলেট প্যাকেট ।০ আনা।
ডজন ৪৲ টাকা। গ্রোস ৪০৲ টাকা
সর্ব্বত্র এজেন্ট চাই।

ভারতের সোল এজেন্ট—
ডাঃ এ, এণ্ড ব্রাদার্স।
মিঠা-বড়ি অফিস—পোঃ নড়াইল যশোহর

বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ মুস্‌লিম মহিলা কবি
সুফিয়া এন, হোসেন সাহেবার
সাঁঝের মায়া
ছাপা হইতেছে

পল্লী-কবি জসীম উদ্‌দীনের
নতুন কাব্য গ্রন্থ
"বালুচর"
বাহির হইয়াছে
"রাখালী"
"নক্সী-কাঁথার মাঠ"

মূল্য প্রত্যেক খানা এক টাকা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

BUILT BY THE SAME FACTORY THAT BUILT THE WORLD-FAMOUS

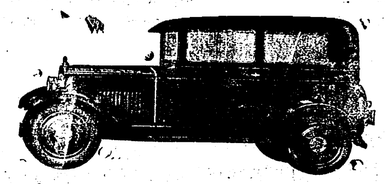

ROCKET CAR

9-20 H.P. SEDAN (German) CAR

A fine roomy car of the highest quality, finest material and strongest construction in every respect. The OPEL motors with which all models are equipped are, in our judgment, unequalled in horse-power output by any stock motors ever used by any car built of comparable size. The OPEL Factory is the largest Factory in Germany.

9-20 H.P.—It consumes petrol only 1 gallon in 38 miles
20-40 H.P.— „ „ „ „ „ in 22 miles
16-40 H.P.— „ „ „ „ „ in 25 miles

DISTRIBUTORS :

THE BENGAL MOTOR CAR CO.,
173/1, DHURRUMTOLLAH STREET, CALCUTTA.
'Gram :—"SIPHONAUTO" 'Phone :—2740 Cal.

(অর্দ্ধ শতাব্দি-যাবৎ প্রতিষ্ঠিত)
সতীশ চন্দ্র মুখার্জ্জী
এণ্ড সন্স (স)
৮৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
গিনি সোণার ও জড়োয়া গহণা
এবং চাঁদিরূপার বাসনাদি নির্ম্মতা

আমাদের প্রস্তুত গহনা ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট বিক্রয় করিলে, পানমরা বাদ না দিয়া সম্পূর্ণ গিনি শোণার মূল্য ফেরৎ দিই। সমস্ত গহণাতেই আমাদিগের নাম মোহর করা থাকে; মফঃস্বলে ঠিক সময়ে ভিঃপিতে জিনিষ পাঠান হয়, এবং অপছন্দ হইলে বদলাইয়া দেওয়া হয়।

/০ আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে সুবৃহৎ ক্যাটালগ পাঠান হয়।

মুস্‌লিম ব্যাঙ্কিং এন্‌ড ট্রেডিং
করপোরেশন লিমিটেড।
হেড আফিস—ঘোড়াশাল, ঢাকা।

মুসলমান জন সাধারণকে ঋণদায় হইতে মুক্ত ও সঞ্চয়ী করা, বিবিধ লাভজনক ব্যবসা দ্বারা আর্থিক উন্নতি সাধন, নরনারীদের হিতকল্পে সময়োপযোগী নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গঠন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ইহা গঠিত হইয়াছে। অংশ ১০৲ টাকা। তন্মধ্যে প্রতি অংশে ৬৲ টাকা ও প্রবেশ ফি ১৲ টাকা দেয়।

অংশ বিক্রয়ের জন্য কর্ম্মঠ ও বিশ্বস্ত এজেন্ট আবশ্যক।
ভাল কাজ দেখাইতে পারিলে স্থায়ী চাকরী দেওয়া হইবে।
এ, এন, সৈদুল্লা এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস।

এ, এইচ, খানের
বাদসাহী জর্দ্দা

রেজিষ্টারী নং ১২৪৬।

বাদসাহী জর্দ্দা মুখে দেওয়া মাত্র মুখ কস্তুরী বা মৃগনাভীর মন মাতান স্নিগ্ধ সুগন্ধে ভরপুর হইয়া যায়। বীর্য্যবর্দ্ধক ও দন্তরোগনাশক বহু মূল্যবান হেকিমী ঔষধ সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত। পূর্ব্বকালে বাদসাহ, নবাব, রাজা এবং আমির ওমরাহগণ এই জর্দ্দা পানের সহিত ব্যবহার করিয়া কিরূপ আনন্দ উপভোগ করিয়া গিয়াছেন তাহা আজও লোকে কত গল্প করিয়া থাকেন। গত ১৫ বৎসর যাবত আমরা বাদসাহী জর্দ্দা দ্বারা বহু লোকের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছি। বাজারে ইহার অত্যন্ত কাটতী দেখিয়া কতিপয় নীচপ্রকৃতির প্রতারক ইহার নকল বাহির করিয়া বহু লোককে ঠকাইতেছে। বাদসাহী জর্দ্দা খরিদ করিবার সময় লেবেলে আবিষ্কারক মিষ্টার এ, এইচ, খানের ছবিটী দেখিয়া খরিদ করিবেন। মূল্য সবুজ লেবেল ১ শিশি ৵১০, ডজন ১॥০, নীলা লেবেল ১ শিশি ৵০, ডজন ১৵০, লাল লেবেল ১ শিশি /১০, ডজন ৸০ আনা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। নিকটস্থ দোকানে অনুসন্ধান করুন। না পাইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন। ভিঃ পিঃ যোগে মাল পাইবেন।

নিবেদক—
এ, এইচ, খান ব্রাদার্স,
৫৪নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জার্ম্মাণীতে প্রস্তুত

হেডেন্সা

অর্শের

মহৌষধ।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

নী-আলেখ্যার সুপটু চিত্রকর

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ বি-এর

আমীর আলী

বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ দৈনিক পত্র 'বঙ্গ-বাণী' বলেন—"'আরব-জাতির ইতিহাস' প্রভৃতি ইংরাজী গ্রন্থ প্রণেতা প্রিভি-কাউন্সিলের (প্রথম ভারতীয়) সদস্য, (মহামনিষী, জষ্টিস্) আমীর আলী সাহেবের জীবনী। লেখক তাঁহার সহজ সুন্দর ভাষায় এই মহাপুরুষের জীবন-কথা কিশোর মুসলিম সমাজের উপযুক্ত করিয়া রচনা করিয়াছেন। ভাষা ও লেখন-ভঙ্গী পুস্তকখানির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সরস করিয়া রাখিয়াছে ছাত্রদিগকে উপহার দিবার যোগ্য বই।"

দাম—আট আনা।

"বুক শেলফ্"

খানবাহাদুর ভবন, তামাকুমুণ্ডি, চট্টগ্রাম।

বঙ্গের অমৃতভাষী লেখক

মোঃ এয়াকুব আলী চৌধুরী

প্রণীত

হজরত মোহাম্মদের শিশুপাঠ্য জীবন-চরিত

নূরনবী

শোভন সুন্দর মনোহর বেশে তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

রহমতুল্লিল আ'লামিন হজরত রসুলে করীমের জীবন-কথা, গল্পের মত সরস, মধুর। ভাষা সহজ, সরল, সুন্দর; সামান্য লেখা-পড়া-জানা লোকেও পড়িয়া বুঝিতে পারিবে। সুন্দর বর্ডারসহ রঙীন কালিতে ছাপা। কয়েকখানি ছবি। ঝক্ঝকে, তক্তকে বাঁধাই। মূল্য ১॥০ টাকা।

শান্তিধারা—৵০। ধর্ম্মের কাহিনী—।০।

প্রকাশক ও বিক্রেতা—

মোহাম্মদ আওলাদ আলী চৌধুরী

১০২, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়েও পাওয়া যায়

Empire of India Life Assurnce Co. Ld.

ভবিষ্যতের দিকে দেখিতেছেন?

ভবিষ্যতের জন্য কিছু সংস্থান করা প্রত্যেক সাংসারিক ব্যক্তিরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এমন এক দিন আসিতে পারে, যখন দৈব-দুর্বিপাকে পড়িয়া যে কোন লোক উপার্জ্জনে অক্ষম হইতে পারে—সে সময় কেবলমাত্র একটী জীবন-বীমার পলিসীই বিপদগ্রস্ত পরিবারকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারে।

আপনার জীবন বীমা করিবার স্থান

এম্প্যায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ্ এসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড্ অফিস—বোম্বাই—স্থাপিত ৮৯৭ খৃঃ

বীমা তহবিল—৩,৫০,০০,০০০্ টাকা।

বীমার আবেদন ফরম. নিয়মাবলী বা এজেন্সীর জন্য নিম্নের ঠিকানায় আবেদন করুন।

মেসার্স ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স্

চিফ্ এজেণ্টস্ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম

২৮ নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

THE CENTRAL BANK OF INDIA LD.

থিয়েটারে যাইব না——মদ্যপান করিব না

—বদ-মেজাজী হইব না—

এই সব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে আপনি পারেন

—কিন্তু—

যদি আপনি জ্ঞানী হন, তবে

হোম সেভিং একাউণ্ট-এ

প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু সঞ্চয় করিবার প্রতিজ্ঞা কিছুতেই ভঙ্গ করিবেন না।

এবং এরূপভাবেই

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃএর

তিন বৎসরের ম্যাদী ক্যাস সার্টিফিকেটে প্রতি বৎসর যথেষ্ট টাকা সঞ্চয় করিতে পারিবেন।

নিম্নোক্ত ঠিকানায় আবেদন করিলে বিস্তৃত বিবরণ জানান হয়ঃ—

কলিকাতা আফিস—	নিউ মার্কেট ব্রাঞ্চ—	বড়বাজার আফিস—
১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	১০নং লিণ্ড্সে ষ্ট্রীট।	৭১নং ক্রস ষ্ট্রীট, বড়বাজার।

সচিত্র সাপ্তাহিক সওগাত

৪র্থ বর্ষ } ৭ই আষাঢ় ১৩৩৮, ২২শে জুন ১৯৩১। সোমবার ৫ই শফর ১৩৫০। { ৪র্থ সংখ্যা

বাঙ্গলায় হাহাকার

বাঙ্গলার সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দিয়াছে। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে অবস্থা অতি শোচনীয় বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইতেছে। পশ্চিম বাঙ্গলায়ও জনসাধারণের দুর্দ্দশার অন্ত নাই; কিন্তু বাঙ্গলার ঐই অংশে প্রায় সকল সময়েই দুর্ভিক্ষের অবস্থা লাগিয়া আছে। এই জন্য সেখানে ঐ অবস্থার শোচনীয়তা কিছু বাড়িলেও তাহা আর কাহারো নজরে পড়ে না। এই কারণে পশ্চিম বাঙ্গলার দুর্দ্দশার কাহিনী সংবাদপত্রে অতি অল্পই প্রচারিত হয়। যাহাহোক, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের কথা আমরা খুবই জানিতে পারিতেছি; এবং দেখিতেছি, মানুষ স্থানে স্থানে ঘাসপাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে, কোথাও অনাহারে তিলে তিলে মরিতেছে, আর কোথাও বা লজ্জা অপমান ও মর্ম্মন্তুদ বেদনায় আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইতেছে।

এ-অবস্থার প্রতিকার কি? নূতন ফসল হইতে এখনও ২৷৩ মাস বাকী। এই ২৷৩ মাস কাল বাঙ্গলার মানুষ বাঁচিবে কিরূপে? মানবহিতৈষী দেশসেবকেরা দুঃস্থ লোকদের কষ্ট নিবারণের জন্য সাহায্য তহবিল খুলিতেছেন এবং সমর্থ ব্যক্তিগণকে মানুষের দুঃখ-নিবারণে যথাশক্তি সাহায্য করিতে আহ্বান করিতেছেন। আমরা আশা করি, প্রত্যেক হৃদয়বান সমর্থ ব্যক্তি তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দিবেন। কিন্তু কথা এই যে, এইরূপ সাহায্য দ্বারা কয়জন লোকের অন্নবস্ত্রের অভাব ঘুচানো যাইতে পারে! বাঙ্গলার সর্ব্বত্র চুরি-ডাকাতি বাড়িয়া চলিয়াছে; ইহার শেষ কোথায়, কে জানে? গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যের জন্য কোথাও কিছু করিতেছেন না, এমন কথা আমরা বলিতে চাই না; কিন্তু যতটুকু করিলে যথেষ্ট হয়, তাহার কিছুই তাঁহারা করেন নাই। আমাদের এরূপ বিশ্বাস নয় যে, গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই কোটী কোটী টাকা দুর্ভিক্ষ-নিপীড়িত লোকসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদের আত্মরক্ষায় পূর্ণ সহায়তা করিতে পারেন, কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে তাঁহাদের দ্বারা দুঃখার্ত্ত মানুষের দুঃখ অনেক পরিমাণে লাঘব হইতে পারে, ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। সরকারী কর্ম্মচারীরা বিভিন্ন স্থানের লোকদের দুর্দ্দশার পরিমাণ প্রত্যক্ষ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে জানাইলে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের স্থায়ী তহবিল হইতে উপযুক্ত পরিমাণ কৃষিঋণ দান করিতে পারেন। তাছাড়া যত জমিদার ও মহাজন বাঙ্গলা দেশে আছেন, সরকারী কর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়া ঋণদানের ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহা ভিন্ন যেখানে ঋণে কাজ হইবার নয়, অর্থাৎ যেখানে সাহায্য বিতরণ আবশ্যক, সেখানে সরকারী কর্ম্মচারীরা অর্থশালী লোকদের অনুরোধ করিয়া টাকা, কাপড় চোপড়, চাউল প্রভৃতি তুলিতে পারেন এবং দুঃখীদের মধ্যে তাহা বিতরণ করিতে পারেন। কিন্তু লজ্জা ও আক্ষেপের বিষয় এই যে, গবর্ণমেণ্ট এ-সম্বন্ধে নিজেদের কর্ত্তব্য পূর্ণরূপে করিতে চান না এবং তাঁহাদের এই অবহেলাকে সমর্থন করিবার জন্য দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত দুঃখ-দুর্দ্দশার ব্যাপকতা ও গুরুত্ব সর্ব্বদাই অস্বীকার করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান বৎসরের দুর্ভিক্ষেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। রংপুরের নানাস্থান হইতে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছিল; তাহা দেখিয়া বাঙ্গলা-গবর্ণমেণ্ট তাড়াতাড়ি সে-সম্বন্ধে এক বিবরণ বাহির করিয়া অবস্থার গুরুত্ব হ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই ধরণের বিবরণীতে বিশেষ কোনো লাভ হইবার কথা নয়। বাঙ্গলার সর্ব্বত্র যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একাধিক স্থানে অনাহারে মানুষ মরিয়াছে অথবা আত্মহত্যা করিয়াছে, ইহাও মিথ্যা বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি এ-অবস্থায় নিজেদের কর্ত্তব্য না করেন অথবা করিতে না পারেন, সে এক কথা; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা আবার অবস্থার ভীষণতা গোপন করিবার চেষ্টা করিলে কিংবা অন্যভাবে নিজেদের সাফাই গাহিলে লোকচক্ষে তাঁহাদের মর্য্যাদা বাড়িবে না। বাঙ্গালীর মৃত্যু আমাদের শাসক-সম্প্রদায়ের কাছে হয়তো মানুষের মৃত্যু নয়; তাহার সম্মান তাঁহারা না করিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে অপমান করিবারই তাঁহাদের কী প্রয়োজন? আমরা জানি, আমাদের দুঃখ-পীড়ার, অভাব-দৈন্যের অপমান মৃত্যুদণ্ডের মতো আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে বিতাড়িত করিবার শক্তি আমাদের নাই। যেদিন হইবে, সেদিন দুর্ভিক্ষের হাহাকার থাকিবে না, মৃত্যুর বারতাকে অস্বীকার দ্বারা উপহাস করিবার কেহ থাকিবে না। সেদিন কবে আসিবে জানি না। যতদিন না আসিবে ততদিন সমানভাবে চলিতে থাকিবে—ক্রন্দন, হাহাকার, আর্ত্তনাদ, মৃত্যু! ততদিন সমানভাবে বহিতে থাকিবে আমাদের চোখে রুধিরাপ্লুত অশ্রু!

দেশবন্ধুস্মরণে।—

গত মঙ্গলবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের ষষ্ঠ স্মৃতিবার্ষিকী হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন কলিকাতা এবং মফস্বলের নানাস্থানে দেশবন্ধুর স্মৃতির সম্মানার্থে সভা-সমিতিতে বক্তৃতাদি হইয়াছে। আমরাও ঐদিন শ্রদ্ধাভরে চিত্তরঞ্জনকে স্মরণ করিয়াছি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে নানাজনে নানাভাবে বুঝিয়াছেন। বাঙ্গলার হিন্দু কংগ্রেস কর্ম্মীরা তাঁহাকে বুঝিয়াছেন—প্রধানতঃ বাঙ্গালীরূপে, বাঙ্গলার "বৈশিষ্ট্যের" প্রতীকরূপে। অন্ততঃ তাঁহাদের বক্তৃতাদি শুনিয়া এই কথাই আমাদের মনে হইয়াছে। অবাঙ্গালীরা চিত্তরঞ্জনকে বুঝিয়াছে অপূর্ব্ব ত্যাগ-মহিমায় গরীয়ান দেশ সেবকরূপে। আমরা মুসলমানেরা এই দ্বিতীয় রূপের সঙ্গে সঙ্গে দেশবন্ধুর আর একরূপ দেখিয়াছি, সেরূপ অ-মুসলিম অন্ধতার সম্মুখে হয়তো আজও পরিস্ফুটরূপে দেখা দেয় নাই এবং কখনও দিবে কিনা জানি না। দেশবন্ধুর সে রূপ এক বিরাট পুরুষের—যিনি নিজের বাধাবন্ধহীন বিরাট উদার প্রাণের তীর্থ-সলিলে হিন্দু মুসলমানের ভেদ-রেখা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া বলিতেছেন—এস ভাই মুসলমান, এস ভাই হিন্দু, আমি তোমাদের সকলেরই—সমানভাবে সকলেরই। এস হিন্দু—তোমার মুসলমান ভাইকে সর্ব্বান্তঃকরণে আলিঙ্গন দাও; তাহার সম্মুখে হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত কর, তাহার যাহা ইচ্ছা গ্রহণ করুক। সব

ছেদ, সকল দ্বন্দ্ব, সকল বৈষম্যের আজ অবসান হোক। আমরা যেন আজও শুনিতে পাইতেছি দেশবন্ধু তাঁহার গভীর-গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে এই শান্তি-বাণী উচ্চারণ করিতেছেন! এ-বাণী যদি বাঙ্গালী হিন্দুর—ভারতীয় হিন্দুর মর্ম্মস্পর্শ করিত, তবেই দেশবন্ধুর স্মৃতির পূর্ণ সম্মান রক্ষিত হইত।

*

শ্রীহট্টের নমঃশূদ্র সমাজ।—

ফ্রি প্রেস সেদিন ঢাকা হইতে খবর দিয়াছেন যে, শ্রীহট্ট জিলার সুনামগঞ্জ মহকুমার নমঃশূদ্রগণ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে যাইতেছে। এই সংবাদের সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য ঢাকা নমঃশূদ্র সমাজের ডাঃ মোহিনীমোহন দাস সুনামগঞ্জ বার লাইব্রেরী ও কংগ্রেস কমিটীতে তার করেন। উক্ত সংবাদ সত্য,—তিনি এই মর্ম্মে এক উত্তর পাইয়াছেন। আরো প্রকাশ যে, ঢাকার জনৈক মৌলবীর প্রচার কার্য্য ও উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারের ফলেই উপরোক্ত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সংবাদটীর সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নাই, ইহা বলিতে পারি না। তবে, খুব সম্ভব, কথাটী একেবারে মিথ্যাও নয়। 'উচ্চ' বর্ণের হিন্দুরা 'নিম্ন' বর্ণের হিন্দুদের প্রতি—বিশেষতঃ অস্পৃশ্য শ্রেণীর হিন্দুদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার নয়। আকৃষ্ট হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সংবাদে দেখিতেছি ঢাকার একজন মৌলবী শ্রীহট্টে গিয়া নমঃশূদ্রদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু—আমাদের যতটুকু অভিজ্ঞতা,—তাহাতে মনে হয়, ঢাকার মৌলবী সাহেবের দায়িত্ব এ ব্যাপারে ততটা নয়, যতটা 'উচ্চ' শ্রেণীর হিন্দুদের। তাঁহাদের জানা উচিত, সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এখন আত্মবোধ জাগিয়াছে; মানুষের অবিচার-অত্যাচার বা ঘৃণা-অবহেলা ধর্ম্মের রঙে রঞ্জিত হইলেও তাহাকে আর মানুষ অলঙ্ঘ্য ধর্ম্ম-বিধান বলিয়া সহ্য করিতে প্রস্তুত নয়। এই কথাটী না বুঝিয়াই তাঁহারা মৌলবী সাহেবের কার্য্য সহজ করিয়া দিয়াছেন।

*

কত বার?—

কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় ধামাপন্থী মুসলমানদের এক "নিখিল বঙ্গীয়" সম্মিলনী হইয়া গেল—যদিও তাহাতে সভাপতি, শ্রোতা বা বক্তা হিসাবে বাঙ্গালী মুসলমান তেমন কেহ ছিলেন না! এখন আবার একটী ঢাকাই সংবাদে দেখিতেছি, সেখানকার স্বনামধন্য নবাব সাহেব জুলাই মাসে আবার একটী প্রাদেশিক মুসলমান সম্মিলনী আহ্বান করিতেছেন। ইহার সভাপতি হইবার জন্য পঞ্জাবের স্যার মোহাম্মদ ইক্‌বালকে আহ্বান করা হইতেছে। ইহা ছিন্ন মওলানা হসরৎ মোহানী, পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-মন্ত্রী স্যার ফিরোজ খান নূন প্রভৃতিকে ডাকা হইতেছে। এই সমস্ত 'হিন্দুস্তানী' ভদ্রলোকদের আহ্বান করা হইতেছে অবশ্য বাঙ্গালী মুসলমানদের "ভালাই-কে-ওয়াস্তে।" বাঙ্গালী মুসলমান ভেড়ার জাতি,—মানুষ সমস্তই সংযুক্ত প্রদেশ কিম্বা পঞ্জাবে। বুঝিলাম—মানুষের দল আসিতেছেন ভেড়ার দলকে শিক্ষা দান করিতে। কিন্তু কতবার, বাবা! এই ত সেদিন একবার তাঁহাদের ভাইরা আসিয়া বেড়াইয়া গেলেন। আবার এত শীঘ্র তাঁহারা আসিতেছেন? আমরা নবাব সাহেবকে বলি, দোহাই নবাব সাহেব, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন চলে চলুক, পঞ্জাবীদের হাত হইতে আমাদের রেহাই হোক! উঁহাদের দিয়া আমাদের "ভেতো বাঙ্গালী"দের কোনো দরকার নাই।

*

অতি-দরদ!—

সংযুক্ত প্রদেশের ডাক্তার শাফায়াত আহমদ খান রাজনীতিতে অতি ঘোর সাম্প্রদায়িকতাবাদী। তাঁহার সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি এতই ভীষণ যে তাঁহাকে সচ্ছন্দে মুসলমান সমাজের 'মুঞ্জে' নামে আখ্যাত করা চলিতে পারে। প্রধানতঃ এই গুণের জন্যই তাঁহাকে গোল-টেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি মনোনীত করা হইয়াছে। এই ডাক্তার শাফায়াত আহমদ খান সম্প্রতি বাঙ্গালী মুসলমানদের প্রতি [illegible] জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালী মুসলমানদের যে-সভা হইতেছে, সেখানে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের সমর্থন করিয়া প্রস্তাব পাস করাইবার জন্য তিনি বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে আহ্বান করিয়াছেন! কথায় বলে, মায়ের চাইতে যার দরদ বেশী, সে ডাইনী। শাফায়াত আহমদ সাহেব বাঙ্গালী মুসলমানদের নেতা নন; তাঁহার গায়ে পড়িয়া দরদ দেখাইতে আসার দরকার কি? তাঁহার সম-মতাবলম্বী মুসলমান নেতা বাঙ্গলায় আছেন। তাঁহাদের কেহই আজ পর্য্যন্ত ফরিদপুর কন্‌ফারেন্সের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে এমন প্রকাশ্যভাবে উত্তেজিত করেন নাই। তাঁহার শিরোবেদনা সৃষ্টি হইবার কারণ কি? ডাক্তার পুঙ্গব বলিতেছেন, "ভারতের মুসলমানগণ মুসলিম জাতীয়দলকে অস্বীকার করিয়াছেন।" বেশ ভালো কথা; তাহা হইলে ল্যাঠা তো চুকিয়াই গিয়াছে। তবে আবার ডাক্তার পুঙ্গব কেন বলিতেছেন যে "মুসলিম জাতীয় দলের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব প্রভৃতি সমস্তই ফরিদপুর কন্‌ফারেন্সের সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে।" যে-ঘোড়া মারা গিয়াছে, সে আবার জ্যান্ত হইয়া উঠিবে—এ ভয় তাঁহার কেন? আর সেই মরার উপর খাড়ার ঘা মারিবার জন্যই বা জনসাধারণকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা কেন?—সমাজের নামে ভণ্ডামি করিয়া দেশের শত্রুতা করা যদি প্রয়োজন হয়, তবে সে কাজটী তিনি এলাহাবাদ বা কানপুর বা লাখ্‌নৌয়ে করুন; সেজন্য বাঙ্গলার দিকে শনির দৃষ্টি না দিলেই আমরা রক্ষা পাই।

*

কংগ্রেসী দলাদলির মীমাংসা।—

বাঙ্গলার কংগ্রেসী দলাদলির মীমাংসা করিবার জন্য কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটী শ্রীযুক্ত আনিকে সালিশ নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি সালিশ নিযুক্ত হইবার পর কয়েক দিন নীরব ছিলেন। তারপর হঠাৎ গত ১৯শে জুন তারিখে উভয় দলকে পত্র দিয়াছেন। তাহাতে বলিয়াছেন, ২৩শে জুন তারিখে শ্রীযুক্ত আনি এখানে পৌঁছিবেন এবং ঐ দিনই বাদী পক্ষের যাবতীয় দলিল দস্তাবেজ ও বর্ণনাপত্রাদি গ্রহণ করিবেন। বাদীপক্ষকে ঐ দিনই সমস্ত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে। পরদিন ২৪শে তারিখে প্রতিবাদীপক্ষের বর্ণনা-পত্র গৃহীত হইবে। ২৫শে ও ২৬শে জুন তারিখে তিনি সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ করিবেন এবং ২৭শে তারিখে এখান হইতে চলিয়া যাইবেন। আমরা শ্রীযুক্ত আনির এইভাবে ভয়ানক তাড়াতাড়িতে কাজ সারিবার ইচ্ছার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। বাঙ্গলার মফস্বল হইতে কাগজপত্রাদি কলিকাতায় পৌছিতে ২।৪ দিন লাগিয়া থাকে; বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটীকে খবর দিতেও সময় দরকার। তারপর মফস্বল হইতে সাক্ষীদের কলিকাতায় আনিতেও কিছু সময় চাই। এই সব কাজ বজ্রবেগে সম্পন্ন [illegible], অথচ শ্রীযুত আনি তাহাই করিতে বলিতেছেন। ইহার অর্থ কি? যাঁহারা অভিযোগ করিবেন এবং নিজেদের অভিযোগের সমর্থনে দলিল-পত্র, সাক্ষ্যপ্রমাণাদি সংগ্রহ করিবেন, তাঁহাদের হাতে কমসে-কম ৮।১০ দিন সময় থাকা আবশ্যক। যাঁহারা প্রতিবাদী, তাঁহাদেরও অভিযোগের উত্তর দিবার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া দরকার। কিন্তু শ্রীযুত আনির পত্র ১৯শে জুন তারিখে পৌছিবার পর ৭ দিনের মধ্যে যাবতীয় কাণ্ডকারখানা শেষ করাই তাঁহার অভিপ্রায়। ইহাকে জুলুম বলিলে অন্যায় হয় না।

পরবর্ত্তী সংবাদে জানিতে পারা গেল, শ্রীযুত আনি বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষের অনুরোধে আপাততঃ কংগ্রেসী দলাদলির মীমাংসা-চেষ্টা স্থগিত রাখিয়াছেন। সুরাটে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন শেষ হইবার পর তিনি এখানে আসিবেন। বহুত ভালো, তাই হোক!

*

সত্য না কি?—

বাজারে বেজায় গুজব, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিলাত হইতে এদেশে অনেক টাকা আসিয়াছে। শুনা যাইতেছে, গোল-টেবিল বৈঠকে যাহাতে ভারতের স্বরাজ-অধিকার-প্রাপ্তি না ঘটে, সেই উদ্দেশ্যেই এই টাকা ব্যয়িত হইবে। অনেকে অনুমান করিতেছেন—ভারতে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার সব-চেয়ে বিরোধী রক্ষণশীল দলও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সম্ভবতঃ তাঁহাদের পক্ষ হইতেই টাকাগুলি আসিয়াছে। ঠিক কিভাবে টাকাটা খরচ হইবে, তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নহে। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমাদের বিশেষ সন্দেহ বোধ হইতেছে। হিন্দু-মুসলমান—তথা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-মতভেদ, তাহা ঘুচিলে ভারতের জাতীয় দাবী অপ্রতিরোধনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। এই জন্য বিলাতী টাকাগুলি সাম্প্রদায়িক সমস্যাটীকে তীব্র করিয়া তুলিবার কাজে ব্যয়িত হওয়া সম্ভব। কাজের বেলায়ও দেখা যাইতেছে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার গুরুত্ব ও জটিলতা যেন ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে এবং সমাধানের অতীত বলিয়া মনে হইতেছে। শুধু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নয়, একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখার মধ্যেও মতভেদ দিন দিন যেন মীমাংসার অতীত হইয়া দাঁড়াইতেছে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদিগকে শা-ঝাড়া দিয়া উঠিতে—দেখিয়া সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান নেতারা ভয়ানক উগ্র হইয়া উঠিয়াছেন; সম্ভব হইলে তাঁহারা যেন জাতীয়তাবাদীগণকে নখে তুলিয়া মারেন আর কি। এদিকে ইঙ্গ-ভারতীয় কাগজওয়ালারা সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের পক্ষে সংবাদদাতার পত্র ও মন্তব্যাদি রাশি রাশি ছাপিতেছেন, যেন ঐ-সব কাগজওয়ালারা সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দলভুক্ত লোক! এই ধরণের সব ব্যাপার দেখিয়া কী যে ভাবিব, বুঝিতে পারি না। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বলেন, জাতীয়তাবাদীরা কংগ্রেসের "কেনা গোলাম"। তাঁহাদের একথার প্রমাণ নাকি এই যে, কংগ্রেসওয়ালা হিন্দুরা জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের পক্ষে কথা বলেন। এই প্রমাণ হইতে উক্ত সিদ্ধান্তে আসা যদি ঠিক হয়, তবে জাতীয়তাবাদীরাও ন্যায়তঃ বলিতে পারেন যে, যখন ইংরাজ কাগজওয়ালারা সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের পক্ষে কথা বলিতেছেন এবং যখন চিরদিন দেখা গিয়াছে যে ভারতের বৈদেশিক ও স্বাদেশিক শত্রুদের দ্বারা যাঁহারা চালিত হন তাঁহাদের পক্ষেই ঐ-সব কাগজওয়ালা কথা কহিয়া আসিয়াছেন, তখন আমাদের সাম্প্রায়িকতাবাদী স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনকামীদেরও প্রায় সকলেই কংগ্রেসের প্রতিপক্ষের "কেনা গোলাম," বিশেষতঃ এবারে যখন অনেক টাকা বিলাত হইতে এদেশে আসিয়াছে! আমরা অবশ্য এ-কথা বলিতেছি না; জাতীয়তাবাদীরা ন্যায়তঃ এইরূপ বলিতে পারেন, শুধু এইটুকু দেখাইতেছি। আমরা আশা করি, সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ধারণাও যেরূপ মিথ্যা, জাতীয়তাবাদীদের ওই সন্দেহও সেইরূপ ভিত্তিহীন।

*

বরোদার বিবাহচ্ছেদ আইন।—

বরোদায় সম্প্রতি হিন্দুদের সম্বন্ধে একটী বিবাহচ্ছেদ বিষয়ক আইন পাস হইয়াছে। এই আইন অনুসারে কতকগুলি বিশিষ্ট অবস্থায় বিবাহিত হিন্দু নর-নারীরা পরস্পরের মধ্যে বিবাহ-সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারিবে। হিন্দুশাস্ত্র-অনুসারে হিন্দু নর-নারীর মধ্যে স্বামী-স্ত্রী-সম্পর্ক কোনোমতেই ছিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু এই শাস্ত্রীয় বিধানের পশ্চাতে ন্যায়-যুক্তি কিছুমাত্র না থাকায় বরোদার হিন্দু মহারাজা উক্ত নূতন আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এজন্য মহারাজা প্রত্যেক সংস্কারকামী ব্যক্তির ধন্যবাদের পাত্র। সেদিন মহীশূর রাজ্যে হিন্দু-নারীদের উত্তরাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে; তাহার কয়দিন পরেই বরোদার হিন্দু নরনারীর মধ্যে 'তালাক' প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, জগতের হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে। শাস্ত্র-বিধান শুধু শাস্ত্র-বিধান হিসাবে মানুষের আনুগত্য-দাবী করিতে পারিবে না। যদি তাহার পশ্চাতে ন্যায় থাকে, যুক্তি থাকে, যদি তাহার সহিত বর্ত্তমান যুগের মানুষের উদারতর চিন্তার সঙ্গতি থাকে, তবেই মানুষ তাহা মানিয়া লইবে; নয়তো সে তাহাকে আবর্জ্জনাস্তূপে ফেলিয়া দিবে। মহীশূর ও বরোদায় প্রবর্ত্তিত নূতন আইন দুইটী এই কথারই সাক্ষ্য দিতেছে।

পরের চোখে

জাতি সঙ্ঘের ম্যাণ্ডেট কমিশন ইরাকের গত কয় বৎসরের ম্যাণ্ডেটরী শাসনের রিপোর্ট সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। এই রিপোর্ট আলোচনার সময় ইরাকের বৃটীশ হাইকমিশনার স্যার হামফ্রিজও নাকি জেনেভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ, স্যার হামফ্রিজ নাকি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইরাক একণে স্বতন্ত্রভাবে স্বায়ত্ব শাসনের উপযুক্ত হইয়াছে। বৃটীশ হাইকমিশনারের এই ঘোষণার পর জাতি সঙ্ঘ ইরাকের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা করেন অতঃপর তাহাই দ্রষ্টব্য। জাতি সঙ্ঘের কর্ত্তারা যদি এই পরিস্কার স্বীকৃতির পরও আরো কিছু কালের জন্য ইরাকীদের উপর বৃটীশ মুরব্বীয়ানা রাখার ব্যবস্থা করেন তবে বুঝিতে হইবে ইরাকের তেলের খনিগুলির লোভ ইউরোপীয়ানরা ছাড়িতে পারিতেছেন না। যাহা হউক, জাতি সঙ্ঘ এখনও এই ব্যাপারে কিছুই করেন নাই; কাজেই এখন আমরা এই সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করিতে চাহি না, দেখা যাউক, জাতি সঙ্ঘের কর্ত্তারা কোন নীতি অবলম্বন করেন।—দৈঃ সোলতান।

*

"একাউণ্টাণ্ট জেনারেল অফ্ বেঙ্গল" আপিসে ছাঁটাই-প্রস্তাব চলিতেছে। ইতিমধ্যেই দশজন ভারতীয় কেরাণীর চাকুরী গিয়াছে, অবিলম্বে আর ১৯-২০ জনের চাকুরি যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই ত্রিশজন দরিদ্র ভারতীয়দের মাহিনা সমগ্রভাবে তিনচারজন গেজেটেড অফিসারের মাহিনার সমান। আপিসের বহু বিভাগ উঠিয়া যাইতেছে—দুই তিনটি বিভাগকে ছোট করিয়া একত্র করা হইতেছে। এরূপ অবস্থায় অকারণ শ্বেতহস্তী পোষণ করার কোন অর্থ নাই। ছাঁটাই যদি করিতেই হয় তো একটা আসাম্প্রদায়িক সাম্যনীতি অনুসারেই তাহা করা হউক। সামান্য মাহিনায় যাহারা কাজ করে তাহাদের বরখাস্ত করিয়া যাহারা কেবল হুকুম করে ও সহি করে, তাহাদের অধিক মাহিনায় চাকুরিতে বহাল রাখাতে যে কিরূপ ব্যয় সঙ্কোচ হইবে তাহা সাধারণের বুদ্ধির অতীত।—বঙ্গবাণী।

*

বোম্বাই সহরে বেতনভুক্ চাকুরীজীবীদের বৈঠকের সভাপতিরূপে বক্তৃতা প্রসঙ্গে "বম্বে ক্রনিকেল"এর খ্যাতনামা সম্পাদক সৈয়দ আবদুল্লাহ ব্রেলভী বলিয়াছেন—'ব্রিটেনে বেকারদের জন্য ইনসিওরেন্স স্কীম আছে, তৎসত্বেও ৩০ লক্ষ বেকারদের জন্য বিলাতের গবর্ণমেণ্টের চিন্তা ও উদ্বেগের অন্ত নাই। কিন্তু ভারতে ৪ কোটিরও অধিক বেকার, তবু এখানকার গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে উদাসীন।"

সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভী এজন্য বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ দেখি না। বিলাতের গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের নিকট দায়ী। তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতিকারের উপায় গবর্ণমেণ্ট যদি না করিতে পারেন, তবে তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া পদত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতের জনসাধারণের নিকট দায়ী নহেন,—জনসাধারণের মধ্যে বেকার সমস্যা যতই প্রবল হোক, তাহারা দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্টে যতই কষ্ট পাক, গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতিকার করিতে বাধ্য নহেন বা অক্ষম হইলে জনসাধারণের নিকট তাহার জন্য জবাবদিহি করিতেও বাধ্য নহেন! সুতরাং ভারতের ৪ কোটী বেকারের জন্য গবর্ণমেণ্ট উদ্বিগ্ন বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবেন কেন? —আনন্দ বাজার

ভবিষ্যৎ ভারত

—মোহাম্মদ মোদাব্বের

গোলটেবিল বৈঠক অভিনয়ের ক্রোড় অঙ্কে প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ঘোষণা করিয়াছেন যে, যত শীঘ্র ভারতের নবতন শাসনতন্ত্র ও তদানুসঙ্গিক আবশ্যকীয় আইন কানুনের খসড়া তৈয়ারী হইবে, তত শীঘ্রই ভারতকে দায়ীত্বমূলক স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হইবে। তবে সংখ্যালঘিষ্টের স্বার্থরক্ষার ও বৈদেশিক ব্যাপারের সম্পূর্ণ ভার বৃটিশের হাতেই থাকিবে।

স্বাধীনতা জীবন্ত জাতির চির আকাঙ্ক্ষিত ধন। ইহার স্বার্থকতা প্রত্যেক স্বাধীন জাতির পানে তাকাইলে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি হইবে। ভারত-ও চায় স্বাধীনতা, দায়িত্বপুর্ণ স্বাধীনতা,—স্বাধীনতার কঙ্কাল নয়। শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট যদি সত্য সত্যই ভারতের চিরাকাঙ্ক্ষিত শাসনতন্ত্র ভারতবাসীর হাতে প্রত্যর্পন করেন তাহা হইলে ভারত ভাগ্যাকাশে যে ঘনঘটা এতদিন ধরিয়া পুঞ্জিভূত হইয়া আছে তাহা কাটিয়া যাইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মাথার উপর যে ঝঞ্ঝা-বজ্র ভ্রুকুটী করিয়া ফিরিতেছে, তাহা থামিয়া যাইবে।

কিন্তু শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট কি সত্যই ভারতকে স্বায়ত্ব শাসন দিবেন? একটু আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে প্রধান মন্ত্রী গোলটেবিল বৈঠকে ভারতকে যে ধরণের স্বায়ত্ব শাসন দিবার লোভ দেখাইয়াছেন, তাহা স্বায়ত্ব শাসন ত নয়ই, বরং স্বায়ত্ব শাসনের আবরণে নিপীড়নের আরেক মূর্ত্তি। ভারতকে যদি স্বায়ত্ব শাসনই দেওয়া হয় তাহা হইলে "reservation," "safeguard" প্রভৃতির আবশ্যকতা কি? অদূর অতীতে যে জাতি প্রায় তিন হাজার বৎসর ধরিয়া নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, যে জাতি জগতের সকল শ্রেষ্ঠতম জাতির অন্যতম বলিয়া এক সময়ে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল সে জাতির জন্য "reservation" এর কোন

আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয়না। এক সময় যাহারা এই বিরাট দেশ নিজেরাই যোগ্যতার সহিত শাসন করিয়াছে, এখন কি তাহারা আর তাহা পারিয়া উঠিবেনা? ১৭০ বৎসরের বৈদেশিক শাসন কি তাহাদিগকে এতই অকর্ম্মণ্য পঙ্গু করিয়া দিয়াছে? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে সে জন্ত ও দায়ী বৈদেশিক শাসন। যে শাসনতন্ত্র একটা গৌরবান্বিত মহাজাতিকে এমন করিয়া পঙ্গু করিয়া দিতে পারে সে শাসনতন্ত্রের ধ্বংশ প্রত্যেক প্রাণবান ব্যক্তিই কামনা করেন।

দুনিয়ার নব-উত্থানের দিনে ভারত গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ দীর্ঘদিনের সুপ্তিভঙ্গের পর উঠিয়া বসিয়া হাতে তুড়ি দিয়া হাঁকিতেছে 'স্বরাজ চাই, স্বাধীনতা চাই।' প্রভুরা অমনি সামনে ধরিলেন,—"self government" with certain "reservation" as "safe guards." বিভীষণ হয়ত বলিতেছে "দেহি পদ পল্লব" কিন্তু কুম্ভকর্ণ ঘাড় বাঁকাইবে, বলিবে, "স্বাধীনতা চাই—"reservation" "sefeguard" এত সব বুঝি না।"

সত্যই, যাঁরা সত্যকার স্বাধীনতার উপাসক তাঁরা মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের ইঙ্গিতে সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না। দায়ীত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্রের মধ্যে "reservation" "safeguard" এসব যে সাম্রাজ্য বাদীর আর এক চাল ইহা তাঁরা বেশ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। কাজেই, যাঁরা দেশের দরদী তাঁরা কখনও ম্যাকডোনাল্ডী ফাঁদে পা দিবেন না, বরং তাঁরা এরূপ প্রস্তাব ভারতের পক্ষে অপমানকর মনে করিবেন।

ভারতবাসী ইংরাজকে অবিশ্বাস করে। যারা বর্ত্তমান বৃটিশ শাসনের পক্ষপাতী তারাও অবিশ্বাস করে, যারা বিরোধী তারাও অবিশ্বাস করে। কারণ তারা ইতিপূর্ব্বে বহুবার বর্ত্তমান বিদেশী শাসকের কাছে ঠকিয়াছে। এবার-ও যে তারা ঠকাইবেনা তা কে জানে! দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্র দেওয়ার নাম করিয়া যে তাহারা কিছুই দিবেনা, একথা বলার ত অনেক পূর্ব্বেই আমাদের প্রভুরা আগেই বাতলাইয়াছেন! safeguard সেই কিছু না দিবার smoke screen নয়ত? যদি গ্রেট বৃটেন ভারতকে কিছু দেয়, তাহা যে এক হাতে দিয়া অন্য হাতে ফিরাইয়া লইবেনা, তাহার নিশ্চয়তা কৈ? এ সন্দেহ স্বভাবতঃ সকলের মনেই জাগিয়া উঠে যে, ভারতকে করতলগত রাখিবার জন্য গ্রেট বৃটেন তাহাকে দায়িত্বপূর্ণ শাসনভার অর্পণ করিবার ভান করিতেছে. কিন্তু ঐ safeguard ও reservation প্রকারান্তরে ভারতকে ধরিয়া রাখার দৃঢ় শৃঙ্খল।

সংখ্যা লঘিষ্টের স্বার্থ সংরক্ষণের ভান করিয়া গ্রেট বৃটেন আমাদের উপর কিরূপ কর্ত্তৃত্ব করিবে তাহার একটু আলোচনা করা যাউক। reservation এর এক দফায় আছে যে গ্রেট বৃটেন ভারতের সেনা বিভাগের উপর কর্তৃত্ব করিবেন। এখন এই কর্তৃত্বের অর্থ কি? গ্রেট বৃটেন একটা স্বাধীন রাজ্য; কিন্তু ফরাসী বা জার্ম্মাণ সরকার যদি ঐ রাজ্যের সেনা বাহিনীর উপর কর্তৃত্ব করে, গ্রেট বৃটেনের যদি নিজস্ব একটা সৈন্যও না থাকে, তাহা হইলে কি গ্রেট বৃটেনকে কোনও মতে স্বাধীন বলা চলে? এইরূপ, ভারতের সেনা বিভাগ গ্রেট বৃটেনের কর্তৃত্বাধীনে থাকিলে ভারতের যে কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা কি সহজেই উপলব্ধি করা যাইতেছে না? জগতের সমস্ত জাতিই জানে যে কোনো স্বাধীন দেশের সেনা বিভাগের কর্ত্তৃত্ব ভার যদি তাহার নিজের হাতে না থাকে তাহা হইলে তাহাকে কোনো প্রকারেই স্বাধীন বলা যায় না, বরং তাহাকে নিদারুণ পরাধীনতা ও লাঞ্ছনার জ্বালা সহিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের বৈদেশিক নীতি গ্রেট বৃটেনের হাতে থাকিবে। অর্থাৎ অন্য কোন রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্ব সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে, তাহা গ্রেট বৃটেনের মধ্যস্থতায় করিতে হইবে, ভারতবর্ষ স্বাধীন ভাবে এ সম্বন্ধে কিছুই করিতে পারিবে না। অন্য দেশের সহিত বানিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ভারতের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা থাকিবে না। অন্য কোনো রাষ্ট্রে ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় কোন দূত রাখিতে পারিবে না বা অন্য কোনো রাষ্ট্রের দূত গ্রেট বৃটেনের বিনা অনুমতিতে ভারতে থাকিতে পারিবে না। ফলে অন্য কোনো স্বাধীন জাতির সহিত ভারতবর্ষ কোন প্রকার সম্পর্ক রাখিতে পারিবে না, কাজেই অন্য কোনো জাতিই ভারতকে স্বাধীন জাতির মর্য্যাদা দান করিবে না। ভারত গ্রেট বৃটেনের অধীন জাতি হিসাবেই আখ্যাত হইবে। ইহাকে কি স্বায়ত্ব শাসন বলা যাইবে? ইহা অসহনীয় পরাধীনতা ছাড়া আর কোনো আখ্যায় আখ্যাত-হইতে পারে কি?

তৃতীয়তঃ, বৃটেন ভারতের আর্থিক বিভাগের কর্তা থাকিবেন। তাহা হইলে, ফল এই হইবে যে, ভারতবর্ষ যে তিমিরে সেই তিমিরে থাকিবে, ইহার আর্থিক দৈন্য কখনও ঘুচিবে না। ভারতের অর্থনীতিবিদরা বলেন যে, এ দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার অন্যতম কারণ, ইহার আর্থিক কর্ত্তৃত্ব গ্রেট বৃটেনের হাতে থাকা। তারা বলেন, গ্রেট বৃটেন ভারতের ও ইংলণ্ডের মধ্যে exchange পলিসির জন্য artificial ratio এর পরিবর্ত্তন করিয়া ও আরও নানা উপায়ে ভারতের কোটী কোটী অর্থ গ্রেট বৃটেনের স্বার্থের জন্য লুটিয়া লইয়া যাইতেছে। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে-ও এই ব্যবস্থার রদ বদল হইবে না, লুণ্ঠনকার্য্য সমান ভাবেই চলিতে থাকিবে। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে আর্থিক শক্তি সকল শক্তির সেরা। কোনো জাতি যদি একটী জাতির আর্থিক ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রকৃতপক্ষে সে সেই জাতির উপরই কর্ত্তৃত্ব করে। ভারতকেও গ্রেট বৃটেনের এইরূপ কর্তৃত্ব সহ্য করিতে হইবে। অতএব ভারতের এ স্বায়ত্ব শাসনকে গ্রেট বৃটেনের রসিকতা বলা যায় না কি?

চতুর্থতঃ, ভারতের শাসনতন্ত্রে বড়লাটকে সর্ব্বময় কর্ত্তা করা হইবে। অতীতের সমস্ত বড়লাট অপেক্ষা এই বড়লাটের ক্ষমতা থাকিবে অসাধারণ রকম বেশী। ভারতের জাতীয় পরিষদ (Natinal legislative) গঠনে-ও ইহার উপর বড়লাটের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিবে। কাজে কাজেই ভারতীয়দের উপর তাঁহার ক্ষমতা থাকিবে যথেচ্ছারকমের। তিনি ইচ্ছা করিলে মন্ত্রীদের বিতাড়িত করিতে পারিবেন, ইচ্ছা করিলেই পরিষদ ভাঙ্গিতে পারিবেন। ক্ষমতা বলে তিনি দেশ শাসন করিবেন। অর্থাৎ গত বৎসর এবং তাহার পূর্ব্বে লর্ড আরউইন যেরূপ সহস্র সহস্র ভারত সন্তানকে কারাগারে পাঠাইয়া, বন্দুকের গুলি ও বেয়নেটের খোঁচা খাওয়াইয়া নিদারুন ভাবে দেশ শাসন করিয়াছেন, তিনি ও তেমনি Martial Law দ্বারাই দেশ শাসন করিবেন।

প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারেও এইরূপ ব্যবস্থা। রদবদলের কোন হাতই দেশবাসীর থাকিবে না। জেনারেল ডায়ারের মত সেনাপতি কিংবা মাইকেল ও' ডায়ারের মত শয়তান শাসন কর্ত্তা যদি দেশ শাসন করিতে আসে তাহা হইলে তাহাদিগকে বিতাড়নের কোনো হাতই ভারতের থাকিবে না। কাজেই ভারতে আবার যে জালিয়ানওয়ালাবাগের অথবা ঐ ধরণের অনাচার অনুষ্ঠিত হইবে না, তাহা কে জানে? এরূপ শাসনকে কি স্বায়ত্বশাসন বলা চলে?

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে এরূপ আরও অনেক ব্যাপার আছে, যাহার উপর গ্রেটবৃটেন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তৃত্ব করিবে। তবে উপরোক্ত ৪টী ব্যাপারই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মোটের উপর গ্রেটবৃটেন ঐ শাসনতন্ত্রের সঙ্গে এরূপ ভাবে নিজের স্বার্থ জুড়িয়া দিয়াছে যে, তাহা হইতে বৃটেনকে বাদ দিবার বা গ্রেটবৃটেনের কর্তৃত্বাধীনে না থাকার অন্য কোনো উপায় নাই। এইরূপ অপদার্থ শাসনতন্ত্র ইংরেজ আমাদিগকে সানন্দে দান করিবে, কিন্তু আমরা ভারতবাসী, কি এই ধরণের শাসনতন্ত্রে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব? এরূপ শাসনতন্ত্রকে আমরা কি স্বায়ত্ব-শাসন বলিতে পারিব? অতীতে ভারত যেরূপ গ্রেটবৃটেনের অধীন ছিল ভবিষ্যতেও ঠিক তাহাই থাকিবে। ভারতকে এবার যে শৃঙ্খলে বাঁধা হইবে তাহা হয়ত আকৃতিতে বর্ত্তমান শৃঙ্খল হইতে ভিন্ন, হয়ত বর্ত্তমান শৃঙ্খল অপেক্ষা একটু লম্বা, কিন্তু শৃঙ্খল ত বটেই!

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের এইটীই হইল নমুনা--কঙ্কাল। এই কঙ্কাল কঙ্কালই থাকিয়া যাইবে কিনা জানি না; দেখা যাউক আগামী গোল টেবিল বৈঠকে গিয়া আমাদের নেতারা কি করেন। তাঁরা ব্রিটিশ ধাপ্পাবাজিতে ভুলিয়া অপমান ও লাঞ্ছনা বহিয়া আনেন কিনা তাহাই দেখার জন্য অপেক্ষা করা যাউক।

শিক্ষা-স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য কথা

আমরা যে সকল দ্রব্য আহার করি তাহাতে শরীর ও রক্তের উপর কি প্রভাব হয় তাহা জানি না। আমাদের শরীরের উপকারের জন্য এমন সকল দ্রব্য সেবন করা প্রয়োজন যাহাতে রক্তে ক্ষার বেশী হয়। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা মুখরোচক বলিয়া, দ্রুত পুষ্টিকারিতা থাকার ও শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে এমন সকল খাদ্যদ্রব্য সেবন করি, তাহাতে রক্তে অম্ল বেশী হয়। আমাদের রক্তে অম্ল বেশী হইলে শীঘ্র রোগাক্রান্ত হই, শরীর অসুস্থ হয় এবং জ্বর শীঘ্র আক্রমণ করে। এই সকল কারণে আমাদের এমন সকল দ্রব্য সেবন করা উচিত যাহাতে এক প্রকার খাদ্যের দোষ অন্য প্রকার খাদ্যে নষ্ট হয় এবং উভয় প্রকার খাদ্যে শরীরের উন্নতি হয়। এই প্রকার খাদ্য মিলাইয়া সেবন করাইতেই স্বাস্থ্য ভাল থাকে। নিম্নে অম্ল ও ক্ষার উৎপত্তি হয় এমন দ্রব্য সকলের তালিকা দেওয়া হইল। ইহা হইতে আমরা উভয় গুণ সম্পন্ন দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণ সেবন করিয়া শরীরকে স্বাস্থ্যপূর্ণ রাখিতে পারি।

অম্লজনক খাদ্য—মাংস, মাছ, সকল প্রকার পক্ষীর মাংস, ডিম্ব, সকল প্রকার শস্য (চাউল, গম প্রভৃতি)।

ক্ষার জনক খাদ্য—দুগ্ধ, পনির, আলু, সকল প্রকার ফল ও শাক সব্জী, দাল, শীম প্রভৃতি এবং সকল প্রকার বাদাম।

ভাত ও দাল, শাক ও ভাত, চিঁড়া ও দধি, দাল ও রুটী প্রভৃতি উভয়ের মিশ্রিত খাদ্য আদর্শ। ইহাতে এক প্রকার খাদ্যের দোষ অন্যে দূর করিতেছে। এক ছটাক দাল ও দুই ছটাক চাউল সেবনে কোনও প্রকার দোষ হয় না। ইহাতে উভয় প্রকার দ্রব্য সেবনের উপকারই পাওয়া যায়, দোষ থাকে না। অম্ল স্বাদ খাদ্য যথা লেবু, কমলা লেবু প্রভৃতি অতি উপকারী কারণ তাহা সেবনে অম্ল দূর হয় ও রক্তের ক্ষারত্ব বৃদ্ধি করে। এই সকল দ্রব্য যদিও অম্ল স্বাদযুক্ত কিন্তু তাহা জীর্ণ হইলে শরীরে ক্ষার উৎপাদন করে। দেখা যায় যে ক্ষার উৎপাদক দ্রব্যেই ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ দ্রব্য অধিক থাকে। আমাদিগের রক্তে ক্ষার থাকিলে আমরা সুস্থ থাকি, সেই জন্যই ক্ষার উৎপাদক খাদ্য সেবন করা প্রয়োজন।

হাঁপানি রোগে "দ্রোণপুষ্পী

হাঁপানি রোগের মত কষ্টকর রোগ আর নাই। যখন হাঁপানির টান হয় তখন যেন প্রাণ বাহির হইতে থাকে। রোগানুযায়ী ঔষধও ভগবান দিয়াছেন! "দ্রোণ পুষ্পী" হাঁপানি রোগে অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ।

দ্রোণ পুষ্পীকে বাঙ্গলায় হল কসা, ঘল ঘসি বা দণ্ডকলস বলে। ইহা মাঠে অনেক জন্মিয়া থাকে। ইহার গাছ এক হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। এই গাছের শিকড় সিকি তোলা লইয়া জল দিয়া উত্তম করিয়া ধুইয়া আড়াইটা গোল মরিচ সহ বাটিয়া প্রতি রবিবার প্রাতে স্নান করিয়া খাইতে হয়। এইরূপ ছয়টী রবিবার খাইলে হাঁপানি রোগ নিশ্চয়ই ভাল হইবে।

৬ রবিবারে ৬ দিন মাত্র খাইতে হইবে। ঘোল, দই প্রভৃতি ঠাণ্ডা দ্রব্য সেই সময়ে যত পারেন খাইবেন। তামাকাদি মাদক দ্রব্য সেবন একেবারে নিষিদ্ধ। রোগ সারিয়া গেলে ৩।৪ মাস পরে মাদক দ্রব্য খাইতে পারেন। না খাইয়া থাকিতে পারিলে রোগ পুনঃ আক্রমণের কোন ভয় থাকে না। এই মুষ্টি যোগটী বিশেষরূপে পরীক্ষিত।

এই দ্রোণ পুষ্পীর পাতার রস ৫।৬ ফোটা সর্প দষ্ট রোগীকে পান করাইলে বিষধর সর্পের দ্বারা দষ্ট রোগী নির্ব্বিষ হইয়া জীবন লাভ করে। রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িলে কোন রকমে রক্তের সহিত মিশাইতে পারিলে রোগী জ্ঞানলাভ করিবে।

—সঞ্জীবনী।

কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য

পাটের পূর্ব্বাভাষ ও বাঙ্গলার কৃষক

এ বৎসর পাটের দর অত্যধিক পরিমাণে কমিয়া গিয়া বাঙ্গলার কৃষকের যে কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। সমস্ত পৃথিবীব্যাপী ব্যবসায় ও বাণিজ্যের দুরবস্থার জন্যই যে পাটের দর এরূপ কমিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তবে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এইরূপ অত্যধিক দর কমিবার জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের কৃষি বিভাগ কতক পরিমাণে দায়ী।

প্রতি বৎসর জুলাই এবং সেপ্টেম্বর মাসে কৃষি-বিভাগ হইতে এ দেশে কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হইতেছে এবং কত পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে, তাহার একটি পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমরা গত ২০ বৎসরের পূর্ব্বাভাষের সহিত উৎপন্ন মালের হিসাবের মিল করিয়া দেখিতে পাই যে, প্রতি বৎসরেই পূর্ব্বাভাষে প্রকাশিত মালের পরিমাণ হইতে উৎপন্ন মালের পরিমাণ অনেক বেশী হইয়া থাকে। গত বৎসরের কৃষি-বিভাগের পূর্ব্বাভাষে প্রকাশিত হইল যে "এই বৎসর ৫ কোটি ৬০ লক্ষ মণ পাট উৎপন্ন হইবে, তদ্ভিন্ন বহু পরিমাণ মাল কৃষকদের ঘরে মজুত আছে।" এইরূপ পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইবার পরে মহাজনদের মনে হইল যে, মোটের উপর অন্ততঃ পক্ষে ৬ কোটি মন পাটের আমদানী হইবে। চাহিদার পরিমাণে আমদানী এত বেশী হইবে মনে করিয়া কোনও মহাজন পাট খরিদ করিতে সাহস করিল না এবং যাহার হাতে পাট মজুত ছিল সে বিক্রি করিতে আরম্ভ করিল। বাস্তবিক পক্ষে পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইবার পরে সকল মহাজনের মনে এমন একটা ত্রাসের সঞ্চার হইল যে, ১০।১৫ দিনের মধ্যেই পাটের দর মণ প্রতি ২৲ দুই টাকা হিসাবে কমিয়া গেল।

পাটের হিসাব

প্রতি বৎসর মোট কত পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইল, তাহার হিসাব সেই বৎসরের ১লা জুলাই হইতে পরের বৎসরের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত কলিকাতায় আমদানীকৃত পাটের তালিকা হইতে আমরা সাধারণতঃ পাইয়া থাকি। এই বৎসর এ পর্য্যন্ত মোট ৪ কোটি ২৫ লক্ষ মণ পাট কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে এবং আগামী ২০শে জুন পর্য্যন্ত আরও ৫০ লক্ষ মণ পাটের আমদানী হইবে বলিয়া মনে হয় সুতরাং এই বৎসর ৩০শে জুন পর্য্যন্ত মোট ৪ কোটী ৭৪ লক্ষ মণ পাঠ কলিকাতায় আমদানী হইবে। এই মাল বাদে গত বৎসর মফঃস্বলে কৃষকের হাতে যেরূপ পরিমাণ মাল ছিল এ বৎসরেও আনুমানিক সেই পরিমাণ মাল থাকিবে। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে এ বৎসর মোট ৪ কোটী ৭৫ লক্ষ মণ পাট উৎপন্ন হইয়াছে। খুব বাদ সাদ দিয়া হিসাব করিলেও মনে হয় মোটের উপরে ৬ কোটী মণের বেশী পাট এ বৎসর কিছুতেই উৎপন্ন হয় নাই।

অতএব দেখা যায় যে গত বৎসর পাঁচ কোটি মণের কম পাট উৎপন্ন হইয়াছে অথচ সরকারী হিসাব অনুযায়ী ধারণা হইয়াছিল যে, ৬ কোটী মণের বেশী পাট উৎপন্ন হইবে। আমাদের মনে হয় যে, কৃষি বিভাগের পূর্ব্বাভাষে যদি ৫ কোটি মণের কম পাট উৎপন্ন হইবার বিষয় উল্লেখ করা হইত, তাহা হইলে দর এত বেশী কমিত না এবং বাঙ্গলার কৃষকদের দুরবস্থা এতটা বেশী হইত না।

কলিকাতায় বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের (ইউরোপীয় বণিক সভা) একটি কমিটি আছে, যাহারা সরকারী কৃষি বিভাগকে পাটের পূর্ব্বাভাষ প্রস্তুত করা বিষয়ে পরামর্শ দিয়া থাকেন। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (দেশীয় বণিক সমিতি) মনে করেন যে, অনেক ইউরোপীয় বণিক গত বৎসর বহু পরিমাণ পাট "আগুতি" বিক্রয় করিবার চুক্তি করিয়াছিলেন এবং পাটের দর কমাইয়া বহু টাকা লাভ করিবার জন্য তাহারা কৃষি-বিভাগকে অতিরিক্ত পাট উৎপাদন হইবার পূর্ব্বাভাষ দিবার জন্য প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন। প্রকৃত উৎপন্ন মালের সহিত পূর্ব্বাভাষের এরূপ পার্থক্য দেখিয়া সর্ব্বসাধারণের এরূপ সন্দেহ হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে।

আমরা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, বাঙ্গলার কৃষি-বিভাগ বাঙ্গালী কৃষকগণের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত অথবা ইউরোপীয় বণিকগণের ব্যবসায়ের সাহায্যের নিমিত্ত সৃষ্টি করা হইয়াছে? তাহারা যদি বণিকদের স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে

স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠায় স্বদেশী ব্যাঙ্কের স্থান

বর্ত্তমানে যে সমস্ত জাতি উপযুক্ত মূলধন না থাকিতেও শিল্পব্যবসায়ক্ষেত্রে অল্প সময়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়া, জগতে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাঁহাদের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ব্যাঙ্কিং প্রথার উৎকর্ষ সাধন তাঁহাদের উন্নতির সর্ব্বপ্রধান কারণ। উদাহরণ স্বরূপ স্কটল্যাণ্ড, জার্ম্মাণী ও জাপানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে স্বদেশী শিল্পের সংগঠন ও প্রচারকার্য্য চালাইতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে স্বদেশী ব্যাঙ্ক ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং দেশবাসীর মধ্যে ব্যাঙ্কিং-এর অভ্যাস সৃষ্টি করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক সমূহের উপকারিতার কথা সর্ব্বসাধারণে প্রচার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ব্যাঙ্ক প্রধাণতঃ দুই প্রকার। (১) বাণিজ্য সহায়ক (২) শিল্প সংগঠক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শিল্প সংগঠক ব্যাঙ্কের উপকারিতার কথা আলোচনা করা হইতেছে।

মুলধনের অভাব।

প্রথমতঃ ধরা যাক্, বাঙ্গলা দেশের কোন্ জিলায় প্রচুর তৈলের বীজ উৎপন্ন হয় এবং তাহা বিদেশে রপ্তানী হয় এবং সেই পথে পরিশ্রমী বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী কতগুলি যুবক কার্য্যের অভাবে বেকার বসিয়া আছে, আরও ধরা যাক্, এই সকল যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও বাণিজ্য সম্বন্ধে জ্ঞানও অর্জ্জন করিয়াছে। কার্য্যকরী অর্থশাস্ত্রের নীতি সমুহ প্রয়োগ করিয়া দেখা গেল যে সেখানে যদি একটী তৈল পিষিবার কল বসান যায় তাহা হইলে তাহা যে কেবলমাত্র তাহাদের অন্নসংস্থান করিবে তাহা নহে, উহাতে স্বদেশী শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়া দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থায় উন্নতি সাধিত হইবে; কিন্তু এই উদ্যোগী যুবকদের প্রথম এবং প্রধান অভাব হইল উপযুক্ত মুলধন। জার্ম্মানী এবং জাপানে এই মুলধন সরবরাহ করিবার ভার লইয়া থাকে শিল্প সংগঠক ব্যাঙ্ক। এই সকল যুবক দেখিল যে তাহারা পার্টনারসিপ অথবা লিমিটেড কোম্পানী করিয়া যে মুলধন যোগাড় করিতে পারিল তাহা জমি এবং যন্ত্রপাতি কিনিতেই এবং গৃহ নির্ম্মাণ করিতে খরচ হইয়া গেল, কারবার চালাইবার অর্থ তাহাদের রহিল

"বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স" হইতে তাহাদের খরচ জোগান কর্ত্তব্য। যে বিভাগ প্রজাদের উপকার হইতে বেশী অপকার করে, গরীব প্রজার রাজস্ব হইতে সেই বিভাগ পোষণ করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক,
বঙ্গীয় পাট চাষী সমিতি।

না। জার্ম্মানী অথবা জাপানে যেখানে শিল্প সংগঠক ব্যাঙ্কের বহুল প্রচার বর্ত্তমান, ঐ সকল যুবক তাহাদের জমি যন্ত্রপাতি এবং কলগৃহ ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক রাখিয়া মূলধন যোগাড় করিয়া কারবার চালাইতে পারে; কিন্তু আমাদের দেশে ঐরূপ কোন ব্যবস্থাই নাই, এবং এরূপ ক্ষেত্রে যুবকদিগকে বাধ্য হইয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠার আশা বর্জ্জন করিতে হয়। আমাদের দেশে একে ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা খুব কম, তাহার উপর জমি এবং কারখানা ঘর এবং যন্ত্রপাতি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসায় প্রায় কেহই করে না। এই অব্যবস্থার প্রধান কারণ দুইটী।

বিল অব এক্সচেঞ্জ ও হুণ্ডি।

প্রথমতঃ এদেশে যে সমস্ত জয়েণ্টষ্টক এবং বিনিময় ব্যাঙ্ক আছে বিল্ অব্ এক্সচেঞ্জ অথবা হুণ্ডি জমা লইয়া টাকা ধার দেওয়াই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান ব্যবসায়। এই সকল ব্যাঙ্কের প্রায় সকলেই বিদেশী। এই দেশে স্বদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তাহাদের আগ্রহ বা উৎসাহ থাকিতে পারে না। তাহারা স্ব স্ব দেশের মাল এদেশের বাজারে খুব বেশীভাবে কাটাইতে পারিলে এবং এদেশের কাঁচামাল খুব সস্তায় ও সহজভাবে নিজেদের দেশে পাঠাইতে পারিলেই সন্তুষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ আমরা যে ইংরাজদের নিকট হইতে বর্ত্তমান ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করি, তাহাদের মুলধন এতই বেশী যে শিল্প সংগঠক ব্যাঙ্কের সহায়তা লইবার প্রয়োজন তাহাদের খুবই কম। ইংলণ্ডে প্রথম শিল্প বিদ্রোহের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল বলিয়া আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে তাহারা প্রভূত সঞ্চয় করিয়াছে। দেশে শিল্প সংগঠক ব্যাঙ্কের প্রচারে নেতৃত্ব লইতে তাহারা সক্ষম নহে।

তাই স্বদেশী শিল্প প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে স্বদেশী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে আমাদিগের নিজেদের উদ্যোগী হইতে হইবে। তাহা নিম্নলিখিত দুই প্রকারে হইতে পারে।

ব্যাঙ্কের প্রয়োজন।

শিল্প সংগঠক ব্যাঙ্কের পরিচালন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে বিভিন্ন শিল্প এবং অন্যান্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। তৈল পিষিবার যন্ত্রপাতি বন্ধক রাখিয়া তৈল পিসিবার কলের পরিচালকদিগকে টাকা ধার দিতে হইলে শুধু অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞ হইলেই চলিবে না। যন্ত্রপাতি, তাহার মূল্য কার্য্যকারিতা এবং প্রয়োগ প্রণালী সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞ হইতে হইবে। সেইরূপ কারখানা ঘর, কাঁচা মাল অথবা জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিতে হইলে আইন সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। তৈল ব্যবসার ভবিষ্যতের উপর টাকা ফেরৎ পাইবার সম্ভাবনা নির্ভর করে বলিয়া ব্যাঙ্কের পরিচালকদিগকে তৈল ব্যবসা সম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের দেশে এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞান যে একেবারেই নাই তাহা বলা চলেনা, কিন্তু যেটুকু জ্ঞান আছে তাহাও সঙ্ঘগঠন ও আরম্ভ করিবার শক্তির অভাবে কার্য্যকরী হইতে পায় না। তাই আমাদিগকে সঙ্ঘগঠন করিবার জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে, বাহিরের কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া নহে, নিজেদের অন্তকরণেই এই শক্তি সাধনার সহস্র উপাদান বর্ত্তমান।

দীর্ঘ মিয়াদে আমানত।

দীর্ঘকাল স্থায়ী আমানতী টাকা শিল্প-সংগঠক ব্যাঙ্কের একান্ত আবশ্যক। কারখানা গৃহ অথবা যন্ত্রপাতি বন্ধক দিয়া ধারকরা টাকা পরিশোধ করিতে কারখানার পরিচালকদের যথেষ্ট সময় লাগে। এই জন্য যদি চলৃতিখাতায় জমা অথবা অল্পকাল স্থায়ী আমানতী টাকা শিল্প সংগঠক ব্যাঙ্কের প্রধান নির্ভরস্থল হয় তাহা হইলে ব্যাঙ্ক কারবার করিতে পারে না। এই জন্য ঐ সমস্ত ব্যাঙ্কে যে সমস্ত টাকা গচ্ছিত থাকিবে তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে, আমানতকারীদের সহিত এইরূপ চুক্তি থাকা একান্ত প্রয়োজন। স্বদেশী বীমা কোম্পানীগুলির টাকা স্বদেশী শিল্প সংগঠক ব্যাঙ্কের উপযুক্ত নির্ভর স্থল হইতে পারে। অধুনা স্বদেশী বীমা কোম্পানীগুলির ব্যবসার যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে আশা করা যায় যে বীমা কোম্পানীগুলির অর্থে আমাদের দেশে শিল্পসংগঠক ব্যাঙ্কের ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা হইতে পারিবে। এবিষয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন হওয়াও প্রয়োজন। দেশবাসী যদি বলেন যে স্বদেশী বীমা কোম্পানীগুলির কর্ত্তৃপক্ষকে স্বদেশী শিল্প-সংগঠক ব্যাঙ্কে তাঁহাদের টাকা জমা রাখিতে হইবে তাহা হইলে আশা করা যাইতে পারে যে অদুর ভবিষ্যতে আমাদের শস্যশ্যামলা বাঙ্গালা দেশ ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।—বঙ্গবাণী

বিচিত্রা

দিনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শীতল অংশ হইতেছে সূর্য্যোদয়ের কিছু পুর্ব্বে।

*

স্পেনদেশের চাষীদের বিশ্বাস যে, আংটী ডুবান জলে চক্ষুরোগ ভাল হয়।

*

মানুষের হাতের তালুর চর্ম্ম চক্ষের চর্ম্ম অপেক্ষা ৭৬ গুণ বেশী মোটা।

*

জাপানের রেল ষ্টেশনে সময় জ্ঞাপনের জন্য 'লাউড্ স্পিকার' ব্যবহৃত হয়।

*

বিমানপোত পরিচালনা শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডের প্রায় দুইশত রমণী আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

*

ব্যাঙের ছাতার জন্য প্রতিবৎসর কানাডায় প্রায় ৩ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের গম বিনষ্ট হয়।

*

নিউ ইয়র্কে গত বৎসরে প্রথম পাঁচ মাসের মধ্যে ১২১টী খুন হইয়াছিল। তন্মধ্যে মাত্র ৪২টী বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছিল।

*

ভারতবর্ষে ইনকাম ট্যাক্স সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে—সিপাহী বিদ্রোহের দরুণ আর্থিক অভাব পুরণের জন্য।

*

লণ্ডনে যে সব বিদেশী বাস করে তার মধ্যে রাশিয়ানই বেশী তারপর পোল, ফরাসী, ইটালীয়ান ও আমেরিকানের সংখ্যা অধিক।

*

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের জেনারেল টম্‌সন এক নূতন রকমের বন্দুক আবিষ্কার করিয়াছেন। এই বন্দুকে মিনিটে ২৫টী গুলী ছোড়া যায়।

*

ফুলস্কেপ কাগজের জলছাপে পুর্ব্বে একটি ভাঁড়ের টুপী ও ঘণ্টা দেওয়া থাকিত। এই ভাঁড়ের টুপী হইতে ইহার নাম ফুলস্কেপ Fool's cap হইয়াছে।

*

নিউইয়র্কে নয়জোড়া যুবতী ক্রমাগত ৫৮১ ঘণ্টা অর্থাৎ তিন সপ্তাহ নৃত্য করিয়াছেন। নিদ্রার প্রয়োজন হইলে নৃত্যসঙ্গীর কাঁধে মাথা রাখিয়া সামান্য কিছুকাল ঘুমাইয়া লইতেন।

*

শুক্তি এত আশ্চর্য্যভাবে বর্দ্ধিত হয় যে, যদি একটী শুক্তিকে বিনা বাধায় সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে কেবল তাহাদের খোলাতেই যে বিরাট স্তুপ নির্ম্মিত হইবে, তাহা পৃথিবীর আকার অপেক্ষা ৮ গুণ বড়।

*

দুইজন অষ্ট্রিয়ান বৈজ্ঞানিক এক অদ্ভুত ফটো-ক্যামেরা বাহির করিয়াছেন। এই ক্যামেরা দ্বারা মানুষের পেটের ভিতরের ছবি ২০ সেকেণ্ডের ভিতরে ১৬ খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লেটের মধ্যে ২ লক্ষ বাতির আলোর তেজবিশিষ্ট ক্ষণিক বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় সময়ের মধ্যে তোলা হইবে। রোগীকে এই ক্ষুদ্র ক্যামেরাটী গিলাইয়া দিয়া পরে আলোর রেখা উহাতে দিতে হইবে। ঠিক এইভাবে লণ্ডন হাসপাতালে ও সম্প্রতি ইহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। রোগী এই ক্যামেরা অতি সহজে গিলিয়া ফেলিতে পারিবে। পাকস্থলিতে ক্যানসার প্রভৃতি রোগের ফটো তোলা উহাতে অতি সহজ হইবে। প্রত্যেকটী ক্যামেরার দাম ১৬০ পাউণ্ড।

মুসলিম জাহান

আফগানিস্তানের বিখ্যাত রেলওয়ে —

এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে স্থলপথে সংযোগ সাধন করিবার জন্য ভূতপূর্ব্ব আফগান রাজ আমানুল্লা জার্ম্মানীর কোন বৃহৎ কোম্পানীকে একটী রেলপথ নির্ম্মাণের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। আফগানিস্তানের নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের দরুণ ভূতপূর্ব্ব রাজার এই আদেশ কার্য্যকরী হয় নাই। বর্ত্তমানে রাজা নাদির শার শাসনে আফগানিস্তানে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। তিনি ভূতপূর্ব্ব রাজা আমানুল্লার এই সদনুষ্ঠানের অনুমোদন করিয়া জগতের একটী বিশেষ কল্যাণ সাধন করিলেন। এই রেলপথ আফগানিস্তান হইতে ইউরোপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। এক জার্ম্মান কোম্পানি এই বৃহৎ রেলপথ প্রস্তুত করিবার ভার লইয়াছেন। তাঁহারা নিজ ব্যয়ে এই রেলপথ প্রস্তুত করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ইহার কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিবেন, এবং এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেলওয়ের প্রত্যেক বিভাগে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক আফগান যুবককে সকল বিভাগের কার্য্যে পারদর্শী করিয়া তুলিতে হইবে এই সর্ত্ত হইয়াছে। তাহা হইলে নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহিত হইলে শিক্ষিত আফগানগণের দ্বারা এই বিখ্যাত রেলওয়ে সুপরিচালিত হইতে পারিবে। ভূতপূর্ব্ব রাজা আমানুল্লা তাঁহার রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক দুরদর্শিতার দ্বারা যাহা কল্পনা মাত্র করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী রাজা নাদির শা তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ দান করিয়া যশস্বী হইলেন।

এই রেলপথ প্রথমতঃ কাবুল হইতে জালালাবাদ হইয়া টার্কহাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। ইহাতে কাবুল হইতে আফগান সীমান্তে যাইবার বিশেষ সুবিধা হইবে। ইতিপূর্ব্বে খাইবার রেলওয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং কাবুল হইতে ভারতবর্ষে আসারও বিশেষ সুবিধা হইবে। প্রকৃত পক্ষে কাবুলই এই বিশাল রেলওয়ের সংযোগ স্থল হইবে। অপর একটী লাইন কাবুল হইতে গজনি হইয়া কান্দাহার পর্য্যন্ত সংযোজিত হইবে। কান্দাহার একটী ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। বিখ্যাত সুলতান মাহমুদ তথায় তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সময় এই নগরী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। কাবুল হইতে ইহা প্রায় ৩২৫ মাইল দুরবর্ত্তী। এই পথ তত দুর্গম নয়। পরে কান্দাহার হইতে আফগানিস্তানের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের হিরাট নগরী পর্য্যন্ত এই লাইন বর্দ্ধিত হইবে। হিরাট নগরী মধ্য এশিয়ার মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ স্থান। কিন্তু এই পথ বড়ই দুর্গম। এই স্থান আফগানিস্তানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এই স্থানের অধিকাংশ স্থল শীতকালে সর্ব্বদা বরফে আচ্ছাদিত থাকে। শীতকালের কয়েক মাস এই প্রদেশের জনগণের দুর্গতির সীমা থাকে না। এই আইন প্রস্তুত হইলে তাহাদের চলাচলের যেমন সুবিধা হইবে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীও তাহারা প্রাপ্ত হইবে।

আফগানিস্তানের এই রেলওয়ে ভবিষ্যতে হিরাট হইতে রুশিয়ার বিখ্যাত "কাসক" ও "টারমেজ" রেলওয়ের সহিত মিশ্রিত হইবে। কাবুলের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে টারমেজ পর্য্যন্ত এই পথ অতিশয় দুর্গম। এই পথে যে সকল পর্ব্বতমালা আছে তাহার উচ্চতা স্থানে স্থানে ৯০০০ ফিটেরও অধিক। বর্ত্তমানে এই পথ প্রস্তুত হইবে না। কিন্তু কাবুল হইতে কাসক পর্য্যন্ত লাইন প্রস্তুতের কাজ এখন হইতেই চলিতে থাকিবে। এখন দেখা যাইতেছে যে আফগানিস্তানের উত্তর পশ্চিম দিকে এই লাইন কাবুল হইতে কান্দাহার হইয়া হিরাট এবং কাসক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে এবং কাবুলের পূর্ব্বদিকে, কাবুল হইতে জালালাবাদ ও টার্কহাম হইয়া একেবারে খাইবার রেলওয়ে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। অপর একটী লাইন কান্দাহার হইতে চমন হইয়া কোয়েটা পর্য্যন্ত গমন করিবে। কাজেই কান্দাহার একটী প্রসিদ্ধ জংসনে পরিণত হইবে। পেশোয়ার অথবা কোয়েটার যাত্রীদিগের ইহাতে বিশেষ সুবিধা হইবে। ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপ যাত্রী ভ্রমণ পথে কোয়েটা চমন, কান্দাহার হিরাট ও কাসক, পুনরায় কাসক হইতে "ট্রান্স ক্যাসপিয়ান" রেলওয়ে যোগে মারভ পর্য্যন্ত, পুনরায় মারভ হইতে টাজেণ্ড, ডোমাক্, আসকাবাদ এব ওরনা াগ হইয়া মস্কো, লেনিনগ্রেড, ওয়াস ও অবশেষে বার্লিন উপস্থিত হইবে।

এই প্রচেষ্টা ফলবতী হইলে মধ্য এশিয়া ও মধ্য ইউরোপ এক প্রকাণ্ড স্থল পথের দ্বারা মিলিত হইয়া জগতে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করিবে! এই মিলনের দ্বারা উভয় দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বর্ত্তমানে জলপথে যে আদান প্রদান হইতেছে ভবিষ্যতে তাহা স্থলপথে সাধিত হইবে। এই রেলপথে এসিয়া হইতে ইউরোপ পৌঁছিতে সাতদিনের বেশী সময় লাগিবে না।

জার্ম্মান কোম্পানী তাহাদের নিজ ব্যয়ে এই লাইন প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কেবল মাত্র তাহাই নহে, তাঁহারা আফগান রাজের এই অনুমতি প্রদানের জন্য তাঁহাকে উপযুক্ত নজর দিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতেও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

এই লাইন প্রস্তুত হইলে অন্যান্য সকল পরিবর্ত্তন অপেক্ষা আফগানিস্তানের সর্ব্বাপেক্ষা লাভের বিষয় এই হইবে যে, বর্ত্তমানে আফগান জাতির যে অংশ সম্পূর্ণ পার্ব্বত্য জাতি বলিয়া অভিহিত হইতেছে সেই সকল লোক শিক্ষায় ও জ্ঞানে প্রকৃত মানুষ হইতে পারিবে। আফগানিস্তানের পক্ষে ইহা কম লাভের বিষয় নহে। যে সকল জাতি সর্ব্বদা দস্যুবৃত্তি অথবা নানাবিধ অন্যায় উপায়ে নিজেদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে তাহারা মানুষ

হইবে, মানব সমাজে তাহারা আপনাদের স্থান বাছিয়া লইবে, ইহা আফগান জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয়। যে সকল লোক অকর্ম্মণ্য হইয়া অন্যায় ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে তাহারা নূতন কর্ম্মের স্থান প্রাপ্ত হইয়া উন্নত জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হইবে। ইহাতেই আফগান জাতি গড়িয়া উঠিবে।

এই নূতন লাইন নির্ম্মিত হইলে জগতে বাজারের পরিধি আরও বাড়িয়া যাইবে। তাহাতে সকল জাতিরই বিশেষ লাভের সম্ভাবনা।—সঞ্জীবনী

রাজা জগুর মৃত্যু-সংবাদ

বেলগ্রেড হইতে এই মর্ম্মে এক গুজব প্রচারিত হইয়াছে যে, আলবানিয়ার নরপতি রাজা জগু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় কারণে এই সংবাদ গোপন রাখা হইয়াছে।

পাকস্থলীর গোলযোগ বশতঃ রাজা জগু সম্প্রতি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তিনি চিকিৎসার জন্ম ভিয়েনার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ লইয়াছিলেন। হাসপাতালে থাকিবার সময় তাঁহাকে আক্রমণের জন্য একবার শত্রুপক্ষের চেষ্টা হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, রাজা জগু বাঁচিয়া আছেন এবং টিরানায় সুস্থ শরীরেই আছেন—লণ্ডনস্থিত আলবানিয়ার রাজদূত এই মর্ম্মে এক বর্ণনা দিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ সীমান্ত মোল্লা পরলোকে

ছকনৌরের মোল্লা আমীর মোহাম্মদ আখুনজাদা পরলোকগমন করিয়াছেন। আফগান রাষ্ট্রনীতিতে ইনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন।

তুরাংজাইয়ের হাজী মমন্দদেশে পীড়িত অবস্থায় আছেন বলিয়া খবর আসিয়াছে।

[ছকনৌরের মোল্লা, মিস এলিসের উদ্ধারকার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সীমান্তের পাঠানদের মধ্যে ইহার অসীম প্রভাব ছিল। তুরাংজাইয়ের হাজী "সীমান্ত গান্ধী" খাঁ আবদুল গফুর খাঁর শ্বশুর। মহাত্মা গান্ধীর মুক্তির দাবী করিয়া ইনি গত বৎসর পেশোয়ার আক্রমণ করিয়াছি[illegible] ইংরেজ[illegible] কারবা তুলিয়াছিলেন।]

কাবুলে বিষম ভুমিকম্প

কাবুলের উত্তরে পাঞ্জাশায়ার নামক জেলাতে ভুমিকম্পের ফলে ১৫ জন লোক নিহত হইয়াছে এবং ৫০ খানা বাড়ী ধ্বংশ হইয়াছে। আর অনেক গুলি বাড়ী ফাটিয়া গিয়াছে।

কাবুলের সংবাদপত্র "ইসলাতে" প্রকাশ যে পাঞ্জাশায়ারের নিকটবর্ত্তী একটী আগ্নেয়গিরির জন্য এই ভুমিকম্প হইয়াছে।

তুর্কি কারখানার কলঙ্ক

কনষ্টাণ্টিনোপলের নার্কটিক মাদক দ্রব্যের (ইহা নিদ্রা ও মত্ততাজনক ঔষধ) ৩টি বিরাট কারখানার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কারখানাটিকে তুর্কি গবর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং উহার ডাইরেক্টরকে ১৮ হাজার পাউণ্ড (প্রায় ২ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা) জরিমানা করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের এই প্রকার কড়া নীতির কারণ হইতেছে এই যে, পুলিশ কারখানায় খানাতল্লাসী করিয়া বিপুল পরিমাণে "মর্ফিয়া" পাইয়াছিল। এই সমস্ত "মর্ফিয়া" বিদেশ হইতে বে-আইনীরূপে বিমান পোতযোগে আমদানী করা হইয়াছিল।

—

জানানা জাহান

তুরস্কে নারী প্রগতি

—মোহাম্মদ মোদাব্বের

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যোহারা মুফিত হানম নাম্নী জনৈক তুর্কী মহিলা বলিয়াছেন :—"আমি আমার কর্ম্ম জীবনকে খুবই পসন্দ করি। দুনিয়ার মধ্যে সত্যই যদি কোন আনন্দের জিনিষ থাকে তাহা হইলে আমার বোধ হয় সেটা কাজ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। সুখের বিষয় অধুনা তুর্কী নারীরা ঘোমটার বালাই ছাড়িয়া কাজের পথে নামিয়াছে। এটা সাম্যের যুগ; তুর্কী নারীরাও যে একে একে পুরুষের সমান অধিকার লাভের জন্য কাজে নামিয়াছে, ইহাতে আমি যে কত আনন্দিত হইয়াছি তাহা অন্যকে বুঝান যায় না! যাহা হউক, আমাদের দাবী আদায় করিতে গিয়া যেন বেচারা পুরুষদের সহিত দ্বন্দ্বে রত না হই! সামাজিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে পুরুষদের কাঁধে ভর করিলে চলিবে না; তবে পুরুষের সাহায্যের আবশ্যক আছে।"

তুরস্কের বিখ্যাত নারী ব্যবহারজীব সাফিদে হানম তুরস্কের একটি সভায় বক্তৃতাকালে ও সংবাদপত্র মারফত বলিয়াছেন :—"কোনো জাতির উন্নতি করিতে হইলে সেই জাতীর প্রত্যেককে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাপাইয়া পড়িতে হইবে। অবশ্য সেই জাতির প্রত্যেক মানুষের কর্ম্ম পন্থা এক হওয়া আবশ্যক। আর কর্ম্ম প্রচেষ্টা পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে চলিবে না; কারণ দুনিয়ার পুরুষ মানুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা অনেক বেশী। মানুষ জাতির এত বড় অংশকে বাদ দিয়া কোন কার্য্যে সাফল্য লাভ করা যায় না। নারীরাও যে পুরুষের কাছে চোখ রাঙানি না খাইয়া আলস্য ত্যাগ [illegible]রাও ভাল নয়। পুরুষও নারীকে সম্মিলিত ভাবে কাজ করিতে হইবে। ছোট মেয়েকে কাজ করিতে হইবে, যুবতী নারীকে কাজ করিতে হইবে এবং অশীতিপর বৃদ্ধাকেও কাজ করিতে হইবে। ফলতঃ কাজই যেন নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হয়। কাজের মধ্য দিয়াই নারীরা তাহাদের ইপ্সিত ফল লাভে সমর্থা হইবে।"

তিনি আরও বলেন যে "বিবাহের পর যদি সন্তবপর হয় এবং আবশ্যক হয় তবে যে সকল যুবতী চাকরী করেন তাঁহাদিগকে চাকুরী ছাড়িতে হইবে। গৃহের শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইলে গৃহিনীকে চাকুরী করিলে বা নিত্য নৈমিত্তিক সাংসারিক ব্যাপার হইতে দূরে থাকিলে চলিবে না। তবে বাহিরের সমস্ত সংশ্রব হইতে দূরে থাকিতে আমি বলি না। ঘরে বসিয়াও অনেক নারী জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনা করিতে পারেন।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের অপেক্ষা তুরস্কের নারীরা অনেকটা বেশী স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে

তুরস্কের আধুনিক শিক্ষয়িত্রী

"সিভিল কোড" অনুসারে ফ্রান্সের নারীদের চেয়ে তুরস্কের নারীরা বেশী স্বাধীন। অবশ্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এরা সুইজারল্যাণ্ড বা ইংলণ্ডের নারীদের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে; তবে তুর্কী মেয়েরা যে আর বেশী দিন পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না তাহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। তারা রাজনীতিক্ষেত্রে পুরুষের মতই সমান অধিকার চায়। কিন্তু চাহিলেই পাওয়া যায় না; পাওয়ার মত যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে। এই যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য তুর্কী মেয়েদের শিক্ষায় আরও উন্নতি করা চাই।

ইতিমধ্যে তুর্কী নারীরা তুর্কী সাধারণতন্ত্রের নিকট হইতে অনেকটা অধিকার আদায় করিয়াছে এবং অনেক তুর্কী মহিলা রিপাব্লিকান গবর্ণমেণ্টের অধীনে কতকগুলি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।"

ভাগ্যহীন কাহারা

তুরস্কের জানানা হাসপাতালের ডাক্তার মিস্ সুয়াত রসিম হাসুম বলেন, যাহাদের জীবন যাত্রার ভার অন্যের উপর ন্যস্ত থাকে তাহাদের মত দুর্ভাগা জীব দুনিয়ায় আর নাই। হয়ত এই দুর্ভাগ্যের স্বরূপ তুর্কী নারীরা বুঝিয়াছে, তাই কাজের জন্য তাহাদের মধ্যে এইরূপ প্রেরণা জাগিয়াছে। আমি

আশা করি যে তুর্কী নারীরা অচিরে তাহাদের মধ্যে এমন এক উন্নতির যুগের বান ডাকাইবে যাহার ফলে তাহাদিগকে আর পুরুষের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না।

তিনি আরও বলেন যে, "তুর্কী নারীদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তাহারা যেরূপে কর্ম্মসমুদ্রে ঝাপাইয়া পড়িয়াছে তাহাতে আমি খুবই আশা করিতে পারি যে কয়েক যুগ পূর্ব্বে এখানকারই যে নারী জাতীকে গৃহ পালিত জীব বিশেষ করিয়া রাখা হইত দুনিয়ার প্রত্যাখ্যাত উৎপীড়িত নারী জাতীরই সেই এক অংশ ভবিষ্যতে তুরস্কের রাষ্ট্রজীবনে হয়ত একটা নূতন কর্ম্ম-ধারার সূচনা করিবে;

পাশ্চাত্য দেশ সমূহে থিয়েটারের অভিনেত্রী হিসাবে নারীরা যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছে, তুরস্কের নারীরা অভিনেত্রী হিসাবে ততটা খ্যাতিলাভ করিতে এখনও সক্ষম হয় নাই। তবে ইহা নিশ্চয় যে এদিক দিয়াও তাহারা অদূর-ভবিষ্যতে সফলতা লাভ করিবে। রাফেত সুরাইয়া হানম নাম্নী জনৈক তুর্কী মহিলা বার্লিন ইউনিভার্সিটির একজন গ্রাজুয়েট ও দর্শন শাস্ত্রের ছাত্রী। তিনি তাঁহার ছাত্র-

আধুনিক তুর্কী ছাত্রী

জীবনেই অভিনয়ের দিক দিয়া অনেকটা সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, এবং এখনও তিনি তুরস্কে অভিনয় শিল্পের উন্নতির জন্য যেরূপ ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় শীঘ্রই তিনি দুনিয়ার অভিনেত্রীবৃন্দের মধ্যে একটী বিশিষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারিবেন।

মোটের উপর যে রকমটী করিলে একটী জাতি দুনিয়ায় নিজেদের বিশেষত্ব বজায় রাখিতে পারে, তুর্কী জাতি তাহার সব-কিছুই করিতেছে। বিশেষ করিয়া তুরস্কের নারী আন্দোলন এই দেশটার উন্নতির পথ অধিকতর সুগম করিয়া দিয়াছে। দুনিয়া আজ ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতেছে যে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কোন দেশ যতই পশ্চাতে পড়িয়া থাকুক না কেন, সে দেশের নারীশক্তি যদি একবার জাগিয়া উঠে তবে তাহার অগ্রগমনে বাধা দিবার মতন ক্ষমতা দুনিয়ার কোন শক্তিরই থাকে না।

মহাবাহু মুস্তাফা কামাল পাশা ও তুর্কী জননী হালেদা এদিব হানম প্রমুখ মনীষীগণ তুর্কী নারীদিগকে যে পথে পরিচালিত করিয়াছেন, সে পথ দুর্গম হইলেও ভবিষ্য শান্তির, আপাতঃ কঠোর হইলেও চির উন্নতির।

দুনিয়ার সকল জাতিই আজ বিশ্বাস করে যে তুর্কী নারীরা যে পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে সে পথে বাধার চেয়ে সিদ্ধিই বেশী, বিফলতার চেয়ে সাফল্যের সম্ভাবনাই ষোল আনা।

নারী-স্বাধীনতা-বিরোধীগণ ব্যতীত আর সকলে ইহাও স্বীকার করিবেন যে তুরস্কে যদি একটা নূতনতম যুগের প্রবর্ত্তন হয়; তাহা নারীদিগের দ্বারাই হইবে। তুর্কী নারীরা তুরস্কের উন্নতির স্বর্ণ-দ্বার উন্মুক্ত করিবে।

—

সভা-সমিতি

দেশবন্ধু স্মৃতিবার্ষিকী

পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ষষ্ঠ বার্ষিক মৃত্যু স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৬ই জুন মঙ্গলবার কলিকাতার সর্ব্বত্র ও শহরতলীর নানাস্থানে সভা সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। বিখ্যাত কংগ্রেস কর্ম্মীগণ এই সকল সভায় বক্তৃতা করিয়া জনসাধারণকে দেশবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

অপরাহ্নে কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার, বিডন স্কোয়ার হ্যালিডে পার্ক, তারা সুন্দরী পার্ক ও অন্যান্য স্থান হইতে নরনারীর শোভাযাত্রা বাহির হয়। সন্ধ্যায় বিভিন্ন পার্কে স্মৃতি সভার অধিবেশন হয়। প্রত্যেক সভায়ই বিপুল জন সমাগম হইয়াছিল। কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে (যেখানে পরলোক গত মিঃ দাসকে দাহ করা হইয়াছিল) বহুলোক সমবেত হইয়া মিঃ দাসকে স্মরণ করিয়াছিলেন।

মিঃ বঙ্কিম মুখার্জ্জির সভাপতিত্বে মিরজাপুর পার্কে এক জনসভার অধিবেশন হয়। এই সভায় বক্তৃতাদান করিতে দাঁড়াইয়া মিঃ যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত বলেন, দেশবন্ধু দাস কি ভাবে জনসাধারণের শ্রদ্ধার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, ছয় বৎসর পরও আজ নূতন করিয়া তাহা মনে পড়িতেছে। মিঃ দাশের জীবন হইতে এই উপদেশ পাওয়া যায় যে, কোনও দেশের জন সাধারণকে পরিচালনা করিতে হইলে সেই দেশের অধিকাংশের সঙ্গে নিজেকে মিশাইয়া দিতে হয়। অপরের চেয়ে দেশবন্ধু এই কথাটি বেশী করিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং এই জন্যই তিনি এক দিনে 'বৈরাগী' সাজিতে পারিয়াছিলেন। দেশবন্ধুর জীবনের আর একটী মূল্যবান শিক্ষা এই যে, তিনি দেশের-কল্যাণের জন্য কোনও নীতির প্রতি বিশ্বাসবান হইলে প্রাণপণে ঐ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন এবং ঐ নীতিকে সফল না করিয়া কখনও ছাড়িতেন না। এই দৃঢ়তার বলেই তিনি, দ্বৈত শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের ভাটার সময় স্বরাজ পার্টি গঠন করিয়া আমলাতন্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। উপসংহারে মিঃ সেনগুপ্ত বঙ্গবাসীকে কংগ্রেসের অবস্থা-উপলব্ধি করিতে বলেন এবং নূতন প্রেরণা সহকারে বাঙ্গলার কংগ্রেসে নবজীবন দান করিতে অনুরোধ করেন।

মিঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে হরিশপার্কে এক জনসভার অধিবেশন হয়। মিঃ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে দেশবন্ধুর ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেই তাঁহার প্রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করা হইবে। মিঃ হেমেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত প্রভৃতি বক্তৃতা করিলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

মিঃ জে, এম সেন গুপ্তের সভাপতিত্বে দেশবন্ধু পার্কে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মিঃ সেনগুপ্ত বলেন যে, দেশবন্ধুর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্টভাবে মিশিতে পারিয়াছিলেন এবং মাতৃভূমির সেবায় তাঁহার সঙ্গে একযোগে কাজ করিবার সৌভাগ্য বক্তার হইয়াছিল। কর্ম্মক্ষেত্রে দেশবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিলেই দেশবন্ধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইবে।

বসন্তলাল মুরারকার সভাপতিত্বে হ্যালিডে পার্কে বড়বাজার কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কয়েকজন বক্তা এই সভায় বক্তৃতা করেন।

মিঃ ললিতমোহন দাসের সভাপতিত্বে আলবার্ট হলে এক সভার অধিবেশন হয়। মিঃ সন্তোষকুমার বসু ও মিসেস মোহিনী দেবী প্রভৃতি এই সভায় বক্তৃতা করেন। কলিকাতা ও সহরতলীর নানাস্থানে আরও বহু সভা সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল।

ডাক কর্ম্মচারী সম্মেলন।

গত ১৪ই এবং ১৫ই জুন এলবার্ট হলে বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশের ডাক ও আর, এম, এস কর্ম্মচারীদের দ্বাদশ সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, এম, এল, এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় নানা জিলা হইতে প্রায় দুইশত প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন: দর্শক ও প্রতিনিধি লইয়া সভায় প্রায় একহাজার লোক সমবেত হইয়াছিল।

সভাপতি মহাশয় বলেন যে, সরকারের ব্যয় কমান আবশ্যক বটে, কিন্তু বড় বড় কর্ম্মচারীদের মোট বেতন না কমাইয়া এবং অনাবশ্যক পদগুলি উঠাইয়া না দিয়া শুধু গরীব কর্ম্মচারীদের বেতনের উপর হাত দিতে হইলে হয়ত অনর্থের সৃষ্টি হইতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, পোষ্টাফিস বিভাগে সরকারের লাভই হইয়া থাকে, টেলিগ্রাফ বিভাগে অনাবশ্যক ব্যয়হেতু লোকসান

হয়। দুই বিভাগের হিসাব মিলাইয়া সরকার লোকসান দেখাইতেছেন। সভায় অনেকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। গ্রামে গ্রামে যে সব ই, ডি, এ গণ ও রাণার ও প্যাকার প্রভৃতি সামান্ত ভাতায় কাজ করে তাহাদের বেতনবৃদ্ধির জন্ত সরকারকে অনুরোধ করা হয়। সভায় বেশ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল।

রামপালে কৃষক সম্মেলন।—

গত ১০ই জুন বাগেরহাটের শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ মালাকার বি, এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে রামপাল থানার কৃষক সম্মেলন বুড়ীরডাঙ্গা গ্রামে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মওলবী উকিলদ্দিন খোন্দকার, শ্রীযুত রণদাকান্ত রায় চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ পাল প্রভৃতি কৃষকবন্ধু নেতাগণ বাগেরহাট হইতে উক্ত সম্মেলনে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। রামপালের শ্রীযুত যোগেন মণ্ডল, হরিবর সরকার, ২ জন মুসলমান ভদ্রলোক ও বাগেরহাটের বক্তাগণ বক্তৃতা করেন। শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন জোয়ার্দ্দার মহাশয়ের ও বুড়ীরডাঙ্গার যুবক সমিতির অক্লান্ত পরিশ্রমে সম্মেলনটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। সম্মেলনে বাগেরহাট কৃষক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় ও সেখানকার নমঃশূদ্রও মুসলমানগণ কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়াছেন।

বগুড়া জেলা যুব সম্মেলন

পীর বাদশা মিঞার সভাপতিত্বে আক্কেলপুরে বগুড়া জেলা যুবসম্মিলনীর অধিবেশনের আয়োজন দ্রুত সম্পন্ন হইতেছে। সাত হাজার লোকের বসিবার মত স্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকগণ সামরিক কায়দায় শিক্ষিত হইতেছেন। সম্মিলনীকে সফল করিবার জন্ত অভ্যর্থনা সমিতি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। যতই তারিখ নিকটবর্ত্তী হইতেছে, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীদের মধ্যে ততই অধিক সাড়া পড়িতেছে। চারিদিক হইতে বিশেষভাবে সহানুভূতিসুচক পত্রাদি পাওয়া যাইতেছে। বহু খ্যাতনামা দেশসেবকগণের নিকট হইতে সম্মিলনে উপস্থিত হইবার প্রতিশ্রুতিপত্র পাওয়া গিয়াছে। ... জেলার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলিও বিশেষভাবে সাড়া দিয়াছেন। আশা করি যেসমস্ত প্রতিষ্ঠান এখনও সংবাদাদি দেন নাই অথবা লন নাই, তাঁহারা অবিলম্বে অভ্যর্থনা সমিতির অফিসে পত্র দিবেন।

বগুড়ার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সংখ্যক প্রতিনিধি ও দর্শক সম্মিলনে যোগদান করিবেন, এরূপ আভাস পাওয়া গিয়াছে।

প্রতিনিধিগণের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

আফজাল হোসেন, সম্পাদক
অভ্যর্থনা সমিতি।

প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা

ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অফ পপুলার সায়েন্স ও লিটারারী ফেডারেশনের সহঃ সাধারণ সম্পাদক মিঃ মোহাম্মদ ইসমাইল জানাইতেছেন :—

আগামী শ্রাবন মাসে ভারতীয় জন বিজ্ঞান মন্দির ও ছাত্র সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ছাত্র শিক্ষা সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন কলিকাতায় হইবে; এই উপলক্ষে ছাত্রগণ কর্ত্তৃক প্রবন্ধ প্রতিযোগীতাও হইবে।

বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের নানা শাখায় বিয়াল্লিশটি বিষয় নির্ব্বাচন করা হইয়াছে এবং এই প্রতিযোগীতায় যে কোনও ছাত্র বা ছাত্রী যোগ দিতে পারিবেন। বিষয়গুলি নিম্ন এবং উচ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত এবং রচনাগুলি আপিসে পাঠানর শেষ তারিখ আগামী ২০শে জুলাই।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য প্রত্যেক শাখায় তিনজন করিয়া 'সম্মান পত্র' পদক বা পুরস্কার পাইবেন। কোনও শাখার রচনা পুরস্কারের উপযুক্ত না হইলে "পরিক্ষক সভা" পুরস্কার প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। কয়েকজন খ্যাতনামা বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ের অধ্যাপক এই 'পরিক্ষক সভার' সভ্য হইবেন, তাঁহাদের নির্ব্বাচন শেষ নির্ব্বাচন বলিয়া গ্রহণ করা হইবে।

যাঁহারা এই প্রতিযোগীতায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক ঠিকানায় দুইখানি অর্দ্ধ আনা মুল্যের ডাক টিকিটের সহিত বিষয় তালিকা এবং আবেদন পত্রের জন্য ২২।২ ডি, পাইকপাড়া রোডে সাধারণ সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিতে হইবে।

কল্পলোক

"—এই কি নিয়তি ?"

শ্রীস্মরজিৎ কুমার মৌলিক বি, এ,

রাত্রি নয়টা...

গোলদীঘির ধারে বসিয়া আছি, হঠাৎ পিছন ফিরিয়া দেখি ঠিক আমারই গা ঘেসিয়া একটী লোক দাঁড়াইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাঁসিতেছে।

ভারী রাগ হইল, জানা নাই শোনা নাই একজন ভদ্রলোকের গায়ের উপর দাঁড়াইয়া এই রকম হাঁসা। উঠিয়া দাঁড়াইলাম...

খপ্ করিয়া আমার হাত দুইটা ধরিয়া লোকটা বলিল,—ব'সো, ভাবছ আমি চাষা ভূষো কি অন্ত কেউ ? বাইরের চেহারাতে যদিও তাই কিন্তু ভিতরটা আমার খাঁটী ভদ্র......ইব্রাহিমকে চিনতে ?...

ইব্রাহিম আমার বন্ধু...বলিলাম, কেন বল তো ?...তাকে তুমি কি করে চিন্‌লে ?

আগে ব'সো তারপর বল্‌ছি...সে এক প্রকার জোর করিয়াই তাহার পার্শ্বে আমাকে বসাইল...

লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম তৈলহীন রুক্ষ চুলগুলি বাতাসে ফুর ফুর করিয়া উড়িতেছে, ...কোটরাগত চক্ষু দুইটী নেশাখোরের মত টকটকে লাল, দেখিলে সত্যই ভয় হয়...মুখখানিতে তার অসম্ভব রকম দারিদ্র্য মাখানো...

একটু ম্লান হাসিয়া সে বলিল, দেখতো এই কুৎসিত মুখখানার সঙ্গে পাঁচ বৎসর আগেকার চেনা কোন মুখের মিল আছে কিনা...আমি কিন্তু তোমাকে ঠিক চিনেছি...

ভাল করিয়া দেখিলাম, ইব্রাহিমই বটে। বহুদিন পরে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে কাছে পাইয়া আমার সে কি আনন্দ ! আমি তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম... কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আমার কৃতকার্য্যের জন্ত ক্ষমা চাহিতে সে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, পাগল, তুই তো তুই, ঘুমিয়ে উঠে যদি আয়না দিয়ে মুখ দেখি তাহ'লে হয়তো আমাকে আমিই চিন্‌তে পারব না...

সে একে একে আমার সমস্ত কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল...এই পাঁচ বছরের সমস্ত ইতিহাসই তাহাকে বলিতে হইল কিছুই গোপন করা চলিল না...

একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সে তাহার ইতিহাস আরম্ভ করিল—

"খুলনা থেকে বাবা বদলী হয়ে যশোরে আস্‌বার পর সেখানে দুটী বছর বেশ কাটে। তারপর একদিন বাপ অকস্মাৎ কলেরায় মারা যান। আমাদের সুখের সংসারে দুঃখ ঘনিয়ে আসল। দু'দিন গেল না, যখন পাওনাদারেরা তাগাদা আরম্ভ ক'রল তখন একদিন ব্যাঙ্কের পাশ বই খুলে দেখলাম জমা এক পয়সাও নেই, বাবা আয়ের চেয়ে ব্যয়ই করে গেছেন বেশী। মা চোখের জল ফেললেন; নিজেদের ভরণপোষণের কথা ভেবে নয়,—ঘাড়ের উপর তখন তাঁর দুটী অবিবাহিতা কন্যা। দুঃখ কাকে বলে কোনদিন জানিনি, বাবাও কোনদিন জান্‌তে দেন নি। সমস্ত আস্‌বাব পত্র বিক্রি করে পাওনাদারের দেনা মিটিয়ে দুটী বোন ও মায়ের হাত ধরে মামার বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। মামা ঠাঁই দিয়েছিলেন,—ইচ্ছা করে নয়। মামী ছিলেন দ্বিতীয় পক্ষের—তাঁরপর মেজাজও ছিল একটু রুক্ষ, তাঁর কথার উপর মামার কোন কথা টিক্‌ত না...আমার মায়ের দরদী হলেও মামীমার ভয়ে মামার সে দরদ প্রকাশ পেত না...

এই ভাবে চল্‌তে থাকে। মার কিন্তু মামীমার সব ব্যবহার ভাল লাগ্‌ত না। একদিন বড়ই কষ্ট পেয়ে তিনি আমাকে বললেন, "ইব্রাহিম, আর নয়, চল, আমরা মায়ে পোয়ে বেরিয়ে পড়ি, পরের অধীন হ'য়ে জীবন কাটাবার চেয়ে চল, ওই খোলা আকাশের নীচে গিয়ে মরিগে—সে মরণে সুখ আছে...

আমি বল্‌লাম, কিন্তু মা ভেবে দেখছ না— লুৎফা আর রাবেয়ার উপায় কি হবে ?—

মা বাধা দিয়ে বললেন, উপায় কে কার করে বাবা ? চল আস্‌ছে কালই আমরা বেড়িয়ে পড়ি; খোদার দুনিয়ার দুটো ক্ষুদ কুড়োর অভাব হবে না...

মায়ের মুখে এ কথা শুনে আমার বড় আনন্দ হ'ল। দুদিন পরে আমরা ক'লকাতা যাত্রা কর্‌লাম। মামা আস্‌বার সময় মাকে ৫০টী টাকা দিয়ে দিলেন, মামীমাকেও চোখ মুছ্‌তে দেখেছিলাম।

বাগবাজারে আমরা বাসা নিই...একটা গলির ভিতর একখানা খোলার ঘর, ভাড়া ঠিক হয় অনেক কষ্টে মাসিক পাঁচ টাকায়। বাড়াওয়ালী জানিয়ে দিয়েছিল মাসের প্রথম দিনে ভাড়া না দিলে বাসা ছেড়ে দিতে হবে। তাতেই রাজী হই।

তখন গ্রীষ্মকাল। বংশের গৌরব ও আত্মমর্য্যাদা ভুলে যখন কলকাতার রাস্তায় তরকারি ফিরি করে বাসায় ফিরতুম তখন মা ও বোনেদের হাঁসিমুখগুলো দেখে আমার গর্ব্বের সীমা থাকত না। লেখাপড়া আমি যথেষ্ট শিখেছিলাম কিন্তু চাকুরীর চেষ্টা কোনদিন করিনি, আর করবার চেষ্টাও ছিল না। মা বলতেন, উপোস করে মরিস্ তবু পরের গোলামী করিস নে, ওতে নাকি লোকে তার নিজস্ব হারিয়ে ফেলে। আমি তাঁর আজ্ঞা চিরদিনই পালন করেছি। স্বাধীন ভাবে আয় করে জীবন কাটানো মা বড় পছন্দ করতেন। তিনি সময় মত মেয়েদের সাহায্য নিয়ে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জামা তৈরী করে দোকানে পাঠিয়ে দিতেন। এতে আমাদের লাভ হ'ত বেশ।

লুৎফা একদিন হাঁসতে হাঁসতে বলেছিল, দাদা, বাঙ্গলার ঘরে মেয়ে পুরুষেরা যদি এই ভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে তাহ'লে কি চাকুরীর জ্বালা কাউকে সহ্য করতে হয়, না উপোস করে কাউকে মরতে হয় ? এই যে আজ হাজার হাজার নিরন্ন বস্ত্রহীন রাস্তায় দাঁড়িয়ে পরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে এদের কি দেখ্‌বার কেউ নেই, না এদের উপায় কেউ করতে পারে না ? রাবেয়া তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিল, ভয় কি লুৎফা, যে অহিংসার মন্ত্র আজ সারা ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছে, দেখবি সেই মন্ত্রের জোরে ওই হাজার হাজার নিরন্ন বস্ত্রহীন একদিন সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করবে। সময় চাই।"

ইব্রাহিম নীরব হইল।

আমি মন্ত্র-মুগ্ধের মত তাহার কথাগুলি শুনিতেছিলাম, হঠাৎ তাহার এই নীরবতায় চাহিয়া দেখি তাহার দৃষ্টি উদাস— দুইটী চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহাকে নাড়া দিয়া বলিলাম, কিহে কাঁদছ নাকি ? শ্রাবণের ধারার মত তাহার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। একখানি ছেঁড়া নেকড়া দিয়া চক্ষু দুইটী মুছিয়া সে বলিল, কান্নার অপরাধ কি ভাই, সে লুৎফা ও নেই সে রাবেয়াও নেই—

আমি এক প্রকার চীৎকার করিয়াই বলিলাম, 'কি ? তারা নেই ?' এবার আমি হারিলাম, জল আমার ও বাধা মানিল না। পরকে শোকে সান্ত্বনা দেওয়া সহজ কিন্তু নিজের বেলায় বোধ হয় সে সব উপদেশ লোকে বিস্মৃত হয়। আমি কাঁদিলাম বন্ধুর প্রতি সহানুভূতির জন্য নয়...লুৎফা ও রাবেয়াকে নিজের মায়ের পেটের বোনদের মতই জানিতাম এবং স্নেহ করিতাম।

(ক্রমশঃ)

রূপ ও ছবি

অনেকগুলি দেশী ছবি তৈরী হ'য়ে গেছে, কিন্তু তারা এখন কেউ আত্মপ্রকাশ করছে না। এর প্রধান কারণ, ছবি দেখার উৎসাহ যাদের, সেই ছাত্রের দল এখন গ্রীষ্মের অবকাশে দেশে বাস করচে। দেশের তরুণের বাদ দিয়ে যে দেশের কোন অনুষ্ঠান গ'ড়ে উঠতে পারে না, এ কথা এতটা সত্য যে নূতন ক'রে এর আর প্রমাণ দেবার প্রয়োজন হয় না। যাই হোক, যে সব ছবি তৈরী হ'য়ে গেছে, বা, যাদের খুব শীঘ্রই সম্পূর্ণ হবার সম্ভাবনা আছে, সেই সব ছবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে আমরা পাঠকদের, হৃদয়ে কতকটা আশার সঞ্চার করতে পারব ব'লে ভরসা করি।

*

বহুল-বিজ্ঞাপিত 'চাষার মেয়ে' যে তৈরী হ'য়ে গেছে, এবং 'চিত্রা'র পর্দ্দায় যে তার পরিচয় ঘটবে, এ কথা সত্য। কিন্তু ঠিক কবে যে প্রেমাঙ্কুরবাবুর 'চাষার মেয়ে' ভদ্র-সমাজে মেলা মেশা করতে সুরু করবে তা ঠিক করে বলা কঠিন; তবে, জুলাই মাসের শেষাশেষি যে তার একটা মস্ত সম্ভাবনা আছে, তা অনুমান করা যায়। এই সম্পর্কে এটাও জানিয়ে রাখা ভাল যে, 'চাষার মেয়ে'কে ভদ্র-সমাজের উপযোগী ক'রে তুলতে প্রফুল্লবাবু আর নিতিনবাবু চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি। এবং যাঁরা 'চাষার মেয়ে'র গতিবিধি লক্ষ্য করবার অবসর পেয়েছেন তাঁরাও বলেন যে, এ একখানা 'ইউনিক্' ছবি হবে।

* *

প্রকাশ, সপার্ষদ গবর্ণর "ফ্লেমস অব্ ফ্লেশ" নামক ফিল্মখানিকে সমগ্র বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে অননুমোদিত ফিল্মরূপে গণ্য করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

* *

'রাধা ফিল্মস' তাঁদের দু'খানি বই সম্প্রতি শেষ ক'রে ফেলেছেন। একখানি বই হচ্ছে 'The Gentleman Cheat' এবং এর গ্রন্থকার হচ্ছেন সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এরও পরিচালনা করেছেন প্রফুল্লবাবু। এতে অভিনয় করেছেন হেমবাবু, ভানুবাবু, মনোরঞ্জনবাবু, মিস্ বনিবার্ড প্রভৃতি। শোনা যাচ্ছে, হেমবাবু নতুন অভিনেতা হ'লেও নায়কের ভূমিকায় তিনি নাকি খুব উচ্চাঙ্গের অভিনয় করেছেন। দ্বিতীয় বইখানি হচ্ছে সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা তিনকড়িবাবুর রচিত 'গীতা'। এই বইখানির পরিচালকও হচ্ছেন তিনি নিজেই। দেখা যাক্ তাঁর প্রথম চেষ্টা কেমন হয়।

* * *

'অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন' শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন-পালের পরিচালনায় 'পুজারী' ছবির কাজ শেষ ক'রে ফেলেছেন, এবং অতি শীঘ্রই চিত্রার চিত্র-গৃহে একে মুক্তি দেবেন। এতে নায়কের অভিনয় করেছেন সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মণীন্দ্রলাল ঘোষ। চিত্ররাজ্যেও যে মণিবাবু যশস্বী হ'তে পারবেন, তা আমরা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করি, কেন না, দৈহিক সৌন্দর্য্য ও অভিনয় নৈপুণ্য, এ দু'টী বস্তুই তাঁর আয়ত্ত্বাধীন।

*

সংপ্রতি কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া চিত্র শিল্পে অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে দেশে ফিরে এসেছেনে। এখানে এসেই তিনি এতটুকু সময় নষ্ট না ক'রে নিজের বাড়ীতে অতি-আধুনিক ভাবে একটি ষ্টুডিও তৈরী ক'রে অতি যত্নের সঙ্গে ছবির কার্য্য সুরু ক'রে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান সহায়ক হ'চ্ছেন শ্রীদেবকীকুমার বসু। এই দুই গুণী ব্যক্তির উদ্যমে এঁদের প্রথম ছবি 'অপরাধী' যে সকল দিক দিয়ে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হবে, তা আমরা আশা করতে পারি। 'অপরাধী'র গ্রন্থকার সিনারিয়ো লেখক ও পরিচালক হ'চ্ছেন দেবকীবাবু; এর আতপচিত্র নির্দ্দেশ করছেন মিঃ কৃষ্ণগোপাল, এবং এতে অভিনয় করছেন, কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া, তিনকড়িবাবু, রাধিকাবাবু, সুর্য্যাবাবু, মিস্ সবিতা, আরতি দেবী, রেণু দেবী প্রভৃতি। সকল দিক দিয়ে এমন unique combination বাংলাদেশে আর কোন চিত্র-অনুষ্ঠানে ঘটেছে কিনা, আমাদের জানা নেই। এরি মধ্যে এঁরা প্রায় ৭০০০ ফিট্ ফিল্ম-এ আলোর রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছেন, এবং আশা করা যায়, আর একটী মাসের মধ্যেই এঁদের সমস্ত কাজ শেষ হয়ে যাবে।

* * *

শোনা যাচ্ছে, চিত্রা পিকচার্স লিমিটেড' নাকি শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' ও দ্বিজেন্দ্রলালের 'পুনর্জন্ম' অচিরেই সবাক ক'রে 'চিত্রা'র ললাটে জয়ের টীকা অঙ্কিত ক'রে দেবেন।

*

শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র সরকার এখানে কলিকাতা য়ুনুভার্সিটির উচ্চশিক্ষা লাভ ক'রে জার্ম্মাণীতে সবাক চিত্রের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে বছর তিনেক পূর্ব্বে সমুদ্র-যাত্রা করেছিলেন। সংপ্রতি তিনি এখানে ফিরে এসেছেন, এবং যাতে নিজের দেশে এই বস্তুটী উন্নতিলাভ করে, তার চেষ্টায় তিনি নিজেকে নিয়োগ করবেন।

*

জনরব বলছে, কলকাতার কোন রঙ্গালয়ের সঙ্গে নাকি শিশিরকুমারের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে গেছে। জনরবের সত্যতা সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে এ-সম্বন্ধে আমাদের মতামত জানাব।

*

মাঝে, 'দি ন্যাশানাল বোর্ড অফ রিভিউ''কে, এ পর্য্যন্ত জগতের মধ্যে ক'খানা ভাল ছবি তোলা

হয়েছে, তার একটা তালিকা দিতে অনুরোধ করা হয়েছিল। ওরা চারখানা ছবির নাম করেছেন :— The Birth of a Nation," "The Cabinet of Dr. Cailgari," "The Cruiser Potemkin" এবং "The passion of goan of Arc,"

*

আজকাল ফিল্ম প্রডিউসার্র আর সাধারণ দর্শকদের তাঁদের সবাক ছবি তোলা দেখ্‌তে দিচ্ছেন না—সবাক ছবির টেক্‌নিক গোপন রাখাই ওদের উদ্দেশ্য।

•

চিত্র-শিল্পী পরিচয়

হিমাংশুকুমার রায়—ইনি ভারতের একজন শক্তিশালী চিত্রনটরূপে ইউরোপ ও আমেরিকায় পরিচিত হ'য়ে পড়েছেন। সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও উচ্চশিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজেও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ দিকে তাঁর মন বসলো না। বিলাতে বাঙ্গালীদের দ্বারা শ্রীনিরঞ্জন পালের The goddess নাট্যাভিনয়ের যশ অর্জ্জন করেন। তারপর তিনি ছায়াচিত্রে যোগদান করেন এবং Light of Asia চিত্রে গৌতমের অংশে অবতীর্ণ হন। এই ছবিখানি সারা পৃথিবীতে সমাদর লাভ করেচে। এমনকি বিলাতে ক্রমান্বয়ে ১০ সপ্তাহ চলে তথাকার রেকর্ড ভঙ্গ করেছিল। তারপর তিনি প্রসিদ্ধ চিত্র Shiraz এ নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন ও একশ্রেণীর লোকদের কাছে প্রশংসা লাভ করেন। তারপর Throw of Dice চিত্রে উপনায়ক মোহাতের কূট ভূমিকায় অপরূপ অভিনয় ক'রে আমাদের চমৎকৃত ক'রে দেন।

প্রযোজক হিসাবে তাঁর পরিচয় পাওয়া গেছে Shiraz ও Throw of Dice চিত্রদ্বয়ে। এতগুলিতে তিনি অন্যতম প্রয়োগকর্ত্তা রূপে কাজ ক'রেচেন; তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব কৃতিত্ব দেখবার আশায় রয়েচি। বর্ত্তমানে একজন জার্ম্মান পরিচালকের পরিচালনায় নিরঞ্জন পালের 'সেকেন্দার' চিত্রে তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে। চিত্রকার্য্যে তিনি শীঘ্রই কলকাতায় আসবেন।

প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়—ইনি বাংলার একজন প্রসিদ্ধ চিত্র প্রযোজক। ম্যাডান কোম্পানীর অধীনে কয়েকখানি চিত্র তুলেচেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বইগুলি ২।৪ খানা এর হাতে পড়ে কতকটা সহনীয় হয়েচে। "কাল পরিণয়" ছবিতে অত্যন্ত প্রশংসা লাভ করেচেন। বর্ত্তমানে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস দেবী চৌধুরাণীকে ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত করচেন!

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ম্যাডানের অন্যতন প্রধান চিত্রপ্রযোজক। প্রযোজনা শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নি, একমাত্র জয়দেব ছাড়া। প্রায় ১৮,২০ খানা ছবি প্রযোজনা করেচেন। সম্প্রতি কিছুকাল পূর্ব্বে "মৃণালিনীকে" আশানুরূপ সুন্দর করিতে পারেন নি।

——

দেশী খবর

ডাঃ শাফায়াত আহমদের অনুরোধ

মুশুরি হইতে গোল টেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি ডাক্তার শাফায়াত আহমদ খাঁ তার যোগে বাংলার মোসলমানদের নিকট নিম্নলিখিত বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছেন —

"সম্প্রতি বাংলার মুসলমান ভ্রাতাগণ নোয়াখালীতে ও দিনাজপুরে যে অভূতপূর্ব্ব ভাবের প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ভারতের সমস্ত মোসলমান উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমার বিশ্বাস বাংলার মোসলমানগণ স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী এবং আমার আরও বিশ্বাস যে কংগ্রেস দলের চাতুরীপূর্ণ চেষ্টায় ও কতিপয় দুরভিসন্ধি পুর্ণ প্রভাবে পড়িয়া বাংলার স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনদাবীর বিকৃত অর্থ করা হইতেছে।"

"জানিতে পারিলাম ফরিদপুরে মোসলেম জাতীয়দলের শীঘ্রই একটী কন্‌ফারেন্স করা হইবে। ভারতের মোসলমানগণ মোসলেম জাতীয়দলকে অস্বীকার করিয়াছেন। মোসলেম জাতীয় দলের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব প্রভৃতি সমস্তই ফরিদপুর কন্‌ফারেন্সের সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে।"

"বাংলার প্রত্যেক মোসলমানকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি, তাহারা যেন ঐ কন্‌ফারেন্সে মোসলমানের দাবীগুলি সাহসের সহিত যথারীতি উপস্থিত করেন। ইহা মোসলমানের জীবন মরণ সমস্যা। বাংলার মোসলমান যেন ফরিদপুর কন্‌ফারেন্সে বিপথগামী না হন। তাঁহাদিগকে প্রদর্শন করিতে হইবে যে তাঁহারা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যতীত আর কিছুই চাহেন না। বাংলার মোসলমান কি ইহাতে সাড়া দিবেন না?"

বোম্বাইয়ে দুর্ঘটনা।—

বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া ডকে একটী বৈদ্যুতিক আলোক স্তম্ভ বৃষ্টির জন্য খারাপ হইয়া যাওয়াতে উহাতে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। নামেন কাচরু পিয়ানা নামক একব্যক্তি না জানিয়া উহা স্পর্শ করাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মৃতদেহ করোনার পরীক্ষা করিতেছেন।

সিরাজগঞ্জ বালিকা ভবন

মৌলভী ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সভাপতিত্বে গত ১৬ই জুন সিরাজগঞ্জের বাণীকুঞ্জে একটী জন সভার অধিবেশন হয়, ঐ সভায় জলপাইগুড়ী বালিকা ভবনের শাখা রূপে একটী নূতন বালিকা ভবন স্থাপনের জন্য একটী প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। প্রস্তাব হয়, উহার সংসৃষ্ট ভাবে একটী প্রাচ্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। উক্ত প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য একটী নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে।

১০৭ ধারার অভিযোগে শ্রমিক কর্ম্মিগণ

কুমিল্লার আলী নওয়াজ চৌধুরী, খোদা নওয়াজ চৌধুরী ও অপর ২৭ জনের বিরুদ্ধে পুলিশ এই মর্ম্মে এক অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে যে, উহারা ঐ অঞ্চলে কৃষক ও শ্রমিকদল গঠন করিতেছিলেন এবং প্রজা ও খাতকগণকে জমিদার মহাজনের প্রাপ্য অর্থ না দিবার জন্য প্ররোচিত করিতেছিলেন।

সিরাজগঞ্জে সরকারী সাহায্য

সিরাজগঞ্জ মহকুমার আর্থিক দুরবস্থা হ্রাসের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদিগকে যথাসাধ্য সাহায্যের চেষ্টা করিতেছেন, গত এপ্রিল হইতে এই জন্য জেলায় ও মহকুমায় কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সরকারী সাহায্য দান করিয়া আসিতেছেন এবং এক্ষণে তাঁহারা বিতরণের জন্য আরও টাকা পাঠাইয়াছেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা সার্কেল অফিসারের সভাপতিত্বে নানা স্থানে এতদুদ্দেশ্যে সাহায্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত কমিটি অসহায় এবং উপবাসক্লিষ্ট পরিবারদিগকে চাউল বিতরণ করিতেছেন।

মুসলিম মহিলা সম্মিলন।—

আখাউড়ার ১৫ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, খারামপুরে আখাউড়া কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির বাড়ীতে গত ১৩ই জুন তারিখে মুসলিম মহিলা সম্মিলনীর এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মওলবী আবদুল মালিক জাতীয় আন্দোলনে মহিলাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। অনুমান দুইশত মহিলা সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছেন।

গ্রেট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স লিঃ

হেড আফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থায়ী-অক্ষমতা বিধি, স্বতঃ-সংরক্ষণ-নীতি, বর্দ্ধিত কালের জন্য জীবন-বীমা প্রভৃতি আধুনিকতম বিধি ব্যবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ।

মহিলাদিগেরও জীবন-বীমা করা হয়।

এজেন্সীর জন্য আবেদন করুন।

সান্ন্যাল ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্।

শ্রীসুকুমার সেন,
সেক্রেটারী।

— দেশবন্ধু স্মৃতি —

ডাঃ এম, এ, আনসারি।
আগামী ২৭শে ও ২৮শে জুন ফরিদপুরে নিখিল-বঙ্গ জাতীয় মুসলিম দলের যে কনফারেন্স হইবে, ইনি তার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বৈমানিক মোরাদ
নিজাম সরকারের সাহায্য লইয়া ইনি পুনরায় আগা খাঁ পুরস্কার লাভের জন্য আকাশপথে কেপটাউন যাত্রা করিবেন।

"এনেছিলে
সাথে ক'রে
মৃত্যুহীন প্রাণ

মরণে
তাহাই তুমি
করে গেলে দান।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস
গত সপ্তাহে বাঙ্গলার নানা-স্থানে এঁর ষষ্ঠ বার্ষিক স্মৃতি-সভা হইয়া গিয়াছে।

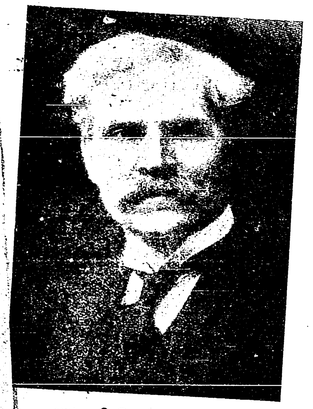

প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড
জার্ম্মাণ সরকারের নিমন্ত্রণে আগামী জুলাই মাসে ইনি বার্লিণ যাইতেছেন।

মহাত্মা গান্ধী
সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হইলেও ইনি গোল-টেবিল বৈঠকে যাইতে পারেন।

কান্দিতে ভীষণ ঝড়।—

কান্দীর ১৫ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, গত বুধবার কান্দী ও উহার আশপাশে যে ঘূর্ণী-বাত্যা হইয়া গিয়াছে গত দশ বৎসরের মধ্যে এমন ব্যাপার আর দেখা যায় নাই। এই ঘূর্ণীবাত্যায় অনেক জীবন ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। অনেক বড় বড় গাছ উৎপাটিত হইয়া গিয়াছে ও বহু টীনের ঘর উড়িয়া গিয়াছে। মোহনবাগানে একটী বৃহৎ বটগাছ কোকিল সেন ও অন্যান্যের বাড়ীর উপর উপড়িয়া পড়ে। উহার ফলে একটি শিশু তখন তখনই মারা যায় এবং ৮ জন লোক মারাত্মকভাবে আহত হয়। হাসপাতালে উহাদের মধ্যে ২ জন মারা গিয়াছে। বাকী ছয়জনের অবস্থাও মারাত্মক। রাজ স্কুলের মুসলমান বোর্ডিংয়ের টীনের চাল উড়াইয়া বহু শত গজ দূরে নীত হইয়াছে। মফঃস্বল হইতেও বহু হৃদয়বিদারক বিবরণ আসিতেছে।

মফস্বলে সরকারী ও বে-সরকারী সাহায্য।—

পাট এবং তামাকের দাম অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় রঙ্গপুর বিশেষভাবে দৈন্যগ্রস্ত হইয়াছে। এ জেলায় পাট এবং তামাকই প্রধান শস্য। এখানকার দুর্দ্দশার আরও কারণ—১৯৩০ সনের মে মাসের ঘূর্ণীবাত্যা এবং জুলাই মাসের ভূমিকম্প। এই দৈব বিপাকে অনেকে গৃহহীন হইয়াছে; বহু শস্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল ভাসিয়া গিয়াছে। এক্ষণে গাইবান্ধা মহকুমার সাঘাটা, ফুলছড়ি, সুন্দরগঞ্জ থানাতেই দুর্দ্দশা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ৪৫০ বর্গ মাইল স্থানের অধিবাসী আক্রান্ত হইয়াছে। জেলা বোর্ড সরকারী আর্থিক সাহায্যে এই সমস্ত স্থানে কতকগুলি রিলিফের কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তথায় প্রত্যহ গড়ে প্রায় ৮০০ লোক কাজ করিতেছে। খরচা প্রায় ২০০৲ টাকা। এ পর্য্যন্ত জেলায় এক লক্ষ ৪২ হাজার টাকা কৃষি ঋণ দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, মাড়োয়ারী রিলিফ কমিটি, স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে অর্থ এবং আরও নানারূপ সাহায্য করা হইতেছে।

আউশ ধান্যের আশা ভালই দেখা যায়। এই ধান কাটা হইলে লোকের কতকটা উপায় হইবে।

গবর্ণমেণ্ট হইতে ফেনী মহকুমার রাজাপুর জালসকারা, উদয়রাজপুর এবং দাগন ভূইয়া ইউনিয়নের দুর্দ্দশা গ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে ৫ হাজার টাকা কৃষিঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে। প্রায় ৪০টি গ্রামের কৃষক এই দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়াছে।

বৈমানিক মুরাদ।—

মোসলেম যুবক বৈমানিক মিঃ এ, এম, মুরাদ সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন যে, তিনি আগা খাঁ পুরস্কার লাভ করিবার জন্য পুনরায় আকাশপথে একাকী কেপটাউন যাত্রা করিবেন।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, নবাব স্যার আকবর হায়দরী নিজাম সরকারের তরফ হইতে মিঃ মুরাদকে জানাইয়াছেন যে, তিনি (মুরাদ) হায়দরাবাদের মহামান্য নিজাম বাহাদুরের রাজকীয় বিমান খানি ব্যবহার করিতে পারিবেন। নবাব স্যার আকবর হায়দরীর এই প্রস্তাব এখনও নিজাম বাহাদুরের অনুমোদন লাভ করে নাই। আশা করা যায় জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেই নিজাম বাহাদুরের সম্মতি পাওয়া যাইবে।

একথাও জানা গিয়াছে যে, উচ্চাকাঙ্খী যুবক মিঃ মুরাদের যাতায়াতের ব্যয় নিজাম সরকারের ষ্টেট কাউন্সিলই বহন করিবেন। তাঁহার প্রোগ্রামও উক্ত কাউন্সিল কর্ত্তৃকই স্থির হইবে। বেঙ্গল ফ্লাইং-ক্লাব হইতে মিঃ মুরাদ প্রথম শ্রেণীর বৈমানিকের লাইসেন্স পাইয়াছেন।

বালিকার আত্মহত্যা।—

পাটনায় গার্দ্দানী বাগের একটি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী হিন্দু পরিবারের একটী অবিবাহিতা বালিকা আগুনে পুড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। বালিকার অভি-ভাবকেরা কিছুদিন হইতে তাহার বিবাহের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। বরপক্ষ অতিরিক্ত পণ দাবী করাতে তাঁহারা টাকার ব্যবস্থা করিতে পারিতে-ছিলেন না। বালিকার আত্মাভিমানে ইহাতে আঘাত লাগে, সে নিজের জীবনে বিতৃষ্ণ হইয়া কেরোসিন তেলে কাপড় ভিজাইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যায় মহাত্মা গান্ধী।—

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহার আলোচনা বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু মহাত্মাজী তাঁহার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া গিয়াছে।

মহাত্মাজী এই প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, হিন্দু মুসলিম সমস্যার যদি সমাধান না হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান গোল টেবিল বৈঠকের নিকট হইতে স্বরাজ প্রাপ্তির আশা কংগ্রেসকে ত্যাগ করিতে হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্ব সম্প্রদায় নিচক জাতীয় সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে।

তিনি বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস যতদিন অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট সমভাবে প্রিয় না হইয়া উঠিতেছে ততদিন অপেক্ষা করিয়া থাকা ভাল। কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে জোর করিয়া স্বরাজ আনয়ন করা অপেক্ষা, অপেক্ষা করা অনেক ভাল। তিনি লিখিয়াছেন,—কিন্তু আমি যখন কংগ্রেস কমিটীর প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছি, তখন আমি পূর্ণ বিশ্বাসে উহার মর্ম্ম পালন করিয়া চলিব এবং গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করা যদি আমার ভাগ্যে ঘটে তাহা হইলে আমি তথায় উহা সাগ্রহে নিবেদন করিব।"

কাবুলের জন্য অস্ত্রশস্ত্র

পেশোয়ারের ১৮ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, আফগান সমর অফিসের জন্য আনীত ৮খানি ডজ ট্রাক বোঝাই রাইফেল ও গুলী বারুদ পেশোয়ার হইতে কাবুল অভিমুখে যাত্রা করিল। গত মাসে ফরাসী দেশ হইতে আফগান সরকারের বিপুল পরিমাণ সমরোপকরণ আসিয়াছে। এই তাহার তৃতীয় দফা পাঠান হইল। আরও বহু মাল পাঠান বাকী আছে।

করটিয়া সাদত কলেজ

করটিয়া সাদত কলেজে ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু, সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, লজিক, গণিতশাস্ত্র, ইতিহাস ও সিভিক্স বিষয়ে আই-এ পড়াইবার এফি-লিয়েশন আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় আগা-গোড়া কলেজের খুব ভাল ফল হইতেছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিদর্শক কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ হার্লি ও ডাঃ এইচ, সি, মুখার্জ্জি কলেজ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়া-ছেন—"অধ্যাপকগণের হাতে যে সরঞ্জাম আছে তাহার কথা বিবেচনা করিলে এই কলেজে যে প্রকার উচ্চ হারে ছাত্র পাশ হয়, তজ্জন্য তাঁহা-দিগকে আমরা প্রশংসা না করিয়া পারি না"

ছাত্র বেতন মাসে ৫৲ টাকা

হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের জন্য হোষ্টেল আছে।

[১] হোষ্টেলে কোন সিট রেণ্ট বা এষ্টাব্লিশ-মেণ্ট চার্জ্জ লাগে না।

[২] যে সব ছাত্র স্কলারশিপ পাইয়াছে তাহা-দের বেতন লাগে না।

[৩] শতকরা ১২ জন ছাত্রকে ফ্রি দেওয়া হয়।

[৪] কলেজের দরিদ্র সাহায্য তহবিল হইতে ছাত্রগণকে সাহায্য করা হয়।

[৫] রেসিডেনশিয়াল কলেজের সমস্ত সুবিধা এই কলেজে আছে এবং খেলোয়ারগণকে অনেক সুবিধা দেওয়া হয়।

মেট্রিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার পর হইতে ভর্ত্তি আরম্ভ করা হইবে। প্রস্পেক্টাসের জন্য নিম্নঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে:—

প্রিন্সিপাল
সাদত কলেজ, পোঃ করটিয়া,
জেলা ময়মনসিংহ।

উন্মাদের কীর্ত্তি।—

১৬ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও তাঁহার পত্নী ঐ দিন রাত্রে এলাহাবাদ ষ্টেশনে আসিয়া পৌছেন। ইহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিবার জন্য এক বিরাট জনতা রেল ষ্টেশনে সমবেত হইয়াছিল। ষ্টেশনে অবতরণ করা মাত্র উভয়কেই পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হয়। পণ্ডিতজী সমবেত সকলকে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

জনতা যখন ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল, ঐ সময় এক উন্মাদ একখানা ছুরি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ও অনেককে আহত করিয়া অগ্রসর হয়। পণ্ডিত জওহরলালজী একজন আহতকে নিজ গাড়ী করিয়া কংগ্রেস হাসপাতালে লইয়া যান। দুই জনের আঘাত গুরুতর। উন্মাদ লোকটীকে পুলিশ হেফাজতে লওয়া হইয়াছে। প্রকাশ যে, উক্ত লোকটী পাগল এবং একখানা কাঁচি চালাইতেছিল। আহত তিনজন লোককে কংগ্রেস হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিটির পরিচয় এখনও অবগত হওয়া যায় নাই।

যুক্ত-রাষ্ট্রের কল্পনা বৃথা।—

যুক্তরাষ্ট্র ও দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে পাতিয়ালা নরেশ স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের কল্পনা দেশীয় রাজ্যগুলির অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক। তাঁহার মতে ভারতের কোথাও যুক্তরাষ্ট্রের ভাব নাই; রাষ্ট্ররূপ নির্দ্ধারণ কমিটি যে পরিকল্পনা দিয়াছেন, তাহা যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে ভারতের ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যগুলি জার্ম্মেণীতে ১৮১৫ সালে ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির ন্যায় ভারতের মানচিত্র হইতে লোপ পাইবে। পাতিয়ালা নরেশের মতে যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান নহে, তিনি দেশীয় রাজ্যগুলিকে একসূত্রে গাঁথিয়া তাহা সরাসরি সম্রাটের সহিত সম্পর্কবদ্ধ রাখিতে চাহেন। বর্ত্তমান নরেন্দ্রমণ্ডলীর মধ্যেই সেই মিলনসূত্র রহিয়াছে। এই নরেন্দ্রমণ্ডলীকে প্রসারিত করিয়া—

(ক) বর্ত্তমানে যে ১০৯জন সদস্য আছেন তাঁহা-দিগকে (খ) যাহারা সদস্য হইবার অধিকারী হইয়াও সদস্য নহেন সেই ১২০ জনকে এবং (গ) যে সমস্ত রাজ্যের বর্ত্তমানে কোন প্রতিনিধি নাই সেই সমস্ত রাজ্যের ৬৫ জন প্রতিনিধি লইয়া গঠন করিতে হইবে। চ্যান্সেলর এবং ১৪ জন সদস্য লইয়া ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করা হইবে।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যায় মৌঃ জাফর আলী।—

"জমিদার" পত্রের সম্পাদক মওলানা জাফর আলী খাঁ মাদ্রাজে আসিলে তাঁহার সহিত ফ্রী প্রেসের প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন যে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান না করিয়া গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিলে মহাত্মা একটী প্রকাণ্ড ভুল করিবেন। যদি এই সমস্যা সমাধান না করিয়া জাতির দিক হইতে সমবেতভাবে দাবী উপস্থিত না করা যায়, তবে আমরা যাহা চাই, তাহা পাইব না। তিনি বলেন যে, মুসলমানদের ২ দলকে সাম্য করিতে হইলে আপাততঃ ১০ বৎসরের জন্য পৃথক নির্ব্বাচন চালাইয়া পরে পূর্ণ বয়স্কদের নির্ব্বাচনাধি-কার দিয়া চালাইলে মিশ্রনির্ব্বাচন আপনা হইতেই চলিবে।

ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউট।—

ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের কার্য্যকরী সমিতির এক সভায় বর্ত্তমান বৎসরের জন্য নিম্ন-লিখিত কর্ম্মকর্ত্তাগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন:—

সভাপতি—শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাইস প্রেসিডেণ্ট—মিঃ এ, সি, সেন; এস, এন, ব্যানার্জ্জী, এন, রাজবালী, জি, সান্যাল; জেনারেল সেক্রেটারী—মিঃ এস, সি, রায়; জয়েণ্ট সেক্রে-টারী—মিঃ এইচ, চক্রবর্ত্তী, বি, এম, সেন, কোষাধ্যক্ষ—মিঃ এ, পাল, জে, সি, ঘোষ দস্তিদার।

ফরিদপুরে হত্যাকাণ্ড।—

ফরিদপুরের প্রতিপত্তিশালী জমিদার উপেন্দ্র লাল পাল-চৌধুরী হরেন্দ্র চন্দ্র চাটার্জ্জি নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করিবার অভিযোগে এবং নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করিবার উদ্যোগে ভুলাইয়া আনার অভিযোগে সীতারাম ব্যানার্জ্জি নামক এক ব্যক্তির জেলা ও দায়রা জজের এজলাসে বিচার আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমোক্ত আসামী হত্যাকাণ্ডের পর হইতেই পলাতক বলিয়া বর্ত্তমানে মাত্র ২য় আসামীর বিচার হইতেছে। এই মামলায় এতদঞ্চলে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে।

চাঁদপুরে বোমা।

চাঁদপুরের ১৫ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, ঐদিন সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় পুরান বাজারে একটি দেশী সরাপের দোকানে একটী বোমা ফাটে, তাহার ফলে দুইজন লোক তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ৪ জন গুরুতর জখম হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটিয়া যায় এবং দোকানে পুলিশ পাহারা বসায়। তদন্ত চলিতেছে।—

ঢাকায় মুসলিম সম্মিলন।

আহসানমঞ্জিলে ঢাকার নবাবের সভাপতিত্বে এক সভায় স্থির হইয়াছে যে, আগামী ১১ই ও ১২ই জুলাই তারিখে এখানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। এই

THE UNITED INDIA LIFE ASSURANCE CO., LD.,

ক। তহবিল সম্পূর্ণ নিরাপদ কি ?
খ। লাভ কিরূপ হইতেছে এবং বোনাস কি হারে দেওয়া হইতেছে ?
গ। দাবীর টাকা দিতে কিরূপ তৎপরতা ?

? অনুসন্ধান করিয়াছেন কি ?

—সর্ব্ববিষয়ে—
ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ
এ্যাসয়োরেন্স্ কোম্পানী লিমিটেড
আপনাকে সন্তুষ্ট করিবে।

৯ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, ঢাকা। অথবা ২, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

Bharat Insurance Company, Limited.

ভারত ইন্সিওরেন্স্ কোং লিঃ
স্থাপিত—১৮৯৬
ভারতের প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

সর্ব্বোচ্চ বোনাস

আজীবন-বীমা	মেয়াদী বীমা
২৫৲	২১৲

মহিলাদিগের বীমার জন্য সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও বন্দোবস্ত আছে।

হেড আফিস— লাহোর।
ম্যানেজার, কলিকাতা আফিস— ১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জেনেভায় শ্রমিক সম্মেলন।—

জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে শ্রমিক প্রতিনিধি মিঃ মুদালিয়র ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে নিন্দাত্মক আক্রমণ করেন। যে সমস্ত কার্য্যে গুরু পরিশ্রম করিতে হয় না, এমন ব্যাপারে শিশুদিগকে কোন্ বয়সে নিযুক্ত করা উচিৎ তৎবিষয়ে বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া পাঠান হইবে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাবের আলোচনার সময়ই মিঃ মুদালিয়র, ভারতীয় গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন যে ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় শিশুদিগকে শ্রমিক শিক্ষাদানের কোন আন্তরিক চেষ্টা করেন নাই। শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর হার অতি ভয়াবহ। প্রতি ৩ জন অন্তর একজন শিশু আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের অভাবে মারা যাইতেছে। ৫ হইতে ৬ বৎসর বয়স্ক অবস্থায় শিশুগণ দৈনিক ২ পেন্স (প্রায় ৵০ আনা) বেতনে সিগার তৈয়ারীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে এবং তাহাদিগকে প্রত্যহ "অন্ধকারাচ্ছন্ন বাতাসহীন গর্ত্তের মধ্যে" ১০ ঘণ্টা হইতে ১৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাজ করিতে হয়।

ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি মিঃ মুদালিয়রের এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, অভাব অভিযোগ প্রচারের স্থান জেনেভার সম্মেলন নহে।

অষ্ট্রেলিয়ায় বিষম যুদ্ধ।—

কমিউনিষ্টগণ "বেকার কর্ম্মী আন্দোলন" নামে এক আন্দোলন সুরু করিয়াছে এবং এই জন্য তাহারা যে গৃহ অধিকার করিয়াছিল, সেই গৃহ হইতে পুলিস তাহাদিগকে চলিয়া যাইবার জন্য আদেশ দিয়াছিল। কমিউনিষ্টগণ এই আবেদন লঙ্ঘন করিয়া গৃহ দখল করিয়া থাকে এবং "ঘরছাড়ার" বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান চালায়, ফলে, পুলিসের সহিত তাহাদের এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। একজন গুলীর আঘাতে নিহত এবং ৭ জন পুলিস ও ১৬ জন কমিউনিষ্ট আহত হইয়াছে।

কমিউনিষ্টগণ গৃহটীকে একটি দুর্গের আকারে পরিণত করে, উহার চতুর্দ্দিকে বৈদ্যুতিক তারের বেড়া এবং নানাপ্রকার জিনিষ দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হয়। ১৬ জন কমিউনিষ্ট এই দুর্গের মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় অবস্থান করিয়া পুলিসকে বাধা দিতে থাকে। ৪০ জন পুলিস বন্দুক লইয়া এই সুরক্ষিত দুর্গ আক্রমণ করে। কমিউনিষ্টগণও প্রবল ইষ্টক বৃষ্টি করিতে থাকে, ইষ্টকের আঘাতের ফলে একজন পুলিস ইনস্পেক্টরের মাথা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই হাঙ্গামার পর কমিউনিষ্টগণ ধরা পড়িয়াছে।

কলিকাতা গেজেট

(১৮ই জুন)

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের নামের পার্শ্বে লিখিত পদে ও স্থানে গেলেন :—

মিঃ আর ডগলাস, ম্যাঃ, ও কঃ, মেদিনীপুর। বাবু কুমারেশ রায়, ডেঃ ম্যাঃ ও ডেঃ কঃ বাখরগঞ্জ। মৌলবী আবুল খায়ের সাব ডেঃ কঃ, ঢাকা। বাবু শশাঙ্ক শেখর মজুমদার, সাঃ ডেঃ কঃ, প্রেসিডেন্সি ডিভিশন। বাবু সুধাংশু বিমল দাস গুপ্ত, সাঃ ডেঃ কঃ, প্রেসিঃ বিভাগ। বাবু ফণী ভূষণ ব্যানার্জ্জি, এডিশনাল সেশন জজ, হাওড়া। মৌঃ মোহাম্মদ আহাদ আলী খাঁ, সাঃ ডেঃ কঃ, চট্টগ্রাম। মাননীয় সুশীল সিংহ, আই সি-এস, কলিকাতার প্রধান প্রেসিঃ ম্যাঃ। বাবু শৈলেশ চ্যাটার্জ্জি, প্রবেঃ সাঃ ডেঃ কঃ কণ্টাই, মেদিনীপুর। বাবু মনোরঞ্জন চৌধুরী, সাঃ ডেঃ, কঃ জামালপুর,—ময়মনসিংহ। বাবু সুধাংশু শেখর লাহিড়ী, সাঃ ডেঃ কঃ, গাইবান্ধা। বাবু উমাচরণ বড়ুয়া, সাঃ ডেঃ কঃ পাবনা।

রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ

খান সাহেব মৌলবী শামসুদ্দীন আহমদ, ইনস্পেক্টর জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেশন, বাঙ্গলা। বাবু সতীশ চন্দ্র রায়, সাঃ রেঃ, নোয়াখালী। বাবু ক্ষিতীন্দ্র মুখার্জ্জি, সাঃ রেঃ মিরপুর, নদীয়া। মৌলবী আবুল খায়ের মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, সাঃ রেঃ, সেরপুর, বগুড়া। জ্যোতিন্দ্র নাথ মৈত্র, ডোমার, রংপুর। কুঞ্জ বিহারী চক্রবর্ত্তী, নৈহাটী, ২৪ পরগণা। অমৃতলাল গুপ্ত, কলিকাতা। কামাখ্যা কুমার ব্যানার্জ্জি, ধনিয়াখালী, হুগলী। মৌলবী নজমুল হুদা, শিবগঞ্জ। মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, উলিপুর-রঙ্গপুর। চৌধুরী ওয়াহিদ্ উদ দীন আহমদ সিদ্দিকী, নাজিরপুর বাখরগঞ্জ। কিরণ চন্দ্র মৌলিক, কাসিয়ানী ফরিদপুর। মৌলবী এ, ওয়াই, এম, হাফিযর রহমান চৌধুরী, ঢাকা। বাবু বিরাজ মোহন লাহা, ভাণ্ডারিয়া। সর্ব্ব বিজয় রায় চৌধুরী, আলীপুর। কুঞ্জ বিহারী চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামপুর। শীতল চন্দ্র ব্যানার্জ্জি, নৈহাটী। প্রভাত চন্দ্র দত্ত, রায়পুর, ঢাকা। মৌলবী মনজে আলী সরদার, রহমতপুর, বাখরগঞ্জ।

টুকরো খবর

ধনকুবের রেলী ব্রাদার্সের প্রধান অংশীদার সারলুকাস্ রেলি মৃত্যুকালে ২,২৯০,০০০ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

টঙ্গিবাড়ী থানার যশোলং গ্রামের চাষিগণ একটী পাট-ক্ষেতে কোঁচ বা কুতির সাহায্যে একটী ব্যাঘ্র শীকার করিয়াছে মৃত ব্যাঘ্রটীকে দেখাইবার জন্য মুন্সীগঞ্জে আনা হইয়াছে।

মিঃ টি, জে, ওয়াই রক্সবার্গ ছুটি লওয়ায় তাঁহার স্থলে অতিরিক্ত জেলা এবং সেসন জজ অনারেবল এস, কে, সিংহ আই, সি, এস, কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য চালাইবেন।

ভারত সরকার শীঘ্রই এক প্রকার নূতন ধরণের দশ হাজার টাকার নোট বাহির করিবেন। এই নোটগুলি আকারে ১০ ইঞ্চি লম্বা ও পাঁচ ইঞ্চি চওড়া হইবে এবং উহার ছাপায় অনেক নূতনত্ব থাকিবে।

নারায়ণগঞ্জ মহকুমার মনোহরদী থানার অধীন চরবহর নামক স্থানে পুলিশ ও জনকয়েক গ্রামবাসীর মধ্যে লড়াইয়ের ফলে একজন গ্রামবাসী নিহত এবং দুইজন কনষ্টেবল গুরুতর-রূপে আহত হইয়াছে।

নোয়াখালি জিলার খান সাহেব শামসুদ্দিন আহমদ বাংলা গবর্ণমেণ্টের রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ইনস্পেক্টার জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে বিভাগীয় কমিশনারের পারসনাল এসিষ্টেণ্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশে শতকরা ৬ টাকা করিয়া ব্যয় সঙ্কোচ করিতে সঙ্কল্প করিয়া এজন্য একটী কমিটি বসাইয়াছেন। আশা করা যায় যে, এই ভাবে ব্যয় সঙ্কোচ করিলে গবর্ণমেণ্টের ৬০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পূরণ হইয়া যাইবে।

জনৈক সংবাদ দাতা লিখিতেছেন :—ময়মনসিংহ বাঁশগাড়ীর আয়াত উল্লাহ সরকার সাহেবের বাড়ীতে "বাঁশগাড়ী রিয়াজুল ইছলাম লাইব্রেরীর" ৭ম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় প্রায় এক হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। ময়মনসিংহ জজ কোর্টের উকিল, মৌলবী মোঃ মেহের আলী বি, এ, বি, এল, সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জীবনের প্রধান দুষমন কে?
অকাল মৃত্যু, অকর্ম্মণ্যতা ও বার্দ্ধক্য।
আত্মরক্ষার উপায় ক—জীবন বীমা।
কোন কেম্পানীতে কর্ত্তব্য—মেট্রোপলিটন।
কারণ ইহার ডিরেক্টর :—
১। সার নীলরতন সরকার, এম্-ডি, এম্-এল্-সি, ২। সার হরিশঙ্কর পাল, মার্চ্চেণ্ট, ৩। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন বসু, এম্-এল্-সি, সলিসিটর, ৪।৫। রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত এস, ভট্টাচার্য্য যাঁহারা বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের বর্ত্তমান পরিচালক
এবং
১। ইহার প্রিমিয়মের হার তুলনায় কম। ২। অকর্ম্মণ্য হইলে প্রিমিয়ম না দিয়া বীমার টাকা পাওয়া যায়। ৩। প্রিমিয়মের টাকা বাজেয়াপ্ত হয় না। ৪। মহিলার জীবন-বীমা হয় এবং ৫। এজেণ্টগণের নিমিত্ত সর্ব্বোত্তম সুবিধা ইহার বৈশিষ্ট্য।
ম্যানেজিং এজেণ্টস—ভট্টাচার্য্য, চৌধুরী এণ্ড কোং
হেড অফিস—২৮নং পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

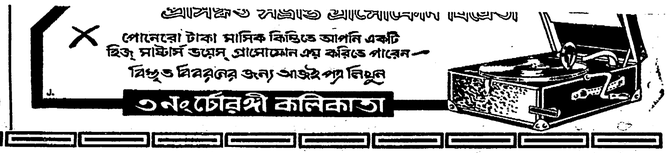

আমরা প্রস্তুত করিয়া থাকি।
সওগাত প্রেস,
১১, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পোনেরো টাকা মাসিক কিস্তিতে আপনি একটি হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস্ গ্রামোফোন ক্রয় করিতে পারেন—
বিস্তৃত বিবরণের জন্য আজই পত্র লিখুন
৩নং চৌরঙ্গী কলিকাতা

ভারতের প্রাচীনতম জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠান
Bombay বম্বে মিউচুয়াল Mutual
লাইফ এসি... সোসাইটী লিঃ
স্থাপিত—১৮৭১।
আকস্মিক দুর্ঘটনায় অক্ষম হইলেও বীমার সম্পূর্ণ টাকা পাওয়া যায়।
কোম্পানীর চাঁদার হার কম ও অর্থবল প্রচুর। প্রত্যেক বীমাকারীই ইহার অংশীদার।
দস্তিদার এণ্ড সন্স, চীফ এজেণ্টস, ১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

HINDUSTAN ভবিষ্যতের সংস্থান করিতে CO-OPERATIVE
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স
সোসাইটিতে বীমা করুন
দেশী প্রতিষ্ঠান
মোট জীবন-বীমার পরিমাণ প্রায় ৪ কোটি টাকা। নানারূপ চিত্তাকর্ষক বীমার ব্যবস্থা আছে—
...র জন্য পত্র লিখুন—
সরকার

ছয়বৎসরেরগ্যারেণ্টি
সিলভার রিষ্টওয়াচ —৬॥০
রোল্ড গোল্ড রিষ্ট ওয়াচ-৪৮০
নিকেল রিষ্ট ওয়াচ —৪॥০
পকেট ওয়াচ ছোট ও বড়-৪৩২
জেবিথসন ওয়াচ কোং
দেবনাথ সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিনা মূল্যে ও বিনা মাশুলে
১৩৩৮ সনের সুন্দর কেলেণ্ডার তৎসঙ্গে একখানি সুন্দর গানের বই ও হজমী বটিকা নামক প্রসিদ্ধ ঔষধের নমুনা পত্র লিখিলেই পাঠাই।
করিম এণ্ড কোং,—ঢাকা

নজরুল ইসলামের
সদ্য প্রকাশিত পুস্তকাবলী
ঝিলিমিলি (নাটক) মূল্য—১৲
মৃত্যু-ক্ষুধা—উপন্যাস ২।০। উহা ৩ বৎসর ধরিয়া সওগাতে ধারাবাহিক ভাবে বাহির হয়েছিল।
১। চোখের চাতক ("বুলবুলে"র মত নূতন গজল-গানের বই। খেয়াল, টপ্পা, ধ্রুপদ, ঠুংরি, গজল, কীর্ত্তন, ভাটিয়ালি, বাউল ঢংএর অসংখ্য গান।) মূল্য ১৲, রাজ-সংস্করণ ১।০।
২। চক্রবাক—(নূতনতম কবিতা সমষ্টি। কবির শ্রেষ্ঠ 'লিরিক' কবিতা) মূল্য ১॥০।
৩। সন্ধ্যা—(বহুদিন পরে কবির নূতন জাতীয় কবিতার বই বাহির হইল! বিলম্বে হতাশ হইবেন!) মূল্য ১।০।
৪। জিঞ্জির—('সওগাতে' প্রকাশিত 'খালেদ' 'ওমর ফারুক', 'আমানুল্লা', 'জগলুল' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ 'এপিক' কাব্যের সংগ্রহ।) মূল্য ১॥০।
৫। বুলবুল—(সর্ব্বজন-প্রিয় গজল-গানের সমষ্টি। তিন মাসের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়া গিয়াছে।) মূল্য ১।০, রাজ-সংস্করণ ১॥০।
৬। সঞ্চিতা—(রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা'র মত কবির সকল প্রকার শ্রেষ্ঠ কবিতার সংগ্রহ-সাজি। প্রিয়-জনকে উপহার দিবার অপূর্ব্ব পুস্তক।) মূল্য ২॥০।
৭। সিন্ধু-হিন্দোল (কবিতা) ১৵০। ৮। দোলন-চাঁপা (৩য় সংস্করণ) ১।০। ৯। অগ্নিবীণা (৪র্থ সংস্করণ) কবিতা) ৸০। ১২। সর্ব্বহারা ... ঝিঙেফুল (শিশুদের ১।০। ১৪। ছায়ানট ১।০। ১৫। সাম্যবাদী ৵০। ... (উপন্যাস) ২৲। ১৭। রিক্তের বেদন (গল্প ... ৩য় সংস্করণ) ২১। রাজবন্দীর জবানবন্দী ৵০। ২২। মৃত্যু-ক্ষুধা (উপন্যাস, যন্ত্রস্থ)। ২৩। কুহেলিকা (উপন্যাস, যন্ত্রস্থ)। ২৪। আলেয়া (নাটক, যন্ত্রস্থ)। ২৫। পূবের হাওয়া (২য় সংস্করণ, যন্ত্রস্থ)। ২৬। সাত ভাই চম্পা (শিশুদের কবিতা, যন্ত্রস্থ)। ২৭। ২৮। সুর-মুকুর (স্বরলিপি, যন্ত্রস্থ)। ২৯। বিষের বাঁশী (বাজেয়াপ্ত)। ৩০। ভাঙার গান (বাজেয়াপ্ত)। ৩১। যুগবাণী (বাজেয়াপ্ত)। মহুয়ার গান ৵০।
ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১, কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

THE

NEW INDIA

ASSURANCE CO., LTD.

India's Largest Insurance Company

(Estd. 19[illegible])

Transacting

All Classes of Life, Fire, Marine, Motor and Accident Insurances.

Capital Subscribed	Rs.	3,56,05,275
„ Paid up	Rs.	71,21,055
Total Premium Income in 1929-30 about	Rs.	77,00,000
Claims Paid up-to-date about ...	Rs.	5,00,00,000

LIFE DEPARTMENT.

New India Has Beaten All Previous Records of New Life Business in India by securing 1 Crore 55 Lacs, and completing about 1 Crore 10 Lacs worth of Life Business during the First two years.

Particulars from

Branch Manager, S. J. F. RIVERS. | 100, Clive Street, CALCUTTA. 'Phone Calcutta 3100 (2 lines) | Life Secretary, DR. S. C. ROY.

সম্পাদক

নাসির উদ্দীন

কার্য্যালয়

১১ নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট.

কলিকাতা।

... কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ আনন্দের সহিত জনসাধারণকে জানাইতে ছেন যে কলিকাতার প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে কোম্পানীর বিরাট পঞ্চতল গৃহের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হওয়ায় গত ২৭শে এপ্রিল কোম্পানীর কার্য্যালয় তথায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কোম্পানীর বর্ত্তমান:

ঠিকানা :— ন্যাসানাল ইন্‌সিওরেন্স বিল্ডিং ;
৭নং কাউন্সিল হাউস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আর, জি, দাস এণ্ড কোং
ম্যানেজার্স।

বন্দুক, রাইফল ও রিভলবার
বিলাতী, এমেরিকান, জার্ম্মাণ, বেলজিয়ম
তলওয়ার, গুপ্তী, টোটা, বারুদ, ক্যাপ, ছিটা
সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়।
বন্দুক মেরামত, রং কুন্দা তৈয়ারী
নূতনের মত হয়।

THE
ASIAN ASSURANCE CO. LTD.,
...ilding, Bombay (1910)
Asian Policy Tells itself—
No Explanation necessary.
New Schemes—Easy to sell.
Hereditary commission—
Liberal terms to Agents.
Apply : K. P. KAMDAR Esq.,
ASIAN ASSURANCE CO. LD.
8, Dalhousie Sqr., Calcutta.

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী
ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুলভ কবিরাজী ঔষধালয়

গনোরিয়ার একমাত্র মহৌষধ
মেহ বজ্র ঃ—
ইহা সেবনে ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম হইয়া রোগী নবজীবন ও শান্তিলাভ করিবে। প্রতি শিশি ১॥০ মাত্র।

অমৃত প্রাস ঃ—
(মৃগনাভিযুক্ত)
স্বামী স্ত্রীর স্বাস্থ্য ও সুখের পথ।
বল, কান্তি, পুষ্টি ও শক্তিবর্দ্ধক।
(মূল্য ২৲ টাকা মাত্র)

পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র ও ক্যাটলগ প্রেরিত হয়।

স্টার
ক্যাষ্টর অয়েল
চুলের টনিক

সওগাত প্রেস
ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় যে কোন প্রকারের ছাপার কাজ আমরা উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকি।
এক রঙ্গা, দুই রঙ্গা বা তিন রঙ্গা ব্লক ছাপিবার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে।
বিবাহের প্রীতি-উপহার, হ্যাণ্ডবিল, রসিদ বহি, চিঠির কাগজ, পোষ্টকার্ড প্রভৃতি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুলভে ছাপিয়া দেওয়া হয়।
সওগাত প্রেসের ছাপা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।
ম্যানেজার—সওগাত প্রেস.
১১নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং ৩৬৪০ কলিকাতা।

প্লীহারি
সেবনে যেরূপ দুরারোগ্য ও চিকিৎসকের অসাধ্য কঠিন প্লীহা হউক না কেন সারিবেই সারিবে, মূল্য ১৲ টাকা বিফলে ফেরৎ দেই। রোগীর বয়স লিখুন মাশুল।৶০।
মাহ্‌বুব এণ্ড কোং (এস)

Edited, Printed & Published by M. Nasirud-Din at the Saogat Press, 11, Wellesle...

সাহত আপনাকে
.বন।

ওরেন্স লিঃ,
, কলিকাতা।

। কোম্পানী লিমিটেড,
ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড,
নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

.ড ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড,
১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দি ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ,
২নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স লিঃ,
২৮ নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

দি মেট্রোপ... ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ,
২৮নং পলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী,
১০০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোঃ.লিঃ
হিন্দুস্থান বিল্ডিং, কলিকাতা।

ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ এসিওরেন্স
কোম্পানী লিমিটেড,
২, ৩ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

নিয়মিত সেবনে পুরাতন স্ত্রীরোগ অল্পকাল মধ্যে আরোগ্য হয়। জরায়ু সর্ব্বদোষ মুক্ত হইয়া রোগির দেহ সুস্থ, সবল এবং সুন্দর হয়। দুর্ব্বলদেহ রুগ্ন স্ত্রীলোকেরা ইহা বলদায়ক টনিকরূপে কিছুকাল নিয়মিত ব্যবহার করিলে অতিশয় ফললাভ করিবেন।

...সেন এণ্ড কোং লিঃ
২৯, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম্, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন),
ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক [প্রফেসার]

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পা... হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন ...

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্ব...

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশ্মীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে মাত্রায় যথা... সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক আ... কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ প্রভৃতি রোগের মহোষধ। মহোষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরি... সীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ। মূল্য—১৮ মাত্রা ২৲ টাকা, ... মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

অক্ষয়কুমার বাবুর

ঢাকা শক্তি ঔষধালয়

মকরধ্বজ ৫৪৲ তোলা

ঢাকা — স্বামীবাগ — ঢাকা

১৩০৮ সনে স্থাপিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ জগতে নবযুগ আনিয়াছে
ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

রাজা, মহারাজা, ছোটলাট, বড়লাট প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট ও প্রশংসিত। প্রোপ্রাইটার শ্রীমথুরামোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী বি এ (রিসিভার) হিন্দু কেমিষ্ট ও ফিজিসিয়ান। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ব্রাঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে এবং চিকিৎসক মহোদয়গণের জন্য কমিশনের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। অনুসন্ধান করুন, ৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে বিনামূল্যে ক্যাটলগ প্রেরণ করা হয়। "সারিবাদ্যরিষ্ট"—যাবতীয় রক্তদুষ্টি, পারদ, ... প্রস্রাবের সহিত সুগার পড়া, স্বপ্নদোষ প্রভৃতির অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ৬০ শিশি। "দশনসংস্কার চূর্ণ"—বিদেশী মাজনের তুলনায় ইহা ... মাজন, দাঁতের সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণা, মুখের সর্ব্বপ্রকার ম্লান, রক্তপড়া, পোকা পড়া, মাড়ির প্রভৃতির অব্যর্থ মহৌষধ।

... বটিকা

... ব্লগের বিপদে ... সব রকম জ্বর ১ দিনে ছাড়ে সপ্তাহে প্লীহা, লিভার আরোগ্য হইয়া নূতন রক্তে শরীর হঠাৎ শক্তিশালী হয়ে উঠে। লক্ষ লক্ষ ডাক্তার কবিরাজ ও রোগীর প্রশংসিত। ২১ বটী কৌটা ৸৵০ আনা, ৩ কৌটা ২।০ আনা, ৬ কৌটা ৪।০ আনা, ডজন ৮৲ টাকা।
জ্বরারি বটিকা অফিস, পোঃ ফেণী, নোয়াখালী।

বাতের তেল

সেঁটে বাত, কটিবাত, অবসাড়, পক্ষাঘাত, সন্ধিস্থলে বেদনা, আঘাত জনিত বেদনা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বাতরোগের অব্যর্থ মালিশ। হাতে হাতে ফল পাইবেন। ইহার সহস্রাধিক প্রশংসাপত্র মজুত আছে। মূল্য প্রতি শিশি ১৷০ এক টাকা চারি আনা।

9-20 H.P. SEDAN (German) CAR

material

এ, এইচ, খানের
বাদসাহী জর্দ্দা

ROY BROTHERS,
TAILORS & OUT-FITTERS
18 & 19 Chandney Chawk, Calcutta.

আরোগ্য না হইলে
হজমী চূর্ণ
মূল্য ফেরত

এই প্রাচীন আবিষ্কৃত মহৌষধ কেবলমাত্র নানাবিধ উদ্ভিজ্জ পদার্থের সারাংশ এবং হেকিমী প্রক্রিয়ায় সংশোধিত সর্ব্বশাস্ত্রবৈধ অন্যান্য কতিপয় বিশুদ্ধ দ্রব্য হইতে প্রস্তুত। অদ্যাবধি যত প্রকার চূর্ণ বা পেটেন্ট সল্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় হজমী চূর্ণের সঙ্গে তুলনার অযোগ্য। ইহা এক পক্ষে যেমন অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অম্লোদ্গার, বুক জ্বালা, ভেদ, বমী, প্রভৃতি উদর সংক্রান্ত যাবতীয় পীড়ার, এমন কি উৎকট গ্রহণী, অম্লপিত্ত ও শূল প্রভৃতির অব্যর্থ প্রতিকারক, অন্যপক্ষে তেমনি কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে, ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি সহ শরীরে বিশুদ্ধ শোণিত সঞ্চার করিতে, এবং প্লীহা ও যকৃত দোষ দূরীকরণতঃ রক্তকণিকা সৃষ্টি, বল, বীর্য্য উৎপাদন ও কান্তির শ্রীবৃদ্ধি করিতে অপ্রতিহত ক্ষমতাবান। এতদ্ব্যতীত ইহা বিংশতি প্রকার প্রমেহ ও বহুমূত্রাদি মূত্রাশয়ের বিভিন্ন প্রকার পীড়া, কোষবৃদ্ধি, মৃগী, কাশ, ক্ষয়কাশ, যক্ষা প্রভৃতি কঠিন ব্যাধির আশু এবং স্থায়ী নিবারণে অদ্বিতীয়। শুধু এই নয়! হজমী চূর্ণ গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভজনিত যাবতীয় উপদ্রব উপশমনে, সূতিকা ও শ্বেতপ্রদর দমনে, ও স্বাভাবিক পুষ্টি সাধনে এবং দুর্ব্বল শিশুদের পরিপুষ্টি ও শক্তি বর্দ্ধনে আশ্চর্য্য ক্ষমতাশালী। সবল ও সুস্থকায় ব্যক্তিগণ ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার রোগের কবল হইতে রক্ষা পাইবে। ফল কথা, একাধারে মন্ত্রশক্তিসম এতগুলি গুণের সমাবেশ অন্য কোন ঔষধে নাই। তাই হজমী চূর্ণ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী প্রতিপত্তি লাভ করিয়া এই প্রকার ঔষধ শ্রেণীতে শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে। মূল্য অর্দ্ধ আউন্স শিশি ।/০ আনা। ডজন ৩।০ টাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। ৩ শিশির কমে পার্শেল করা হয় না।

ইউনানী দাওয়াখানা

মেণ্ট তদন্ত ... কার করিতে না পারিলেও ... করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। ... তাঁহাদের মন্তব্যে বলিতেছেন, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সেল কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া চিরদিন প্রসিদ্ধ; কিন্তু বর্ত্তমান ব্যাপারে অবস্থার গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং এই জন্যই হাঙ্গামা নিবারণের জন্য বিহিত ব্যবস্থাও করেন নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটের এইরূপ ঔদাসীন্য বা অজ্ঞতার ফলে কানপুরের অধিবাসীদের যে-ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে এবং মোটের উপর বর্ত্তমান সঙ্কট-মুহূর্ত্তে হিন্দু মুসলিম সমস্যার জটিলতা-বর্দ্ধনে যেরূপ সহায়তা হইয়াছে, তাহাতে মিঃ সেলের গুরু দণ্ড হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি ... সিভিলিয়ান; তাঁহার গায়ে হাত পড়িবে এমন কথা কিরূপে হইতে পারে? কাজেই সংযুক্ত-প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে শুধু স্থানান্তরিত করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন বলিয়াছেন।

ইহার পর পুলিসের কথা। কানপুরের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ রজার্স হাঙ্গামা নিবারণে ... হোক, শেষ ... বলিয়াছেন যে তাঁহারা এখন হইতে ... রণের জন্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এইভাবে পঁইতারা করিতে থাকুন; আর কানপুরের হতভাগ্য অধিবাসীরা নিজেদের ধনপ্রাণ, মন্দির-মসজিদ প্রভৃতি বিনষ্ট হওয়ায় নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে থাকুক! দোষ আর কাহাকে দেওয়া চলে?

মিঃ ফজলুল হকের বহুরূপ।—

আমরা মিঃ এ, কে, ফজলুল হক সাহেবকে শ্রদ্ধা করি; কিন্তু তাঁহার মতামতের প্রতি আমাদের ... নাই। তাহার একটী ... কারণ ...

... জাতবাদকারীদের ... আহ্বানের উত্তর ... না!

দুর্ভাগ্য মুসলমান।—

মহাত্মা গান্ধী মুসলমান নেতাদের সম্মিলিত দাবী জানিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু ব্যাপার যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ভয় হয় যে, মুসলমান নেতারা একমত হইতে পারিবেন না। মওলানা শওকত আলী গোঁ ধরিয়া বসিয়া আছেন, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন না হইলে তাঁহার দলের চলিবে না। এদিকে জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা ... মিশ্র নির্ব্বাচন ... প্র... ...ক।

শূল সুধা

১, অরুগুন, কলিজা হৃৎ ও কোষ্ঠবদ্ধতা জনিত পেটের বেদনার মহৌষধ। সপ্তাহ সেবনে বেদনা আরোগ্য হয়, পক্ষ কাল সেবনে শরীরে নব শক্তি ও স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে, আর পুনরাক্রমণ করে না। মূল্য বড় কৌটা ১।৵০ আনা, ছোট কৌটা ৮০ আনা। ডাক মাশুল পৃথক।

ডাক্তার জে, আহম্মদ সাহেবের
জীবন সুধা

সেবনে দেহমনে শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দের উৎস প্রবাহিত হয়। যৌবনোচিত স্বাস্থ্য ও যাহারা অত্যাধিক কায়িক ও মানসিক অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। খুজলী, পাঁচড়া, রক্তদুষ্টি ও কুৎসিত রোগে ... হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা অবিলম্বে জীবনসুধা সেবন করিতে ... রক্তকণার আধিক্যে ...

ফলতঃ ইহা অমোঘ শক্তিশালী টনিক ও
সর্ব্বোত্তম সালসা।
মূল্য বড় ১ বোতল ৫।।০,—ছোট বোতল ২৸০, মাশুল পৃথক।
নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিন —

ডাক্তার—জে, আহ্ মদ এস, এ, এস
প্রোপাইটার—শূল-সুধা ঔষধালয়, ফুলবাড়িয়া
রোড, নাজির বাজার, পোঃ রমনা, ঢাকা

কলিকাতা ব্রাঞ্চ
৫৭, অপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা

... প্রিন্সিপাল মোলভী ইব্রাহিম খাঁ ... বলেন—"আপনার লেখা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে ... থাকি। আমার মনে হয় বইখানিতে আপনার চিত্তশক্তি, যে মনোবল ও যে রাক্-সংযমের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আধুনিক যুগ লিখ-পদে ছাড়ি।... আপনার লেখনী পরিচালনা জয়যুক্ত হউক"— তাঁহার লালিত্যে রচনার পারিপাট্যে চিন্তা সম্পদের অপূর্ব্ব সংযোজনায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ... 'মুসলিম' এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ফেদার ওয়েট কাগজে পরিষ্কার ছাপা।

মূল্য বার আনা ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্।
২০৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মখদুমী লাইব্রেরী। ১৫নং কলেজ স্কোয়ার কলি...
প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী ভিক্টোরিয়া পার্ক, ...
ইউনিভার্সেল লাইব্রেরী।
... ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, ক...

১০৬৭ নং রেজেষ্টারীকৃত ...

মিঠা-বড়ি

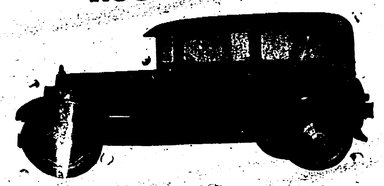

সেবন করুন।

ইহার আশ্চর্য্যতা এই যে খাইতে সুস্বাদু। রোগীর ইচ্ছামত ঔষধের পথ্য। সর্ব্বপ্রকার জ্বর ১ দিনে ছাড়ে। প্লীহা; যকৃৎ ৩ দিনে কমে, জ্বরে বিজ্বরে সেবন চলে। জ্বরের এরূপ আশ্চর্য্য ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই ইহা আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে মুগ্ধ করিতে চাহি না। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ও অতি সুলভ প্রতি ট্যাবলেট ১০ পয়সা।

১৬ ট্যাবলেট প্যাকেট ॥০ আনা।

ডজন ৪৲ টাকা। গ্রোস ৪০৲ টাকা

সর্ব্বত্র এজেণ্ট

ভারতের সোল এজেণ্ট—

ফোন নং ৩২২৮ কলিকাতা

অভাবনীয় সুযোগ

বিনামূল্যে ক্যাটলগ পাইবেন।

পোষ্ট বক্স নং ৭৯ কলিকাতা

স্থাপিত

BY THE SAME FACTORY THAT BUILT THE WORLD-FAMOUS

ROCKET CAR

9-20 H.P. SEDAN (German) CAR

A fine roomy car of the highest quality, finest material and strongest construction in every respect. The OPEL motors with which all models are equipped are, in our judgment, unequalled in horse-power output by any stock motors ever used by any car built of comparable size. The OPEL Factory is the largest Factory in Germany.

9-20 H.P.—It consumes petrol only 1 gallon in 38 miles
20-40 H.P.— " " " " in 22 miles
16-40 H.P.— " " " " in 25 miles

DISTRIBUTORS :

THE BENGAL MOTOR CAR CO.,
173/1, DHURRUMTOLLAH STREET, CALCUTTA.
'Gram :—"SIPHONAUTO" 'Phone :—2740 Cal.

মুসলিম ব্যাঙ্কিং এণ্ড
করপোরেশন লিমিটেড

মুসলমান জন সাধারণকে ঋণদায় হইতে মুক্ত ও সঞ্চয়ী করা, বিবিধ লাভজনক ব্যবসা দ্বারা আর্থিক উন্নতি সাধন, নরনারীদের হিতকল্পে সময়োপযোগী নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গঠন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ইহা গঠিত হইয়াছে। অংশ ৩১০৲ টাকা। তন্মধ্যে প্রতি অংশে ৬৲ টাকা ও প্রবেশ ফি ১৲ টাকা দেয়।

অংশ বিক্রয়ের জন্য ... এজেণ্ট আবশ্যক।
ভাল কাজ দেখাইতে পারিলে স্থায়ী
চাকরী দেওয়া হইবে।

এ, এস, সৈদুল্লা এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস।

এ, এইচ, খানের

বাদসাহী জর্দ্দা

রেজিষ্টারী নং ১২৪৬।

বাদসাহী জর্দ্দা মুখে দেওয়া মাত্র মুখ কস্তুরী বা মৃগনাভীর মন মাতান স্নিগ্ধ সুগন্ধে ভরপুর হইয়া যায়। বীর্য্যবর্দ্ধক ও দন্তরোগনাশক বহু মূল্যবান হেকিমী ঔষধ সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত। পূর্ব্বকালে বাদসাহ, নবাব, রাজা এবং আমির ওমরাহগণ এই জর্দ্দা পানের সহিত ব্যবহার করিয়া কিরূপ আনন্দ উপভোগ করিয়া গিয়াছেন তাহা আজও লোকে কত গল্প করিয়া থাকেন। গত ১৫ বৎসর যাবত আমরা বাদসাহী জর্দ্দা দ্বারা বহু লোকের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছি। বাজারে ...

মেণ্ট তদন্ত ক... স্বার করিতে না পারিলেও ম্যাজিষ্ট্রেটের চর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের মন্তব্যে বলিতেছেন, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সেল কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া চিরদিন প্রসিদ্ধ; কিন্তু বর্ত্তমান ব্যাপারে অবস্থার গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং এই জন্যই হাঙ্গামা নিবারণের জন্য বিহিত ব্যবস্থাও করেন নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটের এইরূপ ঔদাসীন্য বা অজ্ঞতার ফলে কানপুরের অধিবাসীদের যে-ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে এবং মোটের উপর বর্ত্তমান সঙ্কট-মুহূর্ত্তে হিন্দু মুসলিম সমস্যার জটিলতা-বর্দ্ধনে যেরূপ সহায়তা হইয়াছে, তাহাতে মিঃ সেলের গুরু দণ্ড হওয়া উচিত ... সিভিলিয়ান; তাঁহার গায়ে হাত ... পারে? নাদির খান ও তাঁহার নীতি-পদ্ধতি ... সম্বন্ধে কেহ কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেই আর রক্ষা নাই!

—

... কোনো কোনো স্থলে ... প্রতিষ্ঠিত) নিজেদের হেফাজতে রাখিতে সমর্থ হ... হোক, শেষ ... সংযুক্ত প্রদেশীয় ... বলিয়াছেন যে ... তাঁরা এখন হইতে হাঙ্গামা নিবারণের জন্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বনের ব্যবস্থা করিতেছেন!

সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এইভাবে পৈঁতারা করিতে থাকুন; আর কানপুরের হতভাগ্য অধিবাসীরা নিজেদের ধনপ্রাণ, মন্দির-মসজিদ প্রভৃতি বিনষ্ট হওয়ায় নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে থাকুক! দোষ আর কাহাকে দেওয়া চলে?

—

ফজলুল হকের বহুরূপ।—

লাল কোর্ত্তা আন্দোলনের নায়ক ... গান্ধী এসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধির ...

... মিঃ ফজলুল হক আর একবার ঢাকায় গিয়া তাঁহার প্রতিবাদকারীদের আহ্বানের উত্তর দিয়া আসুন না!

দুর্ভাগ্য মুসলমান।—

মহাত্মা গান্ধী মুসলমান নেতাদের সম্মিলিত দাবী জানিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু ব্যাপার যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ভয় হয় যে, মুসলমান নেতারা একমত হইতে পারিবেন না। মওলানা শওকত আলী গোঁ ধরিয়া বসিয়া আছেন, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন না হইলে তাঁহার দলের চলিবে না। এদিকে জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা ... সাহেবকে শ্রদ্ধা মিশ্র নিরপেক্ষ হইতে কর্ম্মের আদর্শ গ্রহণ করুন, ইহাই অনুরোধ। বৈঃ সোলতান।

—

সচিত্র
সাপ্তাহিক সওগাত

৪র্থ বর্ষ } ৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮, ১৫ই জুন ১৯৩১। সোমবার ২৭শে মহরম ১৩৫০। { ৩য় সংখ্যা

কানপুর

কানপুর হাঙ্গামা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট একটী কমিশন [illegible] ছিলেন, এ-সংবাদ পাঠ[illegible] [illegible] প্রবর্ত্তিত আর কেন নাই, তাহার মূল কারণ অনু[illegible] [illegible] হইয়াছে। কমিশনের রিপোর্টে হাঙ্গামার কারণগুলি দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, প্রথম—পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, দ্বিতীয় অব্যবহিত কারণ। পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের মধ্যে একটী দেখানো হইয়াছে আইনঅমান্য আন্দোলন। এই আন্দোলনে ঘন ঘন হরতাল, বয়কট, পিকেটীং প্রভৃতি হওয়াতেই নাকি হিন্দু-মুসলমানে মনো-মালিন্য বাড়িয়া উঠে; এবং ইহার পর ভগৎ সিংহের স্মৃতি উপলক্ষে তাহা দাঙ্গা হাঙ্গামায় পরিণত হয়। কমিশন স্বীকার করিয়াছেন যে, কানপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সেল প্রথম অবস্থাতেই যদি হাঙ্গামা নিবারণের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে খুব সম্ভব ব্যাপার অতদূর গড়াইত না,—৪।৫ শত লোকের প্রাণহানিও হইত না, হাজার হাজার টাকার ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইত না, অথবা মসজিদ-মন্দির অগ্নিসাৎ হইতে পারিত না। বস্তুতঃ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মারাত্মক ঔদাসীন্যের ফলেই কানপুরের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সংযুক্ত-প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট তদন্ত কমিশনের এই সিদ্ধান্ত একেবারে অস্বীকার করিতে না পারিলেও ম্যাজিষ্ট্রেটের চর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের মন্তব্যে বলিতেছেন, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সেল কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া চিরদিন প্রসিদ্ধ; কিন্তু বর্ত্তমান ব্যাপারে অবস্থার গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং এই জন্যই হাঙ্গামা নিবারণের জন্য বিহিত ব্যবস্থাও করেন নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটের এইরূপ ঔদাসীন্য বা অজ্ঞতার ফলে কানপুরের অধিবাসীদের যে-ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে এবং মোটের উপর বর্ত্তমান সঙ্কট-মুহূর্ত্তে হিন্দু মুসলিম সম[illegible]র জটিলতা-বর্দ্ধনে যেরূপ সহায়তা হইয়াছে, তাহাতে মিঃ সেলের গুরু দণ্ড হওয়া উচিত [illegible] সিভিলিয়ান; তাঁহার গায়ে হাত [illegible]নাদির খান ও তাঁহার নীতি-পদ্ধতি[illegible] পারে? সম্বন্ধে কেহ কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেই আর রক্ষা নাই!

আদৌ তৎপরতা বা যোগ্যতা প্রদর্শন করেন নাই। সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট [illegible] কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া বলি[illegible] রণের যোগ্যতা নাই. একটা ছোট [illegible] আসিয়া-[illegible] ব্যবস্থা [illegible] তাঁহাদের চাকরী যাইবে না। ব্যস, [illegible] ব্যবস্থা! রেল বিভাগগুলিতে হাঙ্গামা নিবা-[illegible] মধ্যেই কার্য্যকরী হইয়াছে[illegible] শহরে আসিয়াই [illegible] তাহার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিবার মতো বুদ্ধি নাই, তাঁহাকে কোন্ গুণে কাণপুরের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট করা হইয়াছিল, সংযুক্ত-প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট তাহা বলেন নাই। মিঃ রজার্সকে এই ভাবে দোষমুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেও গবর্ণমেণ্ট, কোতোয়াল খান বাহাদুর সৈয়দ গোলাম হোসেনের নিন্দায় তদন্ত কমিশনের সহিত একমত হইয়াছেন। খান বাহাদুর নাকি খুব অভিজ্ঞ লোক; তাঁহার মতো লোকের কাছে জনসাধারণ শান্তিরক্ষা ব্যাপারে যেরূপ উদ্যোগ, উদ্যম, কৃতিত্ব প্রভৃতি আশা করে, তিনি তাহার কিছুই প্রদর্শন করেন নাই। এ জন্য তাঁহার প্রতি কোনোরূপ দণ্ডবিধান করা হইবে কি না, তাহা গবর্ণমেণ্ট বলেন নাই। পুলিস হাঙ্গামাকারীদিগকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য লাঠি প্রভৃতির প্রয়োজন মতো সদ্ব্যবহার করে নাই, তদন্ত কমিশনের এই সিদ্ধান্ত গবর্ণমেণ্ট মানিয়া লন নাই; তবে তাঁহারা বাধ্য হইয়া স্বীকার করিয়াছেন যে অনেক ক্ষেত্রে পুলিস সম্মুখে হাঙ্গামা হইতে দেখিয়াও তাহা নিবারণের চেষ্টা করে নাই এবং কোনো কোনো স্থলে হাঙ্গামাকারীদের ধরিয়াও নিজেদের হেফা[illegible]ত রাখিতে সমর্থ হয় নাই! যাহা হোক, শেষ কথা সংযুক্ত প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই বলিয়াছেন যে তাঁহারা এখন হইতে হাঙ্গামা নিবারণের জন্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এইভাবে পঁইতারা করিতে থাকুন; আর কানপুরের হতভাগ্য অধিবাসীরা নিজেদের ধনপ্রাণ, মন্দির-মসজিদ প্রভৃতি বিনষ্ট হওয়ায় নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে থাকুক! দোষ আর কাহাকে দেওয়া চলে?

[illegible] ফজলুল হকের বহুরূপ।—

[illegible] সাহেবকে শ্রদ্ধা লাল কোর্ত্তা আন্দোলনের [illegible] গান্ধী এসোসিয়েটেড প্রেসের [illegible] প্রতিনিধির অনেক সময় অনেকরূপ মত জাহির করিয়া নিজেকে দস্তুরমতো বহুরূপী করিয়া তুলিয়াছেন। মিঃ হকের পুরাতন ইতিহাস [illegible] ঘাঁটিয়া কাজ নাই; লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন হইতে এই অল্প কয়েক মাসের মধ্যে তিনি স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ও মিশ্র নির্ব্বাচনের ব্যাপার লইয়া কতবার যে কত কথা বলিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। লণ্ডনে ভুপালের নবাব, আগা খাঁ, ও স্যার মোহাম্মদ শফীর পরামর্শে তিনি মিশ্র নির্ব্বাচন প্রথার সুবিধা-অসুবিধা বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পান যে, অন্ততঃ বাঙলা দেশে মিশ্র নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে আমাদের—মুসলমানদের লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। এই মর্ম্মে তিনি কয়েকজন নেতাকে পত্র দেন। পত্রখানি "মুসলমান" ও অন্যান্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। আমরাও তাঁহার পত্রখানির অনুবাদ ছাপিয়াছিলাম। শেষে দেশে ফিরিয়া আবার স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের বুলি আওড়াইতে থাকেন। তারপর আবার কিছুদিন পূর্ব্বে ঢাকায় গিয়া নাকি তিনি বলেন যে, যাঁহাদের রাষ্ট্রীয় চিন্তা নাই, এবং যাঁহারা সরকারী উপর ওয়ালাদের পিঠ-চাপড়াণি চান তাঁহরাই স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন চান। ইহার কয়েকদিন পরেই আবার তিনি বলেন যে, এমন কু কথা তিনি উচ্চারণ করেন নাই। ঢাকার ২০ জন বিশিষ্ট মুসলমান মিঃ ফজলুল হকের উদ্দেশ করিয়া একখানি পত্র প্রচার করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহারা তাঁহার ঢাকা যাতায়াতের খরচা বহন করিতে রাজী আছেন, হক সাহেব ঢাকায় গিয়া প্রকাশ্য সভায় বলিয়া আসুন যে এমন কথা তিনি বলেন নাই! এ তো বেশ ভালো কথা! মিঃ ফজলুল হক আর একবার ঢাকায় গিয়া তাঁহার প্রতিবাদকারীদের আহ্বানের উত্তর দিয়া আসুন না!

দুর্ভাগ্য মুসলমান!—

মহাত্মা গান্ধী মুসলমান নেতাদের সম্মিলিত দাবী জানিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু ব্যাপার যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ভয় হয় যে, মুসলমান নেতারা একমত হইতে পারিবেন না। মওলানা শওকত আলী গোঁ ধরিয়া বসিয়া আছেন, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন না হইলে তাঁহার দলের চলিবে না। এদিকে জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা [illegible] মিশ্র নির্ব্বাচন [illegible] হইতে [illegible] চেষ্টার [illegible] কম্মের আদর্শ গ্রহণ করুন, [illegible] ইহাই অনুরোধ।

দৈঃ সোলতান।

নির্বাচন ও মিশ্র নির্বাচনের মাঝামাঝি ... ব্যবস্থা হওয়াও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা স্বতন্ত্র নির্বাচনের পক্ষপাতী, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ 'যুক্তি' এই যে, জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা কংগ্রেসের "কেনা গোলাম" এবং এইজন্য তাঁহারা মিশ্র নির্বাচন চান। যাঁহারা এইরূপ উক্তি করেন, তাঁহাদের ন্যায় অনেক ভৃত্য অনেক জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতার আছে, একথা তাঁহারা ভুলিয়া না গেলে ভালো হইত! কে কাহার "কেনা গোলাম" তাহার বিচার পরে করা চলিতে পারিবে। আপাততঃ উভয় দলে আপোষ হইলেই ভালো হয়। কারণ আপোষের অভাবে কংগ্রেসে মুসলমানদের দাবীর যথেষ্ট গুরুত্ব উপলব্ধ হইবে না। আর কংগ্রেস যদি মুসলমানদের দাবীর গুরুত্ব ভালোরূপ স্বীকার না করে, তাহা হইলে বর্ত্তমান শ্রমিক গবর্ণমেন্টের কাছে তাহার মূল্য কতটুকু দাড়াইবে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়! অতএব মুসলমান যদি দুর্ভাগ্যের হাত হইতে বাঁচিতে চাও, তবে তথাকথিত 'নেতাদের' হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা কর। নইলে "বন্ধুরাই" তোমাদের সর্ব্বনাশ করিবেন!

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়ম।—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা নূতন নিয়ম করিতেছেন যে সংস্কৃত, পারসী প্রভৃতি ভাষা অতঃপর আর বাধ্যতামূলক থাকিবে না। ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে ঐ সব ভাষার কোনো একটী পড়িতে পারিবে এবং ইচ্ছা না করিলে উহার পরিবর্ত্তে অন্য বিষয় গ্রহণ করিতে পারিবে। এই নিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইয়াছে ও হইতেছে। প্রতিবাদ যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহারা বড় বড় নামজাদা লোক, যথা—বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সেলার স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুসলমান সমাজের মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁন, স্যার আবদুল্লাহ সুহরাওয়ার্দ্দী প্রভৃতি। এই সব বড় বড় লোকের নাম দেখিয়া সাধারণের বিচার-বুদ্ধি স্তম্ভিত হওয়া স্বাভাবিক। এইজন্য এখানে বলা আবশ্যক যে, এই-সব ভদ্রলোকের নাম প্রতিবাদকারীদের মধ্যে দেখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের কাজটী যতটা নিন্দনীয় মনে হওয়া স্বাভাবিক, আসলে তাহা হয়তো ততটা নিন্দনীয় নয়। সংস্কৃত না শিখিলে বাঙ্গলায় ব্যুৎপত্তি জন্মে না, রবীন্দ্রনাথের এই যুক্তি। কথাটী একেবারে ভিত্তিহীন নয়; কিন্তু সংস্কৃত না শিখিলে বাঙ্গালীর চলিবে না, বা বাঙ্গলা সাহিত্যসেবীর শক্তি পূর্ণরূপে বিকশিত হইবে না, ইহা স্বীকার্য্য নয়। এ কথার প্রমাণ স্বরূপ অনেক খ্যাতনামা লেখক ও শ্রেষ্ঠ কবির নাম করা ... স্বপক্ষে কী যুক্তি

করিবার বলকেও খুব অকাট্য ধরণের কোনো যুক্তি আছে কিনা সন্দেহ। যাহা হোক তথাপি আমাদের দেশের রক্ষণশীল ভদ্রলোকদের নিদ্রা নষ্ট হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তা—ডাক্তার হাসান সুহরাওয়ার্দ্দী সাহেব এই ভদ্রলোকদের কিছু নিদ্রাকর ঔষধ উপহার দিতে পারেন?

সাম্প্রদায়িকতা নয় তো?

এবারে ভারতবর্ষে যে সিভিল সারভিস পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন মুসলমান পরীক্ষার্থীরাই। ইহাতে আমাদের এক সহযোগী বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন যে বিলাতের এই ধরণের পরীক্ষায় কে কত নম্বর পায়, পরীক্ষক কে [illegible] এখানে তাহা [illegible] সহযোগী এরূপ প্রশ্ন পূর্ব্বে কখনও উত্থাপন করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। পূর্ব্বে এমনও ঘটিয়াছে যে, মুসলমান একজনও সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ হন নাই; তখন মুসলমানেরা সে সম্বন্ধে অনুযোগ করেন নাই। কিন্তু একটী মাত্র বৎসরে কোনো হিন্দু উত্তীর্ণ হন নাই দেখিয়া সহযোগীর মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা আশা করি সহযোগীর এই ধরণের সন্দেহের পশ্চাতে কোনোরূপ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা বিদ্যমান নাই।

কিশোরগঞ্জ।—

কয়েকমাস পূর্ব্বে ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জে যে-দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়াছিল, পাঠকবর্গ তাহা বিস্মৃত হন নাই। প্রথম অবস্থায় অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, দাঙ্গাটী সাম্প্রদায়িক; কিন্তু যখন জানিতে পারা গিয়াছিল যে, দরিদ্র কৃষকের ক্ষুধার জ্বালায় কেবল হিন্দু জমিদার ও মহাজনের বাড়ী লুঠ করে নাই, মুসলমান মহাজনের বাড়ীতেও চড়াও করিয়াছিল, তখন আর কেহ মনে করেন নাই যে, কিশোরগঞ্জের দাঙ্গাটী সাম্প্রদায়িক। বস্তুতঃ বিভিন্ন সংবাদপত্রে তখন দাঙ্গাটীকে অর্থনৈতিক কষ্টপ্রসূত অসাম্প্রদায়িক ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং গবর্ণমেন্টও তাঁহাদের প্রদত্ত বিবরণীতে এ-কথা স্বীকার করেন। ইহার পর সাধারণ ফৌজদারী আইন অনুসারে অপরাধীদের গ্রেফতার ও দণ্ড বিধান করা হয়। সম্প্রতি গুজব রটিয়াছে, গবর্ণমেন্ট কিশোরগঞ্জের দণ্ডিত অপরাধীদের মুক্তি দিবেন। ইহার একটী কারণ এই হইতে পারে যে, বর্ত্তমানে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে এবং এই অবস্থায় কিশোরগঞ্জের অপরাধীদের ছাড়িয়া না দিলে তাহাদের পরিবারবর্গের অনাহারে মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নয়। অবশ্য গবর্ণমেন্ট সত্য সত্যই কিশোরগঞ্জের কয়েদীদের খালাস দিবেন কি না ... আমরা জানি না। ... বৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁহারা যদি শুধু বলিতেন যে, কিশোরগঞ্জের কয়েদীদের ছাড়িয়া দিলে অবস্থাপন্ন লোকদের ধন সম্পত্তি নিরাপদ থাকিবে না, কারণ কয়েদীদের মুক্তিতে তাহারা স্বয়ং এবং অন্যান্যেরা লুণ্ঠন ব্যাপারে উৎসাহ প্রাপ্ত হইবে,—আমাদের হিন্দু সহযোগীরা যদি শুধু এইটুকু বলিতেন, তাহা হইলে কথাটা মনুষ্যত্বের দিক দিয়া যতই নিন্দনীয় হোক, তাহার অন্ততঃ একটা অর্থ আমাদের বোধগম্য হইত। কিন্তু তাঁহারা বলিতেছেন, কিশোরগঞ্জের হাঙ্গামাটী ছিল সাম্প্রদায়িক; এখন সেখানকার মুসলমান কয়েদীদের ছাড়িয়া দিলে হিন্দুর ধন সম্পত্তি ভীষণ বিপন্ন হইবে! আমরা আমাদের সহযোগীদের এইরূপ সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির তীব্র নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ভারতে ... অর্থনৈতিক শ্রেণী-সংগ্রাম আছে ... সংগ্রাম বলিলে আপাততঃ হীন সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে, কিন্তু কঠোর সত্যকে অস্বীকার করা হয়। হইতে পারে ময়মনসিংহের প্রায় সকল জমিদার ও মহাজনই এই হিন্দু এবং প্রজারা ও অধমর্ণেরা প্রায় সকলেই মুসলমান। কিন্তু ঐ দুই দলের মধ্যে বিবাদটী হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ নহে। ময়মনসিংহের জমিদার ও মহাজনেরা কিশোরগঞ্জের কয়েদীদিগকে খালাস না দিবার জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি ঐ আবেদন সমর্থন করুন, কিন্তু সে জন্য এই সাম্প্রদায়িক বিবাদ-কণ্টকিত দেশে মিছামিছি আবার হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন টানিয়া আনিবার চেষ্টা কেন?

প্যালেষ্টাইন।—

প্যালেষ্টাইনের আরব ও ইহুদীদের মধ্যে একটী উপাসনা-স্থানের অধিকার লইয়া যে গোলমাল বাধিয়াছিল, তাহার ফলে শত শত আরব ও ইহুদীর ধন প্রাণ নষ্ট হইয়াছিল। আরবদের পিতৃভুমিকে ইহুদী-নিবাসে পরিণত করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্ট প্রতিশ্রুত আছেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ লইয়া ইহুদীরা আরবদিগের জমিজমা হস্তগত করিতেছিল, ইহাতে আরবেরা ঘোর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই অসন্তোষ উক্ত উপাসনা-স্থানের (Wailing wallএর) অধিকার লইয়া ভীষণ আকৃতি ধারণ করে। এই জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্ট একটী কমিশন বসাইয়া উপাসনা-স্থানটীর অধিকার-নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বলেন। কমিশন বলিয়াছেন যে স্থানটী প্রকৃতপক্ষে মুসলমান আরবদের; কিন্তু ইহুদীরা সেখানে গিয়া উপাসনা করার অধিকারী; তবে যে-সময় মুসলমানেরা ... করিবে, ...

ইহুদীরা এখন উপাসনার নামে গোলমাল ও শান্তিভঙ্গ করে। ইহাতে মুসলমানদের আপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইহুদীরা আর এরূপ গোলমাল করিতে পাইবে না। প্যালেষ্টাইনের ইংরাজ হাই কমিশনার কমিশনের এই সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করিতেছেন। কিন্তু কথা হইতেছে ইহুদীদের মনে যদি অসদভিপ্রায় না থাকে, তবেই তিনি শান্তিরক্ষা করিতে পারিবেন, নচেৎ নয়। আগে—অর্থাৎ প্যালেষ্টাইনকে ইহুদী উপনিবেশে পরিণত করিবার আশায় হাজার হাজার উগ্রপন্থী ইহুদী সেখানে আমদানী হইবার পূর্ব্বেত আরবে-ইহুদীতে সংঘর্ষ বাধিতে শুনা যাইত না। তখনও ইহুদীরা উপাসনা করিতে পাইত—অধিকারের বলে নয়, মুসলমানদের ... এখন ... আর কেন নাই, তাহার মূল কারণ অনু... করিয়া তাহার প্রতীকার না করা পর্য্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ইহুদী-আরবে স্থায়ী মিলন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাহা করিতে গেলে বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে অনেকদূর যাইতে হইবে—ইহুদী-উপনিবেশ স্থাপনের কল্পনা ত্যাগ করিতে হইবে। তাহা তাঁহারা করিবেন কি? কখনই নয়। তবে আর স্থায়ী শান্তির আশা কোথায়?

আফগানিস্তান।—

বড়লাট সাহেবের কৃপায় ভারতের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির শাসন ও শাসকদের সম্বন্ধে কোনো কথা বলা সংবাদপত্রগুলির পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি একটা অর্ডিনান্স জারি করিয়া রাখিয়াছেন, যাহার ফলে আরব সিরিয়া ইরাক, পারস্য, আফগানিস্তান, নেপাল, চীন, শ্যাম প্রভৃতি রাজ্য সম্বন্ধে কোনো সংবাদপত্র কোনো মন্তব্য প্রকাশ করিলে তাহার উপর সহজেই আইনের খড়্গ নিপতিত হইতে পারে। সম্প্রতি আফগানিস্তান সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া লাহোরের 'জমিদার,' 'আফগানিস্তান,' 'কেশরী' প্রভৃতি সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ গ্রেফতার হইয়াছেন। আমানুল্লাহ্‌র রাজত্বকালে এদেশের গোল্‌-শ্রেণীর কাগজওয়ালারা তাঁহার বিরুদ্ধে বিষ উদ্‌গীরণ করিয়াছে; বাচ্চা-ই-সাক্কার পক্ষ হইতে সহস্র সহস্র টাকার বিনিময়ে এদেশে তাহার সমর্থনে প্রচারকার্য্য চালানো হইয়াছে! তখন ভারত গবর্ণমেন্টের টনক নড়ে নাই; কিন্তু এখন বাদশাহ নাদির খান ও তাঁহার নীতি-পদ্ধতি বা মতলববাজি সম্বন্ধে কেহ কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেই আর রক্ষা নাই!

পরের চোখে

ভারত গবর্ণমেন্ট বিভাগীয় ব্যয় সঙ্কোচের জন্য তদন্ত কমিটি বসাইয়াছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হওয়া গেল, ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য বড়কর্ত্তারা অনেকেই ভারতীয় কেরাণী ও অন্যান্য অল্প বেতনের কর্ম্মচারী কমাইয়া দেওয়াই প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া অভিমত দিয়াছেন। এই দুর্দ্দিনে গরীবের অন্ন মারিয়া ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতার চরম দৃষ্টান্ত। মোটা মাহিনার কর্ম্মচারীদের সংখ্যা কমা দূরের কথা, বেতন পর্য্যন্ত কমিবে না, কিন্তু গরীব অল্প বেতনের ভারতীয়দের চাকরী যাইবে—কি চমৎকার ব্যবস্থা! রেল বিভাগগুলিতে এই ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই কার্য্যকরী হইয়াছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই সরকারী বিভিন্ন বিভাগেও এই ব্যবস্থা হইবে। ভারতের বেকার-সমস্যাকে অত্যন্ত অসাধু উপায়ে নিদারুণ করিবার এই বৈদেশিক শাসকগণের অপচেষ্টা সম্পর্কে দেশের জনমত ও জননায়কগণ নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলে অবিচারে বৃত্তিহীন গরীবদের পক্ষে দুটা কথা আর কে কহিবে? কেবলমাত্র সংবাদপত্রের আন্দোলন পর্য্যাপ্ত নহে, ইহা সকলেরই বোঝা উচিত।

—আনন্দ বাজার।

ভারত সম্পর্কে যে কোন সংবাদেই চার্চ্চিলের মন কিরূপ বিদ্বেষে পূর্ণ হইয়া উঠে সম্প্রতি কাণপুর দাঙ্গার কমিশনের রিপোর্ট ও সরকারী মন্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। কমিশন বলিয়াছেন, এবং ভারত সরকারও স্বীকার করিয়াছেন যে কাণপুর দাঙ্গায় কংগ্রেসের কোন দোষ নাই। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বুদ্ধির অভাবেই কাণপুরের সাড়ে চারিশত লোক প্রাণ হারাইয়াছে। একজন শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানের উপর এই দোষারোপে মিঃ চার্চ্চিল স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি কাণপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বেদনায় ব্যথিত হইয়া বলিয়াছেন, বেচারা ম্যাজিষ্ট্রেটকে দোষ দিলে কি হইবে? যে দেশের উপরওয়ালারাই পদে পদে শৈথিল্য ও শাসনত্রুটি দেখাইতেছেন, তাঁহাদিগকে শাস্তি না দিয়া একজন ক্ষুদ্র কর্ম্মচারীর উপর দোষ চাপাইলে কি হইবে? নিম্ন পদস্থ কর্ম্মচারীদের দুর্ব্বলতায় দণ্ড বিধান করিয়া উপরস্থ কর্ম্মচারিগণ যেদিন তাঁহাদের নিজ দুর্ব্বলতাকে গৌরব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই তাহাদের শাসনকার্য্যে অক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে। এখন একজন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর উপর প্রতিহিংসা লইয়া কি হইবে? গান্ধী-আরউইন আপোষে যে দুর্ব্বলতা দেখান হইয়াছে, তাহার কথা কে বলে?

—বঙ্গবাণী।

লাল কোর্ত্তা আন্দোলনের নায়ক, সীমান্তের গান্ধী এসোসিয়েটেড প্রেসের ... প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে সীমান্ত প্রদেশে দিন দিনই লাল কোর্ত্তা আন্দোলনের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে এবং একমাত্র পেশোয়ার জেলাতেই লক্ষাধিক লাল কোর্ত্তা ভলান্টিয়ার বা "খোদাই খেদ্‌মতগার" সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। কেমন করিয়া জাতিকে সংগঠিত করিতে হয় খান আবদুল গফ্ফার খানের এই বর্ণনা হইতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। সীমান্তের এই লাল কোর্ত্তা দলের উপর সরকারী চণ্ডনীতি যে কিরূপ তীব্রভাবে চলিয়া আসিয়াছে, তাহা কাহারও অজানা নাই। এতৎসত্ত্বেও যে একলক্ষ সেবক আজ একমাত্র পেশোয়ার জেলাতেই খান সাহেবের আহ্বানে জাতির জন্য যে কোন কাজ করিতে প্রস্তুত আছে, ইহা হইতেই বুঝা যায় সীমান্তের গান্ধী অদ্ভুত কর্ম্মী খান আবদুল গফ্ফার খান সমাজ সংগঠনে কিরূপ অসাধারণ ক্ষমতা রাখেন। আমাদের আত্মকলহপরায়ণ মুখসর্ব্বস্ব নেতার দল ... গান্ধীর নিকট হইতে ... সীমান্ত ... কর্ম্মের আদর্শ গ্রহণ করুন, ইহাই অনুরোধ।

—দৈঃ সোলতান।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি রাজ...

"হে কবি, তোমার ... জন্মদিনে ... জন্মক্ষণে ... সমগ্র জাতির জন্মজগৎ এক ... উঠিয়াছিল। অজ্ঞাত আমরা সেদিন অজানা নীহারিকাপুঞ্জের মাঝে না জানিয়াও শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। আজ জাগ্রত জীবনের যাত্রাপথে দাঁড়াইয়া হে অগ্রজ, তার ঋণ শোধ করি। আমরা না আসিতে তুমি আমাদের জীবনের জয়গান গাহিয়াছ। আমরা সে-দান প্রণামের বিনিময়ে আজ অঞ্জলি পাতিয়া লইতেছি।

তোমার জন্মক্ষণটি পিছনের অতীতে হয়ত হারাইয়া গিয়াছে—কিন্তু আজিকার এই স্মরণদিনে আমাদের কণ্ঠের জয়ধ্বনি সম্মুখের অগণিত মুহূর্ত্ত-শ্রেণীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া অনন্তের শেষ-সীমান্তে পৌঁছিবে ..."

["রবীন্দ্র জয়ন্তী" উপলক্ষে বক্সা দুর্গস্থিত রাজবন্দীদের প্রদত্ত অভিনন্দনের একাংশ।"]

ইহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত প্রত্যভিনন্দন দিয়াছেন:—

বক্সা দুর্গস্থিত রাজবন্দীদের প্রতি

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হোতে
উন্মুখর ঊর্দ্ধ স্রোতে
বন্দী বারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন ॥
মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি' অঙ্কুর আকাশে দিল আনি'
স্ব-সমুখ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্ত্য নরের রাজধানী ॥
"অমৃতের পুত্র মোরা"—কাহারা শুনালো বিশ্বময়!
আত্ম-বিসর্জ্জন করি' আত্মারে কে জানিল অক্ষয়!
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জানিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয় ॥

১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ — শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দার্জ্জিলিং।

[জীব]ন বীমার উদ্দেশ্য

[শ্রী]যুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
... এ, সি, আই, আই, (লণ্ডন)

কয়েক বৎসর পূর্ব্বেকার কথা বলি। জীবন বীমা বলিতে সে সময় লোকের মনে কেমন একটা আশঙ্কা হইত। কি জানি কেন লোকে সচরাচর জীবন-বীমার এজেন্টদের যেন ছেলে-ধরা বলিয়া ভয় ... কিছু কম হইত পাইত। সেকালে যে জীবন বীমা ... পড়িয়া কিম্বা এমন নয়, পরন্ত এজেন্টদের উপরোধে পড়িয়াও লোকে তাহাদের নানাবিধ প্রলোভনে পড়িয়াও লোকে ... লোকেই নিজের ...

অপর কোন কাজ করিতে ... তাহাদের ... আয়াসসাধ্য কাজ করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করা ... এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই ধারণা হয়। শিক্ষিত বা অশিক্ষিত পিতামাতা সকলেই বাসনা করেন যেন তাহাদের সন্তানাদি বেশ সুখেই কাল-যাপন করিতে পারে। এক্ষণে যদি এমন কোন সংস্থান করা যায় যাহাতে ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া যে সমস্ত সন্তানাদি কৃতী না হইতে পারে তাহাদের জন্য সামান্য রকমের ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দেওয়া যায়—তাহা হইলে অন্ন-সমস্যার সমাধান হয় না বলিয়া মনে হয় না। ... অন্ন-সমস্যার মূল শোধক। প্রত্যেক ...

বীমা করিবার উদ্দেশ্যে যে বীমাকারীর হঠাৎ মৃত্যু হইলেও পলিসির টাকা সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। এমন কি এক বা ততোধিক ... মৃত্যু হইলেও যে ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে জমা করিলে হয়ত ২৫০৲ টাকা মৃত্যুর সময় জমা হইবে সেই ক্ষেত্রে পলিসি বাবদ ২৫০০৲ টাকা প্রাপ্য।

আগেকার কালে অনেকের ধারণা ছিল যে, জীবন-বীমা করিলে অকাল মৃত্যু হয়; কিন্তু আজকাল বোধ হয় সে ধারণা ক্রমেই দূরীভূত হইতেছে। অনেকের ধারণা ছিল যে জীবন বীমা করিবার পর মৃত্যু ঘটিলে টাকা উঠাইবার জন্য বড়ই বেগ পাইতে হয়, কিন্তু আজকাল বীমা কোম্পানীগুলি আমাদের দেশে যেরূপ সুনিয়মে কাজ ... —তাহাতে বোধ হয় এই অভিযোগ ... দেওয়া যায় না। দেশীয় জীবন বীমা ...

... না। আর কংগ্রেস যদি মুসলমানদের ... স্বীকার না করে, তাহা হইলে এখানে তাহা ...

... বীমার প্রয়োজনীয়তার সীমা নাই—তখন হইতেই আমাদের দেশে জীবনবীমার প্রসার খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমরা যখন উপায়ক্ষম থাকি, তখন নানাবিধ বাজে খরচ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করি না। আমরা সভা সমিতি করিয়া খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া আন্দোলন করিতে পারি, কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য বুঝিতে আমরা পারি না। সুকুমারমতি বালকদিগকে আমরা দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে শিখাই, রাজনীতি চর্চ্চা করিতে উৎসাহিত করি, একজোটে কাজ করিতে বলি, কিন্তু তাহাদের অর্থনীতি শিখাই না। যতদিন পিতা মাতার অন্নে বালকগণ প্রতিপালিত হইতে থাকে এবং যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অন্ন-সমস্যার সমাধান না করিতে হয়, ততদিন কোন আয়াস-সাধ্য কার্য্য করিবার বা ভাবিবার পন্থা আমরা তাহাদিগকে শিখাই না; শিখাই কেবল কিরূপে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতে হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হইতে হয়। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইলেই আমাদের অন্ন সমস্যার সমাধান হইত তাহা হইলেও বা কথা ছিল, কিন্তু আজ কাল যেরূপ চাকরী-সমস্যা কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে চলিয়াছে তাহাতে আর বেশী দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির গরিমা অক্ষুণ্ণ থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। এখন দেখা যাউক, জীবন-বীমা বা ঐ সংক্রান্ত কাজ করিলে অন্ন সমস্যার কতটা সমাধান হয় এবং কিরূপে হয়। প্রধানতঃ আমরা সকলেই বুঝি যে চাকরী না হইলে ব্যবসা চালাইতে পারি। যদি অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোক ইংরাজী শিক্ষিত কর্ম্মচারী রাখিয়া বিদেশী বণিকদিগের সহিত ব্যবসা চালাইতে সক্ষম হয়, তবে তবে শিক্ষিত লোকে পারিবে না কেন? মূল কথা অর্থ চাই। সকল লোকের সকল সন্তানই কিছু ... না। অতএব কয়েকটির মধ্যে দুই একটী ...

... অধিক হইলে যে খাদ্য অধিক জন্মায় এমন নহে, কিন্তু অর্থের দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করা অতীব সহজ কাজ। অনেকে ভাবিতে পারেন অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফল কি? এই সংগৃহীত অর্থ থাকিলে হয়ত সন্তানাদি নিজেরা নিজেদের অন্ন সংগ্রহ করিবার চেষ্টা মোটেই করিবে না। প্রকৃতপক্ষে কথাটী কতকটা সত্য বটে, কেন না বহু দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায় ধনীদিগের সন্তানেরা আরামে ও সুখে কাল কাটাইতেছেন এবং তাহাদিগের মধ্যে কাহারাও বা সেই সঞ্চিত অর্থ মধ্যবিত্তদিগের মধ্যে সুদে খাটাইয়া উহা আরো বাড়াইতেছেন এবং নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রা বৃদ্ধি করিতেছেন। এই কলিকাতা সহরে এমন অনেক ধনী পুত্র আছেন যাঁহাদের আর্থিক ক্ষমতা অতীব প্রবল। তবে কি এই সকল ধনীদিগের জন্য জীবন বীমা নয়? আমরা বলি জীবন বীমার উপকারিতা ইহাদের জন্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের সহিত সমান। যে কারণে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া পুত্র পরিবারকে ভবিষ্যৎ ঋণদায় হইতে মুক্ত রাখিতে পারেন, সেই কারণেই ধনী মহাজন জীবন বীমা করিয়া স্বকীয় সম্পত্তি যাহাতে পুরুষানুক্রমে সামান্যভাবে বিভক্ত হইয়া বিনষ্ট না হয় তাহা নিবারণ করিতে পারেন। আমরা এমন বলি না যে জীবন-বীমাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তবে এটা ঠিক যে জীবনধারণ করিতে হইলে, জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, সন্তানদিগের ভবিষ্যৎ ভাল করিবার সঙ্কল্প থাকিলে, সময় থাকিতে সঞ্চয় আবশ্যক। দেখা যায় সামান্য পিপীলিকা পর্য্যন্ত সঞ্চয়ের পক্ষপাতী। ইহা দেখিয়াই আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান হওয়া উচিত যে আমরাও যথাসাধ্য সঞ্চয় করিব না কেন? যাহা আমরা দৈনিক বাজে খরচ করি— আমাদের মনে হয়—সেই অর্থ সঞ্চিত হইলে একটা মোটা রকমের অর্থ সঞ্চিত হইতে পারে। নিতান্ত পক্ষে সকল খরচকেই বাজে বলা চলে না, তবুও কতক অংশ জীবন বীমায় প্রয়োগ করিলেও অবশেষে সেই অর্থ ... বীমার ...

... গুলি দেশীয় লোকদিগের দ্বারা চালিত হওয়ায় পলিসির টাকা উঠাইবার জন্য যে সমস্ত কাগজ পত্রাদি আবশ্যক হয়—তাহা প্রস্তুত করা দেশের লোকের পক্ষে সহজ, সেই জন্য এদেশীয় কোম্পানীতে বীমা গ্রহণের উপদেশ দেওয়া হয়।

সংসার পাতিয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ অনেকেই করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এমনও আছেন যে হঠাৎ অকাল মৃত্যু হইলে অর্থ বা অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া যান না। অনেক দুঃস্থ পরিবারের খবর লইলে জানিতে পারা যায় যে এককালে তাঁহারা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবার পর তাঁহাদের আজ যে দুঃসহনীয় অভাব আসিয়াছে সেই সময়ের অবিমৃষ্যকারিতাই ইহার প্রধান কারণ। এখন দেখা গেল ভবিষ্যতের জন্য সুনিশ্চিত সঞ্চয় করাই জীবন বীমার প্রধান উদ্দেশ্য।

আবার দেখা যায়, জীবন বীমা সংক্রান্ত কাজ যোগাড় করিতে পারিলে (Agency) স্বাধীনভাবে সাংসারিক খরচের অভাব মোচন করা যায়। এই কাজ অতীব সহজ এবং মাত্র সামান্য শিক্ষার আবশ্যক।

এরূপ দেখা যায় যে মার্কিন ও যুক্তরাজ্যে অনেকানেক লোক এই কাজ করিয়া ধনকুবের হইয়াছেন। আমাদের জানা আছে—জীবন-বীমা কোম্পানীগুলি তাঁহাদের এজেন্টদের কোন বাধ্যতা মূলক নিয়মে বাঁধিয়া রাখেন না। এবং সেই কারণে সামান্য চাকরী অপেক্ষা যে এই কাজ শত গুণে ভাল তাহা নিঃসন্দেহ। প্রথম প্রথম মনে হয় আত্মীয় বন্ধুর মধ্যে কাজ যোগাড় শেষ হইলে নূতন কাজের সৃষ্টি কিরূপে হইবে? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বোধ হয় অনেকেরই জানা নাই যে এই দেশে জীবন বীমার প্রসার মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। এখনও যেভাবে এই বীমার ... তেছে—ইহা ...

... কৃতাবস্থ হয় ...
যদি কৃতী হয়—তবে অপরগুলি তাহাদের ... দিগের মুখ চাহিয়া থাকিবে কি? ঘটনাচক্রে এই ... হয় যে অপর ভ্রাতাগুলিও বড় চাকরী না পাইলে ... কোন ... খাটাইবার মধ্যে বিশেষ ...

[স্বা]স্থ্য-স্বাস্থ্য

গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যতত্ত্ব

বঙ্গীয় স্বাস্থ্যবিভাগ বাঙ্গলার পল্লীবাসীদিগকে বিশেষতঃ পুরমহিলাদিগকে গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ উপদেশ দিয়াছেন—

১। পরিচ্ছন্নতা আবশ্যক।

২। কলেরা ও সান্নিপাতিক জ্বর নিবারণের জন্য যথাক্রমে ১ বৎসর ও ২ বৎসর অন্তর টীকা লওয়া কর্ত্তব্য।

৩। ভৃত্যদিগকে পরীক্ষা করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। তাহাদিগের মধ্যে হয় ত সান্নিপাতিক বা অন্য রোগের বীজাণু থাকিতে পারে।

৪। রীতিমত "ফিনাইল" ব্যবহার করা উচিত।

৫। যাহাতে ভগ্ন মৃৎপাত্রে, পুকুরে, চৌবাচ্চায় খানা বা ডোবায় মশাতে ডিম না পাড়ে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। মশার কামড়ে "ম্যালেরিয়া" ও "ডেঙ্গু" জ্বর হয়।

৬। গৃহের আবর্জ্জনা রাখিবার পাত্র সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখা উচিত এবং মাঝে মাঝে উহাকে খালি করিয়া "ফিনাইল" দ্বারা ধৌত করা কর্ত্তব্য।

৭। আমাদের মশারি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। মশার কামড়ে "ম্যালেরিয়া" ও "ডেঙ্গু" জ্বর হয়।

৮। শিশুদিগকে অন্য শিশুর ব্যবহার্য্য বাঁশী, ফানুস প্রভৃতি ব্যবহার করিতে নিষেধ করা উচিত। কেন না এইরূপে সর্দ্দি, হুপিং কাশি, ক্ষয়রোগ "ডিফথিরিয়া" ইত্যাদি বিস্তার হয়।

৯। প্রত্যেকের নিজ নিজ তোয়ালিয়া এবং গামছা ব্যবহার করা উচিত, নতুবা চর্ম্মরোগ হইতে পারে।

১০। আমাদের নিজ নিজ বাটী ও চামচা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, নতুবা ক্ষয়রোগ আসিতে পারে।

১১। শিশুদিগকে চুষণী দেওয়া উচিত নয়, উহাতে রোগ আনে।

১২। কাটা জায়গায় "আইডিন্" ব্যবহার করা উচিত, নতুবা ধনুষ্টঙ্কার হইতে পারে।

১৩। সমস্ত শাকসব্জি "পটাশ পারম্যাঙ্গানেট" অথবা "ক্লোরিণ" দেওয়া জলে ধৌত করা উচিত।

১৪। সকল আলমারি ও বাক্সের ভিতর "ন্যাপথালিন" ও বোরাসিকের গুঁড়া রাখিবে. ইহাতে পোকা ও আরশুলার উপদ্রব কমে।

১৫। আমাদের খাদ্য স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে ভৃত্যদিগের হাতধৌত শিখান উচিত।

১৬। আমাদের রান্না ঘর, বাহির ঘর, ভৃত্যদিগের থাকিবার জায়গা, পায়খানা পরিষ্কার আছে কি না, দেখা কর্ত্তব্য।

১৭। গৃহে বা যেখানে সেখানে থুথু ফেলা অশুচিত। উহাতে ক্ষয় বা অন্যান্য রোগ আনে।

কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য

প্রাচীন বাংলার নৌ-শিল্প

শ্রীমেধানাথ শাস্ত্রী

রেল ও খাল

রেল ও খাল এই দুইটী জিনিষই বাণিজ্য উন্নতির প্রধান সহায় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। দেশ দেশান্তর হইতে আমদানী ও রপ্তানী করিবার পক্ষে এই দুইটী পথই অপরিহার্য্য। কিন্তু রেল অপেক্ষা খালে বাণিজ্যের প্রচলন অধিকতর লাভজনক বলিয়া ইউরোপের সভ্য দেশ সমূহে খাল খনন ও নদীসমূহের গভীরতা সম্পাদনে রাজপুরুষরা বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন; অষ্ট্রীয়া গভর্ণমেণ্ট ১৮৫০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৩৭৭০ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন ও হাঙ্গেরী গভর্ণমেণ্টও এই বিষয়ের জন্য ১৮৭৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৯০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৩৩ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইউরোপের বহু দেশের গভর্ণমেণ্ট দূরবর্ত্তী নদীসমূহে বহু কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী দ্বারা সংযোজিত করিয়া নৌবাণিজ্য বিস্তারের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন; আর আমাদের বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এ বিষয় কি করিতেছেন?

ইউরোপ ও আমেরিকা

ইউরোপ ও আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট জল প্রণালীর জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াও নৌজীবিদিগের নিকট হইতে অতি সামান্য পরিমাণে "টোল" আদায় করেন। কিন্তু বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট নৌ-বাণিজ্য প্রসারের কোন চেষ্টাই করেন না। অথচ এদেশেই "টোল" করের হার অন্য সভ্য দেশ অপেক্ষা অধিক, নূতন খাল কাটা দূরে থাক, আমাদের দেশের পূর্ব্ব পুরুষেরা অতি দক্ষতার সহিত যে সমস্ত খাল নদী হইতে কাটাইয়া আনিয়া সমস্ত বঙ্গভূমিকে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা করিয়াছিলেন, আজ রেলের জন্য সেই সমস্ত খাল ও নদীর উপর দিয়া অনুচ্চ সেতু সকল নির্ম্মাণ করিতে দিয়া বড় বড় নৌকা গমনাগমনের পথ রুদ্ধ করিয়া নৌ-বাণিজ্যের প্রসার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, ঐ সেতু সকল রক্ষার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ এমন উপায় অবলম্বন করিয়াছেন যে তাহার ফলে আজ বঙ্গ দেশের অধিকাংশ খালই মজিয়া গিয়াছে, নদনদী তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হারাইয়া এক একটি শুষ্ক খালে পরিণত হইয়াছে; তাই আজ পুণ্যস্রোতা করতোয়া নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া যায়।

রেল বিস্তারে অসুবিধা

এই রেল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের নৌ-নির্ম্মাণ শিল্প একেবারে লোপ পাইয়াছে; অতি প্রাচীন কাল হইতেই ... জন্য বাঙ্গলাদেশ বিখ্যাত ছিল; যাহা... সময়ে সিংহল বিজয় করিয়া ... ঘোষণা করিয়াছিল; বঙ্গবাসীই এক... নৌকা রোহণ করিয়া সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশে বসবাস করিতে গিয়াছিল, এবং শ্যামদেশ অদ্যাপিও বঙ্গবাসীর বংশধরগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে। বহুশত বর্ষ ধরিয়া বাঙ্গলার নৌবল-গর্ব্বিত রাজগণ সগর্ব্বে বাঙ্গলা দেশ শাসন করিয়াছিলেন; মুসলমান আমলেও বাঙ্গলার এই নৌ-শিল্প বিনষ্ট হয় নাই। ঘটক কারিকায় বর্ণিত প্রতাপাদিত্যের জামাতার পলায়ন ব্যাপারে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহাতে আছে—"চতুষষ্টি দণ্ডযুক্ত কামান সমূহে সজ্জিতা সৈন্যের দ্বারা অভিরক্ষিতা নৌকায় আরোহণ করিয়া কামান ধ্বনি করিতে করিতে স্বীয় গমন বার্ত্তা জানাইয়া চলিয়া গেলেন।"

পুরাতন শিল্প

১৮০০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার নৌ-শিল্প হীনপ্রভা হয় নাই; বরং দিন দিন উন্নতি লাভই করিতেছিল। ঐ সময়ে বঙ্গদেশে নির্ম্মিত অর্ণবপোত দর্শনে বহু দেশের লোকের হৃদয়ে হিংসার উদ্রেক হইত। আজ যে গঙ্গার উপর সৈন্যবাহী বিদেশী জাহাজের ভীড় দেখিতে পাই, ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থান বহু সংখ্যক দেশীয় শিল্পী নির্ম্মিত অতি বৃহৎ অর্ণব পোত সমূহে পূর্ণ থাকিত এবং দেশীয় লোকের অধীনে পরিচালিত হইয়া দেশ দেশান্তরে গমন করিত।

এই সমস্ত অর্ণবপোত যে বিলাতে প্রস্তুত জাহাজ অপেক্ষা বহু গুণে উৎকৃষ্ট ছিল—তাহা ওয়াকার সাহেবের লিখিত পুস্তক পাঠ করিলে বোঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, যে তখনকার দিনে বিলাতে নির্ম্মিত জাহাজগুলি ১২ বৎসর পরেই অকর্ম্মণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু এদেশীয় সেগুন কাঠে নির্ম্মিত জাহাজগুলি পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকিত; ১৪।১৫ বৎসর কাল ব্যবহৃত এদেশীয় জাহাজগুলি বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ অতি আগ্রহের সহিত ক্রয় করিয়া লইতেন। আজ কোথায় গেল বাংলার সেই সকল শিল্পী? আজ কেবল সেই দিনের কথাই মনে পড়িতেছে—যেদিন ভারতবর্ষে নির্ম্মিত পোত ভারতীয় পণ্য সামগ্রী লইয়া যখন লণ্ডন বন্দরে উপস্থিত হইল, তখন বিলাতের একাধিপত্যকামী শিল্প ব্যবসায়ী সমাজে কি ভয়ঙ্কর হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। এই ঘটনায় বিলাতের জনসমাজ যেরূপ বিচলিত হইয়াছিল, শত্রুপক্ষগণ যদি সহসা রণতরী লইয়া বিলাত আক্রমণ করিতেন তাহা হইলেও বোধ হয় তদপেক্ষা অধিকতর বিচলিত হইত না। টেলার সাহেবের প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় যে, তখন লণ্ডনের নৌ নির্ম্মাণকারীরা ভয়সূচক চীৎকারে

...ন বীমায় ...ত করিয়া বলিতে লাগিল যে ...না এইবারে উঠিয়া যাইবে এবং ...[illegible] নৌ-শিল্পীদিগকে এইবারে নিশ্চিত ...; এ, সি, [illegible] আহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

ধ্বংসের কারণ

১৭৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে বঙ্গে বাণিজ্যপোত নির্ম্মাণ বিস্তার হইতে থাকে; তখনকার দিনে খিদিরপুর, টিটাগড় এবং কলিকাতার পুরাতন টাকশালের নিকট এক একটি জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা ছিল; ঐ সকল স্থানে খুব বড় বড় জাহাজ নির্ম্মিত হইত। ইহাই তখনকার দিনের বিলাতের জাহাজ নির্ম্মাণকারীদের গাত্রদাহের কারণ হইয়া উঠিল। তাহারা চীৎকার করিতে লাগিল যে বিলাত হইতে অর্থ লইয়া গিয়া ভারতবর্ষে নৌ-নির্ম্মাণ কিছুতেই সমর্থন যোগ্য নহে। তাহাদের চীৎকারে ইংরাজ বণিকদের মতি পরিবর্ত্তন হইল। তাঁহারা অধিক অর্থব্যয় করিয়া বিলাতেই জাহাজ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন, আর তখন হইতেই এদেশীয় পোতনির্ম্মাণ শিল্প ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

বৃহৎ অর্ণবপোতের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই যে ইংরাজ এদেশে আসিবার সময়ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু জলযান ভারত সাগর ও আরব সাগরের উপকূলে পণ্য সামগ্রী বহন করিত এবং লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি এই কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। রেল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত লস্করকুলের চিহ্নও ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে; আজ তাই ক্ষুধার্ত্তের হাহাকারে বঙ্গগগন বিদীর্ণ হইতেছে। অনাহারে, অর্দ্ধাহারে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে; কিন্তু কালের গতি ফিরাইতেই হইবে। সমস্ত লুপ্ত শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই লুপ্ত শিল্পেরও উদ্ধার করিতে হইবে, দেশের যুবকদের দেশে বিদেশে গমন করিয়া এই বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে, এবং নূতন নূতন জাহাজ কোম্পানী গঠন করিয়া দেশ বিদেশ হইতে অর্থ সমাগমের পথ সুলভ করিতে হইবে।

এই সঙ্গেই আমি বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠিত স্বদেশী জাহাজ কোম্পানীগুলির কর্ম্মকর্ত্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। দেশীয় লোকেরা তাহাদের সাধ্যমত স্বদেশী জাহাজ কোম্পানীতে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। স্বদেশী জাহাজ কোম্পানীর মালিকগণও যদি তাহার পুরস্কার স্বরূপ দেশীয় লোকদের জাহাজে কাজ দিয়া সাহায্য করেন, তবে অচিরে এই শিল্পের উন্নতি সম্ভবপর হইয়া উঠিবে এবং এই প্রকারে অনেক লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিয়া দেশমাতৃকার ধন্যবাদার্হ হইবেন।

বাঙ্গলার একটি প্রয়োজনীয় কুটীর-শিল্প

পিতল, তামা ও কাঁসার বাসন তৈয়ারী করিয়া যাহারা জীবিকার্জ্জন করে, তাহাদের সংখ্যা বাঙ্গলা দেশে নিতান্ত কম নহে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, বঙ্গদেশের ১,৫০,০০০ লোক এই কার্য্যে নিযুক্ত আছে। দুঃখের বিষয় এই যে ইহারা প্রায় সকলেই পুরাতন প্রণালীতে বাসন তৈয়ারী করে, আধুনিক উন্নত উপায়ে বাসন তৈয়ারী করিবার যে সকল কৌশল ইদানীং আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার খোঁজ খবর ইহারা রাখে না।

সাধারণতঃ এদেশের শিল্পীরা দুই প্রকারে তামা, কাঁসা ও পিতলের বাসন প্রস্তুত করে।

(১) ঐ সমস্ত ধাতু অগ্নির উত্তাপে নরম করিয়া হাতুড়ীর দ্বারা পিটিয়া নানাপ্রকার আকার প্রদান করা হয়।

এই প্রণালীতে যথেষ্ট পরিশ্রম ও সময় লাগে। এই পরিশ্রম ও সময় কমাইতে পারিলে অপেক্ষাকৃত অল্পদরে পিতল, কাসা, তামা ইত্যাদির বাসন বিক্রয় করা যাইতে পারে।

(২) ধাতু ঢালাই করিয়া ইচ্ছানুরূপ আকার প্রদান করা হয়।

ইহাতে প্রথমোক্ত প্রণালী অপেক্ষা পরিশ্রম কম লাগে। কিন্তু বেশী পরিমাণ ধাতুর প্রয়োজন হয়। জিনিষগুলি অত্যন্ত ভারী এবং টেকসই হয় বটে, কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা চায় না; কিম্বা পছন্দ করিলেও প্রচুর অর্থ দ্বারা ক্রয় করিতে পারে না। বর্ত্তমান অর্থ সঙ্কটের দিনে সকলেই অল্প খরচায় কাজ সারিতে চায়। দৃষ্টান্ত স্থলে জল খাইবার গেলাসের কথা বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট আকারের টেকসই গেলাস প্রস্তুত হয়, কিন্তু এরূপ গেলাসের প্রচলন খুব বেশী নহে। তদপেক্ষা বরং জার্ম্মাণী হইতে আনীত পিতলের চাদরের গেলাসেরই প্রচলন বেশী। এইরূপ গেলাস খুব অল্প মূল্যে ক্রয় করিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার দিনে সব দিক দিয়াই ব্যয় সঙ্কোচের প্রয়োজন হইয়াছে। এ সময়ে আধুনিকতম উপায়ে দেশীয় শিল্পের উন্নতি বিধান না করিলে এবং অল্প ব্যয়ে জিনিষপত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা না হইলে, এদেশের প্রাচীন শিল্পগুলি একে একে বিলুপ্ত হইবে।

বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের শিল্প বিভাগের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। অল্প ব্যয়ে কি করিয়া ঢালাই প্রণালী দ্বারা থালা, গেলাস, ঘটি বাটি ইত্যাদি তৈয়ারী হইতে পারে, তাহা প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। বীরভূম জেলার দুবরাজপুর, মালহাটি, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর নামক স্থানে অনেক কাঁসারী বাস করে। তাহাদিগকে উন্নত প্রণালীতে বাসন প্রস্তুত করার উপায় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। সরকারী শিল্প বিভাগ বলেন, তাহাদের প্রদর্শিত উপায়ে কাজ করিলে ধাতুর খরচা শতকরা ২০ ভাগ এবং শ্রমিকের খরচা শতকরা ৪০ ভাগ কমিয়া যাইবে।

বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছিলেন, বাঙ্গলার নানাস্থানের কাঁসারীদের নিকট উন্নত প্রণালী প্রদর্শন করা হইবে। কিন্তু আপাততঃ অর্থাভাবের জন্য এ কার্য্য স্থগিত রাখা হইয়াছে।

যাহাতে অর্থ বাড়ে, সেই কার্য্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট শিল্প বিভাগে অতি উৎকৃষ্ট লোক নিযুক্ত করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের উদ্ভাবিত নূতন প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতে যে অর্থের প্রয়োজন তাহা দিতেছেন না।

এই সকল কার্য্যের জন্য প্রয়োজন হইলে কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে দেশ সমৃদ্ধ হয় তজ্জন্য অর্থ ব্যয় করিতে আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

কৃষি-কথা

কাগজী লেবুর গাছে যখন ফুল ধরে, তখন উহার কতকগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। এই উপায়ে বারমাস লেবু ফলে।

*

পাম গাছ অথবা টবজাত তাল জাতীয় বৃক্ষাদির মূলে প্রতি তিন মাস অন্তর এক চামচ রেড়ীর তৈল ঢালিয়া দিলে উহা শীঘ্র বাড়ীতে থাকে।

*

ইক্ষু, গোলআলু, গোলাপ প্রভৃতি গাছে রেড়ীর খইল ব্যবহার করিলে গাছে উইয়ের উপদ্রব হইয়া থাকে। এই জন্য ঐ সকল চাষে রেড়ীর খইল ব্যবহার না করাই উচিৎ।

*

পুরাতন পুষ্করিণীর মৃত্তিকাতে বহুকাল সঞ্চিত উদ্ভিজ্জ ও মৎস্যাদির জান্তব অংশ বিদ্যমান থাকায়, পাঁক মাটি অতিশয় সারবান হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার ক্রিয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।

*

কাগজী বা পাতীলেবুর গাছ একটু হেলাইয়া পুতিতে হয়। সোজা করিয়া পুতিলে ১০।১২ বৎসরেও ফল ধরে না, সেই জন্য একটু হেলাইয়া পুতিতে হয়।

*

শাক সজ্জীর বাগানে হাড়ের গুড়া ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ ব্যবহার করা উচিত, কারণ সহজে পচিয়া মাটির সহিত মিশ্রিত হইয়া শীঘ্রই কার্য্যকরী হইয়া উঠে।

*

লিচুর চারা বা কলম বসাইতে খুব গভীর গর্ত্ত করিয়া দিতে নাই, ইহাতে চারার অনিষ্ট হয়, এজন্য মাত্র আধ হাত গর্ত্ত করিবে। লিচু গাছের গোড়ায় দিবার জন্য খইল পচা এবং এটেল বা দোআস মাটির মিশ্রনই উত্তম সার।

*

তরমুজ জন্মিলে যখন একটু বড় হয় তখন এই তরমুজের বোঁটাকে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা একটু চিরিয়া একখণ্ড পরিষ্কার সূক্ষ্ম বস্ত্রের একমুখ একটা জলপূর্ণ বোতলের মধ্যে সংযোগ করিয়া দিতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা জল বোঁটার দ্বারা শোষিত হইয়া তরমুজের আকার বৃদ্ধি হইতে থাকে, বোতলের জল ফুরাইয়া গেলে পুনরায় জল দিয়া দিতে হয়। এইরূপে যে তরমুজ হয় তাহা সাধারণ আকারের তরমুজ অপেক্ষা বড় হইয়া থাকে। ঐ বস্ত্র খণ্ড লম্বায় ৩।৪ ইঞ্চি হইলে যথেষ্ট। একটু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত যে, ঐরূপে ১৫।১৬ দিনের অধিক জল শোষণ করান উচিত নয়।

*

কোন বৃহৎ চৌবাচ্চার তিন ভাগ কাঁচা গোময় ও সিকি ভাগ পচা সার দ্বারা পূর্ণ করিয়া আবশ্যক মত জল মিশ্রিত করিবে এবং উপরে কোন আচ্ছাদন দিয়া মধ্যে মধ্যে কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে আলোড়ন করিতে হইবে। দুইমাস পরে ইহাতে চুণ লবণ প্রত্যেক ৩২॥০ অংশ পরিমাণ মিশ্রিত করিবে, এবং জল যেমন শুকাইয়া আসিবে, সেইরূপ জল মিশ্রিত করিয়া মধ্যে মধ্যে আলোড়ন করিতে হইবে। ছয় মাসের মধ্যে ইহা পচিয়া উদ্ভিদ মাত্রেরই সদ্য ব্যবহারোপযোগী সার প্রস্তুত হয়। ইহা প্রয়োগ করিবার সময় প্রচুর জল মিশ্রিত করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার ফুল ফল ও সজ্জীর পক্ষে এই সার অত্যুৎকৃষ্ট।

মুসলিম জাহান

ওয়েলিং ওয়াল

জেরুজালেমের "ওয়েলিং ওয়াল" (শোক প্রাচীর) নামক পবিত্র নিকেতন লইয়া দীর্ঘ দিন যাবৎ প্যালেষ্টাইনের মুসলমান ও ইহুদীগণ বিবাদ করিয়া আসিতেছিল। উভয় সম্প্রদায় "ওয়েলিং ওয়ালকে" নিজেদের বলিয়া দাবী করিতেছিল এবং নমাজ প্রার্থনা ইত্যাদির অধিকার লইয়া ভয়ঙ্কর মন কষাকষি এবং সময় সময় শোচনীয় রক্তাক্ত দাঙ্গা সঙ্ঘটিত হইত।

এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে "ওয়েলিং ওয়ালের" মালিক কাহারা তাহা স্থির করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্ট বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সম্মতি অনুসারে ৩ জন বিখ্যাত বৈদেশিককে লইয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন।

কমিশন সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদের রিপোর্টে বলিতেছেন যে, মুসলমানেরাই সম্পূর্ণরূপেই "ওয়েলিং ওয়ালের" মালিক। তবে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট চুক্তিতে ইহুদীদিগের এই পবিত্রস্থানে উপাসনার জন্য বিনা বাধায় প্রবেশাধিকার থাকা উচিত। কয়েকটা পর্ব্বাহের সময় ইহুদীগণ অবশ্যই 'ওয়ালের' নিকট শিঙ্গা বাজাইতে পারিবে না এবং মুসলমানেরাও ইহুদীদিগের প্রার্থনার সময় কোন গোলযোগ করিতে পারিবে না। উক্ত স্থান হইতে কেহ কোন রাজনৈতিক বক্তৃতাও দিতে পারিবে না।

তদন্ত কমিশন যে সমস্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, হাই কমিশনার সেইগুলি কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন।

আফগান-বিদ্রোহী নিহত

কাবুলের সংবাদপত্র সমূহের সংবাদে প্রকাশ যে, গত বৎসর কোহি দামান হইতে পলায়নের পর হইতে ইসলাম মীর আবলাহ কোহিদামনী আফগান রবিনহুডের সঙ্গে যোগদান করিয়া উত্তর প্রদেশে কর্ত্তৃপক্ষকে ভীষণ কষ্ট দিতেছে। আফগান সরকারের হস্তে গ্রেফতারের ভয়ে তুর্কিস্থানে ইব্রাহিম বেগের পলায়নের পর হইতে সে তাহার দলবল লইয়া কাবুল শহর মধ্যে মধ্যে আক্রমণ করিতেছে। গ্রেফতারে বাধা প্রদানকালে প্রধান নেতা সোলতান মোহাম্মদকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

আফগানি য়াজের দান

কাবুলে বর্ত্তমান সময়োপযোগী একটি হাসপাতাল স্থাপন করার জন্য কাবুলের আমীর নাদির শাহ নগদ দুইলক্ষ টাকা এবং তাঁহার আরও ব্যক্তিগত সম্পত্তি দান করিয়াছেন।

কামাল সকাশে ইরাক রাজ

ইরাকের রাজা ফয়সল জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে কামালপাশার অতিথিরূপে এঙ্গোরায় গমন করিবেন। তাঁহার সঙ্গে স্বরাষ্ট্রসচিব থাকিবেন।

বৃটীশ সৈন্যের অভিবাদন

সুলতান হোসেনের মৃতদেহ শবাধারে করিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দামস্কাস গেটের নিকট আনীত হইলে বৃটীশ সৈন্যগণ রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অভিবাদন করে। শবাধার শোভাযাত্রা সহকারে আনীত হইয়াছিল এবং বিশিষ্ট বৃটিশ ও মুসলিম প্রতিনিধিগণ শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন।

ইরাকে কুর্দ্দ বিদ্রোহ

বাগদাদের এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, ইরাকের সীমান্ত অঞ্চলে কুর্দ্দ বিদ্রোহীদের দমন করিবার জন্য কিরূপ সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহা পরিদর্শন করিয়া ইরাকের সমরসচিব সম্প্রতি সোলেমানিয়ায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন, সেখানকার অবস্থা এখন আশাপ্রদ। ইরাক সৈন্যেরা বিদ্রোহীগণকে আয়ত্তাধীনে আনিয়াছে। তিনি আশা করেন যে, সীমান্তে যে সৈন্যবল বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার আর প্রয়োজন হইবে না।

"বৃটেনকে ভুলিব না"

প্যারিস্থ আরব-সিরিয়ান সমিতি সংবাদপত্র সমূহে এই মর্ম্মে এক তার করিয়াছেন যে, প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে গ্রেট বৃটেনের আচরণ আপত্তিজনক। জেরুজালেমে মোসলমানদের ধর্ম্মাধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া গ্রেট বৃটেন মোসলমানদের উপর যে অবিচার করিয়াছিলেন, মোসলমানেরা তাহা ভুলিবে না।

তুরস্কের নূতন আইনে ইটালীর আনন্দ

রোমের এক সংবাদে প্রকাশ, তুরস্কের ভবিষ্যৎ শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে মোস্তফা কামালপাশা যে কমিউনিক বাহির করিয়াছেন তাহা দেখিয়া ইতালীর রাজনীতিক মহলে বেশ আনন্দের সাড়া পড়িয়াছে। তাঁরা বলেন যে, তুরস্কের বর্ত্তমান অবস্থায় এই নূতন শাসনতন্ত্র খুবই কার্য্যকরী হইবে।

ইটালীর সংবাদপত্র সমূহ বলেন যে, তুরস্কের এই শাসন পদ্ধতি ফ্যাসিষ্ট মতবাদেরই নামান্তর। তারা বলেন যে, এই ধরণের শাসন ব্যবস্থার দ্বারা তুরস্ক যদি উন্নতির পথে অগ্রসর হয় তাহা হইলে ইটালির আনন্দের সীমা থাকিবে না।

আফগান যুবরাজের বিবাহ সম্বন্ধ

রাজা নাদির খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ তাহির খাঁর সহিত আলি আহমদ জানের ভাগ্নির বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে।

জামানা জাহান

তুরস্কে নারী প্রগতি

—মোহাম্মদ মোদাব্বের

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মিঃ এ, সিরি বের সহিত কথোপকথন প্রসঙ্গে মাদাম নকীয়া হানম তুরস্কের শহর ও পল্লী নারীদের জীবন যাত্রার ধারা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সকল দেশের নারীদেরই তাহা অনুধাবন যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন :—

তুরস্কের শহরবাসিনীগণের পক্ষে অর্থনৈতিক চিন্তা একটা নূতন বিষয় বটে, কিন্তু পল্লীবাসিনীগণ অর্থোপার্জ্জনের কাজে অনেক পূর্ব্ব হইতেই অভ্যস্তা

বাদ তু...

দিগের মুখ চাহিয়া থাকিবে [illegible]

হয় যে অপর ভ্রাতাগুলিও বড় চাকরী না পাইলে [illegible]

...মানাভোলিয়ার নারীরা তাহাদের কৃষি-কাজ করে, গ্রামের বা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ...দ্রব্যপত্র বিক্রয় করে, তাহারা যে কেবল ১৭৭০ ... মাতিয়া বা সখে মাতিয়া এ রকম কাজ করে তাহা নয়। নিজেদের সংসারের অভাব মোচনের জন্য তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া খাটিতে হয়। তুরস্কের পল্লী সংসারে পুরুষরা যাহা উপার্জ্জন করে তাহাতে ভদ্রভাবে সংসার চালান যায় না, কাজেই নারীদিগকে তাহাদের জীবনসঙ্গিনী ছাড়াও কর্ম্ম-সঙ্গিনী করিয়া লইতে হয়। পল্লীর বিবাহিতা তরুণীকেও অনেক সময় কাজ করিয়া সংসার চালাইতে হয়। মোটের উপর তুরস্কের নারীরা জীবন যাত্রার জন্য যে কোন প্রকার সদুপায়ে উপার্জ্জন করিতে অভ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছে।

নারীদিগের রাজনীতিক ক্ষমতা সম্বন্ধে মাদাম ও বুদ্ধিমত্তায় প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। রাজনীতি ক্ষেত্রে নারী যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে ইহা নিশ্চিত—এবং সে দিন নিকটবর্ত্তী। রিপাব্লিকান গবর্ণমেন্ট তুর্কী-নারীদের অনেকটা অধিকার দান করিয়াছে, তবে সে দান আধুনিক নারীদের জন্য যথেষ্ট নহে। তবে ইহা নিশ্চিত যে সরকার শীঘ্রই ইহাঁদের অতি ক্ষুদ্র অভাবটীও পূরণ করিতে বাধ্য হইবে।

শ্রম সামাজিকতার অঙ্গ

তুর্কী মেয়েরা পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে বলিয়া ইহা যেন মনে না করা হয় যে কেবল তাহারা উপার্জ্জনের জন্যই শ্রম করিয়া থাকে। শ্রম করাটা এখন তুরস্কের সামাজিক অনুষ্ঠানের সহিত বিশিষ্ট আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে বলিলেও চলে। তাহারা মনে করে যে, শ্রম-বিমুখ নারীরা দুনিয়ার আবর্জ্জনা স্বরূপ। ধর্ম্মের দিক দিয়াও একথা বলা হইয়াছে যে কুড়েমির মত পাপ দুনিয়ায় খুব কমই আছে। নারীদিগের মধ্যে কুঁড়েমির প্রশ্রয় দেওয়া কোন মতে উচিত নয়।—তুর্কী মেয়েরা মনে করে এবং মুক্তকণ্ঠে স্বীকারও করে যে তুরস্কের সুদুর পল্লী-প্রান্তের একটী ক্ষুদ্র কুটীরেও যতক্ষণ জাগরণের সাড়া না পৌঁছিবে ততক্ষণ তুরস্কের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইবে না। আলস্য ব্যাধি যতদিন তুর্কী মেয়েদের ভিতর হইতে দূরীভূত না হইবে ততদিন তুর্কী মেয়েরা দুনিয়ার স্বাধীনতা প্রয়াসী নারী জাহানের সহিত নিজেদিগকে সমান তালে চালাইতে পারিবে না। আলস্যের কুফল ও জাগরণের সুফল যুগপৎ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াই আজ তাহাদের উন্নতির এই জীবন মরণ পণ।

নয়া-তুর্কীর নারীদের সম্বন্ধে মিঃ লুৎফি বের সহধর্ম্মিনী মাদাম গাযিদে হানুম যাহা বলিয়াছেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। মাদাম গায়িদে হানুম একজন খুব উচ্চ শিক্ষিতা তুর্কী মহিলা। তুরস্কের বিখ্যাত হর্বি বিজ্ঞান কলেজের তিনি প্রিন্সিপ্যাল ও স্বত্বাধিকারিনী। তিনি বলিয়াছেন ঃ—

"আধুনিক যুগ তুরস্কের সক্ষম নারীদের শুধু বসিয়া থাকার যুগ নহে। প্রত্যেক নারীকে কাজ করিতে হয়। যাহার পক্ষে যেরূপ কাজ সম্ভব তাহাকে তাহাই করিতে হইবে। নয়া যুগের তুর্কী মেয়েরা জানিতে পারিয়াছে যে অলসতায় আর যত হউক বা না হউক আত্মসম্মান নষ্ট হইয়া যায়। অধিকন্তু তাহাদের মনে এই প্রেরণা ও আত্মসম্মান জাগিয়াছে যে নারী কেবল মাত্র পুরুষের ভোগের বস্তু নহে, দুনিয়ায় ইহাদের জন্য পুরুষদের মতই একটা বিশিষ্ট স্থান আছে।

"শিক্ষাক্ষেত্রে তুর্কী বালিকাদের অধ্যবসায় অনন্যসাধারণ। তাহাদের মধ্যে অধ্যবসায়ের বীজ বপন করিয়াছিলেন তুর্কী জননী হালিদা ... তুর্কীনারীরা শিক্ষায় এতটা উন্নতি লাভ করিয়াছে। এবং বিশেষ করিয়া তুর্কী নারীদের নব জাগরণ মাদাম হালিদা হানমের প্রচেষ্টারই স্বর্ণফল।

শিক্ষিতা হইয়া তুর্কী-নারীরা তাহাদের কর্ম্ম-ক্ষেত্রের দুইটী পথ বাছিয়া লইয়াছে। শেলজুক হাই স্কুলের প্রধানা কর্ম্মকর্ত্রী সেনিহা নেকিব হানম বলেন, তুর্কী মেয়েদের কর্ম্মধারাকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদের এক শ্রেণী গৃহিনী ও অন্য শ্রেণী চাকুরী-জীবী এবং চিন্তা-শীল। গৃহিনীদের প্রধান কর্ত্তব্য হইল সংসার-ধর্ম্ম সুচারুরূপে পালন করা, সন্তান পালন করা ও সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য স্বামীর সহিত আন্তরিক ভাবে কাজ করা। পক্ষান্তরে চিন্তাশীল তুর্কী মহিলারা সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদন ছাড়াও জাতি, দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য কাজ করিয়া থাকেন। তিনি বলেন, আমি আশা করি যে প্রত্যেক চিন্তাশীল তুর্কী মহিলা তাহার স্বামীর যোগ্য সহধর্ম্মিনী ও সহকর্ম্মিনী হইবে, প্রত্যেক তুর্কী মহিলা তাহার সন্তানের যোগ্য ও অভিজ্ঞ জননী হইবার দাবী করিতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত তাহারা বিশ্বাসী অধিবাসিনী হিসাবে দেশের জন্য ও নারীর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য আত্মদানে সমর্থ হইবে।

চাই-একতা

কনষ্টান্টিনোপলের আমেরিকান গার্লস কলেজের গ্রাজুয়েট ছাত্রী মালেকা হানম সম্প্রতি আমেরিকান ওয়ার্কিং হাউসের কর্ম্মকর্ত্রীরূপে কার্য্য করিতেছেন। এই ওয়ার্কিং হাউসের উদ্দেশ্য অল্প বয়স্কা তুর্কী বালিকাগণকে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতে কাজ করিতে শিক্ষা দেওয়া, যাহাতে তাহারা কর্ম্ম জীবনে আত্ম-নির্ভরশীল হইতে পারে। এই দিকে তুর্কী মেয়েরা যে কিরূপ ভাবে শিক্ষালাভ করিতেছে ও কিরূপ ভাবে সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতেছে তাহার বর্ণনা দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন ঃ—"এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে কার্য্য করিবার ইচ্ছাই আমাদের মনকে নূতনের পথে পরিচালিত করিয়াছে। আমাদের কর্ম্মস্পৃহাই আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে ভাবিবার অবসর এবং অন্যকে ভালরূপে জানিবার সুবিধা দান করিয়াছে। আজকালকার তুর্কী মেয়েদের কর্ম্মধারার দিকে একটু মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত করিলে আমি দেখিতে পাই যে প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক তুর্কী মহিলা ও বালিকা তাহাদের বাধা বন্ধনে বজ্র হানিয়া অগ্রসর হইতেছে। বৃদ্ধা অগ্রসর হইতেছে, যুবতীকে সম্মুখে রাখিয়া, আর বালিকা ও যুবতী অগ্রসর হইতেছে অক্ষমের হাত ধরিয়া। ফলতঃ এ যুগে কোন তুর্কী মেয়েরাই বসিয়া নাই। সকলেই হাকিতেছে "ভাঙ আগল" সকলেই বলিতেছে—"এগিয়ে চল।" তাদের কর্ম্ম প্রেরণা দেখিয়া মনে হইতেছে যে ভবিষ্যতে বুঝি এদের প্রত্যেকেই এক একটী হালিদা ও লতিফা হানম হয়।

(ক্রমশঃ)

সভা-সমিতি

কর্পোরেশনে শোক সভা

গত ১০ই জুন তারিখে কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিবেশন পরলোকগত মাহমুদাবাদের মহারাজের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বন্ধ রাখা হয়। সভায় মাহমুদাবাদের মহারাজা, ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেডের পরলোকগত রুস্তমজী খুরসেদজী দোতিওয়ালা ও মোহনবাগান ক্লাবের পরলোকগত শৈলেন্দ্র নাথ বসুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি মাহমুদাবাদের মহারাজার অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া একটী প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং বলেন যে, পরলোকগত মহারাজা একজন খাঁটী জাতীয়তাবাদী ছিলেন ও হিন্দু মুসলমান মিলন সাধন জন্য সর্ব্বদা যত্নবান ছিলেন। ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। প্রস্তাবটী সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

দিনাজপুর মুসলিম সম্মেলন

গত ৭ই জুন দিনাজপুরের বোচাগঞ্জে মৌলবী মোহাম্মদ আমিরুদ্দিন আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে দিনাজপুর জেলা মুসলিম কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। প্রায় দশ হাজার লোক সমবেত হইয়া শান্তভাবে সভার কার্য্যে যোগদান করে। বিভিন্ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হইতে বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক প্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবকদের সেবা করেন।

সভাপতি জাতীয়তার দিক হইতে বর্ত্তমান কালের সমস্ত সমস্যাগুলিকে বিচার করিতে এবং দলে দলে কংগ্রেসে যোগদান করিতে সকলকে অনুরোধ করেন।

সম্মেলনে বহু প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার মধ্যে এইগুলি প্রধান ঃ—

(১) মুসলমানগণ দলে দলে কংগ্রেসে যোগ দিবেন। (২) বাঙ্গলা দেশে যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা হওয়া উচিত। (৩) ইসলামের আদেশানুসারে পর্দ্দা প্রথা দূর হওয়া উচিত।

বগুড়ায় জন-সভা

শ্রীযুত বসন্তকুমার বাগ্চি মহাশয়ের সভাপতিত্বে চাঁদপুরে (বগুড়া) এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় চারি সহস্রাধিক হিন্দু মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। বগুড়ার কংগ্রেস নেতা মৌলবী আরেফার রহমান সুধারামী সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, "বর্ত্তমান স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্য সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক ত্যাগ স্বীকার করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাই আমি স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিতে প্রত্যেক মুসলমানকে অনুরোধ করিতেছি। প্রত্যেক মুসলমানের ইহাই স্মরণ রাখা উচিত যে ভারতের মুক্তির উপরে বিশ্বমুসলিমের মুক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। বৈদেশিক গবর্ণমেন্টের হাত হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার অর্থ আমি বুঝি বিশ্বমুসলিমকে পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করা। তাই প্রত্যেক ভারতীয় মুসলমানের একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে ভারতবর্ষকে মুক্ত করা। তাঁহারা যদি ইহাতে পশ্চাৎপদ হন তাহা হইলে মহাগ্রন্থ কোর-আনের আদেশ অমান্য করিবেন।

ভবিষ্যৎ স্বরাজের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বক্তা বলেন, ভবিষ্যতে যে স্বরাজ গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে সে স্বরাজ হিন্দুর স্বরাজ নহে। মুসলমানেরও স্বরাজ নহে; সেই স্বরাজ ভারতের নির্যাতিত সম্প্রদায়ের। সেই স্বরাজে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে কৃষক ও শ্রমিকের। তখন দেশের জমিদার মহাজন ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে ভারতের শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট মাথা নত করিয়া থাকিতে হইবে।

পূর্ব্ব বঙ্গীয় প্রাইমারী-টিচার্স কনফারেন্স

বিগত ২৮শে মে তারিখে ঢাকা নর্থব্রুক হলে পূর্ব্ব বঙ্গীয় প্রাইমারী টিচার্স কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঢাকা বিভাগীয় স্কুল ইনসপেক্টার খান বাহাদুর মাওলাবক্স সাহেব সভাপতিত্ব করেন।

এই সভায় মোসলমান ছাত্রদের জন্য ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে ও পাঠ্য পুস্তকে নীতি বিষয়ক পাঠ যোজনা করিয়া শিক্ষা-বিভাগকে অনুরোধ জ্ঞাপন, প্রত্যেক ৩ ঘণ্টা ধর্ম্মশিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ, শিক্ষকদিগের মাসিক বেতন ২৫--৩০ টাকা করিতে সহরে ও গ্রামে বিনা ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য সরকারকে অনুরোধ, একাদশ বর্ষীয় ছাত্রদের শিক্ষার কারিকুলাম সকল প্রকার বিদ্যালয়ে একরূপ করিবার জন্য অনুরোধ, নূতন শিক্ষা আইন প্রবর্ত্তিত হইলে যাহারা প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছেন, তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত না করিবার জন্য অনুরোধ, বাধ্যতামূলক শিক্ষা অচিরে প্রবর্ত্তন করিবার জন্য প্রার্থনা, স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রাইমারী শিক্ষকদের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

—

রূপ ও ছবি

ভারতীয় অভিনেতৃ পরিচয়।

দেশীয় ছায়াচিত্রে যে সকল অভিনেতৃ নাম কিনেছেন, নীচে তাঁদের পরিচয় দেওয়া গেল ঃ—

মিস রুবি মেয়ার্স।

ইনি মিস সুলোচনা নামেই বিশেষ পরিচিতা। ইনি জাতিতে ইহুদি, পিতার নাম মিঃ মেয়ার্স। মিস সুলোচনা একটু লম্বাটে চেহারার; বর্ত্তমান বয়স ২৪ বৎসর। ইনি প্রথমে দিনশা বিলিমোরিয়ার সহযোগিতায় অভিনয় করতেন, এখন জাল মার্চ্চেন্টে এর সহযোগিতায় অভিনয় করেন। ভারতীয় ছায়াচিত্রাভিনেত্রীদের মধ্যে ইনিই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেতন পান। এঁর মাসিক বেতন প্রায় দুই হাজার টাকা। ভারতীয় অভিনেত্রীদের মধ্যে মিস গওহর ও মিস জুবেদা ছাড়া এত অধিক বেতন আর কেউ পান না।

মিস্ সুলোচনা

মিস জিল্লু।

এদেশী চিত্রাভিনেত্রীদের মধ্যে মিস জিল্লুর নামও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাঁর শৈশব জীবন সুখের ছিলনা। পাঁচ বছর বয়সে ... বিয়োগ হয়; বর্ত্তমানে পূর্ণ বয়স্কা। ... পুত্র সন্তান আছে। বহু ফিলমে ... করেছেন। তন্মধ্যে "মেবারের সিংহ" "পাঞ্জাব মেল" "আনার কলি" "সম্রাট অশোক" প্রভৃতি ফিলমের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। "পাঞ্জাব মেলে" তাঁর অভিনয় অনিন্দ্য সুন্দর হয়েছিল।

মিঃ ভিঠল।

মিঃ ভিঠল "ভারতীয় ডগলাস" নামেই বিশেষ পরিচিত। ভারতের বিশিষ্ট অভিনেতাদের মধ্যে ইনি অন্যতম। এদেশের চিত্রামোদীদের কাছে তিনি খুবই প্রশংসা পেয়ে থাকেন। দেশীয় অভিনেতাদের মধ্যে এর ... আম্মা, আর কিছু আমি চাইনে, শুধু একটু ... সব চেয়ে বেশী। এর কাজ ...

মিঃ দিনশা বিলিমোরিয়া।

পূণায় কিরকীতে ১৯০২ সালের নবেম্বর মাসে এর জন্ম হয়। এর পিতা মিঃ রোস্তমজী একজন বিশিষ্ট পার্শী ভদ্রলোক। ছোটবেলা হতেই মিঃ বিলিমেরিয়া একজন অভিনেতা হওয়ার সাধ হৃদয়ে পোষণ করছিলেন। ২৩ বৎসর বয়সে তিনি পাঞ্জাবের আলবার্ট থিয়েটারে যোগ দেন। তারপর কিছুদিন ধরে অন্য কতকগুলি থিয়েটারে অভিনয় করে শেষকালে তিনি নিজেই একটী থিয়েটার খুলে ফেলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি এই থিয়েটার বেশী দিন চালাতে পারেন নি। তারপর তিনি বোম্বায়ের ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানীতে চাকরী পান। তিনি "কিসমত" নামক ফিলমে সবপ্রথম কৃতকার্য্য হয়েছিলেন। মিঃ বিলিমোরিয়া বর্ত্তমানে মাসিক ৫ শত টাকা বেতন পাচ্ছেন।

মিস্ এরমেলিন।

এঁর আসল নাম মিস্ এরমেলিন কারাদাজ। ইনি জাতিতে খৃষ্টান। ইনি প্রধানতঃ মিঃ দিনশা বিলিমোরিয়ার বড়ভাই ই, বিলিমোরিয়ার সহযোগিতায় অভিনয় করেন।

মিস্ সীতাদেবী।

এঁর আসল নাম মিস্ স্মিথ। ইনি আংলো-ইণ্ডিয়ান, বর্ত্তমান বয়স প্রায় ২১ বৎসর। ইনি এর বাপমায়ের অনিচ্ছা সত্বেও মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে "এশিয়ার আলো"তে গোপার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই এর প্রথম ছবি। "ইনি কৃষ্ণকান্তের উইল" "সিরাজ" "গডেস" প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করেছেন। এখন ইনি সারদা ফিল্ম কোম্পানীতে চাকরী করছেন।

মিস্ জেব-উন্নিসা।

ইনি সারদা ফিল্ম কোম্পানীতে চাকরী করেন। বর্ত্তমান বয়স প্রায় ৩০ বছর। কিন্তু তাঁকে দেখলে

মানুষ বলেই ভ্রম হয়। এর সব-শেষ
করে তাহা... য় "Enchantress."
মোচনের জ...
তুরস্কের পল্লী (ছোট)

দিল্লিতে এর জন্ম। ইনি একজন গায়িকা হিসাবে বোম্বাইয়ে আসেন, কিন্তু শীঘ্র তিনি এ ব্যবসা ছেড়ে দেন। তারপর ইনি ইম্পিরিয়াল ফিল্‌ম কোম্পানীতে চাকরী পান। এই কোম্পানীর ছবি "কমল-কুমারীতে" ইনি প্রথম অভিনয় করেন। "ম্যাজিক ফ্লুট" ও "পাঞ্জাব মেলে" এর অভিনয় প্রশংসনীয়। বয়স ২৪।২৫ বছরের মধ্যে।

এর পিতা এবং প্রথম ফিল্‌ম ডিরেক্টর বেগম ফাতেমা এর মা। ১৯২৩ সালে ১২ বৎসর বয়সে ইনি প্রথম ছায়াচিত্রে যোগ দেন। ছয় সাতটী ফিল্‌ম কোম্পানীতে ইনি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন। এর মার প্রতিষ্ঠিত ফাতমা ফিল্ম

মিস্ যোবেদা

কোম্পানী ১ বছরে ৭টী ফিল্‌ম তৈরী করেন। সেই সাতটী ফিল্‌মেই ইনি অভিনয় করে বেশ নাম কিনেছেন। এখন ইনি নবজীবন ফিল্‌ম কোম্পানীতে মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনে কাজ করছেন। অভিনেত্রী ছাড়া গায়িকা হিসাবেও এর যথেষ্ট নাম আছে। অনেকের মতে ভারতীয় ছায়াচিত্র-শিল্পীদের মধ্যে মিস্ যোবেদাই শ্রেষ্ঠ।

বিচিত্রা

বিলাতে প্রায় ১৩০ জনের গড়ে বার্ষিক আয় এক লক্ষ পাউণ্ড।

*

ভারতবর্ষ বাদে বৃটীশ সেনাদলে এক লক্ষ ২৮ হাজার ৮ শত লোক আছে।

*

বাড়ীর উপরে যে বজ্রনিবারণী লৌহ ফলক স্থাপিত হয় বোহেমিয়া নিবাসী এক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথম তা আবিষ্কৃত হয়।

*

... ... তার স্থান।

*

নিউইয়র্কের Governor's Isanld পৌনে এক মাইল দীর্ঘ একটী রেল লাইন আছে। পৃথিবীর মধ্যে এরূপ ক্ষুদ্র রেল-লাইন নাকি আর কোথাও নাই।

*

লণ্ডন শহরে মোট ১ হাজার স্কুল আছে, ইহার ছাত্র সংখ্যা ৭ লক্ষ এবং শিক্ষক সংখ্যা ১৭ হাজার। এই সকল স্কুলে প্রতি বৎসর ১ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হয়।

*

লণ্ডন কাণ্টি কাউন্সেলের অধীনে বিভিন্ন হাসপাতালে নানাবিধ রোগীদের জন্য ৪০ হাজার, মস্তিষ্ক বিকৃতদের জন্য ২০ হাজার এবং গৃহহীন দরিদ্রদের জন্য ২০ হাজার বিছানা আছে।

*

সচরাচর রেল ইঞ্জিনগুলি গড়ে ৩০ বৎসরের বেশী কর্ম্মক্ষম থাকেনা, কিন্তু স্কটলণ্ডের "vetern" নামে একখানি ইঞ্জিন আজ ৮০ বৎসর কাল সমভাবে গাড়ি টানিয়াছে।

*

হোলিউডে সিনেমায় ছবি তুলিবার জন্য প্রায় ২ হাজার ৪ শত স্ত্রীলোক আছে। ইহার মধ্যে ১ হাজার ২২ জন রীতিমত বেতন পাইয়া থাকে। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির লোক হইতে এই সকল স্ত্রীলোক সংগৃহীত হইয়াছে।

*

জনৈক জার্ম্মান ডাক্তার হুপিং কাসি সারাইবার এক উত্তম ও অভিনব উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, রোগীকে এরোপ্লেন যোগে ১০ হাজার ফিট উচ্চে কিছুকাল ভ্রমণ করাইতে পারিলে হুপিং কাসি সারিয়া যায়।

কল্পলোক

নিষ্কৃতি

—গোরা

চার বছরের "নানীকে" রেখে ভিখু যখন মারা গেল মাইলী তখন একটু মুশকিলেই পড়ল। একে অবলা নিঃসহায়, তাতে ভরা যৌবন। যেদিকে যায় সেই দিকেই শুধু চোখবাণ আর টিটকারী ভিন্ন কিছুই সে দেখতে পায় না। ...এর জন্ম সে বড় একটা পরোয়া করে না। এক রত্তি মেয়েকে নিয়েই তার যত ভাবনা।...

ভিখু ছিল চাবাগানের কুলি। যা আনত ... জীবন এক রকমে কেটে যেত। সে আজ ৬।৭ বছরের কথা। তার অভাবেও মাইলী একরকমে চালিয়েছে, কিন্তু এখন আর সে পারে না। ছোট মেয়েকে যে দুটো ভাত না হয় একটু ভুট্টা চিড়া গালে তুলে দেবে এ সাধ্যও তার এখন নেই।...

...আজ দুদিন হ'ল ঘরে কিছু নেই। নিজে ত একরকমে কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এই যে এক রত্তি মেয়ে একে কিছু না দিয়ে আর কত দিন রাখা যায়।...

...রাত তখন দুপুর।

আষাঢ়ের আকাশ চিরে ঝম ঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে— চারিদিক নীরব নিথর।...মাইলী ঘুমিয়ে আছে—কোন সাড়া নেই শব্দ নেই। ঘরে বাহিরে ঘোর আঁধার। কোন দিকে কিছু দেখা যায় না।

নানী কেদে উঠল

—"আম্মা"

কোন শব্দ নেই।

এবার নানী জোর করে কেঁদে উঠল।

—আম্মা, আম্মা একবার ওঠ না—আমায় কিছু খেতে দাওনা।

...জোরে মাইলীকে জড়িয়ে ধরে।...

—"আমায় দুটো খেতে দাওনা, কি আন্ধার! একটু যে সুহালে ঘুমাবো এ সুখও ভগবান আমায় দেননি। কি কপালই যে করে এসেছিলাম"—অতি কষ্টে এই কথা কয়টী বলে নানীকে এক দিকে ঠেলে দিল।...

...মাইলীর বুক ফেটে কান্না বেরুতে লাগল। আজ দুটো দিন যে কি করেই তাদের কাটছে এক ভগবান ভিন্ন কেউ তা জানেনা। সে কি জানেনা কি কষ্টেই তার মেয়েটী তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। কি করেই না তার কলেজার টুকরাটীকে— আজ এমন করে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। এযে কি অভিমান কে বুঝবে!

সাতটী বছর সে কি করেই না কাটিয়েছে।

...কে ...তে চায়নি। যা করেই হোক তার জীবন এক রকমে সুখেই কাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ মেয়ের যে বুক ফাটা কান্না তার সব বাধা এক নিমিষে ভেঙে দিল!

ভিখারীর আবার মান!

মেয়ের ক্লান্ত মৌন মুখ এক নিমিষে তার সমস্ত শক্তিকে হার মানিয়ে দিল। সে ঠিক করলে কপালে যাই থাক কাল সে ভিক্ষেয় বার হবে। সজোরে নানীকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে মাইলী শুধু ডুকরে কেঁদে ওঠে।

বাইরে তখন বজ্র নিনাদে দুনিয়া কেঁদে ওঠে কড় কড় কড়।

... ... কখনও বসে থাকে না।

রাত গেল ফর্সা হ'ল। চারিদিক আলোকিত হয়ে উঠল।

নানীর ক্ষুধাশিষ্ট মুখখানা দেখে পরান যেন তার আপনা আপনি কেঁদে উঠল।

নানীকে বুকে করে নিয়ে সে ধীরে ধীরে বার হয়ে পড়ল।

...মস্ত বড় লাল কুঠী।...সেনিটেরিয়াম ..যত বড় বড় লোক এখানে এসে টাকার শ্রাদ্ধ করেন। মাইলীর মনে একটু আশার সঞ্চার হয়। জীবনে কোন দিন সে ভিক্ষে করেনি। এখানে সে দাড়ালেই বোধ হয় কিছু পাবে এই আশায় বুক বেঁধে ধীরে ধীরে দুয়ারের কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু, কি বলে যে ভিক্ষে চেতে হয় তাত সে জানে না!

—"চাওল দেনা জু।"

মাইলী চুপ করে এক ধারে দাড়িয়ে থাকে।...

...আটটা বেজে যায়। বাবুদের চা খাওয়ার সময় হয়। একে একে সবাই এসে জুটতে থাকে। যার যা মনে লাগে, খায়, আর উঠে যায়। কেউ তার পানে তাকিয়েও দেখে না।

কিছু পরে অনীল বলে বাবুটী বলে উঠল—

—ছিঃ কি খাবারই না তোয়ের করেছে। এ রকম জিনিষও কি মানুষ খায় মশায়, এখানে থাকা আর চলবে না দে'খছি কি বলেন সুধীর বাবু?

সুধীর বাবু শুধু 'হু' বলে উত্তর দেন।

বিনয় বাবু একটু ভিন্ন প্রকৃতির লোক। তিনি বললেন "দেখুন অনীল বাবু, আপনি বড় লোক আছেন বেশ ... রকম জিনিষও আপনার পছন্দ হয় না। ...স্তু ভেবে দেখুন দেখি ভাই, বাঙলার কত লোক দুটো ভাতও পেটে দিতে পাচ্ছে না। কত মায়ের ছেলে মায়ের কোলেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলছে যদি সবার চোখ মেলত!"

একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস বিনয় বাবুর বুক চিরে বার হয়ে যায়।

—হেঃ, ছেড়ে দিন যত নিরর্থক কথা। কেউ কাজ করবেনা সবাই বসে খেতে চায়। কেন পাবে? বাবুরা মজা করে বসে খাবে, আর আমরা তাদের খোরাক জুটিয়ে দেব। কি বলেন বিনয় বাবু?

বিনয় বাবু কি বলতে গেলে তাঁর কথায় বাধা দিয়ে মাইলী বলে উঠল—

—ভিচে দেনা জু. সালামাজ্।

—কেরে সকাল বেলা? নিশ্চিন্তে যে একটু চা খাব তাও খেতে দেবেনা। মর মাগী, কাজ করতে পারিসনে?...

অনীল বাবু রাগে রবি হয়ে আসে।

...বাবে যাড়, এযে সোনার চাঁদ: তোমার আবার কাজ করতে হবে কেন? এমনিত কত খাবার তোমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে।

বাব তাকে ধরতে যায়।

গায়ে একটু কাপড় নেই। কোন রকমে আবরুটুকু রক্ষা করছে। মাইলী লজ্জায় একেবারে মরে যায়। পেছনেই ড্রেন। তার সেদিক খেয়াল ছিলনা। পেছন হটতেই সে নানীকে নিয়ে ড্রেনে পড়ে গেল। "আহা" বলে অনীলবাবু বাইরে আসতে না আসতে নানীকে জড়িয়ে ধরে সে অনেক খানি গড়িয়ে গেছে। কপাল কেটে তার ফিনকি দিয়ে রক্ত বার হতে লাগল।...

...বাবুদের দয়া দেখে তার ক্ষুদ্র মন দুঃখ অভিমানে কেদে উঠল। হায়রে জীবন! সে চলতে শুরু করলে। পেছনে তখনও বাবুদের হাসি আর ধরে না!

*

মেঘ কেটে গেছে।

দুপুর।

চারিদিক রৌদ্র খা খা করছে। কপালে রক্ত, গায়ে ছিন্ন বসন, সে দিকে মাইলীর নজর নেই। ছোট্ট নানীকে নিয়ে দুঃখ অভিমানে সে চলছে। বড় আশায় না সে ঘর থেকে বার হয়েছিল। কত আশায় না সে বাবুদের কাছে হাত পাততে গিয়েছিল! হায় মানুষ! যে যার সে তার। দুনিয়ার কোন মায়া নেই দয়া নেই!

—আর যে চলতে পারিনে মা।

—কি করব মা দুনিয়ায় ত সবাই আমাদের মত নয়। সবার যে উচু নজর, গরীব বলে যে কেউ তাকায় না! তুই কেন জন্মেছিলি। মরতেও ত পারিসনে। তাহলে আর আমার ভাবতে হত না। জগতের কাছে আজ এত লাঞ্ছনাও পেতে হত না। আমি ভাবি তুই কেন মরিসনে। তোর মুখ চেয়ে যে আর চলতে পারিনে।

মায়ের দুঃখ মেয়ে বোঝে। সে বলে, কই মা আমারত খিদে পায়নি! এই ত বে... পারছি। আমার জন্য সত্যিই কি তোমা... হয় আম্মা?

মায়ের দিকে সে তাকিয়ে থাকে।

এ অভিমানের উত্তর কি দিবে? মাইলী ভাবে আর চলে: চোখের জল তার বাধা মানে না।

* * *

সন্ধ্যা হয় হয়

ফরেষ্ট রোড।

তারই ধারে ছোট একটা মসজিদ। এক মহফিলের উদ্দেশ্যে বহুলোক জমায়েৎ হয়েছে। খাওয়া দাওয়ার ধুম পড়ে গেছে। গল্পে কথায় সেখানে একেবারে মশগুল হয়ে উঠেছে। ......চলতে ... ... ৫০ হকের চাকায় ...তে পানা বলে—

আম্মা, আর কিছু আমি চাইনে, শুধু একটু পানি, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। আমার ত খিদে লাগেনি মা, শুধু একটু পানি। আর কিছু না।

মাইলী এ কথার অর্থ বোঝে। আর আপনিই কেঁদে ওঠে। একরত্তি মেয়ে, সেত আজ সংসারের ভার বুঝেছে। হে ভগবান, মানুষকে এমনি করেই তুমি গড়ে তোল।

এইত বাছা আর একটু খানি চল। বাবুদের কাছে হাত পেতেছি। দুনিয়ায় যা করতে না হয় সবই করেছি বাছা, শুধু তোরই জন্যে আরত পারিনে। আর একটু খানি চল দেখি ভাগ্যে কি আছে।

আম্মা, এখান থেকে একটু পাণি দাও না! মসজিদের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। মাইলীর বুক খান একটু কেঁপে ওঠে। কত জায়গায় কত চেষ্টাই না করেছি। সব যায়গায় বিমুখ হয়েছি। ভগবান, এবার একটু মুখ তুলে চাও। নিজের জন্য কিছু চাইনি শুধু এই মেয়েটীর জন্যে।......মাইলী জোড় করে সালাম জানায়।

—যা, যা বেটী তোর জন্যে এ সব তৈরী হচ্ছে কি না। খেতে দেও না, ম্লেচ্ছ কাফের দুর হয়ে যা, দুর হয়ে যা, সামনে থেকে, নাপাকী বেটী।

তাদের কথায় মাইলী একটু পিছিয়ে আসে। এগুতে আর সাহস করে না।

—আরত চলতে পারিনে আম্মা—নানী সেই খানেই মাটীতে গড়িয়ে পড়ে। মসজিদে তখন ওয়াজ শুরু হয়েছে—

"দীন দুঃখীকে দান করা সুন্নত" মায়ের প্রাণ, চোখে জল বাধা মানে না। সব লজ্জা, সব ভয়, সব সঙ্কোচ দূরে ফেলে মস্‌জিদে যেখানে সবাই খাবার তৈরী করছিল সেখানে ছুটে গেল। খাবার পানি যা পেল নিয়ে নানীর কাছে আবার ছুটে এল।

"—এইত এসেছি মা, তোর জন্যে লাজ, ধর্ম্ম, মান সব ছেড়ে চুরীও করেছি। একবার ওঠ খেয়ে নে। মা, মা, একবার ওঠ।" কে কার কথা শোনে!

নানীর দেহ তখন তুষার শীতল।

…কশকিী

…বিল ও রক্ষণশীলদল
(চৌট্রি)

ভারতীয় গোলটেবিল বৈঠকের পুনরধিবেশন সম্পর্কে মিঃ বলডুইন এবং মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের মধ্যে যে চিঠি লেখা লেখি হইয়াছে, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ২৪শে মে তারিখে মিঃ বলডুইন এই পত্র লিখিয়াছেন এবং তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, আগষ্ট কিম্বা সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্র নির্দ্ধারণ কমিটীর বৈঠক বসান সম্পর্কে মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বিবেচনা করিতেছেন। আগষ্ট কিম্বা সেপ্টেম্বর মাসে বৈঠকের অধিবেশন সম্পর্কে মিঃ বলডুইনের ঘোরতর … দলের সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে পারিবেন না। অথচ এইরূপ পরামর্শ ব্যতীত রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধিগণ যথাযোগ্য কৃতিত্ব সহকারে কোন মত ব্যক্ত করিতে এবং কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন না। সুতরাং এরূপ প্রস্তাব করা হইতেছে যে, যুক্ত রাষ্ট্র কমিটি ও গোলটেবিলের খোলা অধিবেশন শরৎ কালের পূর্ব্বে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, ইহাতে বৈঠকের কার্য্যের সাফল্যের অধিকতর সম্ভাবনা হইবে এবং তখন কমিটি কিম্বা বৈঠকের অধিবেশন স্থগিত রাখিতে হইবে না, উহাদের কার্য্য বিনা বাধায় চলিতে পারিবে। মিঃ বলডুইন বলিতেছেন "আমরা অবশ্যই আমাদের মত স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া বলিব যে, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া এরূপ গভীর ভাবে কলুষিত থাকিবে ততদিন কোন সুফল হইবে কিনা, তৎবিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে।

গোলটেবিল বৈঠকের তারিখের কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ বলডুইন এরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন যে, যদি শরৎকাল পর্য্যন্ত বৈঠকের অধিবেশন স্থগিত রাখার পক্ষে অনতিক্রমনীয় বাধা থাকিয়া থাকে, তবে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা হইতেছে, যুক্তরাষ্ট্র-কমিটীর অধিবেশন অবিলম্বে বসান এবং আগষ্ট মাসে অধিবেশন স্থগিত রাখার পূর্ব্বেই যাহাতে কার্য্য শেষ হইতে পারে সেরূপ চেষ্টা করা।

অবশেষে মিঃ বলডুইন আরও বলিতেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র কমিটী কিম্বা গোলটেবিলের বৈঠক, কেহই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকারী নহে। ইহাদের কেবল মাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে কি কি বিষয়ে আপোষ করা যায়, তাহার একটা মোটামুটীরূপ নির্দ্দেশ করা এবং এখন ইহাদের কার্য্য শেষ হইবে, তখন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীবর্গ ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রস্তাব গঠন করিয়া পার্লামেণ্টে পেশ করিবেন। ঐ প্রস্তাব একটী বিল বা আইনের আকারে হইবে এবং তাহা যথারীতি নিয়মতান্ত্রিক রীতি অনুসারে পার্লামেণ্টের পদ্ধতি ধরিয়া চলিবে।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের জবাব

৫ই জুন তারিখ মিঃ ম্যাকডোনাল্ড মিঃ বল- … সমাধার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা হইতেছে, সুতরাং এরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, যুক্তরাষ্ট্র কমিটীর কার্য্য লণ্ডনেই জুন কিম্বা জুলাই মাসে বসান হইবে। কিন্তু তখন দেখা গেল যে, কয়েকজন দায়িত্বসম্পন্ন ভারতীয় ডেলিগেট এই সময় লণ্ডনে আসিতে পারিবে না এবং সেপ্টেম্বর মাসের পূর্ব্বে কমিটির অধিবেশন বসিতে পারে না। মিঃ বলডুইন যে সমস্ত অসুবিধার কথা বলিয়াছেন মিঃ ম্যাকডোনাল্ডও তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু ভারতের যাহাতে সহযোগিতা পাইতে পারে সেরূপ আপোষ রফার বিষয়ে ভারতকে সাহায্য করিতে গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত উৎসুক, ভারতে সম্প্রতি যে সমস্ত সাম্প্রদায়িক গোলযোগ হইয়াছে, সেগুলি ভারতীয় আশাআকাঙ্ক্ষার পক্ষে অত্যন্ত বিঘ্নকর—ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং এই বিষয়ে আপোষ করিবার জন্য সংখ্যালঘু কমিটির বৈঠক বসান প্রয়োজন হইতে পারে।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড স্বীকার করিয়াছেন যে, নূতন শাসনতন্ত্র রচনা সম্পর্কে যে বিল বা আইন হইবে, তৎবিষয়ে সম্রাটের মন্ত্রীবর্গই দায়ী থাকিবেন। সুতরাং গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন শাসনতন্ত্র রচনাকারী হিসাবে বসিবে না।

কি কি বিষয়ে বৈঠকের পুনরধিবেশনে পুনরায় আলোচনা হইবে, তাহা বিগত ১৯শে জানুয়ারী বৈঠকের উপসংহারে ঘোষিত হইয়াছিল। পরে ৫ই মে তারিখে বড়লাট ঘোষণা করিয়াছেন। সেই বিষয়গুলি হইতেছে এই :—সংযুক্ত রাষ্ট্র, ভারতীয় শাসনের দায়িত্ব, ভারতের স্বার্থের জন্য সংরক্ষণী বা রক্ষামূলক ব্যবস্থা। এই সমস্ত ব্যবস্থা দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা, ভারতের অর্থ নৈতিক সুনাম এবং ঋণ পরিশোধ সম্পর্কেই হইবে।

মাইলী নানীকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠে। তার যখন জ্ঞান ফিরে এল, সে দেখল তার সর্ব্ব শরীরে দরদ হয়ে গেছে মারের চোটে। আর চারিদিকে জনতা তাকে ঘিরে শুধু ঘৃণা করছে।

দুনিয়া গভীর আঁধার। টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। আর সেই আঁধার ভেদ করে অদূরে গান ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে—

অন্ধজনে দেহ আলো
—মৃতজনে দেহ প্রাণ।

---

৭০ বৎসরের বৃদ্ধের ভাগ্য

ডেভিড ডান ব্রাইসম নামক জনৈক ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ বণিক ডার্ব্বি সুইপে ক্যামেরোনিয়নের প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন। ক্যামেরোনিয়ান ঘোড়াটি ডার্ব্বি দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘোড়াটির অহিরিশসুইপে আলফ্রেড কমিন্স নামক একজন অন্ধ প্রায় সাড়ে ৪লক্ষ টাকা পাইয়াছেন।

৭ বৎসরের বালকের সৌভাগ্য

মৌরান মিলার নামক ৭ বৎসরের একটি বালক স্যাণ্ডউইচ নামক অশ্বের আইরিশ সুইপে প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা পাইয়াছে। এই ঘোড়াটি ডার্ব্বি দৌড়ে তৃতীয় স্থান দখল করিয়াছে।

স্বামী ভ্রমে অন্যের সহিত সহবাস

বিলাতের "ডেলি হেরাল্ড" পত্রে নিম্নলিখিত … ইতালার মহিলা স্বামী ভ্রমে অন্য … পুরুষের সহিত গত ৫ বৎসর যাবত বসবাস করিয়া আসিতেছেন। ইনি নিরুদ্দিষ্ট ইতালীর অধ্যাপক ক্যানেলার বিবাহিতা পত্নী। ফ্লোরেন্সের আদালতে এতৎ সম্পর্কে যে মামলা হইয়াছে, তাহাতেই এই অদ্ভুত রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে।

গত ইউরোপীয় মহা যুদ্ধের সময় অধ্যাপক ক্যানেলা ম্যাসিডোনিয়ায় নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। উক্ত অধ্যাপক প্রবর একজন খ্যাতনামা বিদ্বান ব্যক্তি।

আদালতে প্রকাশ যে, অধ্যাপক ক্যানেলার পত্নী যে ব্যক্তির সহিত স্বামী স্ত্রীর মত গত ৫ বৎসর ধরিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছেন, সেই ব্যক্তি একজন পলাতক বন্দী, তাহার নাম ব্রুনেরি। এই ৫ বৎসরের সহবাসের ফলে ব্রুনেরির ঔরসে অধ্যাপক পত্নীর ২টি শিশুসন্তান জন্মিয়াছে। গত ১৯২৬ সালে অধ্যাপক পত্নী ব্রুনেরির ফটো দেখিয়া বিশ্বাস করেন যে, ঐ ব্যক্তিই তাঁহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী এবং তিনি লোকটিকে তাঁহার স্বীয় গৃহে লইয়া আসেন এবং তাহাকে পুনরায় "স্বামীত্বে বরণ" করিয়া লন। সেই সময়ে ব্রুনেরি স্মৃতিহীনতা রোগে ভুগিতেছিল। এদিকে ব্রুনেরির পরিবার তাঁহাকে ব্রুনেরি বলিয়া চিনিতে পারে এবং ব্রুনেরিও অধ্যাপকপত্নীর সহিত থাকিবার পর ধীরে ধীরে তাহার হৃত স্মৃতিশক্তি লাভ করে এবং অধ্যাপক পরিবারের সকলকে চিনিতে পারে। কিন্তু অধ্যাপক পত্নী সিনোরা ক্যানেলার এখনও দৃঢ় বিশ্বাস যে, উক্ত ব্রুনেরিই তাঁহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী এবং ইহা প্রমাণের জন্য তিনি নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ইতালির সর্ব্বোচ্চ আদালতে আপীল করিতেছেন।

বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার জলমগ্ন

ওই-হাই-উইর-নিকটে সঙ্ঘর্ষের ফলে বৃটিশ সাবমেরিন "পোসিডন্" জলমগ্ন হইয়াছে। ২ জন লোক মারা গিয়াছে এবং ১৮ জন নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে।

চিত্রে সাময়িকী

পাতিয়ালার মহারাজা।

রাজা নাদির খাঁ।
ইনি কাবুলের একটী হাঁসপাতালে দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

লেঃ কর্ণেল হাসান সোহরাওয়ার্দ্দী
ইনি আন্তর্জাতি বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলনীতে যোগদানের জন্য এডিনবরা যাত্রা করিয়াছেন।

… বাহাদুর আবদুল মোমেন
ইনি মক্কা হইতে হজ্জ ব্রত সমাধা করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন।

[illegible] ...য়ালার পত্র

...ওন শাখার সভাপতি ডাঃ সি, বি, ... বিল ও ... মিঃ শাকলাতওয়ালার নিকট ... গোলটেবিল বৈঠকের পুনরধিবেশন ... চিঠি হইতে তাঁহার পদত্যাগ করার পত্র ... পান। উক্ত চিঠিতে মিঃ শাকলাতওয়ালা বলিয়াছেন যে করাচী কংগ্রেসে গান্ধী-আরউইন আপোষ সমর্থিত হওয়ায় কংগ্রেসের স্বাধীনতার আদর্শ যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই জন্য তিনি কংগ্রেসের লণ্ডন শাখার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি হইতে পদত্যাগ করিতেছেন। আরও জানা গিয়াছে যে মিঃ শাকলাতওয়ালা এবং অন্যান্য যাঁহারা করাচী হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা এখনও কংগ্রেসের ... দলের সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে পারিবেন ...

রুষিয়ায় গম উৎপাদন

১৯৩০ অব্দে রুষিয়ায় এত বেশী গম উৎপন্ন হইয়াছে যে, নিজের দেশের চাহিদা মিটাইয়াও রুষিয়ার নিকট ৬০,০০০,০০০ টন গম বাড়তি রহিয়াছে। কথা উঠিয়াছে অতঃপর রুষিয়ায় যাহাতে অল্প পরিমাণে গম উৎপাদিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। ১৯৩০ অব্দের আনুমানিক হিসাব পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে জানা যায়। আলোচ্য বর্ষে প্রায় ৩৬,৫০০,০০০ টন গম উৎপন্ন হইবে। ১৯২৩ অব্দে উৎপন্ন গমের পরিমাণ ছিল ৩৯,০০০,০০০ টন।

কয়লা হইতে তৈল প্রস্তুত

লর্ড সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে লর্ড রাদারফোর্ড বলিয়াছেন, তৈলের দাম এখন খুব সস্তা। কিন্তু ভবিষ্যতে তৈলের মূল্য নিশ্চয়ই বাড়িবে। গ্রেট বৃটেনে তৈল নাই। কিন্তু কয়লার খনি অনেক আছে। এই অবস্থায় কয়লা হইতে তৈল তৈয়ারী করিবার উপায় হইলে গ্রেট বৃটেন তৈল সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে বর্ত্তমানে যে দরে তৈল বিক্রয় হয়, সেই পরিমাণ ব্যয়ে কয়লা হইতে তৈল তৈয়ারী হইতে পারিবে। ভবিষ্যতে যখন তৈলের মূল্য বৃদ্ধি হইবে, তখন এই কয়লা প্রস্তুত তৈল দ্বারা বৃটেনের অনেক উপকার হইবে।

মহাত্মা গান্ধী আমেরিকায় নিমন্ত্রিত

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মহাত্মা গান্ধী নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। তথায় তিনি উপনীত হইলে তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দন করা হইবে। মহাত্মা গান্ধীকে নিমন্ত্রিত করিয়া গত ২২শে এপ্রিল নিম্নলিখিতরূপ তারের সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে—

মহাত্মা গান্ধী,

আহমদাবাদ,—(ভারতবর্ষ)

... ও জুলাই মাসে আমেরিকার ... নাকে নিমন্ত্রণ করিতেছি। এখানে আপনার জন্য ...

দেশী খবর

জমিদার ও প্রজার সংঘর্ষ

৮ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, এলাহাবাদ হইতে ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী মির্জাপুরের ভাতবাড়িয়া তহশীল গ্রামের প্রজাদের ও জমিদারের মধ্যে খাজনা আদায় সম্পর্কে এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ৮ জন নিহত এবং বহু লোক আহত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, জনৈক মুসলমান জমিদার বন্দুকসহ সদলবলে বক্রী খাজনা আদায় করিতে যান। ইহাতে প্রজাগণ ক্রুদ্ধ হয়। প্রকাশ, পরে ... নাদীর, আগুন ... তন্মধ্যে অধিক সংখ্যকই জমিদার পরিবারের। প্রজাগণ বন্দুকটি নিয়া গিয়াছে।

পুলিস এবং কংগ্রেস কর্ম্মীগণ ঘটনাস্থল অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন।

সুব্যবস্থা হইবে। আপনি কোন্ তারিখে উপনীত হইবেন তাহা আমাদিগকে জানাইবেন।

ডার্জিল জি, ছিন্‌শ।

আন্তর্জ্জাতিক সংস্কার সম্মেলনের সম্পাদক।

২০৬, পেনসিলভানিয়া এভেনিউ, ওয়াসিংটন ডি, সি।

অপর একটী তারের সংবাদ জানা যায়, ২২শে এপ্রিল নিম্নলিখিত মর্ম্মে মহাত্মা গান্ধীর নিকট অপর একখানি তারের সংবাদ প্রেরণ করা হইয়াছে,—

মহাত্মা গান্ধী,

আহমদাবাদ, (ভারতবর্ষ)

আশা করি আপনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শন করিবেন। আন্তর্জ্জাতিক সংস্কার সম্মেলন সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার সাহায্য করিবেন, আপনি নিউইয়র্ক শহরে যাহা করিবেন তাহা সমগ্র পৃথিবীতে পৌঁছিবে।

কুলী মহিলার মহদ্দৃষ্টান্ত

শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত কুলাউড়া নামক স্থান হইতে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে, কাইরাদারা গ্রামের একটী কুলী রমণী সেণ্ট আণ্টনী স্কুলের পক্ষ হইতে ... লটারী প্রাইজ প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত ... কুলীরমণী এই অযাচিত লাভের অর্থ নিজ ব্যবহারের জন্য আত্মসাৎ না করিয়া ইহা সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্য একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন এবং অন্যান্য জনহিতকর অনুষ্ঠানে ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সমাজের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত দুঃস্থা কুলীরমণী তাঁহার এই অসামান্য ত্যাগ দ্বারা যে ... মুখে ... হৃতাদার ... জমিদারের

"জমিদার" সম্পাদকের মামলা

পররাষ্ট্র সম্পর্কিত অর্ডিনান্স অনুসারে "জমিদার" পত্রের সম্পাদকের নামে যে মামলা রুজু হইয়াছে অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাহার শুনানীর কথা ছিল। কিন্তু আসামী এই মর্ম্মে আবেদন করেন যে তিনি এই মামলা হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করিবার জন্য আবেদন করিবেন। ফলে মামলার শুনানী স্থগিত থাকে।

পুলিস পররাষ্ট্র সম্পর্কিত অর্ডিনান্স অনুসারে পুনরায় "জমিদার" আফিস খানাতল্লাস করে এবং ভূতপূর্ব্ব আফগানরাজ কর্ত্তৃক লিখিত "মোখতার-ই গাজী" নামক একখানা চিঠির ৯ শত কপি ফার্সি অনুবাদ ও ১৬ শত কপি উর্দ্দু অনুবাদ লইয়া যায়। প্রকাশ যে উক্ত কাগজের যে সব সংখ্যায় এই চিঠি মুদ্রিত হইয়াছে সেই সংখ্যা গুলিও পুলিস লইয়া গিয়াছে।

দীনেশগুপ্তের ফাঁসি

বিগত ৮ই ডিসেম্বর লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল সিমসনকে হত্যা করিবার অভিযোগে দীনেশ গুপ্ত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করিবার জন্য সম্প্রতি উক্ত কাউন্সিলের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করা হইয়াছিল, কিন্তু প্রিভিকাউন্সিল উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

গ্রেট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স লিঃ

হেড আফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থায়ী-অক্ষমতা বিধি, স্বতঃ-সংরক্ষণ-নীতি, বর্দ্ধিত কালের জন্য জীবন-বীমা প্রভৃতি আধুনিকতম বিধি ব্যবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ।

মহিলাদিগেরও জীবন-বীমা করা হয়।

[illegible] লিঃ,

ম্যানেজিং এজেন্টস।

সান্যাল ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং

শ্রীসুকুমার সেন, সেক্রেটারী।

...ফাঁসি

মিয়ানওয়ালীর ...ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, ঐ দিন সকাল বেলা ৬টার সময় হরিকিষেণের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। জেলে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। ফাঁসির পর হরিকিষেণের মৃতদেহ ... জেলের নিকটে যখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় সে সময়ও তথায় কাহাকেও যাইতে দেওয়া হয় নাই।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, হরিকিষণ চমন সিং নামক একজন পুলিস ইন্‌স্পেক্টারকে হত্যা ও পাঞ্জাবের লাট সার জিওফ্রে ডী মণ্টমরেন্সীকে গত ডিসেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন ... মধ্যে গুলী ...

পাঁচ লক্ষ টাকার হীরক প্রাপ্ত

হীরকের খনিতে অতি আশ্চর্য্য রকমের ... পাওয়া গিয়াছে। ইহা আকারে বড় তেতুল বিচির ন্যায়। এই সব প্রাপ্ত হীরকের মূল্য কম পক্ষে পাঁচ-লক্ষ টাকার কম নহে।

বিধবার বিরুদ্ধে অভিযোগ

মাদারিপুর গোঁসাইহাটের এক অল্পবয়স্ক হিন্দু বিধবা সন্তান প্রসব করে। কিন্তু সামাজিক নির্য্যাতনের ভয়ে প্রসবের পরেই সন্তানটিকে হত্যা করিয়া মাটিতে পুতিয়া ফেলা হয়। পুলিশ মৃতদেহ তুলিয়া উক্ত বিধবা, তাহার জননী ও ভ্রাতাকে চালান দিয়াছে। আত্মীয় স্বজনরা তাহাদিগকে ঘরে স্থান দিতে ভীত বলিয়া তাহারা জেলের হাজতেই অবস্থান করিতেছে।

লক্ষাধিক "লালকুর্ত্তা"

"সীমান্তের গান্ধী" মিঃ আব্দুল গফ্‌ফর খাঁনের সহিত এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন, লাল কুর্ত্তাধারী আন্দোলন জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং সমগ্র সীমান্ত প্রদেশে প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে।

ইহার স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা এক পেশোয়ার জেলাতেই ইতিমধ্যেই এক লক্ষেরও উপর হইয়াছে। মিঃ গফ্‌ফর খাঁন আরও বলেন যে, তিনি মহাত্মা গান্ধীর আদেশেই বার্দ্দোলী আসিয়াছেন। এবং তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিবেন। পথিমধ্যে তিনি ভূপালে দুই দিনের জন্য আসিয়াছিলেন এবং নবাব, মওলানা শওকৎ আলি, ডাঃ আনসারী ও মওলানা সফি দায়ুদীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

বাংলা কংগ্রেসের দলাদলি

গত ৯ই জুন বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর সভা হয়। এই সভায়, বাঙ্গলার কংগ্রেসে যে দলাদলি ও নির্ব্বাচন বিরোধ চলিতেছিল তাহার আলোচনা হয়। কমিটী নিম্ন প্রস্তাবটী গ্রহণ করিয়াছেন :—

বি, পি, সি, সি'র নির্ব্বাচন সম্পর্কে বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এবং বি, পি, সি, সি'র কার্য্যকলাপ সম্পর্কে বর্ত্তমানে যে সমস্ত অভিযোগ করা হইতেছে এবং তাহার সম্পর্কে যে সমস্ত পাল্টা অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তব্য শুনিয়া এবং তাঁহাদের সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মধুসুদন এনেকে একমাত্র সালীশ নিযুক্ত করিলেন—উভয় পক্ষ হইতে যে সমস্ত বিষয় তাহার নিকট উপস্থিত করা হইবে তাহা তিনি গ্রহণ ... পর্য্যাপ্ত কারণ প্রদ- ...

বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, যাহারা যুক্ত ... সমর্থন করেন না তাঁহারা আর যাহাই ... নৈতিক ভাবাপন্ন নহেন। ইহার পর একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাঁ... ত্যাগের পর তাহা প্রচারিত হয়। তিনি তাহাতে পূর্ব্বের মত অস্বীকার করিয়াছেন এবং ঢাকায় জাতীয়তাবাদী মুসলমান সঙ্ঘের প্রতি দুরাকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত করিতেও ছাড়েন নাই। ঢাকার জাতীয়তাবাদী মুসলমানদলের ২০ জন সদস্যের ... প্রতিবাদ ব্যক্ত করিবার ... আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহারা উক্ত বর্ণনায় ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন ...

মিঃ হকের ডিগবাজী ?

গত ২৫শে মে জাতীয়তাবাদী মুসলমান-দলের সহিত মিঃ এ, কে, ফজলুল হকের হাটুরিয়া ভবনে রাজনৈতিক আলোচনা হইয়াছিল। তিনি সেই সময় যুক্ত নির্ব্বাচন সমর্থন করিয়া একটি ...

বরিশাল জিলার আমতলী থানার এলাকায় একটি খুনের সংবাদ বরিশাল হিতৈষী প্রকাশ করিয়াছে। সংবাদটী এই, চিলা গ্রামে একটি মুসলমানকে একদল ডাকাত টাকার জন্য পীড়া- ...

THE UNITED INDIA LIFE ASSURANCE CO., LD.,

ক। তহবিল সম্পূর্ণ নিরাপদ কি ?
খ। লাভ কিরূপ হইতেছে এবং বোনাস কি হারে দেওয়া হইতেছে ?
গ। দাবীর টাকা দিতে কিরূপ তৎপরতা ?

? অনুসন্ধান করিয়াছেন কি ?

—সর্ব্ববিষয়ে—

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ

এ্যাসিওরেন্স্ কোম্পানী লিমিটেড

আপনাকে সন্তুষ্ট করিবে।

৯ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, ঢাকা। অথবা ২, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

Bharat Insurance Company, Limited.

ভারত ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

স্থাপিত—১৮৯৬

ভারতের প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

সর্ব্বোচ্চ বোনাস

আজীবন-বীমা ২৫৲ মেয়াদী বীমা ২১৲

মহিলাদিগের বীমার জন্য সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও বন্দোবস্ত আছে।

হেড আফিস— লাহোর।

ম্যানেজার, কলিকাতা আফিস— ১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

... সে যখন কিছুতেই টাকার কথা বলে ... গণ মুসলমানটীকে কাঁথায় জড়াইয়া ... পোড়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। ... শরে মাত্র ৬।০ আনা ছিল।

মিঃ নহানির মামলা

... ঢাকার ... মুসলমান সমিতির সেক্রেটারী মৌলবী আবুল হোসেন এম, এ, বি, এল তাঁহার কৌসুলী শ্রীযুত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষের মারফতে হাজী আবদুল মজিদ, ইলিয়াস রহমান এবং সাহেব বাজার ও কালতা বাজারের কনট্রাক্টর চানমণের উপর এই মর্ম্মে নোটীশ জারী করিয়াছেন যে, যেহেতু মিঃ ফজলল হক জাতীয়তাবাদী মুসলমান সমিতির সদস্যগণকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহার প্রতিবাদে পুস্তিকা প্রকাশ করিতে যাইয়া তাহারা উক্ত সমিতির বিরুদ্ধে ক্ষতিজনক ও অপমানসূচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তিন দিবসের মধ্যেই তাহা ...

কাণপুর দাঙ্গা তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কোতোয়ালের কর্ত্তব্যবিমুখতা

—:(*):—

গত ২৪শে মার্চ্চ কাণপুরে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে, সেই দাঙ্গার সম্বন্ধে তদন্তের জন্ত যে সরকারী কমিশন বসিয়াছিল, সেই কমিশনের রিপোর্ট এবং তৎসম্বন্ধে যুক্তপ্রদেশের সপরিষদ গবর্ণরের মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে।

সপরিষদ গবর্ণর বাহাদুরের অভিমত এই যে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে অনবরত হরতাল করা হইত, এবং লোকজনের গতিবিধি প্রভৃতিতে বাধাদান, বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং ... আন্দোলনকে নিছক হিন্দু আন্দোলন বলিয়া মনে করিত, এবং প্রত্যক্ষভাবে কিংবা নিষ্ক্রিয়ভাবে উহার বিরুদ্ধতা করিত। বেনারস, আগ্রা, মীর্জ্জাপুর প্রভৃতি স্থানের প্রতিঘাত কানপুরেও হয়। ভগৎ সিংহের মৃত্যুতে হরতালের ব্যাপারে এই বিরোধের অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। বালক এবং যুবকেরা ঐ হরতাল করিতে লোককে বাধ্য করিবার জন্ত খুবই কড়াকড়ি করিয়াছিল।

কতিপয় সাক্ষী এইরূপ কথা বলিয়াছে যে, ইহা এজেণ্ট প্রভোকেটরদেরই কাজ। তাহারা বলিয়াছে যে, একটি হিন্দুজনতা একজন সি-আই-ডি কর্ম্মচারীকে ভাড়া করে; ঐ কর্ম্মচারীই গোলযোগ পাকাইয়া তুলে। কমিশনের মতে এই সব কথা অত্যন্ত ভিত্তিহীন। প্রথমটা এইভাব দেখা যাইতেছিল বটে, যে আন্দোলনটা বোধ হয় ইংরেজদের কিম্বা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে; কারণ প্রথমে একজন ইংরেজ সিভিল সার্জ্জন এবং একজন ইংরেজ মহিলা আক্রান্ত হন। কিন্তু হরতালের কড়াকড়ি ব্যাপারেই ঐ আক্রমণ। পদব্রজে ছাড়া যানবাহনযোগে কাহাকেও যাইতে দেওয়া হইতেছিল না।

দাঙ্গার কথা উল্লেখ করিয়া কমিশন বলেন, বানর সেনাগণ হরতাল প্রতিপালনে কড়াকড়ি চালাইতে গিয়াই গোলযোগের সূত্রপাত করে। ২৪শে মার্চ্চ বেলা ৪টা হইতে ৬টার মধ্যে মেষ্টন রোডের একটী মন্দির এবং চকবাজারের একটি মসজিদ ভস্মীভূত হয়। ইহা হইতেই দাঙ্গা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

কমিশন বলেন, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যদি তৎপরতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বসহকারে সহরের পুলিশ দলকে গোছাইয়া লইয়া সোজা মেষ্টন রোডস্থ মন্দিরে গমন করিতেন, তাহা হইলে খুবই সম্ভব তিনি আক্রমণকারীদিগকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইতেন, সেইরূপ ভাবে নিশ্চই তিনি চক বাজারের মসজিদটিও রক্ষা করিতে পারিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া একটুও চলিতে পারেন নাই বলিয়া আমরা মনে করি। ১৯১৩ সালে এই মসজিদ এবং মন্দির লইয়া একটি ভীষণ দাঙ্গা ঘটে; ম্যাজিষ্ট্রেটের তাহা জানা ছিল। তিনি ঐ স্থান হইতে বেশী দূরেও ছিলেন না। ঐ স্থান হইতে অন্যত্র যাওয়া তাঁহার উচিত হয় নাই ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সেল এই কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে, তিনি ঐ অঞ্চলে যতক্ষণ ছিলেন, ততক্ষণ মন্দির কিম্বা মসজিদ গুরুতরভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল না, পরে ঐ ব্যাপার ঘটে।

ব্যাপার তেমন গুরুতর নহে বুঝিয়াই তিনি সান্ধ্য আইন লিখিয়া জারী করিবার জন্ত গমন করেন। নিজে অশান্তি দমন কার্য্যে প্রত্যক্ষ ভাবে রত থাকা ম্যাজিষ্ট্রেটর কর্ত্তব্য তিনি সে কর্ত্তব্য প্রতিপালনের গুরুত্বও বুঝিতে পারেন নাই। ২৫শে তারিখ সকাল বেলার পূর্ব্বে তিনি গবর্ণ- ... কিন্তু ... কাজ ফেলিয়া রাখিয়া এই কার্য্যে তাহার আত্মনিয়োগ করা দরকার ছিল। মিঃ সেল ঐ জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী থাকিলে কাণপুরের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার সুবিধা হইবে না বলিয়া সপরিষদ গবর্ণর বাহাদুর মনে করেন।

কোতোয়াল খান বাহাদুর সৈয়দ গোলাম হোসেনের সম্বন্ধে সপরিষদ গবর্ণর বাহাদুর এইরূপ মনে করেন যে, তাঁহার ন্যায় পদস্থ কর্ম্মচারীর উপযুক্ত ভাবে তিনি পুলিশ দলের পরিচালনা করিতে পারেন নাই। পুলিশ নিকটে রহিয়াছে, অথচ নরহত্যা, গৃহদাহ, লুঠতরাজ এ সব ঘটিয়াছে, কমিশন এরূপ সাক্ষ্যও পাইয়াছেন। ঐ সাক্ষ্যে প্রকাশ, পুলিশকে গুলী চালাইতে কখনও দেখা যায় নাই। কমিশন বলিয়াছেন যে, আমাদের মনে এ বিষয়ের সন্দেহ নাই যে, দাঙ্গার প্রথম তিন দিন পুলিশের নিকট হইতে যেরূপ কাজ প্রত্যাশা করা গিয়াছিল, তাহারা তাহা মোটেই করে নাই। অধিবাসীদের ধন-প্রাণ রক্ষা করিতে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সক্ষম হন নাই। ৪ শত হইতে ৪৫০ জনের মত লোক নিহত হইয়াছিল, বহু দেব-মন্দির এবং মসজিদ দগ্ধ এবং কলুষিত হইয়াছিল, ইহা ছাড়া অনেক বাড়ী ভস্মীভূত এবং লুণ্ঠিত হইয়াছিল। পণ্ডিত গণেশঙ্কর বিদ্যার্থী বিপন্নের উদ্ধারের জন্ত যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে চেষ্টা করেন, সেজন্য কমিশন তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট ইহাও মনে করেন যে, সাম্প্রদায়িকতার কোন দোষে কংগ্রেস কমিটিকে দোষী করা যাইতে পারে না।

নিম্নতম কর্ম্মচারীরা কোন কোন স্থানে দাঙ্গা দমনে তৎপরতা দেখাইতে পারেন নাই এবং কনেষ্টবলেরা কর্ত্তব্য পালনে ঔদাসীন্য দেখাইয়াছে, কমিশন এই সব অভিযোগের সমর্থন করিয়াছেন, সেজন্ত সপরিষদ গবর্ণর মনে করেন যে, উক্ত কর্ম্মচারীদের দায়ীত্ব সম্বন্ধে অবিলম্বে বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করা হইবে। উপযুক্ত ভাবে লাঠি চালনার অভাব এবং স্বল্প লোককে গ্রেপ্তার প্রভৃতির সম্বন্ধে কমিশন যে সব অভিযোগ করিয়াছেন, তাহার সবগুলির সম্বন্ধে সপরিষদ গবর্ণর একমত হইতে পারেন না; কিন্তু তিনি এ বিষয়ে একমত হইতে বাধ্য হইয়াছেন যে, মেষ্টন রোডের মন্দির এবং চক বাজারের মসজিদ দগ্ধের ব্যাপারের কোন উপযুক্ত কৈফিয়ৎ নাই। ঐ অঞ্চলের নিকট- ...

পীরের নামে অভিযোগ

পেশোয়ারের পীর সৈয়দ চানবাদ সাহেবের নামে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এক বিষম অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, গত ১৯৩০ সনের মে মাসে এখানে যে ২টী রাজদ্রোহমূলক কবিতা পাঠ করা হইয়াছে আসামীই ঐগুলি রচনা করিয়াছিলেন। আরও বলা হইয়াছে যে, পেশোয়ারী গোয়েন্দাগণ সংবাদ পাইয়াছেন যে গত ১৯৩০ সনের জুলাই মাসে গবর্ণমেন্টের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি পাহাড়িয়াদিগকে এই মর্ম্মে চিঠি দিয়াছিলেন যে, তাহারা (আফ্রিদীরা) যেন ব্রিটিশদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করে। আফ্রিদীও মমন্দদের অঞ্চলে তাহাকে দেখা গিয়াছিল এবং আফ্রিদীদের "জীর্গা" ও সভায় তাঁহাকে দেখা গিয়াছিল।

হুগলি জাতীয় মুসলিম সমিতি

হুগলী জেলায় জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ সকলে মিলিত হইয়া একটি সভা করিবেন এবং আগামী ফরিদপুর নিখিল বঙ্গ জাতীয় মুসলিম সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন স্থির করিয়াছেন। হুগলী জেলার একনিষ্ঠ কর্ম্মী মৌলভী মোহাম্মদ জৈনুদ্দিন সাহেব এবং মৌলানা মোহাম্মদ ওয়াহেদ বক্স সাহেব যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বালিকার উপর অত্যাচার

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখা থানার অন্তর্গত ছোট পারুলিয়া নামক গ্রাম হইতে স্থানীয় এক মুসলমান যুবক এক মুসলমান বালিকার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, উক্ত যুবক উক্ত বালিকাকে ভুলাইয়া একটি পাটের ক্ষেত্রে লইয়া যায়, এবং মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করে, ফলে তাহার ভীষণরূপে রক্তস্রাব আরম্ভ হয়। স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ে ইহার প্রথম চিকিৎসা হয়। তথা হইতে বালিকাটীকে মুন্সীগঞ্জ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক উক্ত বালিকার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে। অপরাধী ফেরার হইয়াছে। পুলিশের ... অনুসন্ধান চলিতেছে।

বিশেষরূপ সন্ধান-চালে ... আমরা ...

... সত্ত্বেও কার্য্যকরী ভাবে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই।

কমিশন উপসংহারে দাঙ্গার সময় বিপক্ষের সেবা কার্য্যের জন্ত কিরণ সেবা সমিতিকে প্রশংসা করিয়াছেন।

ভুপাল বৈঠক স্থগিত

ভুপালের পাবলিসিটি অফিসার নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন :—

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে এখানে যে বৈঠক বসাইবার কথা ছিল, তাহা কয়েকজন প্রতিনিধির যোগদানে অসুবিধা হওয়ার দরুণ স্থগিত রহিল। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল—সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রতিকারের জন্ত মুসলমানদের বিবিধ শাখার ... ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও সহযোগ ... করা। ... সেরূপ একটি সময়েই অদূর ভবিষ্যতে বৈঠক বসান ... দলের মুসলিম প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে আলোচনা কোন সিদ্ধান্ত হইবার পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া যে রিপোর্ট প্রকাশ হইয়াছে, তাহা সত্য নহে।

মওলানা শওকৎ আলীর ইস্তাহার

মওলানা শওকৎ আলী এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন :—

ভূপালের নবাবের আমন্ত্রণ ক্রমে যে বৈঠক ডাকা হইয়াছিল, তাহা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বসিবার কথা ছিল, কিন্তু গরম ও অন্যান্য কারণে সদস্যদের অসুবিধার জন্ত উহার বৈঠক ১৫ই জুনের পর বসান হইবে।

কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য ইতিমধ্যে উপস্থিত থাকায় একদিকে মৌলনা সফী দায়ুদী, মিঃ গোলাম রসুল মেহেরু এবং আমার নিজের মধ্যেও অন্যদিকে ডাঃ আনসারি মিঃ খালিকউজ্জমান ও মিঃ শেরওয়ানীর মধ্যে খুব খোলাখুলিভাবে আলোচিত হইয়াছিল। কথাবার্ত্তার সময় যে সহৃদয় ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, বৈঠকের পরবর্ত্তী অধিবেশন সুফল হইবে।

কোন কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ভূপালের নবাবের সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সত্য নহে এবং উহা নিতান্ত প্রচারমূলক। ভূপালের নবাব উভয় পক্ষেই খুব বন্ধুভাবাপন্ন এবং তিনি হিন্দু মুসলমান ও ভারতবাসী এবং ইংরাজের মধ্যে আপোষেরই পক্ষপাতী। মুসলমান সমাজ আমাকে ও মওলানা সফী দায়ুদীকে বিশ্বাস করিতে পারেন! আমরা মুসলমানের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিব না। যে কোন সিদ্ধান্তই হউক না কেন, তাহার চূড়ান্ত মীমাংসার ভার মুসলমান জনসাধারণের উপরেই থাকিবে।

পাগলা হাতীর কাণ্ড

মাদ্রাজের নিকটবর্ত্তী উদাংগুড়ি নামক স্থানে একটি মুসলমান বরযাত্রীদলের এক শোভাযাত্রা যাইতেছিল। এই সময়ে কোন লোক রহস্য করিয়া একটী হাতীর লেজ ধরিয়া টান দেয়। ... পশুটী ক্ষিপ্ত হইয়া শোভাযাত্রা আক্রমণ ... ও বরযাত্রীদল প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ ... মাহুতের একজন সহকর্ম্মী ... যাইয়া প্রাণ হারাই- ... তাহাকে আয়ত্তের মধ্যে আনা হয়।

বৌদ্ধ-মন্দিরে কার্ত্তুজ

রেঙ্গুন সহরের পশ্চিমাংশে কেমেণ্ডাইন অঞ্চলে এক বৌদ্ধমন্দিরে পুলিশ প্রায় চারিশত তাজা কার্ত্তুজ এবং বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুতের প্রায় সম্পূর্ণ সরঞ্জাম পাইয়াছে। ... কোন প্রকার সংবাদ পাইয়া এক বৌদ্ধ মঠে যায় এবং তিন ঘণ্টা খানাতল্লাসের পর এক বাঁশ ঝাড়ের নিকট হইতে দুই ব্যাগ রাইফেল ও রিভলভারের কার্ত্তুজ আবিষ্কার করে।

এপর্য্যন্ত কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

ভারতে এম. এন. রায়

বোম্বায়ের ... এই মাসের ... জানা যায় যে, তিনি পৃথ্বীগঞ্জের জনৈক তালুকদার নগেন্দ্র বাহাদুর সিং।

৭টী যুবক সেশন সোপর্দ্দ

রাজসাহী বাগাতিপাড়া পুলিশ ... একজন মুসলমানকে কৈলাসচন্দ্র ... বাড়ীতে এক ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার ... প্রকাশ যে, বাড়ীর লোকেরা হরিপদ নামে কৈলাসের একজন নিকট আত্মীয়কে ডাকাত দলের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিল এই খবরের উপর ভিত্তি করিয়া যুবক ৭টীকে গ্রেপ্তার করা হয়। একজন অপরাধ স্বীকার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। মহকুমা হাকিম ৭ জন যুবককেই সেসনে সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

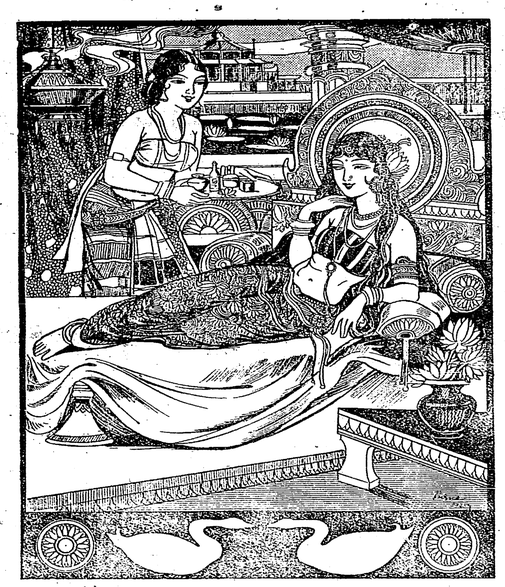

... উত্তর ভারতে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের প্রকোপ অনুভূত হইতেছে এবং গ্রীষ্মের উত্তাপ ১১০ ডিগ্রী ... প্রত্যহ সকাল হইতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত গরম বাতাস বহিতেছে।

প্রিয়জনের ফুল্ল মুখখানি দেখিতে ইচ্ছা কার না হয়?

"রেশমী"-চর্চ্চিত "মীরা তৈল" সুবাসিত আকুল কুন্তলদলের
নিম্নে কজ্জল-উজ্জ্বল নয়ন-পল্লব-ঘেরা,
"মীরা-স্নো" মণ্ডিত, "কুসমিন" সুরভিত "মানসী"
আপনার মানসীর মধুর মুখখানি দেখিতে সাধ হয় কি?
"মীরা"র প্রসাধন দ্রব্যগুলি সেই জন্ত ... কলিকাতা।

[ক]লিকাতা গেজেট

এল তাঁহার (১১ই জুন, ১৯৩১)

[ঢাকার] ...[ম্যাজি]ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর মৌলবী ... খান এবং ... (ছুটিতে) ত্রিপুরায় বদলী হইলেন। ... ত্রিপুরার ডেঃ ম্যাঃ ও ডেঃ কঃ মৌলবী মজহারুল ইসলাম বাখরগঞ্জে বদলী হইলেন। যশোহরের এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাঃ ও কঃ মিঃ এফ, ও বেল, আই-সি-এস হুগলীতে বদলী হইলেন। সাঃ ডেঃ কঃ বাবু যশোদা কিঙ্কর ঘোষ (ছুটীতে) রাজসাহী বিভাগে স্থাপিত হইলেন। সাঃ ডেঃ কাঃ বাবু ... বাগচি (ছুটিতে) ঢাকা বিভাগে স্থাপিত ... ম্যাঃ ও ডেঃ কঃ বাবু শঙ্কর ... ডিভিশনের ভার প্রাপ্ত ... ও ডেঃ কঃ বাবু ... মেদিনীপুর সদরে বদলী হইলেন। ... ডেঃ ম্যাঃ বাবু জ্যোতিষচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি অস্থায়ীভাবে ঐ জেলার সদরের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। ডেঃ ম্যাঃ ও ডেঃ কঃ বাবু নির্ম্মলশঙ্কর সেন খুলনা সদরে বদলী হইলেন। শিয়ালদহের ডেঃ ম্যাঃ ও ডেঃ কঃ বাবু শ্রীমন্তকুমার দাসগুপ্ত বীরভূম সদর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হইলেন, ডেঃ ম্যাঃ ও ডেঃ কঃ বাবু হরেন্দ্র নাথ দত্ত (ছুটীতে) শিয়ালদহে স্থাপিত হইলেন।

ছুটী

সাব ডেঃ কঃ মৌলবী আলী হোসেন ভূঁইয়া বেতন সহ ১১ই মে হইতে ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। ডেঃ ম্যাঃ ও ডেঃ কঃ বাবু ললিনীরঞ্জন রাহা আরও ১৫ দিনের ছুটী পাইলেন। সাঃ ডেঃ কঃ বাবু নুটবিহারি চ্যাটার্জ্জি বেতনসহ ৬ সপ্তাহের ছুটী পাইলেন। বীরভূমের ডেঃ ম্যাঃ ও ডেঃ কঃ বাবু মোহিনী মোহন ঘোষ বেতন সহ ৩ তিন মাসের ছুটী পাইলেন। ডিঃ ম্যাঃ ও ডেঃ কঃ বাবু সুরেন্দ্র মোহন মিত্র বেতনসহ ২৬ দিনের ছুটী পাইলেন। মালদহের সাঃ ডেঃ কঃ বাবু রতনলাল দাসগুপ্ত তিনমাস ২৫ দিনের ছুটী পাইলেন। মেদিনীপুরের সাঃ ডেঃ কঃ বাবু উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস দুই মাসের ছুটী পাইলেন। ফরিদপুরের সাঃ ডেঃ কঃ বাবু সতীশচন্দ্র বসু সবেতনে ৪ মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার বিভাগ।

মুনসেফ বাবু দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (ছুটীতে) ময়মনসিংহের সাব জজ হইলেন। সাতক্ষিরার মুনসেফ মৌলবী ওমর মল্লিক (ছুটীতে) অস্থায়ী ভাবে খুলনা সদরে স্থাপিত হইলেন। ২৪ পরগণার অস্থায়ী সাবজজ বাবু রাজেন্দ্রকুমার গুপ্ত কলিকাতার ছোট আদালতের জজ হইলেন।

রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ।

ময়মনসিংহের সদর সাব রেজিষ্ট্রার বাবু বিনোদকান্ত ব্যানার্জ্জি চৌধুরি ৯ই মে হইতে ১ মাসের ছুটি পাইলেন। কলিকাতার জয়েণ্ট সাব রেঃ বাবু শতীশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি হুগলির সদর সাঃ রেঃ হইলেন। রংপুর ডোমারের সাব রেঃ বাবু ক্ষীতিন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি বগুড়ার আদমদীঘির সাঃ রেঃ হইলেন, আদমদীঘির সাঃ রেঃ বাবু সনৎকুমার নাগ চৌধুরী আলীপুর সদরে বদলী হইলেন। ময়মনসিংহের ২য় জয়েণ্ট সাঃ রেঃ মৌলবী আনসারুদ্দীন ঐ জিলার ১ম জঃ সাঃ রেঃ হইলেন। ময়মনসিংহের সাঃ রেঃ ... মৌলবী আবুল হোসেন (১নং) ঐ জিলার ২য় ... হইলেন। মেদিনীপুর কুকড়া- ... মাসের ... হইলেন। নোয়াখালী কবিরহাটের সাঃ রেঃ মৌলবী আবদুর রহমান সবেতনে তিন মাসের ছুটী পাইলেন। কুমিল্লার অস্থায়ী সাঃ রেঃ মৌলবী এ, বি, শরফুদ্দীন আহমদ নোয়াখালী কবরহাটে ... হইলেন। যশোহর রাইগঞ্জে বদলীর হুকুম প্রাপ্ত সাঃ রেঃ মৌলবী খোন্দকার আবদুল বারী মুরশিদাবাদের জুমকল আজিমগঞ্জে বদলী হইলেন। ঢাকা শ্রীনগরের সাঃ রেঃ মৌলবী কাজি আবদুল মজিদ ঐ জিলায় রায়পুরায় বদলী হইলেন। বালিয়াকান্দির সাঃ রেঃ মৌলবী শেখ ইউসফ আলী সবেতনে ১ মাসের ছুটী পাইলেন। ফরিদপুরের সাঃ রেঃ মৌলবী সৈয়দ মাহমুদ বালিয়াকান্দী বদলী হইলেন। আলীপুরের অস্থায়ী সাঃ রেঃ মৌলবী আহমদ আলী (২নং) যশোহরের নীমাখালী বদলী হইলেন।

বিশেষরূপ ... চাল ... আমরা ...

আইন-আদালত

কলেজষ্ট্রীট হত্যাকাণ্ডের মামলা

কলেজ ষ্ট্রীটের পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক ভোলানাথ সেন ও তাঁহার দুইজন সহকারী বাবু হরিদাস সরকার ও সতীশচন্দ্র ব্যানার্জ্জিকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত আবদুল্লা খান ও আমীর আহমদকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২, ৩০৪ ও ৩২৬ ধারা অনুসারে হাইকোর্ট সেসনে সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

আসামীগণ নিজদিগকে নির্দ্দোষ বলে এবং বলে যে, তাহারা সেসনে তাহাদের বক্তব্য বলিবে। উহারা স্যার আবদুল্লা সুরাবর্দ্দি ও মিঃ এইচ, এস, ... বলিয়া বলিয়াছে। ... প্রকাশ যে, উহারা একদিন চৌরঙ্গির মিঃ জে, সেহিয়া নামক এক শ্বেতাঙ্গের নিকট যাইয়া বলে যে, মাতাদীন একজন খুব বড় মুক্তা ব্যবসায়ী, বড় বাজারে তাহার গদি আছে এবং তাহারা মূল্যবান মুক্তা পাইলে খরিদ করিবে। শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক তখন উক্ত মুক্তাগুচ্ছ লইয়া উহাদের গদিতে গেলে উহারা ১১,৩৩৫ টাকার একখানা চেক দেয়। চেকখানা ব্যাঙ্কে দেওয়া মাত্র অগ্রাহ্য হয়। শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক তখন উহাদের খোঁজে আসিয়া দেখেন, উহারা দোকান তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে। পরে পুলিশ তদন্ত প্রসঙ্গে আসামীগণকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং মুক্তা হস্তগত করিয়াছে। প্রত্যেক আসামী তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

টুকরো খবর

হায়দারাবাদ রাজ্যে একটী প্রচার বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। মিঃ মোহাম্মদ মর্ম্মাডিউক পিক্‌থল এই বিভাগের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিবেন।

গত বুধবার প্রাতঃকালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। প্রকাশ, এবার নাকি শতকরা ৬৯ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছে।

চুঁচুড়া, গৌরীপুর চটকলের মিঃ ডব্লিউ, লে নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী অত্যধিক গরমের দরুণ মারা ... শ্যামনগর, শ্রীরামপুর এবং পার্শ্ববর্ত্তী ... শস্যহানির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। প্রায় এক পক্ষকাল যাবৎ ভীষণ গরম পড়িয়াছে। অবিলম্বে বৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন, নতুবা দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী।

ত্রিপুরার হাজিগঞ্জ থানার অধীন নোয়াগাঁও গ্রামের তমিজদ্দিন নামে জনৈক ব্যক্তি তাহার স্ত্রী ও ছেলেদের গ্রাসাচ্ছাদনে অসমর্থ হওয়ায় গত ২৭শে মে ডাকাতিয়া নদীতে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহার পোষ্য সংখ্যা ১০।১২টি।

যুগোস্লাভিয়ার রাজা এবং রুমানিয়ার প্রধান মন্ত্রী উভয়ে মিলিয়া এরূপ আপোষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, রুমানিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাণী হেলেন চিরস্থায়ীরূপে বিদেশ বাস করিবেন, তাঁহার পুত্র প্রিন্স মাইকেলকে দেখিবার জন্য বৎসরে ৩ বার রুমানিয়ায় আসিতে পারিবেন।

গত ৭ই জুন রবিবার অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক "যশোহর খুলনার ইতিহাস" প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্র, বি, এ, এম; আর, এ, এস, মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৫৫ বৎসর হইয়াছিল।

কাপড় কিনিবার সময়

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের

কাপড়ই চাহিবেন

কারণ

ইহার কাপড়ই সর্ব্বাপেক্ষা টেকসই ও যোগ্যতানুসারে মূল্য কম। গত ছয় মাসের মধ্যে ইহার মূল্য জোড়া প্রতি ছয় আনা কমিয়াছে।

মিহি মোটা ধুতি সাড়ী ও লংক্লথ, টুইল, ড্রিল, ক্রেপ ইত্যাদি বহুবিধ জামার কাপড় সর্ব্বত্রই পাইবেন।

যদি কোন দোকানে না পান তবে দোকানীকে তাহা রাখিতে বলিবেন।

... বঙ্গলক্ষ্মী ...

৫২।৪নং ...

একরঙ্গা বা তিন রঙ্গা ছবি দিয়া যে কোন ডিজাইনের ক্যালেণ্ডার আমরা প্রস্তুত করিয়া থাকি।

সওগাত প্রেস, ১১, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্যার এণ্ড মহলানবিশ

প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত গ্রামোফোন বিক্রেতা

পোনেরো টাকা মাসিক কিস্তিতে আপনি একটি হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস্ গ্রামোফোন ক্রয় করিতে পারেন—

বিস্তৃত বিবরণের জন্য আজই পত্র লিখুন

Bombay বম্বে মিউচুয়াল Mutual

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ

স্থাপিত—১৮৭১।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় অক্ষম হইলেও বীমার সম্পূর্ণ টাকা পাওয়া যায়।

কোম্পানীর চাঁদার হার কম ও অর্থবল প্রচুর। প্রত্যেক বীমাকারীই ইহার অংশীদার।

দস্তিদার এণ্ড সন্স, চীফ্ এজেন্টস্, ১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

HINDUSTAN ভবিষ্যতের সংস্থান করিতে CO-OPERATIVE

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স্

সোসাইটিতে বীমা করুন

হিন্দুস্থান সম্পূর্ণ দেশী প্রতিষ্ঠান

বোনাস :—মেয়াদী বীমায় প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ২০৲ টাকা।
আজীবন বীমায় প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ১৫৲ টাকা।

মোট জীবন-বীমার পরিমাণ প্রায় ৪ কোটি টাকা। নানারূপ চিত্তাকর্ষক বীমার ব্যবস্থা আছে।

"বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন—

শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকার
জেনারেল ম্যানেজার।

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।

ভারতের সর্ব্বত্র, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, ব্রিটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকা ও ইরাকে ব্রাঞ্চ বা এজেন্সী আছে।

ছয় বৎসরের গ্যারেণ্টি
সিলভার রিষ্ট ওয়াচ — ৬॥০
রোল্ড গোল্ড রিষ্ট ওয়াচ - ৪৸০
নিকেল রিষ্ট ওয়াচ — ৪॥০
পকেট ওয়াচ ছোট ও বড় ৪৲-৬৲
জেবিথসন ওয়াচ কোং
১৭এ, ভবনাথ সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিনা মূল্যে ও বিনা মাশুলে

১৩৩৮ সনের সুন্দর কেলেণ্ডার তৎসঙ্গে একখানি সুন্দর গানের বই ও হজমী বটিকা নামক প্রসিদ্ধ ঔষধের নমুনা পত্র লিখিলেই পাঠাই।

করিম এণ্ড কোং,—ঢাকা

আনা হয়।

ঝিলিমিলি (নাটক) ...

মৃত্যু-ক্ষুধা—উপন্যাস ২৷০। উহা ৩ বৎসর ধরিয়া সওগাতে ধারাবাহিক ভাবে বাহির হয়েছিল।

১। **চোখের চাতক** ("বুলবুলে"র মত নূতন গজল-গানের বই। খেয়াল, টপ্পা, ধ্রুপদ, ঠুংরি, গজল, কীর্ত্তন, ভাটিয়ালি, বাউল ঢংএর অসংখ্য গান।) মূল্য ১৲, রাজ-সংস্করণ ১৷০।

২। **চক্রবাক**—(নূতনতম কবিতা সমষ্টি। কবির শ্রেষ্ঠ 'লিরিক' কবিতা) মূল্য ১৷৷০।

৩। **সন্ধ্যা**—(বহুদিন পরে কবির নূতন জাতীয় কবিতার বই বাহির হইল। বিলম্বে হতাশ হইবেন।) মূল্য ১৷০।

৪। ... 'সওগাতে' প্রকাশিত 'খালেদ' 'ওমর ফারুক', 'আমানুল্লা', 'জগলুল' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ 'এপিক' কাব্যের সংগ্রহ।) মূল্য ১৷৷০।

৫। **বুলবুল**—(সর্ব্বজন-প্রিয় গজল-গানের সমষ্টি। তিন মাসের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়া গিয়াছে।) মূল্য ১৷০, রাজ-সংস্করণ ১৷৷০।

৬। **সঞ্চিতা**—(রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা'র মত কবির সকল প্রকার শ্রেষ্ঠ কবিতার সংগ্রহ-সাজি। প্রিয়জনকে উপহার দিবার অপূর্ব্ব পুস্তক।) মূল্য ২৷৷০।

৭। সিন্ধু-হিন্দোল (কবিতা) ১৷৵০। ৮। দোলন-চাঁপা (২য় সংস্করণ) ১৷০। ৯। অগ্নিবীণা (৪র্থ সংস্করণ) ১৷০। ১০। চিত্তনামা ১৲। ১১। ঝিঙেফুল (শিশুদের কবিতা) ৸০। ১২। সর্ব্বহারা ১৷৵০। ১৩। ফণি-মনসা ১৷০। ১৪। ছায়ানট ১৷০। ১৫। সাম্যবাদী ৵০। ১৬। বাঁধনহারা (উপন্যাস) ২৲। ১৭। রিক্তের বেদন (গল্প ৩য় সংস্করণ) ১৷৷০। ১৮। ব্যথার দান (গল্প, ৩য় সংস্করণ) ১৷৷০। ১৯। রুদ্রমঙ্গল ৷৷০। ২০। দুর্দ্দিনের যাত্রী ।৵০। ২১। রাজবন্দীর জবানবন্দী /০। ২২। মৃত্যু-ক্ষুধা (উপন্যাস, যন্ত্রস্থ)। ২৩। কুহেলিকা (উপন্যাস, যন্ত্রস্থ)। ২৪। আলেয়া (নাটক, যন্ত্রস্থ)। ২৫। পূবের হাওয়া (২য় সংস্করণ, যন্ত্রস্থ)। ২৬। সাত ভাই চম্পা (শিশুদের কবিতা, যন্ত্রস্থ)। ২৭। ২৮। সুর-মুকুর (... যন্ত্রস্থ)। ২৯। বিষের বাঁশী (বাজেয়াপ্ত)। ৩০। ... গান (বাজেয়াপ্ত)। ৩১। যুগবাণী (বাজেয়াপ্ত) ... মহুয়ার গান ৵০।

ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১, কর্ণওয়ালিস ... কলিকাতা।

... খবরে বলি। কলিকাতা।

National Insurance Co. Ld.
ন্যাসানাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

বিজ্ঞাপন

কোম্পানীর কার্য্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, কোম্পানীর নিজস্বঃ একটী সুবৃহৎ গৃহের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল। তাই আজ কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ আনন্দের সহিত জনসাধারণকে জানাইতেছেন যে কলিকাতার প্রসস্ত রাজপথের পার্শ্বে কোম্পানীর বিরাট পঞ্চতল গৃহের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হওয়ায় গত ২৭ শে এপ্রিল কোম্পানীর কার্য্যালয় তথায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কোম্পানীর বর্ত্তমান

আর, জি, দাস এণ্ড কোং
ম্যানেজার্স্।

এম, বিশ্বাস এনড কোং
৪ নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

বন্দুক, রাইফল ও রিভলবার
বিলাতী, এমেরিকান, জার্ম্মাণ, বেলজিয়ম,
তলওয়ার, গুপ্তী, টোটা, বারুদ, ক্যাপ, ছিটা
সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়।
বন্দুক মেরামত, রং কুন্দা তৈয়ারী

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী

হেড অফিস — ঢাকা ব্রাঞ্চ — সর্ব্বত্র

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুলভ কবিরাজী ঔষধালয়

গনোরিয়ার একমাত্র মহৌষধ
মেহ বজ্র ঃ—
ইহা সেবনে ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম হইয়া রোগী নবজীবন ও শান্তিলাভ করিবে। প্রতি শিশি ১॥০ মাত্র।

অমৃত প্রাস ঃ—
(মৃগনাভিযুক্ত)
স্বামী-স্ত্রীর স্বাস্থ্য ও সুখের পথ।
বল, কান্তি, পুষ্টি ও শক্তিবর্দ্ধক।
(মূল্য ২৲ টাকা মাত্র)

পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র ও ক্যাটলগ প্রেরিত হয়।

THE
ASIAN ASSURANCE CO. LTD.,
Asian Building, Bombay (1910)

Asian Policy Tells itself—
No Explanation necessary.

New Schemes—Easy to sell.
Hereditary commission—
Liberal terms to Agents.

Apply: **K. P. KAMDAR Esq.,**
ASIAN ASSURANCE CO. LD.
8, Dalhousie Sqr., Calcutta.

সওগাত প্রেস

ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় যে কোন প্রকারের ছাপার কাজ আমরা উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকি।

এক রঙ্গা, দুই রঙ্গা বা তিন রঙ্গা ব্লক ছাপিবার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে।

এক রঙ্গা; দুই রঙ্গা বা তিন রঙ্গা ব্লক ছাপিবার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে।
বিবাহের প্রীতি-উপহার, হ্যাণ্ডবিল, রসিদ বহি, চিঠির কাগজ, পোষ্টকার্ড প্রভৃতি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুলভে ছাপিয়া দেওয়া হয়।

সওগাত প্রেসের ছাপা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

ম্যানেজার—সওগাত প্রেস,
১১নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ষ্টার
ক্যাষ্টর অয়েল
চুলের টনিক

প্লীহারি

সেবনে যেরূপ দুরারোগ্য ও চিকিৎসকের অসাধ্য কঠিন প্লীহা হউক না কেন সারিবেই সারিবে, মূল্য ১৲ টাকা বিফলে ফেরৎ দেই। রোগীর বয়স লিখুন মাশুল ।৶০।

Edited, Printed & Published by M. Nasirud-Din at the Saogat